CONTENTS

FRIDAY, the 21st MARCH, 1997

<u>*Subject Matter*</u> | <u>*Pages*</u>

Subject Matter | *Pages*

TUESDAY, the 25th MARCH, 1997

Subject Matter | *Pages*

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Friday the 21st March, 1997.

PRESENT

Sri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Deputy Chief Minister, the Dy. Speaker Ministers 12 Ministars and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে—কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন।

মাননীয় সনস্য শ্রীসমীর দেব সরকার (অনুপস্থিত)
মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস। (অনুপস্থিত)
মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) **ঃ—**অ্যাডমিটেড কোয়েচান নং ২২৪।
শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : -অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২২৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে প্রতিবন্ধী বেকারের সংখ্যা কত ;
২। ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজন প্রতিবন্ধীকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে ;
৩। বহিঃরাজ্যে টি, আর, টি, সি-তে যাতায়াত করতে এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে বেসরকারী বাসে যাতায়াত করতে প্রতিবন্ধীরা ভর্তুকী পায় কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ২ হাজার ৬২৪ জন প্রতিবন্ধী বেকার আছে।
২। এখন পর্যান্ত যে তথ্য পাওয়া গেছে সেই অনুসারে ২২জনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।
৩। বহিঃরাজ্যে টি, আর, টি, সিতে যাতাযাত করতে কোনরূপ ভর্ত্তুকী পায়না। রাজ্যে বেসরকারী বাসে যাতাযাত করতে প্রতিবন্ধীরা ভর্ত্তুকী পায়।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেখানে সরকারের ঘোষিত নিয়ম নীতির মধ্যেই আছে। টু পারসেন্ট ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপ্টস রিজার্ভেশান আছে সেখানে মাত্র ২২জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং লিষ্টেড বেকার হচ্ছে ২ হাজার ৬২৪ জন। এই চাকরী কোন্ কোন্ দপ্তরে দেওয়া হয়েছে, কোন্ দপ্তরে দেওয়া হয়নি এটা মাননীয় মন্ত্রী খতিয়ে দেখে যে যে দপ্তরে দেওয়া হয়নি, সেই সেই দপ্তরে অতি সত্বর দেওয়ার ব্যবস্থা নেবেন কিনা? আর একটা জিনিস হচ্ছে বহিঃরাজ্যে টি, আর, টি, সিতে যাওয়ার যে ব্যবস্থা রাজ্যের মধ্যে আছে সরকারের সংগে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল বোধহয় যে রাজ্যে সরকারী বা বেসরকারী বাসে প্রতিবন্ধীরা যাতে চলাচল করতে পারেন তার জন্য একটা সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্যের বেসরকারী বাসগুলিতে বিনামূল্যে বা যেটাই নিয়ম আছে সেটা মানা হয়না, সেটার ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ২২ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে ডাইরেক্টার তার হায়ার অ্যাডুকেশান ১জন, ডাইরেক্টার অফ স্কুল অ্যাডুকেশান ১৮জন, পঞ্চায়েতে ১জন এবং ডাইরেক্টার অফ স্পোর্টস অ্যাণ্ড ইয়থ অ্যাফেয়ায়স্ ২জন। আর বিভিন্ন দপ্তর তারা এখানে তথ্য দেননি। যদিও সব দপ্তরে নিয়োগ সেইভাবে হয়নি। তাদের কাছে কণ্স্টান্ট্ সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে পাস্থ্য করা হচ্ছে যাতে এই রোষ্টার—গুলি ঠিকভাবে মেনটেইন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যখনই ফিল-আপ করা হয় এটা যেন জানিয়ে দেওয়া হয়। আমরা চেষ্টা করছি সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ও বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে যে শূন্য পদ আছে সেখানে রোষ্টার পয়েন্ট যেটা হ্যাণ্ডিক্যাপ্টদের জন্য চিহ্নিত, তা যেন মেনটেইন করা হয়, যেভাবে এস, টি, এস, সিদের ক্ষেত্রে মেনটেইন করা হয় সেইভাবে। আমরা দপ্তরের তরফ থেকে এটাকে সরকারী সিদ্ধান্ত হিসাবে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। দ্বিতীয়ত: হচ্ছে, টি, আর, টি, সি, বাস, তাতে যেভাবে রাজ্যের ক্ষেত্রে সুযোগ পায় বাইরের ক্ষেত্রেও সেটা পাওয়ার জন্য আমরা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সেখানে বে-সরকারী যে ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি ও মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন আছে তাদের মাধ্যমে যে সমস্ত বাস চলে তাদের সঙ্গেও কথা বলার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা একটা চিঠিও তাদের দিয়েছিলাম মিটিং-এ আসার জন্য। কিন্তু সেই মিটিং-এ তারা হাজির হননি। আমরা আবার উদ্যোগ নেব যাতে বে-সরকারী ও সরকারী সমস্ত ক্ষেত্রেই এই প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুযোগ আরও বাড়ানো যায়।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, টি, আর, টি, সির সার্ভিস ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরেও আছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে সার্ভিসগুলিতে কিন্তু তারা কোন সুযোগ পায় না। কাজেই প্রতিবন্ধীরা এই সমস্ত ক্ষেত্রেও যাতে তারা সুযোগ পায় সরকারী বাস টি, আর, টি, সিতে, এটার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদর জানাবেন কি? আর একটা হল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এস টি ও এস, সিদের স্পেশাল রাইটের মত করে সরকার স্পেশাল রাইট হিসাবে চিহ্নিত করে এই

প্রতিবন্ধীদের কত দিনের মধ্যে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করেন তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট সময়সীমা করবেন কিনা ? আর একটা জিনিষ হচ্ছে, তাদেরকে একটা এলাউন্স বোধহয় দেওয়া হয় মাসে ৫০ টাকা করে, এটা তাদের জন্য অনেক কম, । কাজেই এটাকে আরও বাড়ানোর ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সমস্ত দপ্তরে সরকার থেকে এটার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং দপ্তর থেকে অবশ্যই ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে মানে টি, আর, টি, সি, যে ডিপার্টমেন্টের অধীনে তাদের সঙ্গে পাস্যু' করা হবে যাতে এই সুযোগ বাইরে পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করা যায়। আর রোষ্টার পয়েন্ট অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের জন্য চিহ্নিত যে পদ সেটা যাতে মেনটেইন করা হয় এবং এখন যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে, বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তরে আপনারা দেখেছেন, প্রতিবন্ধীদের যারা জব ফরম ফিল-আপের সময় বা ইন্টারভিউর সময় ঠিক সেই সেই ভাবে সবাই তাদের কাগজ পত্র জমা দিতে পারেননি,— । সরকার উদ্যোগ নিয়ে, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে, সেই সবগুলি জমা নেওয়া হচ্ছে। যাতে নূতনভাবে যে সরকারী চাকুরী হবে, কেরাণী এবং শিক্ষকের নিয়োগ করা হবে তাতে যাতে কিছুতেই তারা বাদ না পরে। কাজেই এই দিক থেকে স্টিকলী যাতে কাগজ পত্র পাওয়া যায় সেটাকে স্ট্রিকলী যাতে মেনটেইন করার জন্য প্রতিটি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন কি, এই কাজটা মনিটার করছেন, তা আপনিতো সব দপ্তর দিয়ে রেখে দিলেন, এটা দেখার দায়িত্বে কার ? আমারতো মনে হয় এখানে একটা মন্ত্রিসভা রয়েছে, তাতে মুখ্যমন্ত্রী না থাকলেও তার দায়িত্ব একজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, কেউ তো মনিটার করছেন না, এটা অমানবিক, এটা আপনিও স্বীকার করছেন। আপনার এত বড় একটা দায়িত্ব খেলাধূলার তার উপর আবার একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা অন্যায়। এটা আমার আপনার প্রতি কোন অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা নয়। আপনি যা করছেন ক্রীড়া জগতে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এটাকে আপনি লেজ হিসাবে নিলেন কেন ? অন্য কাউকে দেন না। এটাতো অমানবিক, ওরা মেট্রিক পাশ করে বসে আছে, আমি চিন্তা করতে পারি না কেন ওরা মেট্রিক পাশ করে বসে থাকবে ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : - মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী সম্ভবতঃ বলতে চেষ্টা করেছেন যে দৃষ্টিহীন ১৭ থেকে ১৮ জন যুবক যারা পাশ করে বসে আছেন, তারা বেকার, তাদের চাকুরী সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছেন এবং মন্ত্রিসভায় এই দৃষ্টি-হীন, যারা বসে আছেন তাদের অবিলম্বে চাকুরী দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং তাদের ইন্টারভিওটে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামীতে বেকারদের যে চাকুরী হবে, তার প্রথমবারেই তাদের চাকুরী হয়ে যাবে আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৯।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৬৯।

প্রশ্ন নং ১ ইহা কি সত্য, রাজ্যে বায়োগ্যাস প্রকল্প ও আই, আর ই, পি, প্রকল্পকে জনপ্রিয় ও সম্প্রসারিত করার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারেরর পুনর্ণবীকরণযোগ্য শক্তি দপ্তর (এস, এন, ই, এস,) থেকে রাজ্যে সরকার বেশ কিছু পদ সৃষ্টি করার জন্য সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্‌টেন্ট পেয়েছে ?

উত্তর হ্যাঁ।

প্রশ্ন নং ২ যদি সত্য হয়ে থাকে, কোন্‌ কোন্‌ স্থানে পেয়েছে এবং কতটি পদ সৃষ্টি করার জন্য ?

উত্তর প্রকল্পে বায়োগ্যাস ৬ (ছয়) টি পদ সৃষ্টির জন্য ৯৫-৯৬ সালে এককালীন আর্থিক অনুমোদন পেয়েছে। আই, আর, ই, পি, প্রকল্পে বিভিন্ন সময়ে ২২ (বাইশ) টি পদ সৃষ্টির জন্য আর্থিক অনুদান পেয়েছে।

প্রশ্ন নং ৩ এই পদগুলি পুরণের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর এই পদগুলি অর্থ দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে বিজ্ঞান প্রযুক্তি পর্ষদে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কেন্দ্রিয় সরকারের পদের নাম এবং বেতনক্রম যেহেতু রাজ্য সরকারের পদ ও বেতনক্রমের সঙ্গে সংগতি নেই সেহেতু পুনরায় অর্থ দপ্তরের মতামত চাওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন নং ৪ পদগুলি পুরণ না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ব্যতীত পদগুলি পুরণ করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ ভৌমিক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটে ষ্টাড' কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৭।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : -মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেডষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৫৭

প্রশ্ন ১ সরকার কর্তৃক গঠিত ৬ সদস্যক বিশিষ্ট কমিটি সরকারী চকুরীতে ও, বি, সি, দের সংরক্ষণ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করেছেন কি না ?

উত্তর সরকার ৬ (ছয়) সদস্যক বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেননি, তবে চার বিশিষ্ট সদস্যক কমিটি গঠন করেছিলেন। এবং ঐ কমিটি তাদের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের নিকট দাখিল করেছেন।

প্রশ্ন নং ১ যদি এটা সত্য হয় তবে সরকার ও, বি, সি, জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর : বর্তমানে রিপোর্টটি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রিপোর্টটি কি প্রকাশিত হয়েছে, না প্রকাশিত হয়নি, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং এটা এই হাউসে জানানো হবে কি না ?

স্যার, ও, বি, সি, দের ব্যাপারটা নিয়ে গত নির্বাচনে বামফ্রন্টের একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ও, বি, সি, জনগণকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। এখানে স্যার, রিজার্ভেশনের কোয়েশ্চানও জড়িত। এখন আমরা স্যার, যতটুকু জানি বামফ্রন্টের উপর মানুষের এ যাবৎ একটা বিশ্বাস ছিল যে তারা কথা দিলে কথাটা রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ও, বি, সি, র ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে এটা একেবারেই বিপরীত। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ৫০ পারসেন্ট রুল এটাকে একটা অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ সরকার আদালতে এই স্ট্যান্ট নিচ্ছে যে ত্রিপুরার ৫০ পারসেন্ট প্রযোজ্য নয়। স্যার, হাউস জেনে খুশী হবেন যে, একটা কেস ছিল ৫০ পারসেন্টের জন্য এস, সি, এবং এস, টি, স্টেনোগ্রাফার তাদের চাকুরী দেওয়া যাচ্ছে না, কালকে আদালতে সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে, অর্ডার হয়েছে। এখানে মণ্ডল কমিশনের একটা পার্টিকুলার অংশে আই অ্যাম সরি স্যার, আমি একটু সময় নিচ্ছি, এটাতে বলা হয় যে ইন ফার ফ্লাং স্টেট যেখানে স্যার, পপিউলেশনের গতি প্রকৃতিতে ৩১ পারসেন্ট এস, টি, ১৬ পারসেন্ট এস, সি, তো এখানে ৪০ পারসেন্ট ও, বি, সি, রয়েছে। তাহলে এখানে ৫০ পারসেন্টের অজুহাতে যদি রিজার্ভেশন না দেওয়া হয় তাহলে তো এরা কোনদিনই পাবেনা। কিন্তু এই একটা অজুহাত দেখিয়ে রাজ্য সরকার তো একটা ডাবল স্ট্যান্ট নিচ্ছে। এটা হলো নাম্বার ওয়ান।

নাম্বার টু চণ্ডীগড়ে যে সম্মেলন হয়েছে তাতে সি, পি, এম, পার্টি নির্দেশ দিয়েছে যে রাজ্যে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ আছে সেখানে ও, বি, সি-র জন আর কোন সংরক্ষণ দেওয়া যাবে না। সেই কারণেই রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও গত ৪ বছর ধরে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে না। কাজেই আজ এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে ও, বি, সি ভুক্তদের জন্য রাজ্য সরকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্য্যকর করছেন না। তবুও এই ব্যাপারে সরকারের নূতন করে কোন দৃষ্টিভংগী যদি থেকে থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানালে ভাল হয়। উড়িষ্যার বিজু পট্টনায়কের মত এই বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখে নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যেও কিছু একটা করা হবে কিনা জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) **:**— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ আছে ৫০ শতাংশের বেশী সংরক্ষণ রাখা যাবে না। মাননীয় সদস্যকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি, কর্ণাটকে নির্বাচনের আগে হুট করেই ৫০ শতাংশের উপর সংরক্ষণ

কার্য্যকরী হবে বলে রাজ্য সরকার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্ট সেই আদেশ খারিজ করে দিয়েছে। এমনকি তামিলনাড়ু সরকারও সেটা এখনও কার্য্যকরী করতে পারেন নি। আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ৪৭ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যাবস্থা চালু আছে। আমাদের কাছে যে হিসেব রয়েছে তাতে রাজ্যে ও, বি, সি সম্প্রদায়ভূক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ১৪ শতাংশ হবে। আমরা রাজ্যের যে সমস্ত দফতরে চাকুরী দিচ্ছি সেই চাকুরী প্রদানের সময় আমাদের নজর থাকে ও, বি, সি এবং মাইনরিটি সম্প্রদায়ের চাকুরী প্রার্থীরাও যাতে করে চাকুরী পায়। কাজেই মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে ইচ্ছে করলেই ডিক্লেয়ার করে চালু করা যায় এটা মনে করার কোন কারণ নেই। এই ভাবে বামফ্রন্ট সরকার কোন চিন্তা-ভাবনা বা কাজ করছে না।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এখানে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের কথাটাই শুধু বললেন। আমি স্যার, আগেই বলেছি যে, রাজ্য সরকার নিজেই স্টান্ট নিয়েছে যে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ রুল ত্রিপুরা রাজ্যে কার্য্যকরী নয় কোর্টে রাজ্য সরকারের বক্তব্যে সঙ্গে এখনকার বক্তব্য এক নয়। কর্ণাটকে এস সি-এস টি এবং ও. বি. সির জনসংখ্যা আর এখানের তাদের জনসংখ্যা এক নয়। এখানে রাজ্য সরকার যদি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রাখতেন এবং তারপর সেটা যদি কোর্টে গিয়ে আটকাতেন তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম রাজ্য সরকারের একটা সদিচ্ছা আছে এই সংরক্ষণ চালু করার ব্যাপারে। স্যার. ও, বি. সি. সম্প্রদায়ের লোকেরা বাররার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির শিকার হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পবিত্র দায়িত্ব ও. বি. সির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা। যদি সেটা নিয়ে কেউ কোর্টে যায় তখন এস. টি এবং এস. সিদের জন্য যে স্টেও নেওয়া হচ্ছে কোর্টে সেটাই ও. বি. সিদের জন্যও নেওয়া যেতে পারে। কাজেই সেই দৃষ্টিভংগী নিয়ে রাজ্য সরকার ও. বি. সি-র জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, সংবিধান সংশোধন না করে এটা দেওয়া যায় না। উনি আইন ব্যবসা। করেন কাজেই উনি এই ব্যাপারে আমার চেয়ে ভাল জানেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ত জানেন যে, কর্পূরী ঠাকুর বলে একটি ফর্মূলা যা বিহারে কার্য্যকরী হয় এবং এটাই সবচেয়ে ভাল ফর্মূলা। ও বি. সি, বললেই হবে না। ও. বি. সির মধ্যে লাখপতি যেমন আছে নিঃস্বও আছে এবং তেমনি এস. সি-এস. টিদের মধ্যেও রয়েছে। সেই জন্য শুধু মাত্র প্রেফরসনেট দেখা হলে এস. সি. এস. টিও. বি. সি ছাড়া অন্যদের একটাও চাকুরীর সুযোগ হবে না। সেই জন্য চাই এর সঙ্গে ইকনমিকস ক্যাটাগরি। সেটা কি ? এস. সি-এস. টি- ও. বি. সিদের মধ্যে যারা সত্যিই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল তাদেরকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, এটা একটা ফরমূলা জানি। এখানে রিজারভেশান হলে তারপরে কারা ফার্স্ট প্রেপারেন্স পাবে, ইমপ্লিমেনটেশন সেটা এবং সরকার এটা একসেপ্ট করবেন কি করবেন না সেটা আলাদা ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রিজারভেশান প্রশ্নটাই এখন মূল প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন কি; এবং

২ বর্তমানে মূল্য বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিতে এবং টাকার অবমূল্যায়ণের ফলে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগদানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বিবেচনা করা হচ্ছে।

২। গরীব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি করা হচ্ছে, —

ক) বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড যা আগে দেওয়া হত তার হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

খ) প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক কেনা বাবদ আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

গ) সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত পূর্ববর্তী বার্ষিক পরীক্ষায় শতকরা ৫০ নম্বর সহ উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য" মেধা বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

ঘ) কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় যে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত এস. সি' এস. টি, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঙ) ১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এস, সি. এস, টি. ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বৃত্তির হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বোর্ডিং হাউস সম্পর্কে এখানে যারা ছাত্রছাত্রী যারা বোর্ডিং-এ আছেন তাদের প্রতিমাসে কত হারে দেওয়া হয় এবং যে হারে এখানে দেওয়া হচ্ছে, তাতে তাদের চলে কিনা ? তাছাড়া শুধু এখানে নয়, রাজ্যে নয়, যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্যান্য রাজ্যে পড়াশুনা করছে, সরকার তাদেরকে আরও আর্থিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করে তাদেরকে আরও বাড়িয়ে

দেওয়ার জন্য বিবেচনা করছেন কিনা, যদি করে না থাকেন তাহলে সেটার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রি) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বোর্ডিং এ যারা আছে তাদেরকে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক যে কেউ ৩০৭ টাকাও পায়। এই টাকা দিয়ে একটা লোকে ভালভাবে চলতে পারে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এটাকে আরও বাড়ানো যায় কিনা সেটি চিন্তা করা হচ্ছে। আগে যেখানে ১৫০ টাকা ছিল সেটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ৩০৭ টাকা পর্য্যন্ত করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যও সেটি জানেন। আর যারা বাইরে ছাত্রছাত্রীরা পড়ছেন, তাদেরও এই ধরণের স্টাইপেণ্ডে ব্যবস্থা রয়েছে। যারা রাজ্যে মাধ্যমিক পাশ করে মেধা বৃত্তি হিসাবে ছাত্রদের দেওয়া হচ্ছে ১২০০ টাকা করে আর ছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে ১৩০০ টাকা করে। যারা হায়ার সেকেণ্ডারী পড়ছে সাইন্স নিয়ে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে ছাত্রদের ১৩০০ টাকা করে এবং ছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে ১৪০০ টাকা। আর প্লাস টু সাইন্সে যারা আছে, তাদেরকে ২০০০ টাকা ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, সব ক্লাশের জন্য বিশেষ এওয়ার্ড-এর ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রথম শ্রেণী ১০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী-২০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে ৫০ টাকা করে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে ১০০ টাকা আর নবম শ্রেণী ও দশম শ্রেণী দেওয়া হচ্ছে ৩০০ টাকা করে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উনি তথ্যগুলি দিয়েছেন, এইত তথ্য তো অনেক দিনের। এখানে যে বলা হয়েছে ৩০০ থেকে ৩০৭ টাকা দেওয়া হয় যারা হোস্টেলে রয়েছে। আমি জানতে চাই স্যার, বর্তমানে মূল্য বৃদ্ধি জনিত যে মুদ্রাস্ফীতি রাজ্যে যে হারে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তার সঙ্গে সমতাল রেখে এবং তাদের সুবিধার দিকে চিন্তা করে এই সরকার আরও বাড়াবেন কি না সেটিই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ খরচ তাদের হয় না। আর আমরা এখনো সেই রকম ব্যবস্থায় যেতে পারিনি। সেটা আমাদের দেশের কোন রাজ্যে সম্ভব হয়নি। সব খরচ সরকারকে বহন করা যায় এই অবস্থায় আসতে পারিনি। আমরা জানি রাজ্যের মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে বেশীর ভাগ তাদের পড়াশোনা করার খরচ চালাতে পারছে না। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয় বলে এই ব্যাপারে খুব বেশী বাড়াতে পারছি না। আমি আগেও বলেছি।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— স্যার, ইনকাম বার আছে। সেটা প্রায় ১৫/২০ বছরের পুরান। এখনও তাই চলছে। ৬০০ টাকা মেকসিমাম ইনকাম। সেই ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট আনতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তে হয়। কাজেই, এই ব্যাপারে ইনকাম বার আরো কিছুটা বাড়ানোর জন্য চিন্তা ভাবনা সরকার করছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিকই আমাদের শিক্ষা দপ্তরে লোয়ার ইনকাম ৬০০ টাকা ধরেছে। স্যার, অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই আমরা চেষ্টা করব যে সমস্ত ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে।

শ্রীরবিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমরা সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে লক্ষ্য করেছে, ফর্মে এস, সি, এস, টি,-দের বেলায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এক পরিবারে একজনের বেশী লোককে দেওয়া যাবে না। অথচ আর্দারসের ক্ষেত্রে এরকম লেখা থাকে না। কাজেই তাদের তখন দ্বিতীয় জনের ক্ষেত্রে মিথ্যা লিখতে হয়। দুঃখ লাগে। এস, সি, এস, টি,-দের ক্ষেত্রে এটা তুলে দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট সব সময়ই এস, সি, এবং এস, টি,-দের ক্ষেত্রে নজর রাখে। এই রকম কোন ঘটনা দপ্তরের কাছে নেই। যদি স্পেসিফিক বলতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আমরা এটা দেখব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এম, এল, এ,-দের ইনকাম সার্টিফিকেট দিতে হয়। আমার কাছে অনেক ছেলে আসে সার্টিফিকেট নিতে। লেখা থাকে, তার পরিবারে ৮ জন আছে, ৫০০ টাকা তার ইনকাম। আমি তাদের বলি, এই বাজারে ৭/৮টি ইঁদুরকে এই ৫০০ টাকা দিয়ে কি এক মাস খাওয়াতে পারব ? কিন্তু আমাদের লিখে দিতে হয়। মিথ্যাই আমি লিখে দিই। এ ক্ষেত্রে তার অপরাধ কি ? অপরাধ করলে তারা করেছে, যারা এখনও এই নিয়ম চালু রেখেছে। এটা হাসির ব্যাপার নয়। এই এডুকেশান দপ্তর ছেলেদের মিথ্যা শেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা তাদের সার্টিফিকেট দেব মিথ্যা জানলেও।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বুঝতে পারছি না, উনার সাপ্লিমেণ্টারী কি ? তবে, এটা ঠিক উনি যা বলছেন ৫০০ টাকা দিয়ে কোন অবস্থায়ই ৫ জনের চলতে পারে না। মিথ্যা শেখানোর প্রশ্ন নয়। এম, এল, এ, সার্টিফিকেট দেন, তিনি চিন্তা করবেন। উনি জানেন আইন পরিবর্তন না হলে কিছু করা যাবে না। বর্তমানে লোয়ার ইনকাম পরিবর্তন হচ্ছে। কাজেই এটার ক্ষেত্রেও করা যায় কিনা দেখব। এখন সার্টিফিকেট কে দেবেন, কে দেবেন না এটা অন্য কথা। যদি দেন তিনি অন্যায় করেন। যদি ইঁদুরই বেঁচে না থাকতে পারে, তবে মানুষ বাঁচবে কি করে ? উনার কাছেইত আমরা শিখেছি, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায় নি। আইন যা আছে সেভাবে চলতে হবে। উনি বলতেন, পাঁকের মধ্যে থাকব, কিন্তু মাগুর মাছের মত গায়ে পাঁক লাগাব না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এগুলি পুরানো হয়ে গিয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, উনাদের কাছে পুরোনো হয়ে থাকতে পারে, আমাদের কাছে পুরানো হয় নি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এখানে রিভিউ করার প্রশ্ন এসেছে। এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আমাদের রাজ্যটা ছোট। আমরা এখানে ১২ ক্লাশ পর্য্যন্ত ফ্রী এডুকেশান দিচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ, বাজেটে একটা মোটা টাকা আমরা এডুকেশানের জন্য খরচ করছি। এ কথাটা মাননীয় সদস্য মহোদয়দের মনে রাখতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি কাত্তিককন্যা দেববর্মা।

শ্রীমতি কাত্তিককন্যা দেববর্মা (টাকারজলা) :—কোয়েশ্চান নং ২৬৫ স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৬৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, রাজ্যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু আছে ;

২। চালু থাকলে কোন কোন জায়গায় এবং কোন শ্রেণী পর্য্যন্ত ?
(সরকারী ও বেসরকারী ভিত্তিক স্কুলের হিসাব)

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। যে যে জায়গায় এবং যে যে শ্রেণী পর্য্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু আছে তাহা নিম্নরূপ :—

List of English Medium J. B. Schools.

Name of pry./J. B, School	Place
1. Sabroom Girls' H. S. Pry. Sec.	Sabroom
2. Sonamura H, Pry, Sec	Sonamura
3. Kamalpur Model J. B. School	Kamalpur
4. Ganda Chara H. S. Pry. Sec.	Ganda chara
5. Kanchanpur H, S, Pry Sec.	Kanchanpur
6. B. S. F. Pry. School.	Teliamura
7. Khumpui Academy	Khumlwng (Jirania)
8. Tliva Hill J. B, School	Teliamura
9. Standard J, B, School	Mohanpur (Lefunga)

10.	Sishu Niketan (Army)	Agartala
11.	Children Garden J. B.	Kailashahar
12.	Bal Niketan J. B.	Udaipur (Dhajanagar)
13.	Sonic Edn. Inst. J. B.	Dharmanagar
14.	New Garden Bahai J. B.	Udaipur
15.	Blessed Andra Eng. J. B	Mohanpur
16.	Kishalay Nurserry	Jirania (Kashipur)
17.	Sishu Niketan	Kailashahar
18.	Nivedita Children's	Kumarghat

English Medium Senior Basic Schools

	Name of School	place.
1.	B. S. F. S. B. School	Shalbagan (Agt)
2.	Zionhill S, B. School	Teliamura
3.	Hmunpui Jr. High School (both Ehgl/Lushi)	Kanchanpur
4.	Sakhan Serhmun --Do -	Kanchanpur
5.	Kendriya Vidyalay S. B.	Kailashahar
6.	Navoday Vidyalay S, B.	Nalkata (82 Miles)
7.	Ebenzer Jr. High.	Sabroom
8.	22 Assam Raifels S. D.	Ambassa
9.	St Xeviers' S. D.	Bisramganj
10.	Srikrishna Mission	Mohanpur
11.	Khakchang Khambasa	Tuichama
12.	Bethlehem S, B.	Panisagar
13.	Ratanmoni Vidyamandir	Dhumacharra

ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOLS

	Name of School.	Place
1.	Tlangaung High School.	Kanchanpur
2.	Darchui Christian High.	Kumarghat
3,	Five Jewls High.	Udaipur
4,	Hmawargohuan High, (Both Eng./Miza)	Kanchanpur

5.	Sabual High, (Both Hindi/Mizo)	Kanchanpur
6,	Belonia Town Engl Med, High,	Belonia
7,	Khowai Town Eng, Med, High,	Khowai
8,	Udaipur Eng, Med, High,	Udaipur
9,	Ramkrishna Mission Vidyalay	Amtali (Agt,)
10,	Kendriya Vidyalay High,	Panisagar
11,	Kendriya Vidyalay High,	Bagafa,
12,	Golden Velly High.	Dharmanagar
13,	North Point High,	Dharmanagar
14,	Holly Cross High,	Kailashahar (Kathalchara)
15,	St, Pauls' High,	A, D, Nagar (Agr,)
16,	Montfort High,	Jirania (Champaknagar)
17,	St, Thamas High,	Kanchanpur (Jampui)
18,	Shiksha Niketan High,	Indranagar (Agt,)
19,	Holly Cross High,	Mohanpur
20,	St, Jemes High,	Bishalgarh
21,	Srikrishna Mission High,	Bholagiri (Mohanpur)

ENGLISH MEDIUM H. S. (+2 stage) SCHOOLS

1,	Sishu Bihar H, S, School,	Agartala
2,	Jampui H, S, School,	Kanchanpur
3,	Hinidi H, S, (Both Eng & Hindi)	Agartala
4,	Kendriya Vidyalay H S,	Agartala
5,	Kendiiya Vidyalaya H. S.	Badharghat (O, N, G, C, Complex)
6,	Navodaya H, S,	Ramchandraghat (Khowai)
7.	Navodaya H, S,	Kakrabon

শ্রীমতি কাত্তিক কন্যা দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন রাজ্যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা কত এবং এগুলি কোন্ কোন্ সাবডিভিশনে খোলা হয়েছে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি সংখ্যাগুলি বলছি। ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইমারী এবং জে, বি স্কুল আছে ১৮ টা সব সাবডিভিশানেই আছে। একমাত্র অমরপুরে এবং কমলপুরে খুলতে পারিনি। সিনিয়ার বেসিক স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে ১৩ টা, হাইস্কুল ২১ টা এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ৭ টা। সরকারী এবং বেসরকারী সব মিলিয়ে এই হিসাব।

শ্রীমতি কাত্তিক কন্যা দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-গুলিতে গ্রাম পাহাড়ে কৃষকদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, গ্রাম পাহাড়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কৃষকের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে কিনা এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব। যদিও এটা খুব কঠিন কাজ, তবে বের করা যাবে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে যে সমস্ত বেসরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে সেগুলি কার দ্বারা পরিচালিত এবং এগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যা আছে সেগুলি আমাদের শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদিত যেসব সিলেবাস আছে এই সিলেবাসে সেসব স্কুল এলোটেড্ রয়েছে তার হিসাব অনুযায়ী আছে এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কতগুলি কোর্স আছে তার সংখ্যা ও এর মধ্যে রয়েছে। যে সিলেবাস এখানে চলে না বা গর্ভণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সিলেবাস চলে না সেটা তো থাকার কথা নয়।

শ্রী মাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার পরিচালিত কিছু কিছু ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে আছে। এখানে একটা নীতিগত প্রশ্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যে সমস্ত টিচার এপয়েন্টমেন্ট করা হয় তার জন্য সরকারের কোন পদ্ধতি আছে কিনা ? আমি যতটুকু জানি সাধারণতঃ হাই স্কুল থেকে বা সিনিয়ার বেসিক স্কুল থেকে নরম্যালি ট্রান্সফার করে আনা হয় এবং উনারাই টিচিং দেন। এটা তো এই টিচারদের পক্ষে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে টিচিং দেওয়া সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের এর জন্য আলাদা টিচারের কোন ভিত্তি নেই। তবে শিক্ষকদের মধ্যে যারা ইংলিশ মিডিয়াম পড়াতে পারেন, তাদের দেখেই গভর্ণমেন্ট স্কুলগুলির মধ্যে দেওয়া হয়। যেমন আমাদের এখানে শিশু বিহার স্কুল আছে তার মধ্যে গর্ভণমেন্টের শিক্ষক যারা রয়েছে, সরকার যাদের উপযুক্ত মনে করেন তাদের এই স্কুলে ট্রান্সফার করে আনেন এই পদ্ধতিতেই দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উদয়পুরের দেওয়ান বাড়ীতে বাল নিকেতন নামে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। কিন্তু সেই স্কুলে এখনও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা হয় কিনা জানি না এবং যদি না হয়ে থাকে কেন সেটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে? মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা একটু আগে যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা প্র্যাকটিক্যালি দেখা দিয়েছে তা কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে গেলে কনভেনশন্যালি ছোটবেলা থেকে যদি না হয় যেমন ধরুণ আমি বাংলা মিডিয়ামে বি, এ পাশ করেছিলাম, আমার পক্ষে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো সম্ভব নয় যেমন আমাদের উদয়পুর স্কুলে আর টিচার দিতে পারছি না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এইগুলি চিন্তা-ভাবনা করে কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা জানাবেন কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, উদয়পুরের দেওয়ান বাড়ীতে বাল নিকেতন নামে একটি স্কুল আছে এবং সেই স্কুল এখনও চালু আছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এই স্কুলটি চলেছে বে-সরকারী উদ্যোগে। তারপর দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার এই স্কুলটিকে গ্র্যান্ট ইন-এইডের আওতায় নিয়ে আসেন। যখন গ্র্যান্ট ইন-এইডের পরিচালনায় আসে তখন ঐ স্কুলে যারা টিচার ছিলেন তাদেরই নেওয়া হয়। এখন পর্যান্ত ইংলিশ মিডিয়ামেই পড়াশুনা চলছে। আমি এক সপ্তাহ আগের খবর জানি আগে যিনি হেড মাষ্টার ছিলেন নিতাই সরকার তিনি এখন ও হেড মাষ্টারই আছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ৩২১

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৩২১

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উপজাতি দপ্তর থেকে উপজাতিদের রাবার বাগান ও চা বাগান করার জন্য ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে?

২। দেওয়া হলে কানি প্রতি কত টাকা দেওয়া হয়; এবং

৩। কি কি নিয়ম নীতির ভিত্তিতে উক্ত ঋণ দেওয় হয়?

উত্তর

১। না, সত্য নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ২৭৯।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ২৭৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের টি. এফ. ডি. পি. সি এর পরিচালন ব্যবস্থা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের কোন উদ্যোগ সরকার নিবেন কি ?

২। টি এফ. ডি. পি. সির কর্মরত কর্মচারী, শ্রমিক সংখ্যা কত ?

৩। বাগান রক্ষার জন্য দপ্তরের নিজস্ব কোন রক্ষী বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। থাকলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আপাততঃ নাই।

২। টি. ডি. পি. সির কর্মচারী ও শ্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ। ক) নিয়মিত কর্মচারী—২৬০ জন খ) লিভ কার্ড হোল্ডার শ্রমিক — ১৭৪৫ জন।

৩। আপাতত নাই।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টি, এফ, ডি পি সির পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের উদ্যোগ সরকারের নেই এবং আমি এটা জানতে চাই বিভিন্ন জায়গায় বাগানের যে ব্যবস্থা আছে, এটা মূলতঃ আগরতলায় যারা এটাকে পরিচালনা করছেন সেই জায়গায় ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এইসমস্ত কথা বিবেচনা করে এটাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার দিকে উপযুক্ত লোক দিয়ে হলেও পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্পেশিফিক, কোন অভিযোগ থাকলে বা কোন প্রশ্ন করা হলে এটা উত্তর দিতে পারব।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— লিভ কার্ড হোল্ডার যারা ১৭৪৫ জন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন, তাদের বর্ত্তমানে কত করে মজুরি দেওয়া হয় এবং তাদের এই মজুরি বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা'ত আলাদা প্রশ্ন। আপনারা সবাই জানেন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ত্তমানে লেবার দপ্তর, টি, এফ, ডি, পি সির বোর্ডের সংগে আলোচনা করে শ্রমিকরা আপাতত ২৮ টাকা করে মজুরি পায়।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— স্যার, ২৮ টাকা করা হয়েছে, বলেছেন। এখন রাজ্যের সর্বনিম্ন মজুরি হয়েছে ৩২ টাকা, তাদের ৩২ টাকা করা হবে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এই রাবার বাগান একটা রাজ্যের সম্পদ, এটা তাদের শ্রমের বিনিময়ে রাবার বাগান সৃষ্টি হয়েছে তাদের মজুরি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সরকারের কোন ত্রুটি থাকবে না। আগামীদিনে আমরা তাদের মজুরি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, বাগান রক্ষিবাহিনী তৈরী করার কোন পরিকল্পনা নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, সারা রাজ্যে টি, এফ, ডি, সি, সির পরিচালিত যেসব বাগান আছে সেসব বাগানে যেভাবে রাবার চুরি হচ্ছে এবং সেই বাগানগুলিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। কাজেই সেই বাগানগুলিকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাবার সম্পদকে যাতে আগামীদিনে আরও বেশী বৃদ্ধি করা যায় সেই দিক থেকে বিবেচনা করে নিজস্ব রক্ষিবাহিনী করা হবে কিনা বা করবেন কিনা এবং করলে কবে পর্য্যন্ত সেটা করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বনরক্ষী বাহিনী গঠন করার বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে, পরিকল্পিত বনরক্ষী বাহিনী সৃষ্টি হলে তার এক অংশ টি, এফ, ডি, সি, সিতে আনার ব্যবস্থা আমরা করব। এছাড়া আমাদের রাজ্যে প্রতি রাবার বাগান এর শ্রমিক কর্মচারী এবং ঐ এলাকার পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও মানুষকে নিয়ে আমরা সেমিনার করেছি। যদি আমাদের এই জাতীয় রাবার চুরি না হয়, বাগানগুলিকে রক্ষা করা যায় তার জন্য আমরা মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করছি।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যে রাবারের গুণগত মান কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— আমাদের রাজ্যে রাবার ইণ্ডিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য **শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস**।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (সুরমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৯৭

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৯৭

প্রশ্ন

১। রাজ্য জুমিয়া, রিক্সা শ্রমিক, খেতমজুর শ্রমিকদের মত ৬০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে মৎস্য জীবীদের ক্ষেত্রে বার্ধক্য ভাতা চালু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে গ্রাম পর্য্যায়ে কত সংখ্যক মৎস্যজীবীদের জন্য উক্ত ভাতা চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টরী স্যার, আমরা জানি যে রাজ্যে জুমিয়া এবং রিক্সা শ্রমিক সহ ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে যারা আছেন তাদেরকে রাজ্য সরকার মাসিক ভাতা দিয়ে থাকেন। মৎস্যজীবী অংশের মানুষ যারা তারাও তাদের মধ্যে ৬০ বৎসর বয়স হওয়ার পর তাদের আর কর্ম ক্ষমতা থাকে না এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই ক্ষেত্রে এই বিষয়টা বিবেচনা করে মৎস্যজীবীদের জন্যও এই ভাতা চালু করার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যদিও এই বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষি মজুর, জুমিয়া ইত্যাদি কতগুলি স্পেসিফিক নাম্বার আছে। কিন্তু তার বাইরেও বেশ কিছু আছে যারা এখনও পাচ্ছেন তাদের মধ্যে মৎসজীবীও আছেন। স্বাভাবিক ভাবেই মৎসজীবী হিবাবে আলাদা করে সেই রকম ডিমার্কেশান করে না দেওয়া হলেও বিলো পভার্টি লাইনের এবং ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে এই রকম যারা আছেন, বার্ধক্য হিসাবে তারা ভাতা পান এবং সেই সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীঅরুন ভৌমিক: সাপ্লিমেন্টরী স্যার. এই বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন শ্রেণীভেদ আছে কিনা বা কারা এইটা পাবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বিষয়টা পরিষ্কার করছি. রাজ্য সরকার থেকে এখন পর্যান্ত সর্বমোট ২৩,৫০০ জনকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয় এবং এই ২৩,৫০০ জনের মধ্যে সেখানে কৃষি মজুর, জুমিয়া এদের জন্য একটা অংশ করা আছে। আর বাকীটা যে কোন বৃদ্ধ সেই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পরলে পরে তারাও সেই সুযোগ পান। আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশানেল সেসিয়েল এসোসিয়েশন প্রোগ্রাম যেটা আছে, সেই পোগ্রামের মধ্যে আরও প্রায় ১৫,৯০০ জন বৃদ্ধকে এই ভাতা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে।

এবং ইতিমধ্যে সেগুলি বিভিন্ন ব্লক থেকে, নগর পঞ্চায়েত, এবং আগরতলা মিউনিসিপাল করপোরেশন থেকে নাম সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ৩১শে মার্চের মধ্যেই অর্থাৎ এই বছরেই তাদের চলতি বছরের সমস্ত পয়সা তারা পাবেন। এইজন্য আমাদের রাজ্য সরকারের ২৩,৫০০ জনের জন্য খরচ করেছেন ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এবং কেন্দ্রিয় সরকার থেকে ১৫.৯০০ জনের জন্য এসেছে ১.৯২ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রিয় সরকার যে প্রকল্প চালু করেছেন তাতে প্রত্যেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ৭৫ টাকা হারে ভাতা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে সেখানে রাজ্য সরকার দিচ্ছেন

১০০ টাকা করে। কাজেই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রিয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য রাজ্য সরকার এই ৭৫ টাকার অতিরিক্ত আরো ২৫ টাকা করে দিচ্ছেন এবং এতে আরো অতিরিক্ত খরচ হয়েছে ৪৮ লক্ষ টাকা।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রী সহিদ চৌধুরী।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার -- ৩৬৫।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৫।

প্রশ্ন (১) :— বর্তমানে আগরতলা নজরুল ছাত্রাবাসে আসন সংখ্যা কত?

উত্তর :— ৬৮টি।

প্রশ্ন (২) :— ইহা কি সত্য আস্‌বাব পত্রের অভাবে উক্ত ছাত্রাবাসটিতে ছাত্র ভর্তি করা যাচ্ছে না?

উত্তর :— না, এটা সত্য নহে কারণ ৬৮টি আসনের মধ্যে ৫৩ আসনের সমস্ত প্রকার আসবাব পত্র রয়েছে। এবং এখন পর্যান্ত এইখানে দরখাস্ত করেছেন ভর্তি হওয়ার জন্য মোট ৪৮ জন। তাদের সবাইকে ভর্তি করা হয়েছে আরো ৫টি আসন এখনো খালি পড়ে রয়েছে। কোন দরখাস্ত এখনো পড়েনি কাজেই আসবাব পত্রের অভাবে এখানে ছাত্ররা থাকতে পারছে না এইটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩) :— ইহাও কি সত্য যে, এই ছাত্রাবাসটির মেরামতির কাজ এক বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে?

উত্তর :— এটা আংশিক সত্য। কারণ হলো কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আগে যে এস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট ছিল, কাজ করার সময় দেখা গেলো তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা লেগেছে। সুতরাং এই অতিরিক্ত টাকার জন্য এই মেরামতির কাজটা সাময়িক কালের জন্য বন্ধ ছিল। এখন আবার এটার কাজ চলছে এবং এইটা শেষ হওয়ার পথ রয়েছে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে, আগরতলার নজরুল ছাত্রাবাসে আসন সংখ্যা ৬৮ টির মধ্যে ৫৩ টিতে আসবাব ফুল সেট রয়েছে। আর এই ৫৩টি আসনের মধ্যে আবার ৪৮টি সীট ফিল আপ করা সম্ভব হয়েছে বাকিগুলি ৭টি আসন খালি রয়েছে ছাত্র পাওয়া যায় নি। এখানে স্যার, এই ছাত্রাবাসটিতে এম, বি বি, কলেজের দুই নং হোস্টেলের পুরানো আসবাবপত্র নিয়ে আসা হয়েছে। নতুন করে আর কোন আসবাবপত্র দেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কাজেই এখানে নতুন করে আসবাবপত্র দেওয়া হবে কিনা? আর বাকি যে সীটগুলির আসবাবপত্র নেই সেগুলির জন্য আসবাবপত্র দেওয়া হবে কিনা। আর বিল্ডিং মেরামতি বা অন্যান্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য গত বিধানসভাতেও

প্রশ্ন এসেছিল : কাজেই এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পেশিয়েলী দেখবেন কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ১৫টি আসনের জন্য আসবাব-পত্র দরকার এবং সেগুলির ব্যবস্থা করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। আর আমাদের যে সমস্ত কাজ রয়েছে, ড্রেন সংস্কার, দেওয়াল মেরামতি এইগুলি করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর-পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ তিনটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্ন উল্লিখিত বিষয়গুলি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাশে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন উনাদের নাম উল্লেখ করছি।

১। শ্রীঅমল মল্লিক ২। শ্রীপ্রণব দেববর্মা ৩। শ্রীদেবব্রত কলই। আমি এখন ক্রমান্বয়ে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকব। যে সদস্য মহোদয়কে আহ্বান করব তিনি দাঁড়িয়ে নোটিশ-এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

শ্রীঅমল মল্লিক : – মিঃ স্পীকারে স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো "স্বাস্থ্য পরিসেবায় নিযুক্ত রাজ্যের অনারারি হোমিও ফিজিসিয়ানরা দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত না হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন। আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটার উত্তর এক্ষুনি দিতে পারব। এটা স্যার, অলরেডি টি. পি. এস. সিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের মাধ্যমেই পোষ্টগুলিতে ডাক্তারদের নিয়োগ করা হবে-নিয়মিতভাবে।

শ্রীঅমল মল্লিক : – পয়েণ্ট আব ক্ল্যারিফিকেশনে স্যার, এই সমস্ত হোমিও ফিজিসিয়ানদের স্থায়ী বেতনে নিযুক্তি হয়েছে ৬ থেকে ৭ বছর আগে। প্রথমাবস্থায় তাদেরকে মাত্র ৫০০ টাকায় স্থির বেতনে নেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তাদেরকে ২০০০ টাকা স্থির বেতন দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত ডাক্তারদের কাছ থেকে সার্ভিস নেওয়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাদেরকে নিয়মিতকরণের বিষয়টি দীর্ঘ দিন থেকেই এইভাবে ঝুলে রয়েছে। তারা অন্যান্য ডাক্তারদের মত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকেও দীর্ঘদিন থেকে কেবল বঞ্চিতই হচ্ছেন। এখানে এক্ষুনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, এটা

টি পি. এস সিতে পাঠানো হয়েছে। আমি বলতে চাই এই ডাক্তারদের সঙ্গেই অন্য যারা ছিলেন তারা কিন্তু পুরো সুযোগই নিয়ে গিয়েছেন। কারণ এদেরকে সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছিল। কাজেই তাদেরকেও পুনরায় টি, পি, এস, সিতে না ঘুরিয়ে সরাসরি নিয়োগের বিষয়টি সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা ?

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য হয়ত জানেন না যে, বিগত জোট সরকারের আমলে সিনিয়রদের ডিঙ্গিয়ে জুনিয়রদের দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে বিষয়টি হাই কোর্টে চলে যায়। হাই কোর্ট থেকে ইনজাংশান জারী হয়। তারপর এই অবস্থায় আছে। তবে আমরা এই বিষয়ে নূতন করে উদ্যোগ নিয়ে যাতে করে সবাইকে রেগুলার করা যায়। এবং এই জনাই বিষয়টি টি, পি, এস সিতে পাঠানো হয়েছে। যাদের বয়স ইতিমধ্যেই নিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের বয়সটাও যাতে সরলীকরণ করা হয় এই ব্যাপারেও আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, আমাদের রাজ্যে হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক এবং এলোপ্যাথিক বেকারের সংখ্যা শতাধিক। তাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে দপ্তর কোন চিন্তা-ভাবনা করছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার, হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদিক বেকার যারা রয়েছেন তাদের দরখাস্তের উপর ভিত্তি করে তাদের নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে ইতি-মধ্যেই অর্থাৎ গতকালই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের ব্যাপারে পোষ্ট ডি-রিজার্ভ করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এটা অনুমোদন দেওয়া হলে সেটাও হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রণব দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার আনীত বিষয় বস্তুটি সভার সামনে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রী***প্রণব দেববর্মা*** (সিমনা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, "সম্প্রতিকালে আগরতলা হইতে এসরাই বাজার পর্যন্ত বাস চলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনদুর্ভোগ সম্পর্কে"

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ২৬শে মার্চ, ১৯৯৭ইং একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার, আনীত বিষয়বস্তুটি সভার সামনে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তুটি হলো, "গত ৩রা মার্চ, ১৯৯৭ইং ভোররাত্রে অম্পিনগর বাজারের জনৈক কমল সাহার দোকানে আগুন লাগা সম্পর্কে"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি এই বিষয়টি নিয়ে আগামী ২৬ তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আজকের কর্মসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়টি হলো "খোয়াই মহকুমার অতি সম্প্রতি হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : অতি সম্প্রতি খোয়াই মহকুমার কিছু অঞ্চল জুড়ে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে তাতে জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ নিজ নিজ বাসস্থান থেকে কিছু অংশের মানুষ বাসস্থান ত্যাগ করে আশ্রয় শিবিরে অংশ গ্রহণ করে। আতঙ্কিত ঐসব অঞ্চলের লোকেরা বিভিন্ন স্কুলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, গৌরাঙ্গটিলা হাইস্কুল, চেবরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, খোয়াই গভঃ বয়েজ হাঃ সেঃ স্কুল, তুলাশিখর হাঃ সেঃ স্কুল, আমপুরা হাই স্কুল, বাইজাল বাড়ী হাইস্কুল এসব বিদ্যালয়গুলোতে ঐসব নিরাশ্রয় লোকেরা আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এদিকে ঘটনার অব্যবহিত পরেই উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা হওয়ার কথা। এবং ১২ই মার্চ থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ৪ঠা এপ্রিল থেকে। এসব স্কুলগুলোর মধ্যে খোয়াই বয়েজ হাঃ সেঃ স্কুল ও গার্ল'স দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল এগুলোর মধ্যে পরীক্ষার সেন্টার রয়েছে। আর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য থাকার কারণ পরীক্ষার স্থান খোয়াই গভঃ বয়েজ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন খোয়াই গার্ল'সদ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বয়েজ, খোয়াই চেবরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া ইত্যাদি স্কুলেও সেন্টার রয়েছে। এবার খোয়াই মহকুমাট থেকে সর্বমোট ৪৩৫০ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন।

অনুরূপভাবে খোয়াই মহকুমায় ১৪১৬ জন ছাত্রছাত্রী হাঃ সেঃ পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এরমধ্যে খোয়াই শহরের দুটো স্থানে ৬৪৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উপজাতি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৪ জন। তারমধ্যে বয়েজ হচ্ছে ১৫৮ জন এবং গার্ল'স হচ্ছে ৩৬ জন। প্রথমদিন অর্থাৎ ১২-৩-৯৭ইং তারিখ ৫০৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। তারমধ্যে এস, টি, বয়েজ ৬৫ এবং এস, টি গার্ল'স ১১। এই মোট ৭৬ জনকে তাদের আমরা হোস্টেলে রেখে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

খোয়াই-এর সব ছাত্রছাত্রীরা যাতে পরীক্ষায় সুষ্ঠভাবে নির্ভয়ে পরীক্ষায় বসতে পারে তারজন্য সরকার থেকে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু হোস্টেলে রাখার ব্যবস্থা নয়, অন্যান্য ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে

শিক্ষা দপ্তর থেকে পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ পদস্থ অফিসার যারা আছেন তারা যাচ্ছেন, খোঁজ খবর নিচ্ছেন। সেন্টার কমিটির, অফিস, বোর্ডের যারা আছেন তারাও খোঁজ নিচ্ছেন। এস, ডি, ও, এস, পি, এদের ওখানে নিয়োগ করা হয়েছে তারা অনবরত খোঁজ রাখছেন অভিবাবকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। বোর্ডের অফিসারগণও খোয়াই পরিদর্শন করে পরীক্ষার বিভিন্ন দিকের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা যাতে নির্ভয়ে পরীক্ষা দিতে পারে তারজন্য নিজ নিজ বাড়ী থেকে সিকিউরিটি দিয়ে পরীক্ষা ক্ষেত্রে আনা হচ্ছে। যারা নিজের বাড়ী থেকে পরীক্ষা দিতে চাইছেন যারা চাইছেন তারা আশপাশের আত্মীয়স্বজনের বাড়ী রয়েছে সেখানে যারা থেকে পরীক্ষা দিতে চান, তাদের জন্যও যথোপযুক্ত সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেইভাবে রেখে তারা পরীক্ষা দিচ্ছেনও। বোর্ডিং, আমি বলেছি আগেও দুটি বোর্ডিংয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে মেয়েদের এবং ছেলেদের এবং তারা সেইভাবে পরীক্ষা দিচ্ছেন, বোর্ডিংয়ে থাকছেন, বয়েজ বোর্ডিং-এ ৫৮ জন আছেন গার্লস বোর্ডিং-এও ২০ জন ছাত্রীর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এই বোর্ডিংগুলোতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ছাত্রছাত্রীদেরকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা বাড়ীঘর থেকে এসে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাদের জন্যও সিকিউরিটি এরেঞ্জমেন্ট সব করা হয়েছে। সুতরাং সেইজন্য যারা এখানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাবেন এই ব্যবস্থাগুলি তাদের জন্য থাকবে। তাছাড়াও যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা ঐ সেন্টারগুলিতে যেতে কিছু অসুবিধা বোধ করছেন অন্য সেন্টারে পরীক্ষ দিতে চান তার জন্য তাদের সেন্টার পরিবর্তন করার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এগুলি বোর্ড কর্তৃপক্ষ সহানুভূতির সঙ্গে দেখছেন। উপজাতি পরীক্ষার্থী ছাড়াও অন্যান্য পরীক্ষার্থীরা ও যাতে নির্ভয়ে পরীক্ষা দিতে পারে তারজন্য খোয়াই শহরের সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা বলয় তৈরী করা হয়েছে।

৪ঠা এপ্রিল থেকে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে তারমধ্যে চেবরী, কল্যাণপুর ইত্যাদি পরীক্ষা স্থানগুলোতে আশ্রিত অনেক লোক রয়েছেন। তাছাড়া শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন-এ নিরাপত্তা কর্মী রয়েছেন। তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে এই স্কুলগুলি খালি করে সেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সচিব ইতিমধ্যেই এলাকা সফর করে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছেন। শিক্ষা বিভাগ থেকে আরও অফিসার যাবেন। সবকিছু দেখেশুনে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সরকার যে ধরণের উদ্যোগ নিয়েছেন খুবই ভাল হয়েছে। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে জানতে চাই,

এখন যে ভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেইভাবে আগামী দিনে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের ক্ষেত্রে আর বেশী করে উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ? এবং যারা পরীক্ষা শেষ করেছে, তাদের অনেক সময় বাড়ীতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে তারা যাতে বাড়ী ঘরে ভালভাবে যেতে পারে সেই দিক থেকে মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা নিবেন কিনা ?

***শ্রীকেশব মজুমদার* (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি আগেই বলেছি, সব ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া মাধ্যমিক পরীক্ষা যারা দেবেন, যদি তারা সেখানে হোস্টেলে থেকে পরীক্ষা দিতে অসুবিধা বোধ করেন, তাহলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষার কেন্দ্র সুবিধা মত পরিবর্তন করার জন্য সহানুভূতির সঙ্গে দেখছেন। আর তাছাড়া মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে একজনও যাতে পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। সেই সমস্ত দিকটাও দেখা হচ্ছে। কিন্তু কিছুটা অসুবিধা থেকেই যায়, আমি প্রসঙ্গত বলতে পারি সেখানে কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে। তবে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

***শ্রীপ্রণব দেববর্মা* :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে খোয়াইএ সেটি এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে আমি জানতে চাই, বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা সত্বেও পরীক্ষা হলে উপস্থিত হয় নি। তবু উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা কম থাকাতে হোস্টেলে রেখে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা দুর্গম অঞ্চল থেকে অনেকে পরীক্ষা দিতে আসে। অনেক সময় এমন হয় যে গাড়ী অল্পের জন্য মিস হয়ে গেল পরীক্ষা হলে পৌছতে দেরী হয়। সেই ক্ষেত্রে সেই সমস্ত জায়গায় গাড়ীর ব্যবস্থা করবে কিনা ? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে— খোয়াই বাদেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেমন জম্পুই জলায় সেখানে আগামী চার তারিখ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। সেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার মত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে ?

***শ্রীকেশব মজুমদার* (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি তো আগেও বলেছি যে, সব ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর জম্পুই জলার কথা যেটা বলা হয়েছে সেখান থেকে অন্যত্র ফোর্স'দের সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে পরীক্ষার আগে।

CALLING ATTENTION

***মিঃ স্পীকার* :—** আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য মহাশয়কে উনার নোটিশের বিষয় বস্তু হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে—
"সাবান কাঁচার সাবান সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রিগুলি জনগণের চাহিদা অনুসারে সরকারী ন্যায্য দোকানের মাধ্যমে সরবরাহ করার ব্যাপারে।"

মিঃ স্পীকার : আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, উত্থাপিত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এখনই বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে সময় ও তারিখ চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ২৯শে মার্চ এ সম্পর্কে হাউসে বলব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "এয়ার লাইন্স কর্মী মিলন দেবীকে" পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে— স্বামী ধৃত— এই শিরোনামে ২১-৩-৯৭ ইং তারিখে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ২৬ তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ ভৌমিক মহোদয়ে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "About suspension of work in State Commission Under Consumer Protection Act due to non-appointment of President from 1st January, 1997."
আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ ভৌমিক মহোদয় কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ২৯ তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার — আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসহিদ চৌধুরী ও শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—'কোল্ড স্টোর এর অভাবে আলুচাষীরা বিপন্ন হওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী):— স্যার, 'কোল্ড স্টোরের অভাবে আলুচাষীরা বিপন্ন হওয়া সম্পর্কে।'

জেলা উপ-অধিকর্তা পঞ্চায়েত সমিতির সহিত আলোচনা ক্রমে যে পরিমাণ চাষী ভাইদের আলু বীজ বর্তমান বৎসরে হিমঘরজাত করার জন্য আবেদন করিয়াছিল তাহা এইরূপ :— পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ৬০০ মেঃ টঃ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা — ৩০০ মেঃ টঃ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা— ১, ৬০০ মেঃ টঃ। মোট, ২, ৫০০ মেঃ টন।

বর্তমান বৎসরে আলুচাষীদের স্বার্থ রক্ষার্থে মোট ৩, ১০০ মেঃ টঃ আলু রাখার জন্য বিভিন্ন কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে তাহার হিসাব এইরূপ :—

স্টোরেজের নাম	পশ্চিমজেলা	দক্ষিণজেলা	উত্তরজেলা	মোট
১) ভুতুরিয়া কোল্ডস্টোরেজ	১৫০	৭০০	১৫০	১,০০০
২) খুমটাই কোল্ডষ্টোরেজ	২৮৫	৬৫০	১৫০	১,০৮৫
৩) সি. ডব্লি. উ, কোল্ড ষ্টোরেজ	২০০	৬০০	—	৮০০
মোট	৬৩৫	১,৯৫০	৩০০	২,৮৮৫
ত্রিপুরা হর্টিকর্পোরেশন :—	—	—	—	২১৫
সর্বমোট				৩, ১০০

অর্থাৎ সার্বিক চাহিদা মেটানোর জন্য বর্তমান বৎসরে সংরক্ষণের সর্ব মোট ৩, ১০০ মেঃ টন বীজআলু হিমঘরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩, ১০০ মেঃ টনের মধ্যে সরকারী খামারে উৎপাদিত যে পরিমাণ আলু বীজ হিমঘরে রাখার সংস্থান হইয়াছে তাহা এই রূপ :—

পশ্চিম জেলা — নাগিছড়া ফার্ম	২০ মেঃ টন
দক্ষিণ জেলা (১) মাইছড়া	২৫০ মেঃ টন
(২) গকুলপুর ফার্ম	১০০ মেঃ টন
মোট	৩৭০ মেঃ টন

জেলা কৃষি উপ অধিকর্ত্তাগন কৃষি মহকুমা ভিত্তিক যে পরিমাণ বীজ আলু হিমঘরে সংরক্ষনের জন্য পুণর্বন্টন করেছেন তাহা এই রূপ—

কৃষি মহকুমার নাম	ভুতুরিয়া হিমঘর	সি, ডবলিউ, সি হিমঘর	খুমটায়া হিমঘর	মোট
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা—				
১) মাতাবাড়ী	২০০	৭০	১৩০	৪০০ মেঃ টঃ
২) রাজনগর	২০০	৭০	১৩০	৪০০ ,,
৩) বগাফা	২০০	১১০	১৯০	৫০০ ,,
৪) সান্তচান্দ	৫০	—	১০০	১৫০ ,,
৫) অমরপুর	৫০	—	১০০	১৫০ ,,
মোট—				১,৬০০ ,,
উত্তর ত্রিপুরা জেলা—				
১) পানিসাগর	৫০	—	৫০	১০০ ,,
২) কুমারঘাট	২৫	—	১৫	৪০ ,,
৩) কাঞ্চনপুর	—	—	৩০	৩০ ,,
৪) ছাউমনু	—	—	২৫	২৫ ,,
৫) সালেমা	৭৫	—	৩০	১০৫ ,,
৬) গণ্ডাছড়া	—	—	—	- ,,
মোট				৩০০ ,,
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—				
১) বিশালগড়	—	১০০	১০২.৫	২০২'৫ ,,
২) খোয়াই	—	—	৪০	৪০ ,,
৩) তেলিয়ামুড়া	—	২০	৩০	৫০ ,,
৪) মোহনপুর	৮৮	-	—	৮৮ ,,
৫) মেলাঘর	—	৬০	১১২'৫০	১৭২'৫ ,,
৬) জিরানীয়া	৫০	—	—	৫০ ,,
৭) নন ব্লক (আগরতলা)	১২	—	--	১২ ,,
মোট—				৬১৫ ,,

সর্বমোট—২৫১৫ মেঃ টঃ

উপরোক্ত চালু চারটি হিমাঘরের বর্ত্তমান মজুত ক্ষমতা ও সে পরিমান বীজ আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা সরকার করেছে তাহা নিম্নরূপ :—

		মজুম ক্ষমতা	সরকার কর্ত্তৃক সংক্ষিত	যে পরিমাণ স্থান অসংরক্ষিত
১)	ভুতুরিয়া কোল্ড ষ্টোরেজ	২০০০	১০০০	১০০০
২)	খুমটাইয়া কোল্ড স্টোরেজ	১৬০০	১৩০০	৩০০
৩)	সি. ডাবলিউ. সি	১০০০	৮০০	২০০
মোট—		৪,৬০০	৩,১০০	১,৫০০

এখানে উল্লেখ করা যায় যে ৩,১০০ মে: ট: আলু রাখার স্থান সরকার সংরক্ষণ করিয়াছে যদি কোন ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ আলু সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ ভাড়া দিতে হবে।

অসংরক্ষিত ১,৫০০ মে: ট: আলু চাষীগণ কোল্ডস্টোরেজে-এর শর্তাবলী মানিয়া আলু সংরক্ষণ করিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাজ্যে ১৯৯৫-৯৬ ইং সন ৪,২০০ হে: জমিতে আলু চাষ হইয়াছিল এবং উৎপাদিত ফলনের পরিমান ৭৬,৮৫০ মে: ট:। বর্তমান বৎসরে ৪,৮৮০ হে: জমিতে আলু চাষ করা হইয়াছে। যাহা গত বৎসরের তুলনায় ৬১০ হে: বেশী। স্বাভাবিক ভাবেই ফলনও বৃদ্ধি পাইবে।

উৎপাদিত ফলনের তুলনায় হিমঘরে বীজ আলু রাখার বর্তমান ক্ষমতা নিতান্তই কম। রাজ্য সরকার আলু চাষীদের সুবিধার্থে নবম যোজনায় সারা ত্রিপুরায় আরো ১২টি হিমঘর নির্মাণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেলে স্থান নির্বাচন ও নির্মাণের কাজের পদক্ষেপ নেওয়া হইবে।

বর্তমানে কৃষি বিভাগের বাইখোড়াস্থিত হিমঘরটি অচল অবস্থায় আছে। এই হিমঘরটি নুতন করে নির্মাণের জন্য ইতি মধ্যেই দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। দরপত্র মঞ্জুরীর পর কাজ হাতে নেওয় হইবে। আশা করা যায় আগামী বছরে হিমঘরটিতে বীজ আলু সংরক্ষণ করা যাইবে। এছাড়া কুমারঘাটে ২০০০ মে: ট: ক্ষমতা সম্পন্ন একটি হিমঘর নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ আলু হিমঘরে রাখা হইয়াছে তা এইরূপ

ভুতুরিয়া কোল্ডে স্টোরেজ	৮০০ মে: ট:
খুমটায়া কো: অপ: কোল্ড স্টোরেজ	৫০০ মে: ট:

সি, এম, সি হিমঘরটিতে ২৮ তারিখ থেকে বীজ আলু সংরক্ষণের কাজ শুরু হবে।

শ্রীশহীদ চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বিবৃতি দিলেন, তাতে রাজ্যে আলু চাষীরা খুব খুশী হবেন। বাইখোড়া হিমঘরটি আগামী বছর থেকে চালু হয়ে যাবে এবং আরও ১২টি হিমঘর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তা অনুমোদিত হলে রাজ্যের আলু চাষীরা আলু সংরক্ষণে ব্যাপক লাভবান হবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতির মধ্যে দিয়ে এটা পরিষ্কার যে, এই বছর আলুর ফলন ৮০ হাজার মে: ট: ছাড়িয়ে যাবে। সে তুলনায় ৩১০০ মে: ট: এটা খুবই কম। এই কোটা আগামী বছরে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করবেন কিনা এবং আলু চাষীরা যখন কোল্ড স্টোরে আলু রাখতে আসেন তখন তারা বিভিন্ন ভাবে হয়রাণী হচ্ছে বস্তাগুলি এই ভাবে রাখতে হবে, বস্তা বেড় করার সময় এক সাথে সবগুলি বের করে নিয়ে যেতে হবে।

এই ভাবে হয়রানি করছে আমার জানা আছে। আমি এই বিষয়টা খোঁজ খবর নিয়ে দেখাছি, বিশেষ করে ভুতুরিয়ার মালিক এই বিষয়টা এই ভাবে কৃষকদের হয়রানি করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি? এই বিষয়টাকে আর মিনিটারিং করার জন্য এবং বে-সরকার কোল্ড ষ্টোরেজগুলিতে কৃষকরা যাতে হয়রানি না হয় আগরতলায় এসে, এটা দেখবে কিনা এবং এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, আমাদের রাজ্যে আলুর প্রতি যে ভাবে আগ্রহ বাড়ছে এবং উৎপাদন বাড়ছে, সে জন্য বীজ আলু সংরক্ষণের সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে এবং সে কথা মনে রেখেই আমরা নূতন আরও ১২টি কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের প্রস্তাব চেয়েছি। বাইখোরাতে যে হিম ঘরটি এখন অচল আছে সেটা আগামী বছর চালু হয়ে গেলে সেখানে ১০৮০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন কোল্ড স্টোরেজ হবে। এর ফলে আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরার কৃষকদের অনেকটা সুরাহা হয়ে যাবে। কুমারঘাটে একটা কোল্ড স্টোরেজের কাজ আমরা হাতে নিয়েছি সেটা আগামী বছর যদি শেষ করা যায় তাহলে উত্তর ত্রিপুরার কৃষকদের অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে। ভুতুরিয়া খুমটায়া এবং সি, ডবলিউ, সি এই তিনটা কোল্ড স্টোরেজে সেখানে শুধু আলু বীজ থাকে না অন্যান্য কমিউনিটির যারা বিভিন্ন ব্যবসা করেন তাঁরা বিভিন্ন জিনিষএই কোল্ড স্টোরেজে রাখার জন্য যান। এগ্রিকালচার এবং হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্টে আমরা প্রায়রিটি হিসাবে কোল্ড স্টোরেজের অর্থরিটিদের সঙ্গে মিটিং করেছি সেখানে শুধু আলু বীজ সংরক্ষণ করেছে। এই তিনটি স্টোরেজের ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৪ হাজার ৩৬ মেট্রিক টন তার থেকে আমরা তিন হাজার এক শত মেট্রিক টন শুধু আলু বীজ সংরক্ষণের জন্য নিয়েছি। বাকী যে এক হাজার পাঁচ শত মেট্রিক টন সেটা এই কোল্ড স্টোরেজ অথরিটিদের, তাদের বিজনেস এই ভাবে এটা তাঁরা পরিচালনা করেন এবং তাদের কিছু কমিটমেন্ট আদার দেন দি পটেটো গ্রোয়ারস্ যে বিজনেস কমিটি রয়েছে ওদের সঙ্গে আমাদের দর কষাকষি করতে হয়েছে। বিশেষ করে ভুতুরিয়া অর্থরিটির সাথে, যে-হেতু এটা পিউরলি

প্রাইভেট তার জন্য দর কষাকষি করতে হয়েছে। যাইহোক শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজী হয়েছেন রাজ্যের কৃষকদের কথা ভেবে।

অসংরক্ষিত এলাকায় এখন সব কোল্ড স্টোরেজগুলি আছে আমায় মনে হয় না তার থেকে খুব বড় একটা অংশ আমরা সরকার থেকে সংরক্ষণ করতে পারব।

শ্রীশহীদ চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যে প্রশ্ন করেছিল যে সেটা ক্লিয়ার হয় নি। যেটা সংরক্ষিত হয়েছে সেটা মনিটারিং করার ব্যাপারে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের কানে এসেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সেখানে এই বিষয়টা দেখতে বলেছি যাতে কোন কৃষকদের এই আলু বীজ সংরক্ষণ করতে গেলে যেন হয়রানি করা না হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাইখোড়া কোল্ড ষ্টোরেজের কথা বলেছেন যে আগামী বছর শেষ হবে। কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলছি এটা ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৮৮-৮৯ সালে শেষ হয়ে ৩/৪ বছরেই আবার নষ্ট হয়ে গেছে।

এখন বিলোনীয়া সাব ডিভিশান হল সবচেয়ে আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় জায়গা। সবচেয়ে বেশী আলু উৎপন্ন হয় প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী শ্রীবাজুবন রিয়াং যখন অ্যাগ্রিকালচার মিনিষ্টার ছিলেন, তখন তিনি এই আলু রাখার জন্য একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এখানে যে বিল্ডিং করা হয়েছিল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, দেখা যায় স্টার্ট করার পর সেই বিল্ডিং দিয়ে বাতাস ঢুকছে। সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। নতুনভাবে সেই কাজ করতে হবে। কোল্ড স্টোরেজটা রিপেয়ার করার কোন অবস্থা নেই। নতুনভাবে করতে হবে। কাজেই এইসমস্ত জায়গায় দরকার হলে তদারকি কমিটি করে দিয়ে হলেও যাতে করা যায় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা? এখন স্যার, আলু উৎপাদন হচ্ছে, এখন ফসল উঠছে। এখন বিভিন্ন জায়গায় আলুর দাম বিভিন্ন রকম। কোথাও ১ টাকা, কোথাও ২টাকা। একমাস পরে দেখা যাবে এই আলুর দাম হবে ৮ টাকা ১০ টাকা। এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে আলু উৎপাদন হচ্ছে, সেই আলুকে যদি রাখার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয় তাহলে মানুষের আর ১০ টাকা, ৮ টাকা করে আলু কিনতে হবেনা। কাজেই বিলোনীয়াতে যা দেওয়া আছে রাজনগরে ৪০০, বগাফা এই কোটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং তৎসংগে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেভাবে কোটা ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে গ্রামের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা আলু চাষের সংগে জড়িত নন, তারা একটা কুপন বা টোকেন যোগাড় করে নিয়ে বলে দিচ্ছেন আমি আপনাকে ১৩ বস্তা বা ২০ বস্তা আলু দেব। আমাকে লাম-সাম কিছু দিয়ে দেবনা। এরকম একটা চক্র গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জায়গায়। মন্ত্রী মাননীয় এই ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, বাইখোরা কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ কাজের ব্যাপারে ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উঠেছে। যার জন্য এই বৎসর যখন আমরা নতুন করে কোল্ড স্টোরেজ করা হাতে নিয়েছি সেই টেণ্ডার করবার সময় রেস্‌ট্রিকটেড করা হয়েছে। যাতে ভারতবর্ষে কোল্ড স্টোরেজ করবার মত যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেইরকম অ্যাক্সপারটাইজ তারা শুধু মাত্র টেণ্ডার কমপিট করতে পারবে সেই দিক দিয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। দ্বিতীয়তঃ এটা আমি বলতে পারছিনা রাজনগরের জন্য কোন স্থান সংকুলান করা যাবে কিনা। কারণ ইতিমধ্যেই নানাচাপ সৃষ্টি হয়েছে এই কোল্ড স্টোরেজ অর্থরিটির উপর বিজনেস কমিউনিটির দিক থেকে। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে অন্যভাবে অন্যরা ঢুকে যাচ্ছে। আমাদের যে ব্যবস্থাটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রি স্ট্যাণ্ডটা কমিটি, পঞ্চায়েত সমিতিগুলি, তারা মিলিতভাবে ঠিক করে সুপরিনটেণ্টডেণ্ট অ্যাগ্রিকালচারকে জানাবেন। সেইক্ষেত্রে যাতে সমস্ত কৃষকরা যাতে অগ্রাধিকার পান, সবাইকে দেখতে বলা হয়েছে। যদি কোন ব্যতিক্রম হয়ে থাকে সুস্পষ্ট অভিযোগ এলে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসুখেন দাস (রাজনগর) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা আলু চাষ করেন সমবায় সমিতি যারা আলু চাষীদের ঋণ দেন, আলু উৎপাদনের পর সেই ঋণ পরিশোধ করে। সেই ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি, তারাও ল্যাম্পস প্যাক্স তারা আলু রাখার জন্য জায়গা চায়। আমার যতটুকু জানা আছে, তারা আলু রাখার জায়গা চায়, কিন্তু পাচ্ছেনা। সেটা অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা। দ্বিতীয় তঃ হচ্ছে, আলুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, ইতিমধ্যেই বিশেষ করে বিলোনীয়াতে আলুর দাম সাংঘাতিকভাবে পড়ে গেছে। কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই আলু ক্রয় করার জন্য কি ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) : স্যার, আমি আগেই বলেছি নিয়ম ঠিক করা হয়েছে। যদি কোন সমিতি, কৃষি সমবায় সমিতি, তারা বীজ আলু রাখতে চান তাহলে তাদেরও সেই নিয়ম মেনে আসতে হবে। রেস্‌পেক্টিভ সাব-ডিভিশনের সুপারিনটেণ্টডেণ্ট অ্যাগ্রিকালচার মাধ্যমে বুক করতে হবে। এখানে প্রাইস লিস্ট যেটা হয়েছে ২ টাকা ৫০ পয়সা

যদি সেই ক্ষেত্রে কোন জায়গায় দেখা যায় যে এবনরমেলী রেট ফল করছে তাহলে হাট করপোরেশান আছে, আমরা তাদেরকে বলতে পারি সেখানে তারা প্রকিউর করবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) : — মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৭৬৮৭০ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়েছে গত বছর, তা এটার ডিষ্ট্রিক্ট ওয়াইজ হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন। ২ নম্বর হচ্ছে ১২ টা কোল্ড স্টোরেজ করার জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটা কি পাবলিক সেকটরে হবে ? আমাদের কোল্ড স্টোরেজের

বর্তমান ক্যাপাসিটি আছে ৪৬০০ মেট্রিক টন। তা আমাদের রাজ্যের বর্তমান নীড কত এবং কত মেট্রিক টনের কোল্ড স্টোরেজ দরকার আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, সেই হিসাবটা আমার কাছে এখন নাই যে, ডিষ্ট্রিক্ট ওয়াইজ কত উৎপাদন হয়েছে। তবে এটা আমি বলতে পারি যে, উৎপাদনের সিংহ ভাগই হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরায় রাজ্যের সব চেয়ে বেশী আলু উৎপাদন হয় দক্ষিণ ত্রিপুরায়। ২য় হচ্ছে যে ১১ টা কোল্ড ষ্টোরেজের কথা, সেগুলি সবগুলিই পাবলিক সেকটরের জন্য বলেছি। ৩য় হচ্ছে, আমাদের রাজ্যের কি নীড সেটা আমরা এখনও এসেস করিনি। তবে যে ১২টা আমার চেয়েছি তার মধ্যে বিভিন্ন ষ্টোরেজ ক্ষমতা সম্পন্ন আমরা দিয়েছি। বিশেষ করে মফঃস্বলে যেগুলি, সেখানে আলু বা অন্যান্য সব্জি সংরক্ষণের বিশেষ সমস্যা হয়েছে। সেদিক তাকিয়ে সেগুলি করা হয়েছে, ডিফারেন্ট কেপাসিটি সম্পন্ন যেমন, ৫০০ থেকে ১০০০, ১০০০ থেকে ১৫০০ এইভাবে ১২ টা প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি। আমাদের কি নীড আছে কোল্ড ষ্টোরেজের জন্য সারা রাজ্যে এটা শুধু এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেন্টের জন্যই না, এগ্রিক্যালচার ছাড়াও বিভিন্ন বিজনেস কমিটি তাদের সংরক্ষণের সমস্যা আছে। কাজেই সেই দিক থেকে সেই নীড আমরা এখনও ঠিক করিনি।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— স্যার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন নূতন করে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা পাওয়ার পর দেখা হবে এই ১২ টা প্রস্তাব সম্পর্কে। স্যার, এই জায়গায় উত্তর জেলার ধলাই ডিষ্ট্রিক্টকে বিবেচনা করে একটা প্রস্তাব করা হবে কি না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— যে ১২ টার জন্য আমরা প্রস্তাব করেছি তার মধ্যে প্রতিটি সাবডিভিশনকে দেখানো হয়েছে।

STATEMENT BY THE MINISTER

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী বেঞ্চ থেকে একটা ষ্টেটমেন্ট-এর দাবী করা হয়েছিল। আমি স্বীকৃত হয়েছি যে ষ্টেটমেন্ট দেব। স্যার, গত ২০শে মার্চ স্যন্দন পত্রিকায় "সেনা ব্যারাকগুলি কি টর্চারিং চেম্বারে পরিণত হচ্ছে, মহিলা পেলেই অশ্লীলতা পুরুষদের নিম্নাংগে কারেন্ট সক্" শিরোনামায় খবর সম্পর্কে।" মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের আদেশে সে সম্পর্কে জরুরী ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তে যেটুকু খবর সংগৃহীত হয়েছে তা আমি আমার ষ্টেটমেন্ট হাউজে উপস্থিত করছি।

স্যন্দন পত্রিকায় উল্লিখিত সংবাদের ঘটনাগুলি সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করতে ২০শে মার্চ তারিখেই পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা পুলিশ সুপার বিশালগড় মহকুমার এস, ডি, পি, ও এবং

সি, আই, ঠাকুরজলা, টাকারজলা থানা এলাকার শিব ঠাকুর পাড়া, চন্দ্রনাথ ঠাকুর পাড়া, গুরুপদ কলোনী, সোমবারিয়া বাজার প্রভৃতি গ্রামের যে সকল ব্যক্তির নাম স্যন্দন পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের বিবৃতি থেকে প্রকৃত ঘটনা সমূহ সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করেন।

ত্রিপুরা এস, পি, (এস, বি) অপর দিকে এস, বি শাখার অফিসারদের দিয়ে কিল্লা থানা এবং টাকারজলা থানা এলাকার স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। ... ...

এছাড়াও সেনা বাহিনীর এখানে যে ক্যাম্প আছে, এবং আসাম রাইফেলস-এর যে ক্যাম্প আছে যুক্তভাবে সেখানেও খোঁজখবর নিয়ে তথ্য, অভিযোগ বা রিপোর্ট আছে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় "স্যন্দন পত্রিকায়" প্রকাশিত ব্যক্তিদের বিবৃতি থেকে সেনাবাহিনী বা আসাম রাইফেলসের হাতে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হওয়ার কোন ঘটনার তথ্য পাওয়া যায় নাই।

উগ্র-পন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এলাকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপ ঘটাতে পারে, এরকম সংবাদকে ভিত্তি করে আধাসামরিক বাহিনীর অফিসাররা কয়েকজনকে আটক করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে, ইহা সত্য বলে তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন। তাদের জেরা করার পর নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যেই থানায় তুলে দেওয়া হয়। অনেককেই তার নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তারা নিজেরা চলে যায়।

তদন্তের সংগৃহীত তথ্যে জানা যায়, হরি জমিদার পাড়া এবং শিব ঠাকুর পাড়ায় সামরিক বাহিনী অপারেশনের সময় দুইজন জওয়ান, দুইজন উপজাতি মহিলার প্রতি অশালীন ব্যবহার করেছিল। কিন্তু সেনা অফিসার তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করে এবং উপজাতি, মা, বোনদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

সেনা অথবা আধা সামরিক বাহিনীর নির্যাতন ও অত্যাচারের বিষয় উল্লেখ করে রাজ্য সরকারের পুলিশের কাছে কেউ কোন অভিযোগ জানায়নি।

যে দুইজন জওয়ানের বিরুদ্ধে অশোভন আচরণের অভিযোগ ছিল এ জাতীয় ঘটনা আর কোথাও যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সেনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে সেনা বাহিনী ও আসাম রাইফেলস-এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তরফে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন হিউম্যান রাইটস্ প্রোটেকশন এ প্রত্যেকটি বিষয়ে সতর্ক থেকে তারা আত্মগোপনকারী উগ্রপন্থীদের খোঁজে বের করতে সক্রিয় ভূমিকায় নিযুক্ত রয়েছেন। সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে উগ্রপন্থী কার্যাকলাপ বন্ধে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করতে তাদের দায়িত্ব তারা পালন করবেন। তারা আরও জানান কারেন্ট শকের বিষয়টি সম্পূর্ণ অসত্য ও সেনা বেরাককে টর্চারিং চেম্বারে পরিণত করার খবরও অসত্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না; তিনি এখানে উল্লেখও করেছেন যে, সান্দন পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা ঠিক নয় কিন্তু আমার জানা আছে যে এখানে সংগতপাড়া গ্রাম থেকে গতকালকে আমার কাছে খবর এসেছে। এর আগেও উপজাতি যুব সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রীঅমিয় দেববর্মা এই জায়গায় খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য যান। তারা যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার ভিত্তিতে এবং গতকালকের খবরের ভিত্তিতে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। সংগতরাম পাড়া গ্রামের চিত্রকুমার জমাতিয়া, তার বয়স ৬১ বছর, তিনি জমাতিয়া সমাজের সর্দার এবং জমাতিয়া সমাজের যে দুইজন অক্রা আছেন তাদের মধ্যে তিনি একজন,। তাকে উগ্রপন্থীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে ডোগরা রেজিমেন্ট সেনাবাহিনীর, যারা জম্পুইজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অবস্থান করছে, তারা তাকে ধরে এনে বেদম প্রহার করেছে।

উগ্রপন্থীদের অত্যাচারটা আছেই, পাশাপাশি ঐ গ্রামের জনগণের উপর ২৭ হাজার টাকা চাঁদা প্রদানের নোটিশও ছিল উগপন্থীদের তরফ থেকে। এই ২৭ হাজার টাকা চাঁদা প্রদানের নোটিশও ছিল উগপন্থীদের তরফ থেকে। এই ২৭ হাজার টাকার মধ্যে গ্রামের মানুষরা মিলিত-ভাবে ইতিমধ্যেই ১৪ হাজার টাকা তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। তবে বকেয়া টাকা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। অন্যথায় গ্রামে আগুন দিয়ে গ্রামবাসীদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে রেখেছিল উগ্রপন্থী নামধারী তথাকথিত লুটেরা বাহিনী। তারা নাকি এ টি.টি, এফ পরিচয়ধারী। এই তথ্য নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রীর জানা উচিৎ এবং ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ ছিল।

চিত্রকুমার জমাতিয়াকে ধরে নিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে। ব্যারাকে নিয়ে তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে। এমন কি তাকে বারংবার কিছুক্ষণ পর পরই ব্যারাকের ওয়াটার ট্যাংকে মাথাটা জোর করে ঢুকিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। এই সমস্ত তথ্যগুলি উনার পুলিশ সুপার উনাকে কি উদ্দেশ্যে জানালেন না আমার বোধগম্য হচ্ছে না। সত্য উদ্ঘাটনে বাধা কেন? আমি পরিস্কার অভিযোগ পেয়েছি এই টাকারজলার পুলিশ স্টেশনের ও, সির নির্দেশেই তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অপরদিকে এই থানার সাহায্য যখন স্থানীয় জনসাধারণ চায় তখন সাহায্যের পরিবর্তে সাহায্য প্রার্থীদেরই চূড়ান্ত হেনস্থা করে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক পুলিশের ভূমিকা। এই সমস্ত বিষয়গুলিও তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তদন্ত রিপোর্টটিতে কিছু হলেও পাওয়া যাবে। শাসন কুমার জমাতিয়া (৪৫) উনি জমাতিয়া সম্প্রদায়ের চৌধুরী ব্যক্তি। আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে উনার আসনটি সামাজিক নিয়মে অনেক উচ্চে। এই সম্মানিত ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গিয়ে অকথ্যাচার করা হয়েছে। উনার শরীরে শুধুমাত্র মোমের ছেকাই দেওয়া হয় নি বৈদ্যুতিক শক্ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। স্যার, কি সেই নির্মম অত্যাচার আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। সভ্য সমাজে স্বাধীন ভারতে এটাই কি কাম্য? ঠিক একই ভাবে সুশীলকুমার জমাতিয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে তার পুরুষাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্

দেওয়া হয়েছে। কাজেই সমস্ত ঘটনাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এই হাউসের মধ্য থেকে একটি কমিটি গঠণ করা হোক্ বিধায়ক-মন্ত্রীদের নিয়ে। এতে অবশ্যই মাননীয় সদস্যা কার্তিককন্যা দেববর্মা যেন থাকেন। উনার নির্বাচনী ক্ষেত্রে এই ঘটনাটির সংঘটিত হয়েছে এবং উনি কমিটিতে থাকলে এবং কমিটি সেখানে পরিদর্শনে গেলে অত্যাচারিত মহিলারা উনার কাছে সব খুলে বলতে পারেন যা কমিটির তদন্তে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে করি। কাজেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে ঘটনার তদন্ত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অসত্য কিছু বলতে গেলে স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা হলেও বাড়িয়ে বলতে হয় এবং এই জন্যই উনার প্রশ্নটা করতে এতটা দেরী হয়ে গেল। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ঘটনার তদন্ত সেরে গতকাল রাত্রি একটায় রাজধানীতে ফিরে এসে একটি একটি প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে আরোও তদন্ত করা যেতে পারে এবং ঐজন্যই আমি আর একটু সময় চেয়েছিলাম। প্রাথমিক তদন্তে বলা আছে— চিত্রকুমার জমাতিয়া অফ সেইম ভিলেজ দ্যাট ইজ্ সংঘাতরাম পাড়া ওয়াস সিমিরারলি ব্রট্ টু দ্য আর্মি ক্যাম্প এপ্রকসসিমেটলি অন সিকস্টিনথ, মার্চ এণ্ড এলাউড টু গো ব্যাক্ টু হোম আফটার ইন্টারগেশান ফর টেন মিনিট অন ওয়ে ব্যাক চিত্রকুমার জমাতিয়া হেড হিজ লাঞ্চ ইন দ্যা হাউস অব শাসনকুমার জমাতিয়া। চিত্রকুমার জমাতিয়া ডিড নট মেইক্ এনি এলিগেশান এগেনষ্ট আর্মি টু শাসন জমাতিয়া। হু ইজ দ্যা চৌধুরী অব দ্যাট ভিলেজ। এইভাবে প্রত্যেকটি নাম সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। সুনীলকুমার জমাতিয়া বলে কাউকেই খোঁজে পাওয়া যায়নি বলে এই রিপোর্টে এসেছে। স্যন্দন পত্রিকার প্রতিটি লাইন দেখে-দেখে খোঁজ নিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রিপোর্টে পাওয়া গিয়েছে। রিপোর্টে এটাও বলা আছে যে-দ্য এলিগেশান দ্যাট চিত্রকুমার জমাতিয়া ওয়াজ ডিটেইণ্ড ফর টু ডেইস্। ইজ হেড ডিপ ইন ওয়াটার এণ্ড হি ওয়াজ কেপ্ট ডু নট ষ্টেণ্ড। এইভাবে রিপোর্টে বলা হয়েছে।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সুনীল কুমার জমাতিয়া নামে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা অত্যন্ত অসত্য তথ্য। এই সুনীলকুমার জমাতিয়া তার বড় ভাই সুবল জমাতিয়া দ্বাদশ স্কুলের জম্পুইজলা স্কুলের শিক্ষক। এবং ঐ ছেলের বাবার নাম হলো ওয়াখিরাই যেটা আছে সেটা বলা হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছি। সুনীলকুমার জমাতিয়া নামে যে লোক সেই লোক এই গ্রামে সকলের কাছে খোঁজ খবর করে দেখেছেন এই নামে কোন লোক নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—সেখানে অন্যান্য পাড়াতেও আছে যেটা গুরুপদ কলোনী, চন্দ্ররাম পাড়া হরিজমাদার পাড়া, কুপিলং সঙ্গতরাম, ডুলভনারায়ণ এই সমস্ত নয়টি গ্রাম প্রতিটি

জায়গায় ঢোকা। বেজিমেন্টরা রাত্রিতে গিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে থাকে শুধু উগ্রপন্থীদের খোঁজার নামে। এটাকে সঠিক করে জানার জন্য শুধু পুরুষের ব্যাপার নয়, মহিলা যারা আছে আমি আগে উল্লেখ করেছি এটা একমাত্র পুরুষদের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের উপর কিভাবে অমানুষিক নির্যাতন, একদিকে শারীরিক নির্যাতন হবে আর এক দিকে অশ্লীল আচরণ হবে এটা ঐ তাদের মুখ দিয়ে বলা সম্ভব না। এইজন্য কিভাবে বলানো যায় সেই দিকে চিন্তা করে বিধানসভাতে কমিটি করে এই কমিটির মাধ্যমে এলাকার লোকদের নিয়ে যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খবর নেওয়া যায় সেই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী **(মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি আমার ষ্টেটমেন্টে বলেছি ওখানে একটা তদন্ত হয়েছে। প্রথম তদন্ত অন্ দি স্পট, অন দি গ্রাউণ্ড, স্পটে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর করে পুলিশ যে রিপোর্ট এনেছেন এবং এস. পি, লেবেলের একজন ডিষ্ট্রিকট অফিসার যিনি এই রিপোর্ট এনেছেন এবং সাবমিট করেছেন সেটাকে হাউসের সামনে উপস্থিত করে আমি নিজে যা তদন্ত করে খবরাখবর নিয়ে জানতে পেরেছি— এতে অতি রঞ্জিত করে বাড়তি কিছু এরকম প্রকাশ করা হয়েছে। ঘটনাটা ঠিক, এরকম নয়। এছাড়া আমার কাছে যেসমস্ত রিপোর্ট, গত ছয় মাস এক বছর, এই সমস্ত গ্রামগুলির মধ্যে সেইসমস্ত খবরে এই সমস্ত এলাকার মধ্যে যে উগ্রপন্থী আছে এবং থাকে এটা সত্য। যাদের কিডন্যাপড করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; তাদেরকে সঙ্গতরাম পাড়াতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ওখানকার মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী, সুব্রত চক্রবর্তী তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় রাখা হয়েছিল সে এসে সমস্ত ষ্টেটমেন্ট দিয়েছে কোথায় কোথায়, কে, কে, কি কি, ব্যাপার। কাজেই আর্মি অফিসার তারা ঐসব জায়গায় কিছুই করবেন না এটা হতে পারে না। উগ্রপন্থীদের জন্য তারা ব্যবস্থা নেবেন। আমরা শুধু বলেছি হিউম্যান রাইটসের উপর যেন হস্তক্ষেপ না হয়। দুই, সাধারণ লোকদের উপর যাতে কোন রকম অত্যাচার না হয়। তারা এই শর্ত মেনে নিয়েছেন। উনারা ঠিক সেইভাবে কাজ করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা যত বেশী সহযোগিতা করব যত বেশী সাহায্য করব রাজ্যে উগ্রপন্থী নানা রকম দুর্যোগ এইসমস্ত কার্যকলাপ সন্ত্রাসবাদ এগুলি কত দ্রুত তার থেকে মুক্ত হতে পারব।

মিঃ স্পীকার **:—** মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া বলুন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া **:— (কৃষ্ণপুর) :—** পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন কিনা যে, সম্বাদী দেববর্মা, বৃন্দা দেববর্মা, স্বামী মঙ্গল দেববর্মা এই পরিবারের মধ্যে দুইজন এন. এল, এফ,-টির সক্রিয় সদস্য বন্দুকধারী সক্রিয় সদস্য আছে কিনা, এই পরিবার থেকে দুইজন সদস্য আছেন যারা এই কুকর্মের সঙ্গে জড়িত।

আর মাননীয় আমাদের রতিদা এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের জমাতিয়া সমাজের মধ্যে কিছু ঝামেলা আছে। যেমন কয়েকটি জায়গায় আমরা দেখতে পেলাম মাননীয় স্বরাষ্ট্র-

মন্ত্রীকে আমি খতিয়ে দেখতে বলব কারণ উগ্রপন্থীরা চাঁদা ব্যক্তিগত ভাবে দেয় না। জমাতিয়া সমাজে আমাদের তরফ থেকে এমনিতেই একটা সমাজ ভিত্তিক আছে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে, উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, তাকে চাঁদা না দেওয়া, আশ্রয় না দেওয়া ইত্যাদি।

তারপরেও কিছু কিছু চলছে। আর চাঁদার ব্যাপারে আমাদের কাছে যেমন চৌধুরী, উগ্রপন্থীরা চৌধুরীর কাছে টাকা চেয়ে চিঠি পাঠায়। সেখানে সমস্যা দেখা গেছে স্যার, টহলদারী সৈনারা যায় তারা সবাই চৌধুরীকে ধরছে। যেমন অমরপুরের কাঞ্চক তিনি টাকা পাঠিয়ে উগ্রপন্থীদের লালন পালন করছেনা নিশ্চই করছে। সেটি এখনো চলছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলব এই রকম যদি কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে উনি যেন খোঁজ নিয়ে দেখেন। তাদেরও আমরা দায়িত্ব দিয়েছি এই সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, আমরা সামরিক বাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী তাদেরকে বলেছি প্রত্যেক এলাকার মধ্যে নির্দিষ্ট কোন খবর পেলে তো অবশ্যই যাবেন। কারও সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট যদি কোন রকম খবর থাকে যদি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে সন্দেহ করে তারা তাকে নিয়ে আসবেন। এবং নিয়ে এসে তাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চেষ্টা করবেন। শারীরিক কোন নির্যাতন করবেন না। অন্যায়ভাবে তাকে আটক করে রাখবেন না তবে আইনগত ভাবে তার বিরুদ্ধে চার্জ আনতে পারেন বলে মনে করেন তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তারা থানার সাহায্য নিয়ে থানায় তুলে দিবেন। তারপরে নিয়ম মত আইন মত যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী তারা কাজ করছেন সারা রাজ্যের মধ্যে কোন জায়গায় যদি এই ধরণের কোন ভূমিকা হয়, ব্যক্তিগত ভাবে যদি কোন জওয়ান বা অফিসার সেই রকম ভূমিকা নিয়ে থাকেন তার সম্পর্কে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এই সব সেনা বাহিনীকে বলা হয়েছে। যে কোন খবর পত্রিকায় হউক অথবা কোন অভিযোগ থাকলে পরে তা তদন্ত করার ব্যবস্থা করে এই সরকার।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

GENERAL DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1997-98

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, এখন বাজেটের উপর আলোচনা। আলোচনা করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি এটা বুঝতে পারলাম না, সব সময় আমাদের বলতে ডাকছেন। ওয়ান ইজ টু সিক্স হবে। মিনিস্টাররা পরে বলবেন সেটা ঠিক। কিন্তু ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা কি বলেন সেটা আমরা শুনি আগে। তারপরে আমরা বলব। এখানে যদি আমার বেয়াদবি হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমা করবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** বাজেটের উপর সবাই বলছে। এখানে কোথায় ইরেগুলারিটিস দেখলেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, দু'টি চোঁখ মেলে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীন বিরোধী দল নেতা যখন বলছেন, ঠিক আছে আগে মাধব সাহাই বলুন।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৪৯০,৪৭ কোটি টাকার বাজেট এই অধিবেশনে উপস্থিত করেছে এবং বাজেটের সমর্থনে উনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং এই বাজেটের উপর যে বক্তব্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেখেছেন আমি সেটাকেও সমর্থন করছি। এই বাজেটের উপর মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীর বর্মন মহোদয় যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন, দুর্ভাগ্য যে আমাকে এটা উল্লেখ করতে হচ্ছে, আমরা আশা করেছিলাম, অন্তত আমরা যারা নূতন সদস্য এই বিধানসভায় আছি, তিনি গঠনমূলক সমালোচনা করবেন, এই ধরনের আশা করেছিলাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনার ভাষণে প্রকৃত পক্ষে আমাদের নিরাশ করেছে। আমি আমার বাজেট ভাষণ শুরু করার আগে একটা গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই। অনেকে এখানে গল্প বলেছেন। এটা এক অন্ধকে হস্তী দর্শনের গল্প। এটা নিশ্চয়ই আপনিও জানেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। এক অন্ধ হস্তী দেখতে কি রকম জানতে চেয়েছিল। তাকে হস্তী দেখতে পাঠান হল। সে প্রথমে দাঁত ধরে এসে বলল, এটা মুলোর মত। তাকে হস্তী দর্শন হয়নি বলে আবার পাঠানহল। সে কান ধরে এসে বলল, কুলোর মত। মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই বাজেটের মধ্যে রাজ্যের জনগণের জন্য যা প্রতিফলিত আছে তা দেখতে পান নি। কখনো কুলো দেখেছেন, কখনো মুলো দেখেছেন। স্যার, তার সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই, রামায়নে সপ্তরথী ছিলেন একজন। ১৯৯৫ সনে কংগ্রেসের ১৮ জন রথীকে দেখলাম। নরসীমার ১৮ রথী এখন কোর্ট এবং জেলখানার দরজায় ঘোরাঘুরি করছেন। জেল হচ্ছে, দুর্নীতি, দেশ-দ্রোহিতা এবং আত্মসাতের অভিযোগে। আমরা আশা করেছিলাম, এই অভিজ্ঞতার পর কংগ্রেস দল এবং সমীর বর্মনদের শিক্ষা হবে। এটা বললে অবশ্য উনি রাগ করবেন। বয়সেও অনেক বড়, আমি অনেক ছোট। গত পাঁচ বছরে অনেক লুট পাট করেছেন। আমরা আশা করেছিলাম, এই চার বছরে তাঁদের চিও শুদ্ধি হবে।

এখনও লুঠের পংক থেকে নিজদেরকে দূরে রাখতে পারছেন না। আমি অনুরোধ করব আপনাদের যে আপনাদের নেতাদের কি অবস্থা হয়েছে সেটা প্রত্যক্ষ করে এই পঙ্ক থেকে আপনারা উঠে আসুন এবং মানুষের জন্য কিছু কথা বলুন। এই পঙ্কই আপনাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আপনি সভাপতি ছিলেন সেটাও হারালেন, কনভেনারেও জায়গা পেলেন না। এটার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। শুনেছি এত টাকা খরচ করেও সভাপতির পদটাকে রাখতে পারলেন না। আমি গল্প শুনেছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন যে ব্যাপারে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়কে বলব আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন কয়েক দিন যাবৎ। আমরাও অস্বীকার করছি না যে, এই রাজ্যের মধ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আজকেও বলেছেন। রাজ্যের একজন নাগরিক হিসাবে আমি বলতে চাই যে, এই রাজ্যে উপদ্রুত ঘোষিত হোক এটা আমরাও চাই না এবং এই রাজ্যের মানুষেরও কাংখিত না। কিন্তু রাজ্য সরকারকে বাধা করা হয়েছে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করতে। উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা আপনাদের শ্লোগান ছিল। উপদ্রুত অঞ্চল কোন রাজ্যের মঙ্গল করতে পারে না, উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান একমাত্র উপদ্রুত ঘোষণা দিয়ে হবে না। মাঝখানে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় যে অভিষাণ দিয়েছিলেন তাতে আমরা দেখেছি, তিনি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। এবং গত ১৭ তারিখে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেও আমরা দেখেছি যে আইন শৃংখলার উন্নতিকল্পে অর্থ বরাদ্দের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে ১০৫ কোটি টাকার ও উপর অর্থ ধার্য্য করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আইন শৃংখার প্রশ্নে আমাদের রাজ্যে আই, আর বাহিনী গঠনের পর্যায়ে এসেছে। টি, এস, আর এর ৪র্থ ব্যাটেলিয়ন গঠনের অনুমতি আমরা পেয়েছি এবং তার জন্য ইন্টারভিউ নেওয়ার কাজ চলছে। আমাদের রাজ্যের যে ছেলেরা রয়েছে তারা আরক্ষা দপ্তরে কাজ করে, এই রাজ্যের উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের মোকাবেলা করবে। তাদের বুকে বল আছে, সাহস আছে। উগ্রপন্থীদের হাতে কি ধরণের অস্ত্র আছে এবং তারা যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদীর সাহায্য পাচ্ছে এবং তাদেরকে কারা সাহায্য করছে এটা রাজ্যবাসী জানেন। এটা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা এখানে ৬০ জনে মিলে বিতর্ক করতে পারি, বিভিন্ন ভাবে একে অপরকে দোষারোপ করতে পারি, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে ৩০ লক্ষ মানুষ আছে এবং তাদের ৬০ লক্ষ চোখ আছে তাদেরকে ফাঁকি দেবার কোন সুবিধা কোন রাজনৈতিক দলেরই নাই। এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য কারা লড়াই করছে, এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কারা লড়াই করছে, শান্তির বাতাবরণ জিইয়ে রাখার জন্য কারা লড়াই করছে এই রাজ্যের ৩০লক্ষ লোক তা দেখছে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী সঠিক ভাবেই আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য বাজেটের মধ্যে টাকা ধার্য্য করেছেন। পুলিশকে আরও আধুনিকী করনের জন্য ১০৫ কোটি টাকারও উপর বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমাদেরকে আরও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আনতে হবে। রাজ্যের আরক্ষা দপ্তরকে আরও সুসজ্জিত

করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে উগ্রপন্থীদেরকে সহজেই মোকাবিলা করতে পারে। আমাদের ছেলেরা সাহসী, সুতরাং তারা পারবে। স্যার, দ্বিতীয় বিষয় বস্তু হলো কৃষি। আপনারা জানেন আমাদের এই রাজ্য কৃষি প্রধান। এই রাজ্যে তো কোন শিল্প কারখানা কংগ্রেসের আমলে হলো না। কংগ্রস দলের লোকেরা কি বলতে পারবেন এই রাজ্যে শিল্প কারখানা গড়ে তোলবার জন্য গত ৫০ বছরে কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন?

এই রাজ্য শিল্পে অনুন্নত হয়ে আছে, আজ থেকে ৫০ বছরের উপর। এই রাজ্য কৃষি নির্ভর রাজ্য কৃষকদের উন্নতির জন্য কৃষি খাতে আমাদের রাজ্যে প্রথম অন্তরায় হচ্ছে, আমাদের কৃষি কাজ পরিচালনার জন্য যেটা প্রতি মুহূর্ত্তে সরকার অনুভব করছেন এই রাজ্যের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ কৃষি জমিকে জল সেচের আওতায় আনা তাই এইবার যে বাজেট এই বাজেটের মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে ৩০'৭৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্র সেচের জন্য রাখা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে এই বছরের কৃষি দপ্তরের ৫ হাজার হেকটার জমিকে সেচের আওতায় আনা এটা এই রাজ্যের কৃষকদের জন্য সুখবর। এটা মাননীয় বিরোধী দল নেতা এবং বিরোধী দলের সদস্যদের নজরে আসেনি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রী*মাধবচন্দ্র সাহা :—* তাছাড়া বিশেষ করে এই রাজ্যের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হলো আমাদের রাজ্যের যারা কৃষক প্রতি বছর এই রাজ্যে বন্যা হলে কৃষকরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ্য হয় এটাই হচ্ছে তার অন্যতম কারণ। কারণ এই রাজ্যের বনাঞ্চল ধ্বংশ হয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন ভাবে এই রাজ্যের যে নদীগুলি আছে সেগুলি ভরে যাচ্ছে যেহেতু ভূমি সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না ফলে নদী ভর্ত্তি হয়ে অল্প বৃষ্টি হলেই আমাদের রাজ্যে ফ্লাড হয়ে যায় তাই মৃত্তিকা সংরক্ষন করলে আমাদের রাজ্যের ফ্লাড প্রতিরোধ করা যাবে এবং আমাদের রাজ্যের উন্নতি হবে তার জন্য বাজেটে ৪১'৯৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আমার সময় খুব কম তাই আমি কনক্লুড করছি স্যার। এখানে আমি গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে কথা বলতে চাই সেটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের নজরে আসে নি কারণ গ্রামের উন্নয়ন এবং গরীব মানুষের জন্য গত পাঁচ বছর জোট সরকার কিছুই করেন নি এটা বার বার বলে লাভ নেই, কারণ তখন উন্নয়নের জন্য উনাদের কোন বিষয়বস্তু ছিল না, গ্রামের শ্রমিকদের জন্য মেইনটেইজ সৃষ্টি করার কোন ব্যবস্থা ছিলনা তাই এখন আমরা শ্রমিকদের জন্য ক্রমশ আমরা মজুরী বৃদ্ধি করছি, এটা তো উনাদের গাত্রদাহ হয়ে যাচ্ছে। কারণ এই রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে তাদের যদি উন্নতি হয়ে যায়, তাদের যদি সুখ-শান্তি হয়ে যায় তাহলে কংগ্রেস এক রাস্তায় চিন্তা করেছিল ওটা তো বন্ধ হয়ে গেছে মানুষের কাছে বলতে পারবে না, মানুষের সাহার্য্য পাবে না। ২,০০০ সালের মধ্যে পানীয় জল এই রাজ্যে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে। এই রাজ্যের গ্রামীন মানুষের পানীয় জলের অভাব রয়েছে তার জন্য ৯৮'৯৪ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী

এই রাজ্যের মধ্যে ১৪৩৮টি মার্কটু টিউবওয়েল বসানো হবে তার জন্য ১৫·২৮ কোটি টাকা ধার্য্য হয়েছে। সাত হাজার ৩১ বাসগৃহ নির্মাণ করা হবে গরীব মানুষের জন্য, গরীব মানুষ যাতে ঘরে থাকতে পারে, একটু পানীয় জল পেতে পারে, তার জন্য আমাদের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল জনগণের সামনে আমরা বলেছিলাম একটু জল, একটু মাথা গুজবার মত ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করব এবং এই চেষ্টা হাতে নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— স্যার, এক মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। গ্রামের গরীব মানুষের জন্য ৬০ লক্ষ মেইনডেইজ সৃষ্টি করা হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই উন্নয়ন দেখবার মত চোখ ওদের নেই। স্যার, গত সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের সময় মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছিলেন, যাদের চোখ থেকেও দেখবার কোন ব্যবস্থা নেই, সেই যন্ত্রটি আনবার চেষ্টা করছি এবং আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব চোখ থেকেও যারা দেখতে পারেন না তাদের জন্য যেন এই যন্ত্রটি আনার ব্যবস্থা করেন। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই সভায় ১৪৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার যে বাজেট এনেছেন, সেই বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কারণ ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে এই বাজেট করা হয়নি। নিজেদের ক্যাডারদের এবং উগ্রপন্থীকে পোষণের জন্য এই বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকাল এখানে মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র উনি উগ্রপন্থীর মদতের ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলেন। এই রাজ্যে ১৯৭৮ সনের পূর্বে জাতি উপজাতি অংশের মানুষ উগ্রপন্থী কি সেটা জানতনা, দাঙ্গা কি জিনিস সেটা জানতনা। ১৯৭৮ সনের পর এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই রাজ্যে আমরা উগ্রপন্থীর কথা শুনছি, ৮০র জুনের দাঙ্গা দেখছি। উগ্রপন্থীকে কে মদত দিচ্ছে সেটা এই রাজ্যের মানুষ গত ৪ বৎসরে বিশেষ করে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। ৮০ সনের দাঙ্গা, উনার বক্তব্যে বলেছেন, কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, লাগিয়েছে। ২২/৮/৯৬ইং তারিখ এই সভায় মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন। উনি বলেছেন কে দাঙ্গা করেছে, কার উস্কানীতে দাঙ্গা হয়েছিল। এখন আমাদের মাননীয় বর্ত্তমান সভার দলনেতা উনার বাধাসত্তেও বিমলবাবু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন সেদিন দাঙ্গা কার কথায় হয়েছিল। রেকর্ড আছে, বিধানসভায় রেকর্ড আছে। সুতরাং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, নেতাজীকে বলেছিলেন জাপানের দালাল। কত বৎসর পরে স্বীকার করতে হয়েছে। জ্যোতিবাবু বলেছেন নেতাজী সম্বন্ধে আমরা মূল্যায়নে ভুল করেছিলাম। নেতাজী দেশের নেতা, দেশের জন্য কাজ করেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের বুঝতে ভুল হয়, পরে স্বীকার করেন। আজকে ২২-৮-৯৬ ইং বিমলবাবুর

বক্তার পর সেটা নিয়ে আমাদের আর বেশী বলার কিছু নেই। কারণ সেটা রেকর্ড হয়ে আছে ত্রিপুরা রাজ্যের দাঙ্গা ১৯৮০ সনে কে করেছিল? সেদিন আমরা বলেছিলাম বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন হোক। কিন্তু হয়নি। সেদিন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানতে পারেনি কার নির্দেশে, কার কথায় দাঙ্গা হয়েছিল? সেটা পরিস্কারভাবে ২২-৮-৯৬ ইং সনের ভাষণে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। এস, আর, ই, পি, জহর রোজগার যোজনার কথা, বড় বড় কথা বলেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত হাজার হাজার লেবার কার্ড হোল্ডার, এস, আর, ই, পি এবং এন আর, ই, পির সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ তাদের পলিটিক্যাল আইডেনটিফিকেশান হচ্ছে এরা কংগ্রেস, টি. ইউ. জে, এসের লোক। এইজন্য তাদেরকে দেওয়া হবে না আগরতলা শহর সংলগ্ন ২-৩টা ব্লক ছাড়া কোথাও এস, আর, ই, পির টাকা গরীব মানুষের কাছে যাচ্ছেনা। সেগুলি পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী মিলে সবাই লুটপাট করে খেয়ে ফেলছে। গ্রামে কোন কাজ হচ্ছেনা। মান্দাই যান, নিকটবর্ত্তী এলাকা সেখানে উপনগরী করা হয়েছে। সেই উপনগরীকে বেইস করে এলাকার যত পঞ্চায়েত আছে। সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েতের মেম্বাররা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী মিলে সব লুটপাট করছে। কাজীরাম, খেংরাই, হারবান, আশীম্বর, পাটনী সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত মেম্বাররা উপণগরীকে বেইস করে পুলিশ থানার কাছে থাকছে। প্রতি ২ দিন ওয়ার্কিং ডে, শুক্রবার সোমবার, বাজারবার। সেদিন পঞ্চায়েত সেক্রেরারী মাষ্টার রোল করে ব্লকে আসেন। প্রধান মেম্বাররা সেই করেন। টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে কাজ শেষ। সেই যে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে উপজাতি লেবার শ্রেণীর লোক আছে তারা কোন কিছু পাচ্ছেনা। সেখানে কাগজপত্র আছে কিন্তু প্র্যাক্টিক্যাল কোন কাজ হচ্ছেনা। এগুলি আমার কথা নয়, বিধায়ক প্রনববাবু উনি লিখিত ভাবে মোহনপুরের বি, ডি, ওকে জানিয়েছেন। আর, ডি মার্ক-টু, মার্ক-থ্রি ডিপটিউব ওয়েল হচ্ছে, দুইদিন পরে ভেঙ্গে যাচ্ছে। এমনি করে টাকাগুলি লুটপাট করে নিচ্ছেন। আমরা এস, আর, ই, পির জন্য বড় বড় কথা বিধানসভায় শুনেছি। আজকে বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক শৃংখলা এনেছেন, ভাল কথা। অর্থনৈতিক শৃংখলা আনলে ১৯৬৭ সন থেকে এই মাধববাবুরা অনেক চীৎকার করেছেন বেকার ভাতার জন্য। এখানে বেকার ভাতার একটা কথা কোথায় আছে?

আপনাদের এই বাজেট ভাষণে বেকারদের একটা কথাও নেই কেন, ? এটা হল বেকার দরদীর নমুনা। ওরা বলেছে, আমরা এডুকেশান দপ্তরে ২ হাজার ৮০২ টি পদে চাকুরী দিয়েছি। আমরা এই প্রসঙ্গে স্যার এখানে বলতে পারি এই সরকার বেকারদের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলে, প্রায় ৮ থেকে ৯ হাজার চাকুরী দিয়েছে। আমরা গত বিধানসভার অধিবেশনে প্রশ্ন করেছি যে, ১৯৯২ সালের এপ্রিলের ১৫ তারিখ থেকে ১৯৯৬ সালের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত এই রাজ্যে কত বেকারের চাকুরী হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন তথ্য সংগ্রহাধীন। অর্থাৎ চাকুরী কতটা

হয়েছে সেটা বলা যাবে না। কারণ কিছু চাকুরী ছাড়ার পর মন্ত্রী এম এল এরা উত্তম মধ্যম খেয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় পার্টি অফিসে তালা লেগেছে। যদি প্রকৃত বেকারদের কত চাকুরী হয়েছে সেটা আউট হয় তাহলে আজকে অনেকে যারা এখানে সেজেগুজে এসেছেন তাদের অনেকেরই সার্ট ছিঁড়া অবস্থায় আছে আমরা দেখছি। কারণ বেকারদের ভয়ে আজকে মন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের নেতারা সবাই তটস্থ। কাজেই প্রকৃত সংখ্যাটা এখানে দেওয়ার সৎসাহস তারা রাখে না, আবার বলছে বামফ্রন্ট সরকার সুশৃংখলভাবে চলছে। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারদের নিয়ে এই সরকার ছিনিমিনি খেলছে, প্রকৃত বেকাদের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না। এই সরকার দলীয় কেডারদের চাকুরী দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এদিকে আবার গতকাল প্রনব বাবু বলেছেন উগ্রপন্থীদের বিরোধীরা মদত দিচ্ছে প্রনববাবু তুমি কয়মাস ছিলে ঐ টাইগার ফোর্সের হেড কোয়াটার সিমলুনে, সেখানে কি কি করেছে, কি নির্দেশ দিয়েছ এবং পার্টির কি নিয়ে চিঠি সেখানে গিয়েছিলে। কোন কোন জায়গায় অপারেশন করতে হবে এবং কোন কোন জায়গায় ইলেকশনের সময় ঘাটি করে বসে কংগ্রেসী ভোটারদের আটকাতে হবে, সেগুলিতো বাবা এখানে বলনি। সেই কথাটা বলনি কেন? প্রনব বাবু আপনার জন্য আপনার দলের তারা কোন কথা বলেনি, আমরাই এই বিধানসভায় এসে চিৎকার করেছি কোথায় আমাদের এম এল এ? আপনারা এসে তো হঁড়িটা হাটে ভাঙ্গা উচিৎ ছিল। সেটা আপনি করেন নি কেন? আজকে আইন শৃংখলার কথা বলে লাভ নেই। কারণ ওনার মাথা মোটা, আইন শৃংখলার বারটা বেজেছে ত্রিপুরা রাজ্যে ওনার জন্যই। এটা পরিচালনা করার কোন ক্ষমতা ওনার নেই। অথচ কোটি কোটি টাকা শুধু বাড়িয়ে যাচ্ছেন হোম দপ্তরের জন্য। সেখানে নন-প্ল্যানে একশত কত কোটি টাকা রেখেছেন। এটার কারণ একটাই যে, সে টাকার কোন হিসাব দিতে হবে না। এই টাকা উগ্র-পন্থীদের সারেণ্ডার ও সোর্সমানির কাজে ব্যবহার করবেন। সোর্সমানি কি, সেখানে উগ্রপন্থীদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা। স্যার, যে সরকারের দ্বিমুখী নীতি চলে, যে সরকার রাজ্যপালকে দিয়ে এই বিধানসভায় বলিয়েছেন আগামী ২৬ শে জানুয়ারী পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল। তার পরে গতকাল সেই সরকারের মাথা মোটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, না এটা কনটিনিউয়াস প্রসেজ এটা চলবে। তারমানে যতদিন তারা ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন পর্য্যন্ত উগ্রপন্থীদের সারেণ্ডার চলবে। নূতনভাবে টি, আর, এ, এটা সম্পর্কে গতকাল উনি খুব বড় বড় কথা বলেছেন। টি, আর এর যে সমস্ত উগ্রপন্থী ছিল ধনঞ্জয় রিয়াং-এর নেতৃত্বে আত্মসমর্পন করেছে এবং এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এই টি, আর, এ, বলে আর কোন উগ্রপন্থী নেই। অথচ গতকাল এই টি, আর, এ, উগ্রপন্থী দলের ৬ জন কিল্লা থানাধীন চালিতাবাড়ী থেকে বিমল শীল নামে একজনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এবং তার মুক্তি পণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা দাবী করেছে। এই হচ্ছে হোমের খবর।

স্বাস্থ্য দপ্তর. সেখানে বিমলবাবু মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নেই, থাকলে ভাল হত। হেল্থ ডিপার্টমেন্টে উনি ভাল কথা বলেছেন কি, ইলনেস্ অ্যাসিস্টেন্স স্কীমে রাতারাতি ৬ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। কারণ ইলেকসন সামনে। শাসকদলের যারা নেতা আছেন তারা সার্টিফিকেট দিলে তাদের ৬ হাজার ১০ হাজার ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

শ্রী*মাধবচন্দ্র সাহা* :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই ইলনেস্‌টেস স্কীমটি সেন্ট্রালী স্পোনসরড্ স্কীম। এই স্কীমে কেন্দ্রিয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের শেয়ার রয়েছে ২ : ১ অনুপাতে। এবং সেই অনুপাতে এই স্কীমে রাজ্য সরকারকে টাকা রাখতে হয়েছে, এটা বোধহয় মাননীয় সদস্য জানেন না।

শ্রী*দীপকচন্দ্র নাগ* :—আর গতকালকে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে মোহনপুর হাসপাতালে কোন সরকারী অ্যাম্বুলেন্স নেই। এই উত্তরে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবিমল বাবু চটপট জবাব দিলেন যে, কালকেই অ্যাম্বুলেন্স অলরেডি মোহনপুর হাসপাতালে চলে গেছে। বিধায়ক এলাকায় তো যান না তাই খোঁজ পাননি। এই খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতনবাবু মোহনপুর হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নেন্। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন একটা চিঠি ডেপুটি ডিরেকটর, হেল্থকে রিকুয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে।

''আই অ্যাম্ টু রিকুয়েষ্ট ইউ টু ডিপ্লয় ওয়ান নিউ মারুতী জিপ্‌সি রিসেন্টলি রিসিভড ফ্রম্ দ্যা জি, ও, আই অ্যাট্ মোহনপুর অ্যালোং উইথ দ্যা অল নেসাসারিজ।''

মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতনবাবু তিন বছর আগে হেল্থ ডিপার্টমেন্টকে চিঠি দিয়েছিলেন যে, মোহনপুর হাসপাতলে কোন অ্যাম্বুলেন্স নেই। আর এখানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমলবাবু চটপট উত্তর দিয়ে দেন যে, মোহনপুর হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স অলরেডি চলে গেছে। এখন আমি উনাকে অনুরোধ করছি উনি যেন আমাদের সঙ্গে চলেন মোহনপুর হাসপাতালে এবং সেখানে গিয়ে আমরা কোথায় অ্যাম্বুলেন্স আছে তা খোঁজে বের করি। আর উনি গতকালকে বার বার বলেছিলেন আহম্মদ নাম্বার ৯। এই আহম্মদ নাম্বার ৯ কে এইটা বেরে করার জন্য আপনার উপর দায়িত্ব দিয়েছি স্যার।

লাষ্ট কথা হলো, গতকালকে মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅনিল চাকমা বলেছিলেন যে দীপকবাবু টি, আই, এস, সি, র চেয়ারম্যান থাকাকালীন গ্রীফ্ থেকে ৫০ হাজার এবং পি, ডাবলিউ, ডি থেকে ৪০ লাখ টাকা নিয়ে গেছে। উনার মাথায় কিছুই নেই দেখছি স্যার। এই টাকার হিসেব আমি দিচ্ছি কোথায় রয়েচে ৫০ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখা হয়েচিল ইউ, বি, আই, এর নাইট ব্রাঞ্চে। এবং ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে কুমারঘাট, মাছমারা, ময়নামা, জয়নগর, মজলিশপুর, রাগমা, চিন্তামারা, মনপাথরী এবং মনুঘাটে ৩৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। আর ওরা ক্ষমতায় আসার পর মোহরছড়ায় ২টা, কঞ্চনপুরে ২টা, অমরপুরে ২টা

চিন্তামারাম ১টা ও মজলিশপুরের ১টি বাট্রা বিক্রি করে দিয়েছে। এখানে অনেক বড়বড় গলায় বলা হয়েছে আমি নাকি ৯০ লক্ষ টাকা মেরে দিয়েছি এবং সমীরদা ২৩৬ কোটি টাকা মেরে দিয়েছেন। অথচ চার-চারটি বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে এখন পর্য্যন্ত একটি তদন্ত কমিটি বসাতে পারলেন না বা প্রমাণ করাতে পারলেন না যে, আপনাদের অপপ্রচার অনুসারে জোট সরকারের কোন মন্ত্রী বা বিধায়ক কোন দুর্নীতি করেছেন কে এরপরও এখানে ওরা বার বার এই নিয়ে বড় বড় কথা বলছে। এখানে বলা হয়েছে এই সরকার নাকি শৃংখলার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে। শৃংখলার কথা বলবেন না।

কাজেই স্যার, আমি বলব এই বাজেট জনগণের কাছে ভাওতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এতে উগ্রপন্থীদের মদত দেওয়া হচ্ছে। জনগণের স্বার্থে এই বাজেঠ করা হয় নি। কাজেই এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭ তারিখে এই হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এবং যে বাজেট স্পীচ রেখেছেন সেটা আমি পূর্ণ সমর্থন করে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি। এই বাজেট নি:সন্দেহে গ্রামের উন্নয়ন এবং আমাদের রাজ্যের অর্থনীতিতে আরোও সুদৃঢ় করবে বলে আমি মনে করি। আমাদের রাজ্যে এবং ভারতবর্ষে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। এর মধ্যে আমাদের রাজ্যের ৭৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাস করছেন। তাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে, তাদের অগ্রগতির প্রশ্নে এই বাজেটে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আমরা এখানে এটা লক্ষ্য করেছি ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষের স্বার্থে উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাসগৃহ নির্মাণ, জলসেচ তফসিলী জাতি-উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই বাজেটে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বাজেটে কর্মসংস্থানের উপর সুস্পষ্টভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি এই রাজ্যের উন্নতি ও অগ্রগতি করতে হলে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে হবে। একে শক্তিশালী করতে হবে। আমরা মনে করি রাজ্যের ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ মানুষ এই বাজেটে অত্যন্ত খুশী এবং এটা আমরা ইতি মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। এই রাজ্যে যেখানে সম্পদের অভাব সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ১,৪৯০:৪৭ কোটি টাকা একটি করহীন বাজেট ঘোষণার ফলে রাজ্যের মানুষের মধ্যে একটি স্বস্তির পরিবেশ সকলের মনেই বিরাজ করছে। রাজ্যের মানুষ আগামীদিনে উন্নয়নের প্রশ্নে একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। তারপরও আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, যারা রাজ্যের মানুষের কথা চিন্তা করে,তারা কি করে এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন? আমরা আশা

করেছিলাম এই বাজেটের উপর মাননীয় বিরোধী দলনেতা উনার বক্তব্যে একটি সুচিন্তিত মতামত দেবেন। কিন্তু আমরা সেই দিক থেকে উনার বক্তব্যে সম্পূর্ণ হতাশ হলাম। এখানে উনি সাদা-মাটা ভাবেই বাজেট ভাষণ শেষ করেছেন। কারণ দিল্লীতে এক্ষুনি যে অবস্থাটা চলছে তাতে সেখানে উনার যোগাযোগ রাখাটই বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। আমরা জানি দিল্লীতে কংগ্রেসের মধ্যে একটি আতংকজনক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লীর ফরমানের প্রভাব এই রাজ্যেও পড়েছে। কারণ ফই ফরমমানের ফলে কারোও যান আবার কারোও অপমান অভিযান হয়েছে।

এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজেটের প্রতি, এই রাজ্যের মানুষের প্রতি লক্ষ্য করার সময় সুযোগ তেমনি পান নি। এই জন্য এই বাজেটকে তারা ভালোভাবে দেখছেন না। এবং গ্রাম, পাহাড় সর্বত্রই কাজকে যে উন্নয়নের ধারা বইছে সেটার দিকে লক্ষ্য করার উনাদের সুযোগ কম। কে দিল্লী যাবেন, কে থাকবেন, কে কমিটিতে থাকছেন, কে বাদ পরছেন এসব নিয়ে আজকে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। গ্রামের কাজ তারা দেখতে পারবেন না, তারা লুটের কথা বলছে। লুটের কথা তারা বলতে পারে ? গত পাঁচ বছর জোট রাজত্বে লুটের জন্য মনোনীত পঞ্চায়েত, আর এখন কাজের জন্য ভোটের মাধ্যামে পঞ্চায়েত একবার দেখুক না গিয়ে কি কাজ এই সময়ের মধ্যে হচ্ছে গ্রামের মধ্যে। আমরা এটা গর্ব করে বলতে পারি, কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে তাদের ইতিহাস আছে। কোন দিন এই রাজ্যের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছে, জনগণের কাছে উন্নয়নের সুযোগ নিয়েছে সংগীদার করার জন্য ? তাদের ইতিহাস আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি আমরা এই সময়ের মধ্যে ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সারা দেশের মধ্যে নজীর সৃষ্টি করেছি। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কোথায় নির্বাচন হয় নি ? এই নির্বাচনের ফলাফলে কি বলে ? এরা তো বলেন বিভিন্ন রাজ্যের রেস টেনে। আমরা কেরলে বেকার ভাতা দিচ্ছি। এটা ঠিক আমরাইতো বামফ্রন্ট সারা দেশের সামনে একটা বিকল্প কর্মসূচী মানুষের সামনে তুলে ধরেছি। পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকান। দুইদশক ধরে সেখানে বামফ্রন্ট সরকার কিসের উপর ভিত্তি করে আছে ? পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শক্তিশালী, গ্রাম উন্নয়ন. রাজীব গান্ধী মারা গেলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী. প্রশংসা করতে ভুল করেন নি। এটা অস্বীকার করতে পারবে দুই দশক বামফ্রন্ট তার ভিট গ্রাম উন্নয়ন, পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করা মানুষের কাছে ক্ষমতা দেওয়া, গণতান্ত্রিক সম্প্রারিত করা এই কাজ আমরা এই রাজ্যে করছি। এই কাজ বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য এই জন্য আতংক, এই জন্য এই বাজেটের বিরোধিতা। বামফ্রন্টর ভিট তৃণমূল স্তরে পৌঁছে গেছে। এই জন এই বাজেটকে বিরোধিতা করার জন্য বলেছেন। গ্রামের উন্নয়ন কোনটা বাকি আছে একটা নাম উল্লেখ করুন ? গ্রামের রাস্তাঘাটগুলি জঙ্গলের জন্য মানুষ হাটতে পারত না. সেই চেহেরা আছে ? কি পানীয় জল, কি বাসগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া, কি গরীব মানুষের

লেট্রিন করে দেওয়া কোন কাজটা প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে কম পক্ষে পঞ্চাশের উপর শতাধিক জলের ফিল্টার আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি। কোন কাজটা বাকি আছে? শ্রম দিবস আমি বলেছি ৬০ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হবে। তার অধিক বিভিন্ন মিলে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার জন্য আমরা এখানে এই কাজ করছি। দুর্নীতির কথা বলেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করছি শুধু টাকার হিসাব না প্রতিটি বিষয় হিসাবের বই ছেপে প্রতিটি পঞ্চায়েত দিচ্ছে। আমি একাধিক হিসাবের বই আপনার হাতে তুলে দিতে পারি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় সদস্য অমলবাবু একটি বই থেকে উল্লেখ করে ঈশানচন্দ্র নগর, পঞ্চায়েতে বাগান হয় নি বা কম হয়েছে উল্লেখ করেছেন। হতেই পারে,। যেখানে দশ হেক্টর, বিশ হেক্টর বাগান করা হচ্ছে সেখানে দুই হেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রতিটি টাকার হিসাব, প্রতি টি পয়সার হিসাব জনগণের সামনে আমরা উপস্থিত করছি। দুর্নীতি, কোথায় দেখছেন, দুর্নীতি? দুর্নীতি কারা করেন স্যার, আপনি দেখতে পারেন তথ্য আছে এই যে দেখুন কল্পনাথ রাই উনি এখন জেলখানায় যাচ্ছেনা। পত্রিকার উপর দিয়ে তেল চুইয়ে পড়ছে। এই দেখুন স্যার, শৈলেন্দ্র মাহতো, কাকে টাকা দিয়েছে, কার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, দুর্নীতির কথা বলবে এরা।

সুকরাম, নরসীমারাও, আর কত জন। এই অবস্থা তারা দুর্নীতির কথা বলতে পারে? আপনি যদি জানতে চান আমি আরও তথ্য দিতে পারি স্যার,। মোটর কেলেংকারীর নাম বলব, সতীশ শর্মা, শীলাকল। আর আমাদের রাজ্যে দুর্নীতি যে করেছে ওরা জমি কেলেংকারী, পাইপ কেলেংকারী, মোটর কেলেংকারী মেডিক্যাল কেলেংকারী কত বলব স্যার। কাজেই এই সমস্ত দিক থেকে দিল্লীতেও ভূমিকম্প এখানেও আতঙ্কিত। কাজেই বাজেট নজর দেওয়ার মত তাদের সময় নেই। সেই কারণেই আজকে তারা বাজেট বিরোধী ভাষণ, রেখে সভাকে বিভ্রান্ত করছেন। স্যার, আর একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, মাননীয় বিরোধী দলনেতা উপজাতিদের ৮৭, ৬৭ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ যেটা করা হয়েছে,। তিনি এখানে বলেছেন যে, অন্যান্য জাতিদের জন্য কেন সেই রকম টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে না, উপজাতিদের উপর তার এত ঈর্ষা কেন? সারা জীবন এই উপজাতি অংশের মানুষকে ঠকিয়েছেন, বঞ্চিত করেছেন। জোট সরকারের আমলে ৬ শত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে উপজাতিদের অনাহারে, এই সম্পর্কে তৎকালীন সি, পি, আই, (এম) এর সাধারণ সম্পাদক বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী একটি বই ছাপিয়েছেন। চেলেঞ্জ করতে পারবেন এই হাউসে দাঁড়িয়ে? এই স্মৃতিকে আবার দেখতে চান ত্রিপুরা রাজ্যে। এরজন্যই এই ঈর্ষা। আমরা গলা বড় করে বলতে পারি, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর একজন লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করবে না এবং করে নি। এটাই হচ্ছে বামফ্রন্ট। স্যার, আপনার কাছে আর একটি উদাহরণ দিতে চাই। ও, বি, সি ৪২ পার্সেন্ট

লোক, এস টি. এস, সি, ২২ পার্সেন্ট লোক আর সংখ্যা লঘু ১০ শতাংশ লোক তাদের ভাগ্যে জমি ৬ ভাগ, ব্যবসা বাণিজ্য ৮ ভাগ, চাকরী ১৫ ভাগ সব মিলে ৮৫ ভাগ আর ১৬ ভাগ লোক ভোগ করছে ব্যবসার ৯৪ ভাগ চাকরীর ৯২ ভাগ জমির মালিকানা ৯৩ ভাগ এই হচ্ছে সারা ভারত বর্ষের চিত্র আর এখানে দরদ দেখাতে চাইছেন। উপজাতি, তফসিলী উপজাতিদের মেডিক্যাল পড়াশোনা নিয়ে এখনো কেস চলছে। তাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের সমবায় ধ্বংস করে ফেলেছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সব পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কৃষি, ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেশন করা হয়েছে সমস্ত দিক থেকে সাহায্য করা হচ্ছে।

স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিতে হবে। তাঁরা এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা বলেন, উগ্রপন্থীর কথা বলেন। দীপকবাবুত গোপাল ভাঁড়ের থেকেও ভাল গল্পকার হয়েছেন। গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হবেন প্রণব বাবুর বাবাকে নিয়ে যেভাবে গল্প বানালেন ভাল গল্পকার না হলে পারতেন না। স্যার, উগ্রপন্থী কারা বানিয়েছে? আমার কাছে তথ্য আছে, আপনি যদি চান, তাহলে আমি দেখাতে পারব, টি, এন, ভি, এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, কি কি ভাবে মানুষ খুন করা হয়েছিল। সমস্ত তথ্য আমার কাছে কাছে, আমার সময় নেই তাই আপনার কাছে তুলে দিতে পারছি না। আইন শৃঙ্খলার কথা বলতে চান? এখানে খুব হলে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনা তা হয় না, উজান ময়দান হয় না, এখানে নারীদের ইজ্জতে রফা করার জন্য কি না করছে? মহিলা কমিশন থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এখানে বীরচন্দ্র মনু হয়েছে? এখানে নলুয়া হয়েছে? রক্তের ছাপ এখনও শুকিয়ে যায় নি। একটা প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে যে আপনাদের কোন মিছিল আক্রান্ত হয়েছে? পার্টি অফিস বেদখল হয়েছে? পতাকা পুড়িয়েছে? গণতন্ত্রের উপর আক্রান্ত হয়েছে? এগুলিই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার চুড়ান্ত প্রমাণ এটা আমি বলতে পারি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য টি, এস, আর বাহিনী, আই, আর, বাহিনী গঠণ করা হচ্ছে। রাজ্যের রাজ্যের শান্তি-সম্প্রীতির সমৃদ্ধ করে গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রামের মানুষের হাতে পয়সা গেলে চাহিদা বাড়বে, কারখানা হলে কর্ম সংস্থান বাড়বে। এই বাজেটে এজন্যই টাকা রাখা হয়েছে। এই জন্যই তারা আতংকিত, এই জন্যই বাজেটের বিরোধিতা। জনগণের পক্ষে যদি কথা বলেন, তাহলে আমার বিশ্বাস, এই বাজেট তাঁরা সমর্থন করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে এবং বাজেট ভাষণকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (বনমালীপুর) :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আপনাকে একটু অনুরোধ রাখছি। আসলে আমরা চেয়েছিলাম, এবার বিধানসভায় যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি থাকুন ইদানিং দ্বিতীয় বার আমাদের মহাভারত দেখার সুযোগ পেয়ে প্রপিতামহ ভীষ্মের কথা আমার স্বভাবতই মনে পড়ছিল। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হচ্ছে। দুপক্ষই আছে। একজন শর শয্যায় আছেন। আর তিনি আমাদের গুরু না হলেও রাজনীতিতে প্রবীন, সৎ, রাজনীতিতে অভিজ্ঞ লোক, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি আর একজন দ্রোণাচার্য্য। তিনি আজকে উপস্থিত নেই। থাকলে ভাল হত। কারণ, উনাকে লক্ষ্য করেই আমি কয়েকটা তীর ছুঁড়ব। তাই শ্রদ্ধাটা আগে জানিয়ে নিতে চাই। যাই হউক, এখানে আমি একটু অবাক হচ্ছি। কারণ, কমিউনিষ্ট পার্টির পাশাপাশি আমরা দীর্ঘদিন কাজ করছি। আমার মনে হয়, ইদানীং ওদের কথায় আমাদের মত স্খলন হচ্ছে। কারণ, কাল থেকে আলোচনা চলছে। একাডেমিক ডিসকাশন একদম হয় নি। চার বছর অতিক্রান্ত, পাঁচ বছর চলছে, সামনে। নির্বাচন এসে গেছে। কর শূন্য বাজেট নূতন কথা কি? তবে এই বাজেটে সত্যিকারের কি হয়েছে তার স্পেসিফিক বলব। আপনাদের কাছ থেকেও জবাব চাইব। আপনাদের কাছ থেকে শিখতে হলে নিশ্চয়ই শিখব। আমাদের ভুল হতে পারে। আমার ক্যালকুলেশনে ভুল হতে পারে আমাদের বিরোধী নেতাও বলেছেন এবং আসিয়া দেখছি, আমি যা স্টাডি করেছি, তাতে আমার কাছে পরিস্কার, এই বাজেট গোঁজামিলের বাজেট। অংকের হিসাবে ডানে-বাঁয়ে রেখে মানুষকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে। কারণ ভারতবর্ষের তিনটি রাজ্যে আগে এরকম ট্যাকস্ ফ্রী বাজেট করে কিছু হয় নি। মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং খুব সম্ভবত: আন্দামান তারা আবার পুরানো পথেই গেছে। স্যার, আমি শুধু গতবার থেকে এবার পর্য্যন্ত একটি হিসাব দিচ্ছি, আপনার মাধ্যমে ওদের বলছি। এইখানে আমরা দেখেছি, ১৯৯৬-৯৭ সালে ১২৬০.৫২ কোটি টাকার অনুমোদিত ব্যয়ের উপর দু' দু' বার ৬০.৩৯ কোটি প্লাস ১৪.৪৬ কোটি টাকা মোট ৭৪.৮৫ কোটি টাকার সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন। অতিরিক্ত তাহলে, ১২৬০.৫২ প্লাস ৭৪.৮৫ কোটি মোট, ১৩৩৫.৩৭ কোটি। কিন্তু অবাক কাণ্ড হচ্ছে, ১৯৯৬-৯৭ সালের চুড়ান্ত রিভাইজড বাজেটে মোট দেখান হয়েছে, ১৩৩৫.৩৭ কোটির পরিবর্তে ১২৩৮.৮০ কোটি টাকা। তাহলে, ১৩৩৫.৩৭ থেকে ১২৩৮.৮০ কোটি মাইনাস করলে ৯৪.৫৭ কোটি হয়। কিন্তু দেখান হয়েছে, ৪০.৫৭ কোটি। এটা কেন হল? বাজেটে আমরা দু' দু' বারে অনুমোদন দিয়েছি, ৭৪.৮৫ কোটি টাকা। সরকার এই টাকা দিয়ে কি করেছে এর ব্যাখ্যা বিরোধীদের পক্ষ থেকে চাওয়া হয়েছে। এটা নয় ছয় হতে পারে, লুটপাট হতে পারে। এ সব কথা শুনে ওরা রাগ করতে পারেন। কিন্তু এটার ব্যাখ্যাতো আমাদের দিতে হবে। বাজেট একটা পেশ করলেই তো হবে না। কোথায়, কোন্ টাকাটা কেন রাখা হলো? মানুষ এটা জানতে চাইবে এবং এই বিধান সভায় এটা ডিসকাশান হবেই। ভাষার বিন্যাসে কেউ বলবে এটা লুটপাট

হয়েছে, আপনারা বলবেন, তোমরা চুরি করেছে। আমরা বলব, তোমরা চুরি করেছে। কিন্তু আসল সত্যটা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্যই তো এই ডিসকাশান : কাজেই আমি সেকেণ্ডারীতে আসছি। ১৯৯৬ ইং সালটাকে ধরেছি এই জন্য যে এই ১২৬০'৫২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের হিসাবের চেয়ে আমরা দেখছি ২১ কোটি টাকা কম খরচ চূড়ান্ত রিভাইসড বাজেটে দেখিয়েছেন। ১২৬০'৫২-১২৩৮'৮০=২১'৭২ কোটি টাকা। অতিরিক্তি ১৩৩৫.৩৭কোটি টাকার অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দের হিসাবে (১৩৩৫.৩৭—১২৩৮.৮০)=৯৬'৫৭ কোটি টাকা কম দেখালেন রিভাইসড বাজেটে। আবার অনুমোদিত আয়ের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? সেইম ঘটনা হয়েছে। ঘাটতি শূন্য বাজেট করতে গিয়ে আপনার ১২৬০.৫২ কোটি টাকাকেই আপনারা আয় দেখিয়েছেন। আর ১২৩৮.৮০ কোটি টাকা হচ্ছে আপনাদের সংশোধিত আয়। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, সংশোধিত আয় প্রস্তাবিত আয় থেকে ২১'৭২ কোটি টাকা কম। আপনারা একটু অনুধাবন করে উত্তর দেবেন আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমাদের ভুল হলে স্বীকার করব। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের মাঝামাঝি আড়াই সপ্তাহের মধ্যে, এটা কি কোন সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করবে যে ফেব্রুয়ারী মাসেও একটা সরকার বলতে পারে না মার্চ মাসে তাঁর সংশোধিত আয় কি দাঁড়াবে? তাহলে সরকার আছে আমাদের বিশ্বাস করেতে হবে? অদ্ভুত কাণ্ড এখানে হয়েছে এবং হচ্ছে। যাই হোক এটা আপনারা চেয়েছেন, কিন্তু এটার ব্যাখ্যা বাজেট ভাষণে নেই। আমরা মনে করি একটা বিধানসভাতে বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা দিয়ে সময় এবং অর্থের অপচয় করা সংবিধানের দিক থেকে যেমন ঘৃনিত কাজ, তেমনি রাষ্ট্রীয় শক্তির ব্যবহার যেটা সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটার অপচয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে ৯৬-৯৭ এর বাজেট নিয়ে আলোচনা করছেন। এটার ব্যাখ্যাতো এখানে নয়। এখানে ৯৭-৯৮ইং সালের বাজেট নিয়ে আলোচনা চলছে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী : -স্যার, আমাকে সবটা টেনে আনতে হবে। আমি এখানে কম্পেয়ার করে দেখছি। এখানে আর্থিক শৃংখলা সম্পর্কে যেটা বলেছেন, আমাদের সময়ে আপনারা সি, এ, জি রিপোর্ট সম্পর্কে বলেছিলেন। সি, এ, জি আপনাদেরকে স্পেসিফিক বলেছে, সংবিধানের ২০৫ ধারায় স্পেসিফিক বলেছে ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস সহ ১১৫৮'৭৪ লক্ষ টাকার মধ্যে এই বছর খরচ করেছেন ৯৫০'৫২ কোটি টাকা তাহলে আপনাদের বাড়তি- ছিল ২০৮'২২ কোটি টাকা। তারপর এই উদবৃত্ত টাকা থেকে ৩৮'২২ কোটি টাকা আপনারা খরচ করলেন যেটার কোন আর্থিক অনুমোদন নেই। এ সম্পর্কে সি, এ, জি স্পেসিফিক বলেছে এটা অসাংবিধানিক এবং আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। এটাকে তোমরা এডজাস্ট কর। কিন্তু আজ

পর্য্যন্ত সেটা এডজাস্ট করেন নি। এটা রেগুলারাইজ না করেই আপনারা একটার পর একটা খরচ করছেন। স্যার, ১০ম অর্থ কমিশন কি বলে—৫ বছরে পেনসনার্স যারা তাদের জন্য ২২৯·৭৬ কোটি টাকা দিয়েছে। এর মধ্যে ৯৫-৯৬ ইং সালে ডিমাণ্ড নং ৪৩-তে ২৯.৯৮ কোটি টাকা দিয়েছে। তারমধ্যে খরচ হয়েছে ৩৫·৯৪ কোটি টাকা। ৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়নি। স্যার, মানুষ কি ভাবে ডিপ্রাইভড হয় তার ২/১ টা স্পেসিফিক উদাহরণ দিচ্ছি এই পেনসনার্স যারা সিনিয়ার সিটিজেন অব দ্য স্টেট তাদের ক্ষেত্রে ৪২ পার্সেন্ট ডি, এ, দেবার জন্য প্রস্তাব আছে। সরকার স্পেসিফিক বলেছেন টাকার অভাবের জন্য দিতে পারেন না। তাহলে এই ৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা গেল কোথায়? আমাদের ভুল হলে আপনারা নিশ্চয় প্রমাণ করবেন। আদার্স এ্যাকসপেণ্ডিচার আর একটা বিরাট ফাঁকি। আদার্স এ্যাকসপেণ্ডিচারে লেখা আছে ৯৭-৯৮ ইং সালে ডি, এর খাতে কোন টাকা নেই। কিন্তু ডিমাণ্ড নং ৪৩-র নীচে দেখুন আদার্স খাতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লেখা আছে।

এই টাকার কোন হিসাব হবে না, কেন না ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৪ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে সেটার কোন খবর নেই, ১৯৯৫-৯৬ সালে ডি. এ খাতে ১৫ কোটি টাকা ছিল, এর নীচে আদারস্ খাতে ১০ কোটি টাকা ছিল এটারও কোন খবর নেই। এই ভাবে ১৯৯৪-৯৫ সালে আদারস্ ১৬ কোটি টাকা ছিল। এই লুকায়িত ব্যয়-বরাদ্দ আমি জানি না এইগুলি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে এটার ব্যাখ্যা হয়তো থাকতে পারে কিন্তু আমার জ্ঞান বুদ্ধি মত আমি ইকনমিকস্-এর ছাত্র নই কিন্তু আমি বাজেট যতটুকু ষ্টাডি করেছি লুক্কায়িত অর্থের টাকা কোথায় যায়, এটার ফ্লো কোথায় এবং এটার অবস্থান কোথায় এটা সম্পর্কে বাজেটে কোন উল্লেখ নেই

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, একটা বিষয় পরিস্কার হওয়া উচিত। আমরা তো ডিসকাস করছি ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট এবং বাজেট যখন গ্রহন করা হয় তখন এ্যাকসসেপট্ আসতে পারে, সোর্সকে ভিত্তি করে বাজেট করা হয়। বছরের শেষে স্যার, সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট যখন এডজাষ্টমেন্ট হয় ঠিক এই টাইমেই হয়। সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টের এডজাষ্টমেন্ট হয়।

শ্রীরতন চক্রবর্তী:— আমি তো সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টের কথা বলেছি। মেইন পয়েন্ট সেটা আসলে বামফ্রন্ট, ডানফ্রন্ট, সব ফ্রন্টই দরিদ্র মানুষের কথা বলে এটা নিয়ে চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করে এবং প্রচারে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমি শুধু একটা জিনিষ জানতে চাই স্পেসিফিক আপনার মাধ্যমে এই যে কেন্দ্রীয় সরকার, বন্ধু সরকার আমাদেরও, আপনাদেরও, কারণ আমাদের সাপোর্টও আছে এবং আপনাদের সাপোর্টও আছে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েই বলতে হবে, এখন বন্ধু না বলার কোন কারণ নেই। এই সরকার এবং বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে। দরিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করে তাদের উন্নয়নের স্বার্থে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী উনার ভাষণে উল্লেখ

করেছেন। এস. টি, এস. সি, ও. বি. সি আরও কত কি হবে বিভিন্ন আদারস্ এসে সংরক্ষনের দাবী করবে। এটা বলার জায়গা সেটা নয় পরে আমরা বলব। প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের এচিভমেন্ট কি ছিল এবং সেই এচিভমেন্টর রিপোর্ট গিয়েছিল প্ল্যানিং কমিশনে। সেই প্ল্যানিং কমিশন থেকে যেটা বের করেছে তাতে দেখা গেছে টুয়ানটি থার্ড পারসন ওনলি বিলো দি পভারটি লাইন, এটাই হচ্ছে রেকর্ড। তারপর নবম অর্থ কমিশনের কাছে লেফট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট দাবী করেছে যে না ৬০ পারসন্টে হচ্ছে দরিদ্র সীমার নীচে কিন্তু ওরা মেনে নেন্ নি। আমাদের সময়ে ৪৩ পারসেন্ট এডজাষ্টমেন্ট হয়েছে। এবার রাজ্য সরকার বলছেন ৭৩'৫৮ পারসেন্ট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— আপনার কি আরও সময় লাগবে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, আমার আর একটু সময় লাগবে। যেটা মূল বক্তব্য যে, দরিদ্র সীমার নীচে যে ৭৩'৫৮ পারসেন্ট সেটা বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন অর্ধেক মূল্যে রেশন দেবেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে এডজাষ্টমেন্ট হয়েছে। ৪৫ পারসেন্ট লোককে তাহলে আমার প্রশ্ন বাকী ১৮'৫৮ পারসেন্ট যে লোক থাকবে তারা কি কংগ্রেস, না সি. পি. এম আমি জানি না। তারা আপনাদের হিসাব মত দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করে। তারা কেন বঞ্চিত হবে, অর্ধেক দামে রেশন পাওয়া থেকে এটার উত্তর আপনারা দেবেন। কবি সুকান্তের কথায় সেই ৫৮ ভাগ লোক তাকিয়ে আছে। এটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। এটা আমার গভর্ণমেন্ট বা আপনার গভর্ণমেন্ট বলে কথা না, এই যে হিউজ পারসেন্ট অফ্ পিওপিল আণ্ডার দি পোভারটি লাইন আইডেনটিফাই করা হয়েছে তাদেরকে দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী : - আমাকে কত মিনিট সময় দিয়েছেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাকে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া রয়েছে এবং অপনার সময় শেষ।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— আমাদের দলের ত ৪৫ মিনিট। তার অর্ধেকও শেষ হয়নি। আসলে আমাকে বলতে দিতে চাননা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার টাইম ত দেওয়া হযেছে তিন মিনিট সময় ত আপনার বেশী হয়ে গেছে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— আমাকে সুযোগ দিন বলার। বেকারদের কথা বলছেন আপনারা। খাদির ব্যাপারে উদাহরণ দিচ্ছি স্যার। আপনারা বলেছেন খাদিতে ১০ হাজার লোকের চাকরীর ব্যবস্থা করবেন, স্বনির্ভর করবেন। এটা জানা থাকা উচিত খাদিতে যে স্কীমগুলি আছে পিওপিল

স্কীম, ম্যাচ, অয়েল ঘানি ইউনিট, ফ্রুট ওযার ইউনিট, বি-কিপিং ইউনিট, সব বন্ধ হয়ে গেছে। কোন ইনফ্রাস্টকচার নাই। কোন ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার নাই। চেয়ারম্যান অসংবিধানিক ভাবে অ্যাক্জিকিউটিভকে সরিয়ে মেম্বার সেক্রেট্যারীকে সমস্ত অথরিটি দিয়েছে। খাদির সংবিধানের মধ্যে নাই। তারপর আপনারা উইদাউট ইনফ্রসস্ট্রাকচার বলেছেন সেখানে ১০ হাজার লোকের ব্যবস্থা করছি। এই গুলির ত কোন মানে নাই। এই বেকার যুবকদের এই ভাবে আশ্বাস দিয়ে, অতীতেও আমরা দেখেছি তাদেরকে ঘোরানো হয়েছে, হয়রানি করা হয়েছে। কারণ এই যৌবন যদি আবার বিভ্রান্ত হয়, আবার হতাশ হয়, এটার অ্যাফেক্ট ত্রিপুরার সমাজনীতির, অর্থনীতির উপর পড়বে, যেটা ত্রিপুরার মানুষ যারা উপভোগ করছে শিক্ষার কথা আমি বলছিনা, অন্যরা বলবে, শিক্ষার কি বেহাল অবস্থা। ঘরের কথা বলেছেন, ঘর নেই। আমাদের দোষ না আপনাদের দোষ সেটা বলছি না। যেখানে খালি মাঠের মধ্যে পড়াশুনা হত সেখানেও মাষ্টার যাচ্ছেনা। এই অবস্থা চলছে। বিদ্যুতের কথা বলছেন, শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যুত হচ্ছে অন্যতম ক্ষেত্র। এখন বিদ্যুতের যে কি অবস্থা তা আমরা সবাই টের পাচ্ছি। পরীক্ষা চলছে, আগরতলা শহরের উপর লোডশেডিং চলছে ৪ ঘন্টা ৫ ঘন্টা করে কিন্তু আপনারা কেন বিদ্যুতের বাজেট দিলেন কমিয়ে তা বোধগম্য হলনা। ডম্বুরের কথাটা উনি উল্লেখ করেছেন ডম্বুর সম্পর্কে আমার স্পেশিফিক বক্তব্য আছে। কারণ আমি ২-৩ বৎসর আগেও বলেছিলাম ডম্বুর সম্পর্কে। ৪০ স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়াতে ৮ মেগাওয়াট উৎপন্ন হয় আমরা জানি লোকটাকে ৬০ স্কোয়ার কিলোমিটারে ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। নাগার্জুনে ১২৩ স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়াতে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এদিকে রেখে কি হবে? হয় এটাকে সংস্কার করুন কেন হয় জানেন, এটাকে সাইনটিফিকেলি অ্যাডভান্স করার আপনারা চেষ্টা করছেন না। সেটার জন্য পরিকল্পনা চাই। আধুনিক চিন্তার প্রয়োজন। যে চিন্তায় আপনারা ধুঁকছেন। চিন্তার জন্য মানুষকে এই জায়গায় নিয়ে যায়।

শ্রীরতিমোহন ত্রিপুরা ঃ— স্যার, (সমর চৌধুরীর উদ্দেশ্য) উনাকে উনার সীটে গিয়ে কথা বলতে বলুন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— আজকে সবচেয়ে অবাক লাগে আমরা এই হাউসের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করছি। সত্যি কথা বলতে গেলে এখানে প্রত্যেকের দণ্ডভোগ করা উচিত। ত্রিপুরা একটা ভলকানের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, আমরা কেউ হাসাহাসি করতে চাইনি, হাসাহাসি করছি না। মাননীয় সদস্য শুধুশুধু উত্তেজিত হচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অফ্ অর্ডার হয়না।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— এটা পয়েন্ট অফ্ অর্ডার হয় না, আপনি বসুন। স্যার, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যানমান নিয়ে কথা। খাদ্যের ব্যাপারে এবং গরীব মানুষের ব্যাপারে আপনারা ভাওতা দিয়েছেন। আইন শৃংখলার ব্যাপারেও আপনারা ভাওতা দিয়েছেন বলুন না, ফেব্রুয়ারী মাসে কতজন লোক খুন হয়েছে এবং এটা দেখা কার দায়িত্ব, আর বিরোধীরা যদি এর মধ্যে জড়িত থাকে তো তা প্রমান সহ বের করুন যে তারা এটা করছে। আর না হলে যারা দুস্কৃতকারী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। শুধু বক্তৃতা দিলে হবে না। কারণ আমার মনে আছে ১৯৯:র সেপ্টেম্বর মাসে আমি মুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবুকে চিঠি দিয়েছিলাম যে এই আত্ম সমর্পনের পসেজটা কত দিন চলবে, এটাকে আপনারা নিষিদ্ধ করুন। এটা বলা হয়েছিল, আর আজকে আপনাদের জেদের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে এই অবস্থায় আপনারা এখনও বলছেন সমস্ত ত্রিপুরাকে উপদ্রুত করলে কংগ্রেস আসবে, এটার অর্থ নাই, এই ধারনাটা ভুল, মানুষ বাঁচবে সেটাই বড় কথা। স্যার, রাজনীতির প্রথম ও শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। এখানে শুধু বক্তৃতা দিলেই হবে না, স্টেটিস্টিকসের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। এটা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রমন নয়, ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের স্বার্থে কথা বলতে হবে এখানে এবং তাদের রক্ষা করার জন্য প্রচলিত অবস্থায় ভারতবর্ষের সংবিধানের যে সমস্ত অধিকার আছে সেগুলিকে প্রয়োগ করতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। কিন্তু আমি তার লক্ষন একটুও দেখছি না। আমার এবং মাননীয় সদস্যদের হয়তো আমার মধ্যেও যদি ভুল হয়ে থাকে হতে পারে, কিন্তু তার লক্ষন কোথায়। আজকে বাজেট বক্তৃতা করতে গিয়ে আমরা একজন আর একজনকে আক্রমন করছি, এটা কেন হবে, স্পেসিফিক বলতে হবে কোথায় বাজেটে ভুল আছে, আর কোথায় ডিপার্টমেন্ট গুলি ভুল করছে, এটাই গণতন্ত্র এবং তার জন্যই এখানে আসা। আপনারাতো ইনটেনশন্যালী কথা বলতে দিতে চান না। আমরা কোন কিছু নিয়ে কথা বললে বলবেন যে সমালোচনা করছে, আর সমালোচনা করলে বলবেন যে, না এটা ঠিক না। ঠিক না হলে আপনারা পয়েন্ট দিয়ে বলুন যে না আমরা এই পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে বলছি। আপনাদের অবস্থাটা হয়েছে কি জানেন, আমি জানি, একটা জিনিষ একটা মানুষকে এক দিন বিভ্রান্ত করা যায় কিছু দিন বিভ্রান্ত করা যায়, কিন্তু চিরদিন বিভ্রান্ত করা যায় না। শ্রীসমর চৌধুরী সেই জন্যইতো পতন হয়েছে।) পতন আপনাদেরও হবে ই যে ভুল করে কালকে এই কবিতাটা বলেছি, মনে নাই, ধনা আশা কুহকিনীর পাশাপাশি আর একটা আছে, আশার ছলনে বলি কি ফল লভিনু, হায় তাই ভাবি মনে, জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে যায়, ফিরায় কেমনে। দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন, তবু এ আশার নেশা ছুটিলনা হোম মিনিষ্টারের। দিন চলে আসছে, একটু অপেক্ষা করুন, আর বেশী দেরী নাই। স্যার, উনি আবার বলেছেন এখান থেকে ওখানে যাবেন, এটা বলতেই পারেন

এটাতো আশার কথা। এই উনি যেমন আশার কথা বলেছেন আমরাও তেমনি আশার কথা বলছি, কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ প্রতি দিন তিলে তিলে সর্বদিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে। (শ্রী সমর চৌধুরী :— এত আতংক কেন।) কিসের আতংক। আমরাতো ওপেনভাবে ঘুরছি, মানুষের কাছে যাচ্ছি। কারণ আমরা জানি মানুষকে নিয়ে যারা রাজনীতি করে না তাদের মানুষকে ভয় নাই। কারণ আপনারা সেদিন যা বলেছেন যে আজকে এটা একটা যাত্রা গৃহের মত, চারিদিকে বড় বড় লাইট লাগানো হয়েছে, এটা সুন্দর আসর হচ্ছে, এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, না হলে শুয়রের খোয়ার হয়ে যাবে। এই যে এখানে কুশলীরা যদি ভাল ভাবে রং মেখে এসে এখানে হইচই, করে তো হবে না ঐ সীটাতে একজন লোক বসেন (নৃপেন্দ্র চক্রবর্তীর সীটের দিকে দেখিয়ে) উনি এবার বিবেকের ভূমিকায় কেন ? গৌরী আম্মা কেন কেরলে বিরোধী ভূমিকায়। পশ্চিম বাংলার চন্দনবাবুর বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি আপনাদের নাই। তারপর ঐ গণেশ শংকর না কি নাম ঐ হাওলা কেলেংকারীতে বিহারে তার সম্পর্কে কথা বলার কোন শক্তি আপনাদের নাই। নরসিমা রাও-এর কথা, এটাতো প্রতি দিনই উঠছে এবং যা উঠছে সব খবরই আপনারা জানেন তা আমাদের একজন হলে আপনাদের কম নয়, শুধু যে আমাদের লোকের কথা পত্রিকায় উঠছে তা নয়, আপনাদের গুলির কথাও পত্রিকাতে উঠছে। আপনারা রাজ্যের ক্ষমতায় আছে, আজকে কয় বৎসর, কয় বৎসর ধরে আপনারা ক্ষমতা ভোগ করছেন। আমরাতো প্রথম থেকেই ক্ষমতা ভোগ করে আসছি যাই হোক, আমি এই সব কথায় যেতে চাই না স্যার এখানে যে গুরুত্ব পূর্ণ আলোচনাটা হচ্ছিল তা'ব সমস্ত জিনিষটাকে এখানে হালকা করে দিতে, চাইছেন।

কিন্তু আমাদের দুঃখ হয় যে, আপনারা যেভাবে সমস্ত জিনিসটাকে আজকে লাইট করে দিতে চাইছেন, হালকা করে দিতে চাইছেন, কারণ আপনাদের একটা দপ্তরও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। বহু দপ্তরেই আমি দেখেছি একবার নয় বহুবার বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি।

তারপর আপনাদের পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটি, আপনারা বলেছেন, আমি এইটা বুঝলাম স্টেট ফিনান্স কমিশন হয়েছে স্যার। স্টেট ফিনান্স কমিশন ওরা বলেছেন, কারণ দিস ইজ দ্যা চাইল্ড অব দ্যা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। স্টেটও ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের চাইল্ড। স্টেট থেকে ধীরে ধীরে এ, ডি, সি, হয়েছে তারপর পঞ্চায়েত হয়েছে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের নির্বাচন আপনারা করেছেন, আমরা করিনি, ভুল করেছি। আমরা যেটা ভুল করব, আমরা সেটা স্বীকার করব। কিন্তু ত্রিপুরার এই স্টেট ফিনান্স কমিশনের যে রিপোর্ট, সে রিপোর্টে আমরা দেখেছি যে, নগর পঞ্চায়েত এবং তার সমিতি, তাকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির জন্য কোন টাকা বরাদ্দ করা হয়নি উল্টো মিউনিসিপ্যালিটির জন্য এখানে দুই কোটি টাকার পাকা ব্রীজ হবে দিস্ ইজ্ দ্যা এচিভ্মেন্ট অব্ দ্যা স্টেট্ গভার্ণমেন্ট, হোয়াট ইজ দিস ? তো এটা চলছে।

নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য কোন কথা নেই বাজেটে, এমনকি কোন বরাদ্দও নেই, কোন বক্তব্যও নেই। এইগুলি একচোখে ঘি, আরেক চোখে তেল, এটা হওয়া উচিৎ নয়। কারণ আপনাদের হোম মিনিস্টার আমাদের যেভাবে রক্ষা করে চলেছেন সেভাবে আমাদের এই বাজেট থেকে আসলে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকাল আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা একটা ভাল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। সেই প্রতিযোগিতার নাম হচ্ছে ঢোলা গপের আসর। এইসব আসলে ভাল ভাল লোক পার্টিসিপেট করে থাকেন। এবং আপনাদের পার্টির লোক এইযে হীরালাল সেন নাকি বামপন্থী বুদ্ধিজীবি, উনিও ঢোলাগপ্ বলে একটা পুরস্কার পেয়েছেন, ফার্স্ট প্রাইজ বোধ হয় পেয়েছেন। আমি মাননীয় বৈদ্যনাথবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে এই যে, বাজেট পেশ হয়েছে এখানে এইটাকে যদি সে সমস্ত ঢোলাগপের আসরে পেশ করা যায়, এইটা আজকাল মফস্বলেও চলছে, এইটা নিঃসন্দেহে একেবারে প্রথম পুরস্কার পাবে।

গতবারের বাজেটেও আমি বলেছিলাম একটা কথা, এইটা হাউসের প্রসিডিং-এ আছে, যে শুভংকরের ফাঁকি, শুভংকরের ফাঁকি দিয়েছেন-এইবারেও অংকের গোজামিল দিয়ে জিরো বাজেট করে নির্বাচনে যাওয়ার আগে মানুষকে একটা চমক দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে এইটা একদম অন্তঃসার শূন্য বাজেট। এর মধ্যে কিছু নেই। ত্রিপুরার জন্য কি হবে, এই বাজেট দিয়ে কি হবে? কোথাও এমপ্লিমেন্টিং কোন মেশিনারী নেই। এখানে বিমলবাবুরা চেষ্টা করেছেন। ভাল মেসিন আনতে। গ্রাম থেকে লোক অসুস্থ এখানে আসছে। এখানে যদি পাহাড়ের ভেতরে লোক ঢুকতে না পারে, যদি সেখানে কাজ না হয়, তাহলে আপনার কি করে দেশের উন্নতি করবেন বাজেট দিয়ে? এবং ঐ উন্নতির অন্যতম যে শর্ত যেটা ইন্দিরাজিও বলেছিলেন, যেটা সত্যি কথা, সেটা সবাইকেই বলতে হয় যে প্রগতির প্রধান সর্ত হচ্ছে শান্তি। প্রগতি করতে হলে শান্তি চাই কিন্তু আমরা যে শান্তির অশান্তির আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের উজা ময়দানে উপজাতি মহিলারা ধার্ষিত হলো, সে আমার মা বোন। আর কালকে উনাদের উৎথাপিত যেগুলি তারাও আমার মা-বোন। এই চিন্তাধারাতে যতদিন না আসতে পারবেন, এরা আমাদের পার্টির লোক, আর ওরা ঐ পার্টির লোক, এই পার্টি ক্ষমতায়, আর ঐ পার্টি ক্ষমতায় নেই, এইসব চিন্তা নয়, ধর্ষিতা মহিলাদের কান্না পাপের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একটার পর একটা এইযে শ্মশানের আগুন জ্বলবে, আঁচ যদি জনপ্রতিনিধির গায়ে না লেগে থাকে, তাহলে ত্রিপুরায় আবো আগুন জ্বলবে, কেউ একে বাঁচাতে পারবেনা কারণ এই সমস্যার সমাধানে আমরা সার্বিকভাবে সরকারকে সমর্থন করতে সাহায্যে করেছি এবং সব সময়েই সহযোগীতা করতে প্রস্তুত ছিলাম। এখানো আছি কারণ, এইটা একার শুধু সরকারের সমস্যা নয়। সরকারকে শুধু এইজন্য দায়ী করলে চলবে না,। কিন্তু আমরা বারবারই বলেছি যে না এখানে

উপদ্রুত দিন, এখানে ইণ্ডিয়ান কন্স্টিটিউশনেল ফ্রেমের মধ্যে যে অ্যাড্ভান্টেজ গুলি আছে সেগুলিকে ব্যবহার করুন, কিন্তু উনারা তখন প্রমাদ গুনেছেন, তখন উনারা সেমসেম: করে চিৎকার করে উঠেছেন যে না এইটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এইটা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্ল্যান্ড্ এবং ভার্গানাইজড্ ওয়েতে কন্স্পিরেসী হচ্ছে, তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। কে কাকে ফেলে দেবে? দেশের যা অবস্থা, আপনাদের যা, অবস্থা আমাদের চাইতে খুব একটা ভাল না। এখন দেখুন কোন শক্তিগুলি আজকে মাথাচাড়া দিচ্ছে। এইটা দেখা দরকার।

গাল ভরা বক্তৃতা করলে চলবে না। আমরা চাই ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক এক শক্তি বেঁচে থাকুক, শক্তিশালী হোক। তাতে যদি কেউ সাহায্য সহযোগীতা করেন, তাতে কোন আপত্তি নেই। কারণ ইট ইজ এ টোট্যাল ক্রাইসিস্, ইট ইজ এ টোট্যাল আইডিওলজিক্যাল ক্রাইসিস্ থ্রু আউট দ্যা কান্ট্রি। এইটাকে যদি ছোট পারস্পেক্টিভে নিয়ে বসে থাকেন, আর সেখানে যদি উদাহরণ তৈরী করতে না পারেন, তাহলে রাজ্যের সমস্যার সমাধান কোন দিনই হবে না। এবং দেশ যে পথে চলছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরাও এগিয়ে যেতে পারবে না কাজেই আমাদের এই বাজেটের প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থন থাকার প্রশ্ন উঠে না। বাজেট সরকার দেয়, দিতে হয় নিয়মমাফিক। কিন্তু আমি এখানে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু তথ্য এনেছিলাম। আপনাদের কিছু-কিছু কথাবার্তার জন্য আমার ডিস্টার্ব হয়েছে। এই যে হাসপাতালে গিয়ে চোখ দেখাতে গিয়ে চোখ গিয়েছে তাই বলে আমি কি বলব যে বিমলবাবু পদত্যাগ করুন? ডেয়ারির দুধ কেলেংকারী নিয়ে সি, পি, এম, নেতারা ধরা পড়েছে তাই বলে আমি বলব মন্ত্রী মহোদয় রাজ্য ছেড়ে চলে যান? বরং আমি অনুরোধ করব শক্ত হাতে এগুলিকে মোকাবিলা করুন। শাসন করুন ঠিকভাবে। সেটাও যদি আপনারা করতে না পারেন তাহলে রাজ্যটা কিভাবে চলবে? এইগুলি যদি চলতেই থাকে তাহলে এই বাজেট দিয়ে জনগণের ভাল কি কিছু আপনারা করতে পারবেন? কি লাভ এই বাজেটের টাকা খরচা করে? শূন্য বাজেট কারা করে? শতাংশ কেন্দ্রীয় অনুদানের টাকা দিয়ে রাজ্যের বাজেটটি প্রতিবছরই করতে হচ্ছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে ভাবে রাজ্য চলছে তাতে এখানে এই বাজেট, এই বাজেটের টাকা, পয়সা দিয়ে সমস্যার কোন সমাধান হবেই না। কাজেই এই বাজেটকে এই জন্যই সমর্থন করার কোন প্রশ্নই এখানে উঠে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মূল সমস্যাগুলির প্রতি আমাদের সবারই নজর রাখা উচিৎ। স্যার, যেখানে এই সরকার কামকাজ করতে পারছে না সেখানে বিরোধীরা আগেও সমালোচনা করেছে এখনও করছে এবং আগামী দিনেও করবে। সেই জন্য এই ফাঁকির বাজেটকে, জনবিরোধী বাজেটকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য হাসমাই রিয়াং মহোদয়।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কাঞ্চনপুর) : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৭ তারিখে এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করে বক্তব্য রেখেছেন সেই বাজেট এবং বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীরভাগ অংশের মানুষই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন তাদেরই উন্নতির জন্য এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যেই পরিস্কার ফুটে উঠেছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের তীব্র পানীয় জলের সংকট দুরীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজও এগুচ্ছে। প্রতিটি গ্রাম-পাহাড়ে, প্রতি বছর বহু পানীয় জলের পাম্প মেশিন, টিউবওয়েল ইত্যাদি বসানো হচ্ছে। এখনও হচ্ছে এবং আগামী দিনেও সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, এটা এই বাজেট থেকেই পরিস্কার হয়েছে। যেখানে সম্পুর্ণ জনস্বার্থে এই বাজেট করা হয়েছে, সেখানে বিরোধীরা এটাকে কেন সমর্থন করতে পারলেন না সেটা আমার বোধগম্য হল না। রাজ্যের দরিদ্র অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য এই বিরোধী দলের যদি কোন ভূমিকা থাকত তাহলে তারা এই বাজেটকে কোন অবস্থাতেই বিরোধীতা করতে পারতেন না। মানুষের বাঁচার জন্য চাই অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। চাই পানীয় জল। সেটা বামফ্রন্ট সরকার তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রতি বছরই করে চলেছেন। এখানে এই বাজেট নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং রতনবাবু বলেছেন এই বাজেটের টাকা দিয়ে নাকি উগ্রপন্থী তোষনের কাজে লাগানো হবে।

আমাদের বিরোধী দলনেতা সেটাও গতকালকে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু দেখবেন নিজে চুরি হলে বাপকেও বিশ্বাস করে না। আগে যতগুলি চুরি হয়ে আসছে গত ৫ বছরে জোট আমলে। যেটা চুরি করে জনগণকে অত্যাচার ব্যভিচার করে আনছিল। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কোন অত্যাচার ব্যভিচার হয়েছিল আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন ? এই যে উগ্রপন্থী, সেই উগ্রপন্থীর নেতা কে, মাষ্টার কে ? উগ্রপন্থী সৃষ্টি করবার জন্য, ধ্বংস করবার জন্য আপনারা দায়ী। ত্রিপুরার জনগণ বিচার করবে কে চোর কে সাধু। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যে লাফালাফি করছেন, সেটা জনগণ বিচার করবে। গত পাঁচ বছর কে চুরি করেছে, কে অত্যাচার করেছে প্রমাণ আছে আমবাসাতে। সমস্ত বাড়ীঘর ভেঙ্গে চুড়মার করা হয়েছে। এখনও তারা দাবী করছে যে জোট আমলে আমাদের বাড়ীঘর ঘর ভেঙ্গে চুড়মার করা হয়েছে, সেই ক্ষতিপুরণ আপনারা দেবেন কিনা ? আপনাদের এই সমস্ত ঘটনাগুলি আমাদের এখন জনগণ বলছে কি করছেন। এই তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলে কোথায়ও ভাঙ্গচুড় হয়েছে আপনারা দেখাতে পারবেন ? আপনারা স্কুল পর্য্যন্ত ধ্বংস করেছেন। উগ্রপন্থীর নেতা কে উগ্রপন্থীর প্রথম শিক্ষক কে। প্রধান শিক্ষক আপনারা, এই টি, ইউ, জে, এস, যৌথভাবে। আপনারা ১৯৮০ সালে জাতি উপজাতির ঐক্যকে, শান্তি সম্প্রীতিকে বিনিষ্ট করার জন্য দাঙ্গা করেছেন। টি, এন, ভি, দিয়ে শুরু করিয়ে

ছিলেন। টি, এন, ভিব সেই বিজয় রাংখল। টি, এন, ভি, কে করেছে ? ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে যারা বাংলাদেশী আছেন, তাদের সবাইকে বিতরণ করে আমরা পাহাড়ী রাজ্য করব সেটা আপনারা শুরু করেন। এখন পর্যান্ত সেই কাজটা চলছে। কে মাষ্টার কে উগ্রপন্থী তোষনদান এটা জনগণ বুঝে এবং সেটা জনগণ বিচার করবে। পাঁচ বছর বিচার করে আপনাদের পদিচ্যুত করেছেন। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে এখন আপনারা চেষ্টা করছেন, গ্রামে গ্রামে সমস্ত উগ্রপন্থী দিয়ে আক্রমন করে পাহাড়ী অঞ্চল থেকে তাদের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। আপনাদের এই সমস্ত কাজ জনগণ বিচার করবে।

আমাদের সরকার বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবহারেরর জন্যে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্নভাবে কাজ করছে। যাতে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হাজার হাজার ফিল্টার বিতরণ করা হচ্ছে। জোট সরকারের আমলে কোন ফিল্টার বণ্টন করা হয়েছিল ? করা হয় নাই। কাজেই নিজে চোর হলে বাপকেউ বিশ্বাস করে না। নিজে যেমন সেই রকম ভাবছে বামফ্রন্ট কেউ। আমরা সাধু। আমাদের মধ্যে সেই চুর কেউ নেই। আপনারা প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে কোন এম, এল, এ কোন, প্রধান চোরি করেছেন ? পারবেন না। কিন্তু আপনাদের পাঁচটি বছরে কি কি হয়েছে সেটি প্রমাণ করে দিতে পারি। কাজেই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির জন্য আপনারাও চিন্তা করবেন। রাজ্যের জাতি-উপজাতি যাহাতে করে মিলে মিশে থাকতে পারে, সেই লক্ষ্য রেখে শান্তি সম্প্রতির দিকে লক্ষ্য দেবেন, আমরাও সদস্য আপনারাও সদস্য আসুন, সকলেই মিলে চেষ্টা করি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষাকে যাতে করে রাজ্যের সর্বস্তরে পৌছে দেওয়া যায়। না, সেটি আপনারা করবেন না। আপনারা চান না ত্রিপুরা উন্নত হউক। আপনারা চান রাজ্যে শান্তি শৃংখলা নষ্ট করা। আপনারা বিরোধীতার নামে বিরোধীতা না করে বাজেট যাতে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা বাজেটকে সমর্থন করবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৭ মার্চ মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৭-৯৮ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দুই একটা কথা বলছি। রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে এই বাজেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই বাজেট রাখা হয়েছে ৯০.৪৯ কোটি টাকা ঘাটতিবিহীন বাজেট। এই বাজেট গত বছরের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশী। যাহা রাজ্যের ৭৩ শতাংশ দারিদ্র সীমারেখার নিচে বসবাসকারী মানুষের আশাআকাঙ্খা পূরণের সহায়ক হবে।

প্রায় ৩০ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জল সরবরাহ, গ্রামীণ বাসস্থান, গ্রামীণ সড়ক ও গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্প স্বাস্থ্য

পরিষেবা, পঞ্চায়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, পূর্ত দপ্তর সমস্ত দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তফশিলী জাতি, তফশিলী উপজাতিদের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এত সব সত্বেও এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করছেন না। কারণ, তাঁরা নাকি এই বাজেটের মধ্যে উন্নয়নের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। এতদিন তারা উপজাতি অংশের মানুষকে দূরে ঠেলে রাখার চেষ্টা করেছেন, এখনও করছেন সেই চেষ্টা। এটা বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তৃতার মধ্যে প্রতিফলন ঘটছে। স্যার, আমরা বিগত জোট আমলে কি দেখেছি? গ্রামে মানুষ কাজ পেত না। তাছাড়া আমার কাঞ্চনপুর মহকুমার দেশাছড়া অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না জোট আমলে। এখন দেশাছড়ায় গিয়ে দেখুন, পাকা রাস্তা হয়েছে। ৩য় বামফ্রন্টের চার বছরের রাজত্বে হয়েছে। সমস্ত জায়গায় ব্রেইলী ব্রীজ হয়েছে। জোট আমলে আমরা আরো দেখতে পাই, সেখানে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। আর আজকে এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা আইন-শৃঙ্খলা নেই বলে চিৎকার করছেন। ১৯৯১ সালে কাঞ্চনপুর এলাকার মানুষকে বর্হিরাজ্যে চলে যেতে হয়েছিল। এখানে বলেছেন, গ্রামের মানুষ লেবারের কাজ পাচ্ছে না। আমার মনে আছে, জোট আমলে কৃষিমন্ত্রী ছিলেন, নগেন্দ্র জমাতিয়া। উনার এলাকার মানুষ গিয়েছিল, লেবারের কাজ চাইতে। তিনি বলেছেন, লেবারের কাজ বামফ্রন্ট দেয়। আমরা তোমাদের গাড়ী কিনে দেবে, ম্যারোয়ারীদের সাথে ব্যবসা করার জন্য। কিন্তু ফলশ্রুতি কি দেখলাম? গাড়ী কেউ পায় নি। কাজের অভাবে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে গিয়ে তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল গাড়ীতে করে। স্যার, এ, ডি, সি, এর জন্ম লগ্ন থেকে কংগ্রেসীরা এর বিরোধীতা করে আসছিল। উপজাতি অংশের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ১৯৭৭ সালে প্রথম ফ্রন্ট সরকারই দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছিল। তখন উপজাতি যুব সমিতির নেতারা বলেছিলেন, আমরা বাম বুঝি না, ডান বুঝি না, সাদা বুঝি না লাল বুঝি না। আমরা কংগ্রেস বুঝি না, কমিউনিষ্ট বুঝি না। আমাদের উপজাতিদের জন্য এই দল।

আসলে তারা ব্যাঙচির লেজ। স্যার, আজকে আমরা দেখছি যুব উপজাতি সমিতির নেতা যার আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই যুব সমিতি ত্যাগ করে কেউ বি. জে. পিতে যোগ দিয়েছেন। কারণ তারা দেখেছেন বিগত নির্বাচন গুলিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধানসভার নির্বাচনে, এ. ডি সি নির্বাচনে মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের ভরাডুবি হয়েছে। তারা এখন নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতা দখলের জন্য কংগ্রেসের সাথে আতাত করছেন। কিন্তু উপজাতিদের জন্য তারা কিছুই করেন নি। তারা একটা প্রমান আমি দিচ্ছি-আনন্দ বাজারে এক জন কংগ্রেস কর্মী আছেন তার নাম রতন সাহা। এই রতন সাহাকে কক বরক টীচার হিসাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে বিগত জোট সরকারের আমলে। অথচ উনি কক বরকই জানেন না। এখনও চাকুরী করছেন। কক বরক টীচার হিসাবে

যাদের নিয়োগ করা হয় তাদের অন্তত: কক বরক ভাষী হওয়া দরকার। কক-বরক ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতী দিয়ে এই ভাষাকে আরও উন্নত করার জন্য এই কক-বরক টীচারদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু জোট সরকারের আমলে সেগুলি মানা হয় নি। উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলিতে অন্যদেরকে চাকুরী দেবার জন্য তারা পকেটে করে অফার নিয়ে বিক্রি করেছেন, বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে এই অফার উপহার দিয়েছেন। তাদের এই অপকর্মের কথা বলে আর শেষ করা যাবে না। স্যার, বিজয় রাংখলের অপকের্মের কথা আমরা সবাই জানি। তারা এই বিজয় রাংখলের সাথেও আঁতাত করেছেন। স্যার, আমর বক্তব্য আর বেশী দীর্ঘায়িত করব না। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেট স্বচ্ছ বাজেট, দর্পনের মত বাজেট। এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাংখা পূরণে সমর্থ হবে। এখানে বাজেটের মধ্যে আমরা দেখছি গ্রামোন্নয়ন খাতে ৭৪.৪৬ কোটি টাকা, পানীয় জলের জন্য ১৮.৫৪ কোটি টাকা, উপজাতিদের কল্যাণের জন্য ৮৭.৬৭ কোটি টাকা এবং তফশীলি জাতি ও পশ্চাদপদদের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৯.৬১ কোটি টাকা।

ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এখানে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০৫.১১ কোটি টাকা, টি. এস. আর. চতুর্থ এবং দুটি ইণ্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান গঠনের মাধ্যমে রাজ্যের আরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের বেশীর ভাগ অংশ ব্যয়িত হবে। তৃতীয় বামফ্রন্ট্র সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানুষের গণতান্ত্রিক যে অধিকার জোট আমলে হারিয়ে গিয়েছিল, সেটাকে পুনরজীবিত করা হয়েছে এবং ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা গ্রামে-গঞ্জেও পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করে সেই পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জের উন্নয়নের টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উপজাতি অংশের জনগোষ্ঠি তাদের আথিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাজেট-এ ৭০.৯৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং :—স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করছি, আমাকে আর একটু সময় দিন। জোট সরকারের আমলে সোসাল এডুকেশ্যান বলে কিছুই ছিল না, কারণ সব ধ্বংশ করা হয়েছিল: এ. ডি. সি অঞ্চলে এই সোশ্যাল এডুকেশানের মাধ্যমে ছোট ছোট শিশুদের পুষ্টিকর দেওয়া হচ্ছে এবং এ ডি. সি থেকেই সেগুলি বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া গরীব মানুষদের শুদ্ধ পানীয় জল দেবার জন্য দশদা ব্লকেই আঠার শত ফিল্টার বিতরণ করা হয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য এই সরকার অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেনে এবং সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হচ্ছে। পরিশেষে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের উন্নয়ন কল্পে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : -মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক : -- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শেষ বেলায় সবাই ত বোর হয়ে গেছে, কাজেই বেশী বলা যাবেনা, আর সময় ত আপনি দেবেনও না। তবে প্রথম আমি বলছি বিরোধী দলনেতা বাজেট সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে এল, ও, সি সিষ্টেম উঠিয়ে দিয়েছে, সেটা লুটপাটের জন্য করা হয়েছে আমাকে যেহেতু বলতে বলা হল, আমি সেখানে থেকে শুরু করি। এই কথা সমর্থন করা যায়না। কারণ উনি নিজেও জানেন, উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, এল, ও, সি সিষ্টেমে কাজ করতে গিযে সরকারের অযথা বিলম্ব হয়, তাতে অনেক অসুবিধা আর্থিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে। এল, ও, সি সিস্টেম যেটা উঠিয়ে দিয়েছে সেজন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তবে চার বৎসরে আমরা বিচক্ষণতার সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পেরেছি এটা আমরা রিজার্ভেশান আছে। কারণ রাজ্যের যে সি, এ, জি রিপোর্ট দেখা যায় বহু টাকা অব্যয়িত ছিল, প্রত্যেক বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়েছে, কিন্তু সেই টাকা খরচ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেটা খরচ করলে ত্রিপুরার মানুষ উপকৃত হত, যেটা করলে ত্রিপুরার আরও উন্নয়ন হত, দারিদ্র সীমারেখা আরও একটু কমত। কিন্তু সেটা করা যায়নি। ইউনাটেড ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট দিল্লীতে আসার পর এই ঘটনা যে, গুচ্ছ ইকনমিক প্যাকেজ ৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন বা এখানে রেল লাইন আগরতলা পর্য্যন্ত করার জন্য তিনি অনুমোদন করেছেন, কাজ শুরু হচ্ছে, টাকা বরাদ্দ হয়েছে বাজেটে এবং অর্ধেক মূল্যে ১০ কেজি রেশন দেওয়ার যে ব্যবস্থা সেটা ৪৫ শতাংশ লোককে ত্রিপুরা রাজ্য দিয়েছে, যেটা ভারতবর্ষের গড় (বি, পি, এল) হচ্ছে ৩৬ পারসেন্ট। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সেখানে ৪৫ শতাংশ বরাদ্দ করেছেন। কেন্দ্রে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার আসার পর যেটা রতন চক্রবর্ত্তী মহোদয় যথাসময়ে বলেছেন কংগ্রেসও এটাকে সমর্থন করেছেন, বামফ্রন্ট ও ফ্রন্টের মধ্যে আছেন কেন্দ্রে. স্টিয়ারিং কমিটিতেও আছেন। আমাদের রাজ্যের জন্য একটা অভূতপূর্ব সুযোগ এসেছে এই রাজ্যকে ডেভেলাপ করার। আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ এই রাজ্য সরকার যখনই বলছেন আমার ফোর্স লাগবে সংগে সংগে ফোর্স আসছে, আমার এত বাহিনী চাই, সঙ্গে সঙ্গে বাহিনী চলে আসছে। টাকা চাই, যা চাই তার থেকে বেশী চলে আসছে। অভূতপূব, প্ল্যানিং কমিশন কত দিযেছেন? ৪৩১ কোটি টাকা। মোর দেন সেটিসফাইড স্টেইট গভর্ণমেন্ট। এইযে অফুরন্ত সুযোগ আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে ডেভেলাপ করার জন্য তার দায়িত্বে রয়েছেন এই সরকার। সরকার এই কথা বলতে পারছেননা যে, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেনা, কেন্দ্রীয় সরকার ফোর্স দিচ্ছেনা, বি, পি, এল সম্পর্কে আপত্তি ছিল সেটাও ৪৫ পারসেন্ট করে দিয়েছে। তারপর এই রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা আছে, সবাই স্বীকার করছেন, আছে। কি রকম আছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যেহ

হোক বামফ্রন্ট ১৯৭৮ সনে ৫৬ জন বিধায়ক নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার হয়েছিল। ১৯৮০ সনের জুনে প্রলয়ংকরী দাঙ্গা হয়। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ৪১ জন বিধায়ক দিয়ে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারে এসেছে আর একটা মিনি দাঙ্গা হয়ে গেল খোয়াইতে। আমরা গিয়েছি, দেখেছি, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, এটাকে লঘু করে দেখার কোন স্কোপ নেই। আমরা একথা যদি বলি যে, বামফ্রন্ট যখনই ক্ষমতায় আসে, তখনই বিরোধীরা দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। এই অজুহাত জনগণ মানবে কেন? এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী যথেষ্ঠ এসেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে আপনারা চাইছেন এই রাজ্যের উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান করতে। রাজ্যের পুলিশ যদি ঠিকমত কাজ না করে, এটা সম্ভব না।

রাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে মর্ডানাইজেশান করা দরকার, তার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে এটা ঠিক আছে। কিন্তু রাজ্যের পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। পলিটিক্যাল ইন্টারফেয়ারেন্স বন্ধ করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে যদি তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া না হয় তো রাজ্যের উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান হবে না। যে সমস্ত এলাকাতে আজকে উগ্রপন্থীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই সমস্ত এলাকাতে আরও বেশী পরিমাণে থানা দরকার এবং পুলিশের জন্য আপনাকে ইনসেনটিভ দিতে হবে। কি ইনসেনটিভ দিতে হবে যে, তারা খুন বা নিহত হয়ে গেলে তার পরিবারকে লক্ষ টাকা দিতে হবে। তাদের ছেলেমেয়েদেরকে চাকুরী দিতে হবে। অথবা অন্যভাবে তাদেরকে পুণর্বাসন দিতে হবে তারপর ভাল কাজ করলে মানে এই এলাকায় কোন উগ্রপন্থীর উৎপাত নেই তার জন্য তাদেরকে পুরস্কার দিতে হবে। এভাবে চিন্তা করুন যে, তাদেরকে ইনসেনটিভ কিভাবে দেওয়া যায় কারণ ইনসেনটিভ না দিলে পুলিশ কাজ করে না। থানার নাকের ডগায় খুন হচ্ছে, উগ্রপন্থীর আক্রমণ হচ্ছে এই কয়েকদিন আগের ঘটনা। আমরা সমস্ত প্রত্যক্ষ করেছিল পুলিশ সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকায় পুলিশের এই ভূমিকা দিয়ে পুলিশ পোষা যাবে না। কেন্দ্রের টাকা এনে এটাকে ধ্বংস করার কোন অধিকার এদের নেই। পুলিশকে মডারানাইজেশান করতে হবে, পুলিশকে কাজ করার মত করে গড়ে তুলতে হবে। তারপর আপনারা বাজেটের মধ্যে একটা লাইন রেখেছেন, এটা সম্পর্কে আমি একট বলব। দরিদ্র ও নিপীড়িত অংশের জনগণের জন্য বিশেষ করে তফশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চৎপদ অংশের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে আমরা যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা সর্বগ্রাহ্য। কার কাছে সর্বগ্রাহ্য? আপনাদের কাছে? ইউ আর সাফারিং ফ্রম ইনার কনট্রাডিকশান, স্যার, স্ববিরোধিতায় ভুগছেন। স্যার, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস বলেছেন যে ৮৫ শতাংশ মানুষের হাতে কি আছে, আর ১৫ ভাগ মানুষের হাতে কি আছে, সি পি এম পার্টি এটা জানে। এটাও জানে যে আজকে সারা ভারতবর্ষে একটা ট্রেনজ্যে-কশান চলছে, প্রত্যেক পার্টির যারা ব্যাক ওয়ার্ড ক্লাসের মানুষ, তারা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্দ হয়ে

উঠেছে। আপনারা কথা দিয়েছিলেন মানুষকে ও বি সি'র রিজার্ভেশান দেবেন। কেন দিলেন না, এটা প্রথম বছর ৯৯৩ সালেই দেওয়া উচিৎ ছিল। এটাকে না দিয়ে আপনারা যে ভুল করেছেন, সেই ভুলের সংশোধন করতে পারবেন না, সেটা আগামী নির্বাচনে প্রমাণ পাবেন। এটা সম্পর্কে আবার বলেছেন কনষ্টিটিউশানের বার আছে, কনস্টিটিউশানের কোন বার নেই। আমাকে আবার বলেছে রেফার করেছি, আমি আইনজ্ঞ, আইনজীবী হিসাবে বলছি, গত কাল সরকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল কোর্টে আরগুমেন্ট করেছেন যে, ফিফ্‌টি পারসেন্ট রুলস ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ইন ত্রিপুরা ইন দা কন্‌টেক্‌স্ট অফ্‌ ত্রিপুরা ইন বিহাফ অফ্‌ দা মণ্ডল কমিশন জাজমেণ্ট। আসলে এই ব্যাপারে শাসক দলের মতবিরোধ এবং যারা ব্যাক ওয়ার্ড ক্লাসের লোক তাদের কথা যারা ব্যাক ওয়াড ক্লাসের লোক নন তারা মানছেন না। যার কারণে আজকে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়ে কনট্রাডিকশান আমরা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি মানুষও দেখতে পাচ্ছে। এতে আমার মনে হয় আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে মানুষ আপনাদের সর্বগ্রাহ্য ধরে নিয়েছে এবং তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতি এবং পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য আপনারা কাজ করছেন এটা ঠিক না। স্যার, এই জন্য যদি সোসিয়েল জাসটিজের মোভমেণ্ট করে ভারতবর্ষে সেটার জন্য একমাত্র জনতাদল সেই দাবী করতে পারে। আপনারা কি করেছেন, আপনারা কয়টা পোষ্ট এস, টি এবং এস, সি'দের জন্য এই ৩য় বামফ্রণ্ট সরকার আপনারা ডিরিজার্ভেশন করেছেন। আমাদের যারা ব্যাক ওয়াড ক্লাসের বিধায়ক আছি, আমাদের তার আপত্তি করা উচিৎ, যে কোন ভাবেই হোক আপনারা ডি-রিজার্ভেশান করছেন।

তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতির যা চাকুরী সেটা আপনারা সাধারণের জন্য নিয়ে গেছেন তারপর ও বি সির রিজার্ভেশান দিচ্ছেন না, এইভাবে পঞ্চায়েত রাজ হয়েছে, সত্যি কংগ্রেসের সময় লুটপাটের কমিটি ছিল।

মনোনীত কমিটি ছিল। এরা নির্বাচনের ধার ধারেনি কখনো। কিন্তু মানুষ আপনাদেরকে ভোট দিয়ে সরকারে বসিয়েছেন। এখানে দুই একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, প্রমান দিন আমাদের কোন দুর্নীতি নেই। পঞ্চায়েত সমিমিতিগুলিতে কোন দুর্নীতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির লোকজনদের কি মেসিন দিয়ে বানানো হয়েছে যে, কোন দুর্নীতি নেই সেখানে। কংগ্রেসের লোকরা দুর্নীতি করে, সি, পি, আই, (এম) এর লোকেরা করেনা, আবার সি, পি, আই, (এম) এর লোকেরা দুর্নীতি করে কংগ্রেসের লোকেরা করেনা, জনতার লোকেরা করে বা করে না। কিন্তু এরা এই সমাজের লোক সবাই এদের কোন মেসিন দিয়ে তৈরী করা হয়নি। এই পঞ্চায়েত বা এই মন্ত্রীসভা যতই সৎ হোক, মন্ত্রীসভার যতই শুভ উদ্যোগ থাকুক, ইচ্ছা থাকুক যে না দলবাজী হবে না, কিন্তু সেই পঞ্চায়েতগুলি হচ্ছে দলবাজীর আখড়া এবং দুর্নীতির আখড়া।

প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতেই। এবং এই সম্পর্কে আপনাদের প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া দরকার। আজকে এমন একটা পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের সবাইকে মিলে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এখানে দুর্নীতি নিয়ে পার্সেন্টেজ আপনারা করতে পারেন, কারো পার্সেন্টেজ কম, কারো বেশী। কিন্তু একেবারে দুর্নীতি নেই এই কথা বলা যাবে না। এটা অসম্ভব কথা। যদি কোন দল এটা দাবী করে যে তাদের দলের মধ্যে কোন দুর্নীতি নেই, সেটা মিথ্যা কথা, এটা হতে পারে না। ইট ইজ এ ম্যাটার অব্ পার্সেন্টেজ। যে কংগ্রেস বেশী করেছে, আর আপনারা কম করছেন, দ্যাটস অল, নাথিং-মোর টু ডু দ্যাট্।

এখানে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, দারিদ্র্যসীমার নীচে যারা আছে তাদের ৪৫ পার্সেন্টকে সস্তাদামে চাল দেওয়া হবে। কিন্তু এই ৪৫ পার্সেন্ট লোকেদের যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে তাদের বাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি দাবী করছি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আই, আর, ডি, পি, যেভাবে দেওয়া হয়, সেভাবে এই ওয়ার্ডের মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করে মিটিং করে, সে মিটিং এ পঞ্চায়েত প্রধান থাকবে, সব দলের লোক সেখানে থাকবে তারপর সেই ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিও থাকবে, এই ভাবে সভা করে সেখানে ঠিক করা হোক যে, কারা কারা পেতে পারে কিন্তু ঐ ৪৫ পার্সেন্ট গরীব অংশের মানুষকে আমি জানি যাদের জমি আছে, যাদের খোরাকি হয়ে যায় জমি থেকে, এই সমস্ত লোকদের নাম উঠেছে। এবং যাদের শুধু বসত আছে, জমি নেই শ্রমিকের কাজ করছে তাদের নাম উঠবে না, দলগত কারণে এটা যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি তাহলে প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্দেশ্য, আজকে ভারতবর্ষে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আপনারা, আমরা, এমনকি কংগ্রেস আজকে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়ার নেতৃত্বে, সেই যে উদ্দেশ্য, গরীব মানুষের জন্য সেটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে।

এখানে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে ২৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। গতবারও ছিল প্রায় ৭০-৭৩ কোটি টাকা প্রতি বছরেই দেওয়া হচ্ছে এবং দেওয়াও উচিত। উপজাতিদের ব্যাপারে এরা হচ্ছে পুওরেস্ট অব্ দ্যা পুওর। তাদের সঙ্গে কোন তুলনা চলে না। এস, সি, বা ও, বি, সি,দের কি দেওয়া হলো বা না দেওয়া হলো, আমরা চাই ট্রাইবেল এলাকার উন্নয়ন এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপ যে সমস্ত কারণে হচ্ছে সেটাকে সম্পূর্ণ শেষ করা। আর দীনেশ সিং কমিটি বলে গেছে, আমরাও তাই করব ভাল কথা। কিন্তু এই যে টাকাটা ধরা হয় সেটা যায় কোথায়? এই টাকা ট্রাইবেল যারা বেনিফিসিয়ারিজ তাদের কাছে কি যায়? গেলে তাদের এই অবস্থা কেন? আজকে উপজাতি এলাকায় উগ্রপন্থীদের তাণ্ডবের জন্য ইমপ্লিমেন্টিং অফিসাররা যেতে পারেন না। তারা ব্লকে বসে বসে পেমেন্ট করে দেন ফলে এই টাকা ঠিক লোকের কাছে যায়না, মাঝপথে ফড়িয়া আছে, তাদের কাছে চলে যাচ্ছে। যদি উপজাতিদের কাছে এত টাকা যেত তাহলে উপজাতিদের এই অবস্থা এই রকম থাকতে পারে না। এটাকে দেখতে হবে।

আর এস, সি, এবং ও, বি, সি, দের উন্নয়নের জন্য যে ২৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

সরকারী হিসেব মত ৪০ পার্সেন্ট আর বেসরকারী হিসাব মত ৫০ পার্সেন্ট হোক এখানে এস. সি, এবং ও, বি, সি, । কাজেই এখানে যে ২৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে সেটা অত্যন্ত কম, এটা ঠিক হয়নি। এইটাকে অবশ্যই বাড়ানো উচিৎ। এবং গতবারও দেখেছি খুবই কম ছিল। এইটা ঠিক না।

এখানে চাকুরীর ব্যাপারে শ্রম দপ্তর বলেছেন যে কঠোর আইন প্রয়োগ করেছেন। ৩০০ টাকারও লোক খাটানো হচ্ছে মাননীয় হোম মিনিস্টার এখানে আছেন, এই অরুন্ধতিনগর যে ওয়ার্কশপ আছে সেখানে ৩০০ টাকায় লোক খাটাচ্ছেন, একসপ্লয়টেশন অব্ দ্যা লেবার। (নেপথ্যে শ্রীসময় চৌধুরী (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) এরা পার্ট টাইম ওয়ার্কারস)

অথচ বর্তমান রাজ্য সরকার এটাই করে চলেছেন। কি করে এটা হয়? একটি মিনিমাম ওয়েজেস্ ঠিক করা আছে তাদের জন্য। সেটাই তাদেরকে দিতে হবে। কাজ করাতে হলে তাদেরকে উচিৎ পয়সাই দিতে হবে।

আর বিদ্যুৎ নিয়ে মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী যেসমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলি সব অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই উনারা কোন প্রতিশ্রুতিই মানুষ এখন আর বিশ্বাস করতে পারছেন না

গত চারটি বছরে শিল্প নিয়ে কিছুই করা হয় নি। রাজ্যে যদি আইন-শৃংখলা সহ শান্তির বাতাবরণ বজায় না থাকে তাহলে কোন শিল্পপতি ত্রিপুরা রাজ্যে আসতে চাইবে না।

জমি পুনরুদ্ধারের কাজ এখনও খুবই শ্লথ গতিতে চলছে। বহু মামলা এখনও হাই কোর্টে ঝুলে আছে। উপজাতিদের জমি উদ্ধার করে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি মুসলিমদের যে সমস্ত কবরখলা দখল হয়েছে সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

তবে স্যার, এই মন্ত্রী সভার কাজ যেমনই চলুক না কেন আমি ভাল কাজেরও অবশ্যই প্রশংসা করব। এখানে এই প্রসংগে আমি ক্রীড়া মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উনার পারফরমেন্সের জন্য। রাজ্যের যে সমস্ত খেলোয়াড় স্বর্ণ পদক পেয়েছে তাদেরকে তিনি উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারী চাকুরী দিচ্ছেন সেদিন মাত্র ১৯ বছরের একটি ছেলে সরকারী চাকুরীর অফার নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। ক্রীড়া মন্ত্রীর এই উদ্যোগটা আমার সেদিন খুবই ভাল লেগেছিল। জীতেনবাবুর এই কাজটা আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা করছি। যদিও তিনি হাউসে এখন উপস্থিত নেই, তবুও আমি বলছি লন টেনিস খেলাটার উপর কিছুটা গুরুত্বারোপ করে, কিছু টাকা এই বাজেটে থাকা জরুরী ছিল।

বাম গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর যারা সরকারী চাকুরী পাবে বলে আশা পোষণ করেছিল, বঞ্চিত হয়ে তারাও সরকারটির উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। যে সমস্ত কর্মীরা দলিতের হয়ে লড়াই করেছে বা ৮৬ সালে পাশ করেও চাকুরী পায় নি অথচ সিনিয়রিটির ভিত্তিতে

৯৪ইং সালে পাশ করা জন্য একজন চাকুরী পেলে অবস্থা কি হতে পারে স্যার?

স্যার, গরীব নীতির কোটায় চাকুরী পায় বি. ডি. ও-বা কনট্রাকটরের স্ত্রীরা। এই নিয়ে শাসন দলের মধ্যেও প্রচণ্ড বিদ্রোহ হয়েছে সেটা আপনিও জানেন। কাজেই আগামী দিনে যে চাকুরীগুলি দেওয়া হবে, সেগুলি যাতে করে ঠিকভাবে প্রকৃত বেকারদের বাছাই করে দেওয়া হয়, সেই দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। অন্যথায় বেকার বিক্ষোভ রাজ্যব্যাপী তীব্র থেকে তীব্রতর হবে এবং পরিনামও ভয়ানক হতে বাধ্য।

আমার শেষ কথা হচ্ছে নৃপেনবাবুর একটা লেখা আজকে আমি পত্রিকায় দেখেছি এবং এটা পড়ে আমি শেষ করে দিচ্ছি। স্যার, যখন আমরা জোট আমলে বাম-গণতান্ত্রিক জোট গঠন করেছিলাম তখন আমরা বলতাম কংগ্রেস (ই) একটি আধা ফ্যাসিষ্ট সরকার। ফলে আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার চেয়েছিলাম। কিন্তু আজকের পত্রিকায় নৃপেনবাবু তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারকে আধা-ফ্যাসিষ্ট সরকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও আমি এর সঙ্গে সুর মেলাচ্ছি না, কিন্তু আমি মনে করি ১৯৯৩ সালে আমার যে বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট করেছিলাম আজকের বামফ্রন্ট কিন্তু সেদিনের সেই বামফ্রন্ট নয়। এইটুকু বলেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শহীদ চৌধুরী।

শ্রীশহীদ চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৯৭-৯৮ইং অর্থ বছরের যে বাজেট এখানে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেটাকে পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য শুরু করছি। এই বছর ১৪২০.৪৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে এখানে। এক কথায় এই বাজেট হল একটি গণমুখী বাজেট এই বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীরভাগ মানুষ উপকৃত হবেন

আমরা লক্ষ্য করছি এই হাউসের মধ্যে যারা বিরোধী দলের সদস্যরা আছেন, তারা এই বাজেটের বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছেন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এবং পরিতাপের ব্যাপার। বাস্তব সম্মত চিন্তা ভাবনা নিয়ে এই বাজেটের উপর উনারা বক্তব্য রাখেন নি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উনাদেরকেও নির্বাচিত করে এই হাউসের মধ্যে পাঠিয়েছেন মানুষের কথা বলার জন্য। কিন্তু উনাদের বক্তব্য এই রাজ্যের বেশীরভাগ মানুষ হতাশ হয়েছেন আমি যে জিনিষটা এখানে উপস্থিত করতে চাই তৃতীয়বার বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর প্রথম যে কাজটা করেছেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। যেটা জোট আমলের পাঁচ বছরে সারা রাজ্যটাকে একটা জেল খানায় রূপান্তরিত করেছিলেন। গন আন্দোলনের ৩৫০ 'শর উপর কর্মী এবং নেতা খুন হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সংবিধান এই রাজ্যের মধ্যে অচল হয়ে পড়েছিল। শুধু একটা শ্লোগানের মধ্যে ভিত্তি করে এই রাজ্যে যারা বামফ্রন্টকে সমর্থন করেন তারাই নয়, যারা কংগ্রেস করতেন কংগ্রেসের লোকেরাও এই শ্লোগানের উপর ভিত্তি করে বামফ্রন্টকে ভোট দিয়ে

তৃতীয়বার ক্ষমতায় এনেছেন। এই জিনিসটা নিশ্চয় উনারা ভুলে গেছেন। যদি না ভুলতেন তাহলে এই জাতীয় বক্তব্য এই সভায় উপস্থিত করতেন না। মানুষ অনেক আশা করে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, গণতন্ত্রের পরিবেশ এই রাজ্যের মধ্যে আছে। মানুষ যে কোন বিষয়ে থানায় গিয়ে এখন ডাইরী করতে পারেন, যেটা জোট আমলে ছিল না। এটাই গনতন্ত্রের লক্ষণ কথা বলার অধিকার আছে আজকে, যারা এই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্নভাবে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন, রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়েছেন,বিরোধী দল হিসাবে তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন বিরোধী দল হিসাবে যারা ছিলেন তাদের সেই অধিকার ছিল না। রাজ্যের সর্বত্র সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বহু ঘটনা এই রাজ্যের মধ্যে ঘটেছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার এই দাবী করছি না যে সমস্যা এই রাজ্যের মধ্যে আছে সমস্ত সমস্যা সমাধান করে দেওয়া যাবে। এটা মন্ত্রের ব্যাপার নয় ইচ্ছা করলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান কেউ করে ফেলতে পারেনা। কারণ এই সমাজ ব্যবস্থা এটা পচাগলা দুর্গন্ধময়, এখানে হাজারো সমস্যা সেই সমস্যা, একদিনে, পাঁচ বছরে সমাধান করতে কেউ পারবে না। কিন্তু আন্তরিকতার প্রশ্ন। যারা আন্তরিকভাবে কাজকর্ম করার চেষ্টা করছেন সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীতরুণ ভৌমিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, পঞ্চায়েতে দুর্নীতির কথা আমি শুধু একটা কথা বলব এই সমাজ ব্যবস্থায় এই পরিবেশ দূষিত এটা কেউ বলে নি কোনদিন যে দুর্নীতি একবারে চিরতরে উৎখাত করে দেওয়া হবে। দুর্নীতির জন্য কে লড়াইটা করছে? পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু বলেছিলেন "যারা এই জাতীয় কাজকর্ম করবেন তাদের ল্যাম্প পোস্টে টাঙিয়ে গুলি করে মেরে ফেলবেন"। কোথায়? এটাতো সম্ভব না স্যার। কিন্তু লড়াইটা করছে বামফ্রন্ট এই দাবীতো করা যায়। উনি বলেছেন উপর স্তরে কোন দুর্নীতি নেই। নিশ্চয় মাননীয় সদস্যরা যারা আছেন তারাও স্বীকার করবেন। যত মানুষ আছে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন সকলেই সমভাবে কাজকর্ম করতে পারেন যোগ্যতা, দক্ষতা একরকম নয়।

সুতরাং লড়াইটা আমরা করছি দুর্নীতীর বিরুদ্ধে। এটা দিয়ে শুরু হচ্ছে দুর্নীতি উৎখাত করার সংগ্রাম। নিশ্চয় আগামী দিনে এই সংগ্রামে আমরা জয়ী হব। যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, এই চেতনা থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব। পঞ্চায়েতের নির্বাচনের ফলে গ্রামের মানুষের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এখানে এই বাজেট ভাষণে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কোথায় নির্বাচন তো করেনি পাঁচটি বছর ক্ষমতায় ওরা তো ছিল। উপরন্তু ক্ষমতায় এসে নির্বাচিত যতটা সংস্থা ছিল সেটাকে এক কলমের খোঁচায় সমস্ত ভেঙ্গে দিয়ে, সেখানে মনোনীত প্রতিনিধি করেছেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় টুকু দিলেন না।

এই ঘটনাটায় আপনিও জানেন স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি রাজ্যবাসীকে জানাতে চাই এই কাজ যে করেছেন, উনারা ভুলে গেছেন। কিন্তু রাজ্যের মানুষ তো ভুলেন নি। যে স্বপ্ন আজকে দেখছেন, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে, আগামী দিনে উনারা এখানে আসবেন। এটা স্বপ্নই থেকে যাবে। স্বপ্ন কোন দিন বাস্তবায়িত হবে না। উনারা ভুলে গেলেও এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেখে আজকের মানুষ ভুলে নি। রাজ্যের মানুষ জানে। তারা কি লক্ষ্য করে না কেন্দ্রের অবস্থা, দর্পণে বিড়াল যখন তার চেহারা দেখে তখন ভাবে যে দর্পণের পিছনে একটা বিড়াল আছে তখন থাবা মারে আর যখন থাবা মারে, তখন গ্লাসের ধাক্কায় দাঁত ভেঙ্গে যায়। উনাদের যে চেহেরা একেবার দিল্লী থেকে আরম্ভ করে ত্রিপুরা পর্যন্ত দলের যে চেহারা, দলের যে অবস্থা, এটাই সব সময় মাথার মধ্যে ঘুরে আর যখন বলে তখন এখানে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থাপন করে। দলের যেখানে যে অবস্থা এদের, কি আশা করা যায় স্যার, উনাদের কাছ থেকে। সভাপতি পদের জন্য লড়াই শুনেছি আমরা তো জানি না পত্রপত্রিকার কথা মাননীয় সদস্য রতনবাবু তারা ধর্ণা দিয়েছেন, গত সনে আসতে পারে নি। সময় কোথায় দিল্লীতে দরকার। সমঝোতা হয়েছে নাকি বিরোধী দলের নেতার পদ উনাকে দেওয়া হবে। সুতরাং উনি মেনে এসেছেন সভাপতি পদের জন্য এখন আর বলবেন না। জানি না এটাও কি হবে। এই তো অবস্থা, জনগণের কথা বলার সুযোগ কোথায়। গণতন্ত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এই রাজ্যে, উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই জিনিসটাকে সহ্য হচ্ছে না। কারণ বামফ্রন্টের উপর মানুষের যে বিশ্বাস, সমর্থন দিনে দিনে বাড়ছে।

এই সমস্ত জিনিসকে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত যার জন্য বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজে বাজে কথা বলছেন এখান থেকে বক্তব্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। যদি মানুষের মঙ্গল চান, এই রাজ্যের যদি উন্নয়ন চান, তাহলে অন্ততঃ এই বাজেটকে সমর্থন করা উচিৎ। উন্নয়নের কাজ একটু গ্রামে গিয়ে দেখুন মাননীয় বিরোধী দলনেতা। এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে, ৬ হাজার ঘর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি না, মাননীয় বিরোধী দলনেতা কোন দিন গ্রামে গেছেন কিনা? কিন্তু এটা যেমন দায়িত্ব আছে সরকারের বিরোধী দলেরও সেই দায়িত্ব আছে, যাহাতে করে বিধানসভায় ভাষণ রাখার সময় সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারের ভুল ত্রুটি যাহাতে তুলে ধরতে পারে এই হাউসে। গিয়ে দেখে আসুন পঞ্চায়েতে কি উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। স্কুল ঘর থেকে আরম্ভ করে সব ধরণের উন্নয়নের কাজ কাজ সেখানে হচ্ছে। আজকে এই হাউসে স্কুলের ব্যাপারে একটি কোয়েশ্চন ছিল আমার। প্রত্যেকটা গ্রামের প্রাইমারী স্কুলগুলি দালান হচ্ছে। এটা তো আছেই তাছাড়া বর্ডার রোড ডেভেলাপমেন্টের কাজ হচ্ছে

এই ঘর কেন বন্ধ হয়ে আছে? ছাত্ররা ঢুকেনা। জোট আমলে বন্ধ হয়েছে। কোন সদস্য দেখতে চাইলে দেখিয়ে দেব। মানুষ বিচার করছে, জোট আমলের ঘর, বামফ্রন্ট

আমলের ঘর। জোট আমলের সিমেন্ট বালি, বামফ্রন্ট আমলে সিমেন্ট বালি। আপনারা এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা বলেছেন। এটা ঠিক, শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ৫০ বছর হয়েছে। তাহলে রাজ্যের এই অবস্থা কেন? ত্রিপুরা বাহিনীর হাতে আধুনিক অস্ত্র নেই যা দিয়ে বৈরী মোকাবেলা সম্ভব নয়। উনারা ত ছিলেন, উনাদের পূর্বস্বরীরা ছিলেন ক্ষমতার মধ্যে। কয়টা বৎসর বাদ দিলে ৫০ বৎসরতো আপনারাই ছিলেন। আজকে টি, এস, আর বাহিনী, তু'টি আই, আর, বাহিনী হবে। এটা কার স্বার্থে করা হচ্ছে? উগ্রপন্থীরা বিচার করে কাজ করে না। এ সব দেখার দায়িত্ব কি বিরোধী দলের নেই? মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা হয়, তাহলে ত মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করা যাবে। মানুষ মরলে নয়। এতগুলি ঘটনা রাজ্যে হয়ে গেল, ছয় মাসের শিশু পর্য্যন্ত হত্যা হল, আপনারা এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিয়েছেন নিন্দা করেছেন কোন পত্রিকায়? নিন্দা ত করেন নি সেই জন্যই বলেছিলাম, এই রাজ্যের মানুষ জানে কার ভূমিকা কি? সুতরাং অনুরোধ করব, এই রাজ্যের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার প্রশ্নে, মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার প্রশ্নে, বিরোধী দলেরও কর্তব্য আছে কিছু করার। এই বলেই এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এবং এর উপর যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণ রেখেছেন তু'টোকেই সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা, শ্রীমতি কার্তিক কন্যা দেববর্মা।

শ্রীমতী কার্তিক কন্যা দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৭ই মার্চ এই বিধান সভার হাউসে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট প্রস্তাব রেখেছেন এবং এই প্রস্তাবের উপর ভাষণ রেখেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা যে ভাষণ রেখেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি।

কক্‌বরক্

শ্রীমতি কার্তিককন্যা দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৭ তারিখ' এই বিধানসভানি হাউসঅ ১৯৯৭-৯৮ সননি বাগাই মামনীয় রাং মন্ত্রী অর' ১৪৯০-৪৭ কোটি রাং বাজেট বরাদ্দঅ প্রস্তাব নারাগখা। অ প্রস্তাবন সম্পূর্ণ সমর্থন খাইআই আং আনি বক্তৃতা শুরু খালাইঅ। অ বাজেটন মুগমানি পরে মাননীয় বিরোধী ব্যাঞ্চনি সদস্যরগনি বখরগ য়ং ওয়ারজাগমাহাই অং থাংখা। য়ং ওয়ারজাগঅ আং এই কারণে হীন যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যনি ২৮ লক্ষ বরগনি বাগাই, ২৮ লক্ষ বরগ অ বাজেটন নাইসিংগাই তংঅ। রাজ্যঅ কাইসা সরকার তংখাখে বছরনি কাইসা বাজেট বুফুরু আং, সেই বাজেট বরাদ্দনি ফাইসিং নাহারাই তংঅ। জনস্বার্থনি বিসিং এই সরকার ব ব স্কীমনি বাগাই বাসাগ রাং বরাদ্দখাই আব জনগণ নাইসিগঅ। কিন্তু অর' বরগ মানিআই

মানয়া অংমানঅ সংখ্যালঘু দল বা সদস্য হিসাবে বা বিরোধী পার্টি হিসাবে কিন্তু বরগব অ ত্রিপুরা রাজ্যানি জনগণনি ভোট বাইন অ বিধানসভানি সদস্য হিসাবঅ বরগ আসিন মানঅ। উচিৎ তংমানি অ বাজেটন অশোকবাবু হাই বরগ, রতিবাবু হাই বরগ, রতনবাবু হাই বরগ অন্তত:পক্ষে অবন তাইব কাহামখে সমর্থন খাইনাননি নাংমানি মিয়া আং ভাবিঅই মানয়া অশোকবাবু তোমা সানানি নাইখা। বিশুদ্ধ পানীয় জলনি বাগাই এত কাহাম কাইসা স্কীম রাজ্য সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যানি ক্ষেত্রে চালু খাই তংঅ। চাং সাইমানঅ ব জাগাঅ ববতাই খাল'ইঅাইনাই ব ব্লকনি বিসিং বাসাগখাই রাজাগ। এমন একটা লাইচিমাসিংসা কক্ তিসাঅাই সাকা অর' যে, এক একটা রিংকুয়ানি দাম বাসাক? বিনি স্কীম বাসাক অং? তিনি চাং সাইমানঅ অন্ততপক্ষে ৪০ হাজার, ৫০ হাজার বিনি খরচ তংঅ। একটা কাঁচা কুয়ানি রাং বাসাক অবব চাং সাইমানঅ। তোমাহিনই সাকা যে, ২০ টাকা রাং রিঅইনাই উপজাতি চেরাইরগী চুযাক মুংগাই পাইখাংখা হিনই। অবকি সই? মাননীয় সদস্য এমন কোন তথ্য রিঅাই মানখাখে এই বিধানসভানি হাউসঅ খুব কাহাম অাংখামু হিনই আং মনে খাইমানি। কিন্তু রিঅই মানলিয়া। "আমার জানা থাকলেত দিয়েই দিতেন" মাঝে মধ্যে ফাইঅ। আমন অন্তত:পক্ষে অমতাইরগ বুইনি লগে হিমতাই গই মাচাংয়া লাইচিমাসিংসা 'য়াগঅ দামরা কাবাই বাতিকাসলা তলা পাতলা বুইনি লগিঅ" হিমই। মাচাংয়া তংমানিসালাই চিনি দলতা ফাইদি। কাহামখে চাংহাইখাইন চালাগ মানানী ববতাই অংন নিনিব তাইকিসা অভিজ্ঞতা অাংগানী। আর তাইকাইসা কক্ আং সানানি নাইঅ যে, অর তাকালাইনি বাজেট বরাদ্দনি বিসিংঅ খাদ্য দপ্তরঅব ৭৩'৮৫ কোটি রাং বাজেট বরাদ্দঅ সানজাগখা। লাচিমাসিংসা কক্রগন হিনখাআংই সানানি মুচুংলিয়া। বিগত জোট সরকারনি আমলঅ ত্রিপুরা রাজ্যঅ কোন কর্মসংস্থান কারাই। সেই দামছড়াঅ ১২ দিননি মাই মাচায়া অনাহার চিমটি হালামমা। রাজ্যঅ কাজ কারাই, বরগনি এলাকাঅ কাজ কারাই। পয়সা রোজগার খাই মানয়া মাইরুং মাইসা আজিঅই মানয়া ১২ দিননি মাই মাচায়া। সেই মাই মাচায়ানি কারনাই সেই দামছড়ানি গুদামঅ থাংগাই সাকা যে, চিনি এলাকাঅ সামুং ফাইখাখে চাং সামুংনি পয়সা সরকারী সামুংনি পয়সা নরগন ফিরগাই রিয়ানো। অন্ততঃ পক্ষে চাংন ২ কেজি খালাইঅাই মাইরুম সলগরাদি হিনাই সানমনি। অসাগ যদিন মায়া গানাং হানখাখে মাননীয় সমীরদান আং সাংসানানি নাইঅ। তিনি অ বিধানসভানি হাউসঅ বিনি চিত্র আং মুগঅ। "কক্বরগ জানলে পরে খুবই খুশী হতাম। আর একটু ভাল করে বুঝতে পারতেন। আং সাংনানি নাইঅ এত যদিন দয়ালু হানখাখে তিনি উপজাতি ট্রাইবেলনি বাগাই সবজাগাঅ অমতাহাইখে কক্ তিসা-অাই সান নাংগানাগখাখা। আং আবন সানানি নাইঅ যে, সেই জোট সরকারনি সেই রতিবাবুনি দল, সমীরবাবুনি দল, জোর খালাইঅই জোট সরকার গঠন খাইমানি। সে জোট সরকারলে আধা ফেসিস্ট পুলিশ বাহিনীনি য়াগঅ চিমটি হালামমা খাকালাবঅ-গুলি তুঅাই খুইনানি নাংগালাগখামু।

চার-চারজন বরগ আরগ খুন অংখা। একটা দিন ফান জোট সরকারনি আমলঅ অ বিধানসভাঅ কক্ তিসামা খানায়া। আং যেহেতু মহিলা সদস্যা হিসাবে টাকারজলা কেন্দ্রনিন জিতিঅাই ফাইখা। বিগত জোট সরকারনি আমলঅ অন্যায় খাইমানি অ অন্যায়নি এ্যাকসানদা নাইমানন অবন তালতু বালতুখাই কিছা বানগাই অর কাইসা সম্পাতি দেববর্মা, বৃন্দা দেববর্মা তাই স্বর্ণ- দেববর্মানি কক্ সাঅ। আং সাংনানি নাইঅ অ সম্পাতি দেববর্মা, বৃন্দা দেববর্মা বরগ সাব ? এই বৃন্দা দেববর্মা এবং স্বর্ণ দেববর্মা রবগ সালেমা বাজারনি একস চেয়ারম্যান যোগেন্দ্র দেববর্মানি বাহামজাগবাই বাসাজাগ। সুনীল দেববর্মা হানখাখে টি. টি. ভি এফনি উগ্রপন্থী। তিনি সিমিয়াবালে ব. বন গ্রেফতার খাইনানি খাংতিনি শুধু তিনি সিমিয়া অবনি আগে আনি দিন তারিখ মনে কারাইখা। বরক এমন একটা ঘটনা রটিরিনানি নাইমানি সুনীল দেববর্মা সারেণ্ডার খাইনানি সাকাং। সুনীল দেববর্মান গ্রেফতার খাইনানি বাগাই থাংমানি বিনি নগ আফুরু সুনীল দেববর্মা তাই বিনি বিতিক দারোগানি বাচাংনি পিস্তল ফাংখাই সেগাইনাই আনারস বাগানঅ খিতারাই রাই রাখা। আংতাই বড় বড় বিনি কাহিনী তংঅ। তবেখাই হিনাইমান কিছু আং সেইদিকে চালাং থাংয়া আব কিছু ডিচিংয়া উপজাতি বুরুই হানখাইন আসাম রাইফেলবগ বিফিরাগনাই আধা ফেসিস্টরগ নষ্ট খাইনাই অমরা যুক্তি সংগত দাবী যদিন তাইফাইখাখে আংব যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যানি মহিলা সদস্যারগনি কাইসা প্রতিনিধি অংফাইখাহানখে আমতাই বে-আইনি তংমুং চলিঅাই তংখাখে আংব বিনি বিরোধিতা খাইনাই। যুক্তি সংগতয়া। অব তাইকাইসা কক্ সানানি নাইঅ আং, অর বাজেট বরাদ্দনি বিসিং তাইকাইসা নারাগজাগখা যে, পশু দপ্তরনি বিসিংঅ যে ৯৭-৯৮ সালঅ ১৬৩৯ কোটি টাকা। এই যে স্কীম কত নাইহক। একজন বিধবা মহিলা সরকার বিনিবিসিংতাই একটা গাই বন সাহায্য খালাইরাই মানখাখে, অ গাই যদিন কাহাম দুধ রাখাহানখালাই অন্ততঃপক্ষে সেই পরিবার বাচি আই থাংঅ। সেইদিকে চিন্তা ভাবনা খালাইঅাইন চিনি বামফ্রণ্ট সরকার অ বাজেট বরাদ্দঅ অ স্কীমরগন খবুইনাই তেব কাবাং খাই তিসানানি বাগাই চাং অজাগা রানানি নাইঅ। আং তিনি মাননীয় সদস্যরগ বক্তৃতা খালাইথিনি খানাখা যে, বাসি-বাসিঅাই রিঅ বংনি বরগ চিনি বরয়। মাননীয় অরুণবাবু কক্ সাফুরু খানারানাবালে হে মেডেল মাননাইরগনি কক্ খেলা থুংগাইনাই। অ দপ্তররগন শক্তিশালী খালাইনা থাংখাখে রাংনি দরকার তংঅ। আং মাননীয় বিরুদ্ধী ব্যাগুনি সদস্যরগনি থানি আবেদন তংঅ যাতে অ বাজেট বরাদ্দন বিরোধিতা খাইয়াআই সমর্থন খাইখেন কাহাম অাংনাই। আর তাইকাইসা কক্ বার-বারন মাননীয় রুলিংদমরগ বক্তৃতা খালাইখে উজান ময়দাননি বুরুই রগনি কক্ তিসাই উল্লেখ খালাইখা। আব আং সানানি নাইঅ এই উজান ময়দানহি-নাই তংমানি রতিদান আং সাংনানি নাইঅ। যেসময়অ উজান ময়দানঅ উপজাতি মা বোনসং ধর্ষণনি পর ধর্ষণ অংগাই আধাফেসিস্টরগনি দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যনি নারী সমিতি তাই মহিলারগ যখন

বিরোধিতা খাইতংঅ নাং আফুরু একজন ডেপুটি স্পীকার তংমানিবৗলা। নাং তামগাই আফুরু পত্র পত্রিকাঅ একটা বিবৃতি রীরয়া অং? আবন সাঅ আসীগ ভেজালরগ খালাইয়াখাই কাহাম খাই অ বাজেট বরাদ্দন সমর্থন খালাইদি এবং খাইনাই হিনাই আং আশা নারীগোইন আনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অরন শেষ খালাইখা। যতনন ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমতি কার্তিককন্যা দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৭ তারিখে এই বিধান সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৭-৯৮ ইং সনের জন্য ১৪৯০.৪৭ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্ধ পেস করেছেন। এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেটটাকে দেখার পর মাননীয় বিরোধী সদস্যদের মাথায় পোকা কামড়াচ্ছে বলে মনে হয়েছে। আমি এটা এই কারণে বলছি যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য এই বাজেট। ২৮ লক্ষ মানুষ এই বাজেটের দিকে তাকিয়ে আছে। রাজ্যে একটা সরকার থাকলে পর বৎসরের কখন বাজেট হবে তারা তখন সেই বাজেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। জনস্বার্থের ভিতর দিয়ে সরকার কোন কোন স্কীমের মাধ্যমে কোন কোন খাতে কত টাকার বরাদ্দ ধরা হয় তা জনগণ লক্ষ্য করেন। কিন্তু সংখ্যালঘু দল বা বিরোধী দল হিসাবে তারা এটা মেনে পারছেন না। কিন্তু তারাও এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের ভোটের মাধমেই এই বিধানসভায় আসন পেয়েছেন।

উচিত ছিল আশোকবাবুর মত লোক রতিবাবুর মত লোক রতনবাবুর মত লোক অন্ততঃ পক্ষে এই জনমুখী বাজেটটাকে সমর্থন করা উচিত ছিল। আমি ভেবে পাচ্ছিনা গতকালকে অশোকবাবু কি কি বলতে চেয়েছিলেন। বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য এই সরকার অনেক সুন্দর সুন্দর স্কীম এই রাজ্যের জন্য চালু করছে। কোন জায়গায় কোন ব্লকের মাধ্যমে কিভাবে দেওয়া হবে তা আমরা বলতে পারি। এম. একটা লজ্জাজনক উক্তি করেছে যে, এক একটা রিংওয়েলের দাম কত, তার স্কীম কত হয়। আজকে আমরা বলতে পারি অন্তত, পক্ষে ৪০ থেকে ৫০ হাজার তাতে খরচ হয়। একটা কাঁচা কুয়ার খরচ কত তাও আমরা বলতে পারি। কিভাবে বললেন যে ২০ টাকা নিয়ে উপজাতি যুবকেরা মদ খেয়ে শেষ করেছে। এটা কি সত্য? মাননীয় সদস্য এমন কোন তথ্য এই বিধানসভায় দিতে পারলে খুবই ভাল হব। কিন্তু দিতে পারেননি। আর জানা থাকলে তো. দিয়েই দিতেন। মাঝে মধ্যে আসেন। তাই এইভাবে অন্যকে অনুসরন করা লজ্জাজনকব ব্যাপার। এটাকেই 'বলে ডাল নাই তলোয়ার নাই নিদিরাম সর্দার"। এভাবে থাকার চেয়ে আমাদের দলে আসুন। আমাদের মত সুন্দর করেই চালাতে পারবেন। আপনার ও বাস্তব অভিজ্ঞতাটা হবে আর একটা কথা আমি বলতে চাই যে, বাজেট বরাদ্ধের মধ্যে খাদ্য দপ্তরে চাওয়া হয়েছে ৭৩৮৫ কোটি টাকা লজ্জাজনক ঘটনাগুলিকে আর বলাত হচ্ছে করছেনা। বিগত জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ ছিলনা। সেই দামচড়ায়

১২ দিন অভুক্ত অবস্থায় ছিলেন চিনটি হালামমা রাজ্যে কাজকর্ম নেই, তাদের এলাকায় কাজ ছিলনা। পয়সা রোজগার করার মত কোন সুযোগ ছিলনা তাই অনাহারে ছিলেন ১১ দিন। এই অবস্থায় দামছড়ার গুরু গুদামে গিয়ে বলল যে, এখন আমাদেরকে ২ কিলো করে চাউল দিন যখন আমাদের এলাকায় কাজ আসবে তখন আপনাদের চাউলের দাম মিটিয়ে দেব। তাই আমি সমীরদাকে জিজ্ঞেস করতে চাই তখন আপনার সেই ট্রাইবেল দরদি কোথাই ছিল। আজকেও তার ছবি এই বিধানসভায় আমি দেখতে পাচ্ছি। "কক্‌বরক জানলে পরে খুবই খুশী হইতাম" আর একটু ভাল করে বুঝতে পারতেন। তাই আমি বলতে চাই এতই যদি দয়ালু হতেন আজকে এই সব কথা বলতে হতো না। চিমটি হালামকেও এভাবে আধা ফেসিষ্ট পুলিশ বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হতো না। চার চারজন লোক সেখানে খুন হয়েছিলেন। জোট সরকারের আমলে একটা দিনও এই বিধানসভায় আলোচনা করতে শোনা যায়নি। আমি একজন মহিলা সদস্য হিসাবে টাকারজলা কেন্দ্র থেকে জিতে এই বিধানসভায় এসেছি। জোট সরকারের আমলের বিভিন্ন অপকর্ম গুলোকে আড়াল করার জন্য তাই বানিয়ে সম্পাতি দেববর্মা, বৃন্দা দেববর্মা, আর স্বর্ণ দেববর্মার, কথা এখানে বলছেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এই সম্পাতি দেববর্মা বৃন্দা দেববর্মা এরা কারা? এই বৃন্দা দেববর্মা ও স্বর্ণ দেববর্মা হল সালেমা বাজারের চেয়ারম্যান যোগেন্দ্র দেববর্মার মেয়ে এবং ছেলের বৌ সুনীল দেববর্মা হল টি-টি-ভি-এফ উগ্রপন্থী। শুধু আজকে না এর আগে তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল পুলিশ আমার তারিখটা ঠিক মনে নেই। সুনীল দেববর্মা সালেমার করার আগে তারা একটা ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করে ছিল। যখন সুনীল দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে তার বাড়িতে যায় তখন সুনীল দেববর্মা ও তার স্ত্রী পট করে দারোগার পিস্তল ছিনিয়ে নেয় এবং তা পাসের আনারস বাগানে টিল দিয়ে দেয়। এই ধরনের অনেক ঘটনা তার আছে। তবে বলতে পারেন আমি ব্যাপারটাকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাইছি। কিন্তু এটানা। উপজাতি মহিলাদের পেলেই আসাম রাইফেলস্ বাহিনী বা আধাসামরিক বাহিনীরা অত্যাচার করে বা করার চেষ্টা করে। যুক্তি সংগত দাবী যদি হয় মহিলাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমিও তার বিরোধিতা করব। কিন্তু যুক্তি সংগত না এখানে আর একটা কথা বলতে চাই যে, বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ৭৯-৯৮ সনের জন্য পশু দপ্তরে ১৬.৩৯ কোটি টাকা চওয়া হয়েছে। এই যে স্কীম কত সুন্দর। সরকার এই স্কীমের মাধ্যমে বিধবা মহিলাদেরকে দুগ্ধ গাভী লোন হিসাবে সাহায্য করবে। ফলে অন্তত: পক্ষে সেই বিধবা মহিলাও তার পরিবার নিয়ে বাচতে পারবে। সেই দিকে চিন্তা ভাবনা করেই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটের মাধ্যমে আরও বেশী বেশী করে, সাহায্য সহায়তা যাতে করা যায় সেই চেষ্টাই করছেন। এইগুলি বাজেটর মধ্যে ধরা হয়েছে। আজকে মাননীয় সদস্যগণ বক্তৃতা করার সময় বলেছেন যে এগুলিকে নিয়ে নাকি দলবাজি করা হচ্ছে। আমাদের লোক, তাদের লোক বলে। মাননীয় সদস্য অরুণবাবু খেলাধূলায়ে মেডেল যারা

পেয়েছেন তাদের সম্বন্ধে বলেছেন। এই দপ্তরগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে গেলে টাকার প্রয়োজন আছে। কাজেই এই বাজেট বরাদ্দকে বিরোধিতা না করে সমর্থন করলেই ভাল হবে বলে আমি মনে করি। আর একটা কথা মাননীয় কংগ্রেস দলের সদস্যগণ বার বার উজান ময়দানের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি রতিদাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যখন উজান ময়দানের ঘটনা ঘটছিল তখন আপনি তো এই বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার ছিলেন কেন আপনি তখন একটাও বিবৃতি দিলেন না? তাই বলছি এতকিছু ভেজাল না করে এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করবেন বলে আশা রেখে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ।

শ্রীমতি কার্তিক কন্যা দেববর্মা :— কক্‌বরক ভাষায় বক্তব্য রাখেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা (অনুপস্থিত), মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই (অনুপস্থিত), মাননীয়, সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আজকে কি আর বিরোধী দল থেকে বলতে দেওয়া হবেনা?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— টাইম ত শেষ হয়ে গেছে বিরোধীদের।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— টাইম ত আপনি দেবেন, আপনি অ্যালট করেছেন। একটা পার্টিকে ডিপ্রাইভ করবেন? টি, ইউ, জে, এস পার্টিকে ডিপ্রাইভ করবেন? ওদের বলতে দেবেন না। ইউ আর প্রিসাইডিং অফিসার। ইট ইজ ভেরী ব্যাড থিং।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন:— না, না যদি কেউ টাইম বেশী নেয়, হি ইজ টু কনট্রোল দি হাউস। হি স্যুড কনট্রোল দি হাউস যদি উনি না জানেন তাহলে উনাকে দেওয়া উচিত হয়নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— সমরবাবু শুনুন, পালোয়ান টালোয়ান দিয়ে হাউস কনট্রোল করা যায় না। হাউস কনট্রোল করতে গেলে একটু জানাশুনা থাকা দরকার। (বিরোধীরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— কি হয়েছে, কি হয়েছে? বিরোধী দলনেতা শুনুন ব্যাপারটা কি? মাননীয় শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৭ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী ১৯৯৭-৯৮ সালের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের জন্য ১৪৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন এবং এতে কোন অতিরিক্ত কর বসানো হয়নি। এই বাজেট এই রাজ্যের শতকরা ৮৫ জন মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি গত বছরের বাজেটে বিভিন্ন খাতে যত অর্থ ধরা হয়েছিল এবার তার চাইতে বেশী

অর্থ ধরা হয়েছিল এবার তার চাইতে বেশী অর্থ এই বাজেটে ধরা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯৬-৯৭ সনের ব্যয় বরাদ্দের সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে যে এক টাকা বেশী ধরা হয়েছে এবং গত বৎসর কি কি কাজ করা হয়েছে এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী ওনার এই বাজেট ভাষণে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। আমি সময় বেশী নেব না এবং আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তবে যে জিনিষটার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা জানি এই রাজ্যের কি অবস্থা এবং এই রাজ্যের কি পরিস্থিতি এগুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা আবাসন স্বাস্থ্য পানীয় জল, জল সেচ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা সবার কাছেই অবাক লাগার কথা যে গত বছর উপজাতি এলাকায় উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ২২টি ছাত্রাবাস খোলা হয়েছে, এটা কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়াও আরও কিছু আছে যেগুলি উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। বিরোধী সদস্যরাতো উদয়পুরে যান, যাওয়ার পথে বাগমাতে উপজাতি ছাত্রাবাসতো নিশ্চয়ই দেখেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ২৯ বৎসরতো কংগ্রেস ও জোট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন এবং তাদের রাজত্বে উপজাতি এলাকায় তারা কয়টা হাইস্কুল করেছেন, কয়টা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করেছেন, কয়টা সিনিয়র বেসিক স্কুল করেছেন, আর কয়টা জুনিয়র বেসিক স্কুল করেছেন, কয়টা ছাত্রাবাস করেছেন সেটা কি ওনারা জানেন না। তাদের সময়ে উপজাতি ছাত্ররা খুব কষ্ট করে আগরতলা শহরে এসে পড়াশুনার সুযোগ পেত। এখন উপজাতি ছাত্রদেরকে আর বাড়ির বাহিরে গিয়ে পড়াশুনা করতে হয় না, তারা বাড়ীতে থেকে এলাকার স্কুলে পড়াশুনা করে মাধ্যমিক পাশ করতে পারে, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করতে পারে। এসবের ফলে উপজাতিদের মধ্যে এখন বি. এ. পাশের সংখ্যা বেড়েছে, ডাক্তারের সংখ্যা বেড়েছে, ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বেড়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের কল্যাণে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষায় দীক্ষায় এখন আর পিছিয়ে নাই। এখন উপজাতি মেয়েরাও অনায়াসে মাধ্যমিক পাশ করছে, এটাতো কল্পনাও করা যায় না। .....

উপজাতি এলাকাতে মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ মহিলাদের সংখ্যাতো বলা যায় এখন ঘরে ঘরে। এই যে শিক্ষা, এইটা উপজাতিদেরকে তাদের চেতনা, বৃদ্ধি করতে সাহায্যতো করেছে। এই শিক্ষার ফলে উপজাতি এলাকার মধ্যে পনের ষোল বছর আগে যে পরিস্থিত ছিল সে পরিস্থিতি নেই। এখন তারা সচেতন। এবং এইজন্যই বলছি, মানুষ ক্রমশ সচেতন হচ্ছে। এখন উপজাতিরা তাদের ভাল বা মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। যারফলে এই বিরোধীদলের লোকেরা ভীতগ্রস্ত, এরা ভয় পাচ্ছে। বলব কি, বলার মত কিছু নেই জনগনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মত ক্ষমতাও ওদের নেই। এইজন্যই ওরা ভয় পাচ্ছে।

আবাসন সম্পর্কে এখানে একটা হিসাব এই বাজেট স্পীসের মধ্যে আছে, দেখেছেন আপনারা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতি এলাকাতে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের মধ্যে মার্ক-২ এবং মার্ক-৩ ১৫০০টি বসানো হয়েছে এবং সেনিটারী কুঁয়া বসানো হয়েছে ১৭০০টি। এবং এই সামনের যে অর্থ বছর, সে সময় এখানে প্রস্তাব গ্রহন করা হয়েছে যে, ১৭৩৮ টি মার্ক-২ এবং মার্ক-৩ এবং ১৭৩৮ টি সেনিটারী কুঁয়া বসানো হবে। এইটা উপাতিদের কাছে স্বপ্নের মত। কারণ জীবনে কোনদিনই উপজাতি এলাকার লোকদরা কুঁযার জল পায়নি। সুতরাং আজকে শুধু মার্ক-২ এবং মার্ক-৩ এবং সেনিটারী কুঁয়াই না, পাবলিক্ হেল্থ এর মাধ্যমে উপজাতি এলাকাতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তারপর আবাসনের ব্যাপারে, প্রশ্ন এসেছে এই আবাসনে আমরা গত বছরে ৬ ৮৫৩টি ইন্দিরা আবাসন যোজনার মাধ্যমে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। এই বছরে ৭০৩১টি ঘর করে দেওয়া হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটের মধ্যে খুব সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে যে আমরা গত বছরে কি করেছি এবং আগামি বছরে কি করব। কিন্তু বিরোধী দলে সদস্যরা কি বললেন, সেটা বুঝতে পারলামনা। সংস্কৃতে একটা কথা আছে লোচনাভ্যাম বিহীনস্য দর্পনং কিম্ করিষ্যাসি অর্থাৎ যাদের চোখ নাই তাদের আয়না দিয়ে কোন কাজ হয় না। সুতরাং বাজেটকে দেখার মত সে চোখ থাকতে হবে। বুঝতে হবে যে এই বাজেটের মধ্যে কি কথা বলা হয়েছে, কোন খাতে কত টাকা ধরা হয়েছে। গতবছরের আমাদের ত্রিপুরারাজ্যর যারা গরীব মেহনতী মানুষ যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের কি উপকার হয়েছে এবং সামনে আমরা কি কাজ করব কি উপকার করব। এইটা এখানে বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে।

এখানে বিরোধী দল নেতা থেকেও এই বাজেট সম্পর্কে কিছুটা ভাল বুঝার চেষ্টা করেছেন মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী। সমীরবাবুর এখন ফাঁড়া কপাল। বাংলায় একটি কথা আছে অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়। উনাকে একবার মুখ্যমন্ত্রী করা হল, আর একবার সরানো হল আবার গেল সভাপতির পদটি। এখন উনি কি করবেন বুঝতেই পারছেন না বাজেটের হিসাবটা রতনবাবু যেভাবে এখানে দেখাচ্ছিলেন সমীরবাবু এটা সহ্য হচ্ছিল না। যাই হোক্, আর দুইটা কথা বলেই আমি শেষ করছি। এখানে বিরোধী দলের দু'একজন সদস্য আছেন, মাননীয় সদস্য আশোক দেববর্মা, উনার বাড়ী পর্যন্ত পীচের রাস্তা হয়েছে। উনার বাড়ীর সামনে হাইস্কুল হয়েছে। আমি উনাকে এখন জিজ্ঞেস করতে চাই কেন কংগ্রেস শাসিত ৩৭টি বছরেও উনার বাড়ীর সামনের স্কুলটিকে হাইস্কুল করতে পারলেন না। কেন নবসান্তিগঞ্জ

বাজার পর্যন্ত রাস্তাটা এতদিন পাকা করা হল না? তখন কি করেছিল আপনার কংগ্রেস সরকার? কেন বুড়িয়া নদীর উপর বর্তমানে নির্মিত বিরাট সেতুটি তখন নির্মান করা হল না? তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এসব হয়েছে। স্যার, উনাদের বাড়ী সহ প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে একটি করে মার্ক-টু দেওয়া হয়েছে। স্যার উনি এখানে বলেছেন জল পাওয়া যায় না। এরপর অবার বলেছেন কাঁচা-কুয়া খনন করার জন্য নাকি ২০-৩০-৪০ টাকা করে দেওয়া হয়। আমি জানিনা, উনি কিজন্য এসব এখানে বলেছেন। যাই হোক, আমি আশা করব এখানে বিরোধী দলের মননীয় সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন, এই কথা বলে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীর উপমূখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৭ই মার্চ এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ৪৩৭ কোটি টাকা এবং উত্তর-পূর্বঞ্চল পর্ষদের ব্যয় সহ মোট পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৭৯.৫৯ কোটি টাকা এবং ১৯৯৭-৯৮ইং সালে পরিকল্পনা বহিঃভূর্ত ধরা হয়েছে ৮১০.৮৮ কোটি টাকা। এই বছর যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে তাতে রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে এই বাজেট। এই বাজেটে গ্রামের মানুষের কথা বলা হয়েছে, বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা বলা হযেছে। তেমনি গ্রাম-পাহাড়ের সব মানুষের কথাই এই বাজেটে রয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে বাজেটে। তফশিলি জাতি, উপজাতি পশ্চাদপদ জাতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সহ প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষের কথা এই বাজেটের মধ্যে রয়েছে। বাজেট এক কথায় বলা যায় জনকল্যানমুখি এই বাজেট। সার্বিক ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যাণমুখী বাজেট। আমরা মনে করি এই বাজেটের মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসীর কাছে এবং এই রাজ্যের উন্নয়নের কাজকে আমরা ত্বরান্বিত করতে পারব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যদিও বিরোধী দলের সদস্যারা এখানে নেই, বিরোধী দলনেতা তার বাজেট বক্তব্যের শুরুতে তিনি হতাশ এবং উষ্মা প্রকাশ করেছেন যে, এই বাজেট দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের কিছুই হবে না, এটা জনগণের কোন আশাআকাংখা পূরণ করতে পারবে না। আজকে সত্যি উনার দিক থেকে এটা হতাশাব্যঞ্জক। কারণ উনিওতো মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উনারা যে বাজেট এখানে পেশ করেছিলেন সেই বাজেট ছিল জনগণকে ধুরমুজ করার বাজেট। আর অজকে যে বাজেট এখানে উৎথাপন করা হয়েছে সেই বাজেট জনগণের কল্যাণের বাজেট। আর উনারা এখানে বাজেট পেশ করেছিলেন জনগণকে দুরমুজ করবার জন্য, বিরোধীদের দুরমুজ করবার জন্য। সুতরাং সেই দিক থেকে উনারা হতাশ। কারণ আজকে দুরমুজের কথা সেখানে আসছে না, সেখানে গ্রামের মানুনকে কাজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, গ্রামের যেসমস্ত রাস্তাঘাটগুলি ভেঙ্গে চুড়মার হয়েছিল তাদের সময়তে সেগুলি মেরামতের কথা বলা হয়েছে। আজকে সেখানে উনারা হতাশ হয়েছেন। উনারা যে বাজেট করেছিলেন আমরা

সেই বাজেট করছি না। ওরা পঞ্চায়েত বা অন্যান্য যেসমস্ত সংস্থাগুলি ছিল নির্বাচিত সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাদের মনোনীত লোকদের বসিয়েছিলেন যারা লুটপাট করেছেন। তাই তারা আজকে এখানে দেখছেন সমস্ত টাকা লুটপাট হয়ে যায়। এই বাজেটের মধ্যদিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের লক্ষ্যে আইন-টাইট ফাণ্ড সেখানে রেখেছেন পঞ্চায়েতগুলি তার ইচ্ছামত সেখানে এলাকার স্বার্থে কি কি কাজ করা যায় জনগণের জন্য কি কি পরিকল্পনা নেওয়া যায় তারা সেখানে পরিকল্পনা নেবেন, তারা সেখানে টাকা খরচ করবেন। সেই পরিকল্পনা খাতে যখন টাকা ধরা হয়েছে তখন উনারা স্বপ্ন দেখছেন যে সমস্ত টাকা লুটপাট হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে উনারা লুটপাট করেছেন। আজকে যদি সেখানে লুটপাট হয়ে যায় তারাতো স্যার, সেখানে হতাশ হবেন। সেই দিক থেকে উনি আবার খুব কৌশল জানেন। কারণ ডিগবাজী খেতে পারেন। সেই দিক থেকে উনারা যেমন লেং মারামারি করেন সুধীরবাবুকে লেং মেরে উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, টি, ইজ, জে, এমকে ছেড়ে টি, এন, ভিকে সেখানে ধরেছেন। ঠিক এখানেও আজকে এই বাজেটের মধ্যেও আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ঠিক সেইভাবে আবার এস, সি, এস, টিদের জন্য এত টাকা ধরা হয়েছে, এস, সিদের জন্য এত টাকা ধরা হয়েছে, পার্থক্য তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করেছেন। এইভাবে একে অপরের মধ্যে লাগাবার জন্য চেষ্টা করেছেন যেটা উনার নিজের দলের মধ্যে করে থাকেন। আমরা সেই দিক থেকে বলতে চাই যে, যতই উনারা চেষ্টা করুন। নিশ্চয় রাজ্যবাসী জানে উনাদের সম্পর্কে, রাজ্যবাসী জানে যে, উনারা যে কথা বলেছেন এগুলি ঠিক নয়। আজকে যে বাজেট এখানে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৭-৯৮ইং সালের উৎথাপন করেছেন সেটা জনমুখি এই রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থে। সুতরাং সেই দিক থেকে আমরা আশা করব যে তারা এটাকে সমর্থন করবে। স্যার, বিরোধী সদস্য রতন চক্রবর্তী উনি খুব সুবক্তা, খুব ভাল বলতে পারেন। কিন্তু যেভাবে হাউসে বলেন কিন্তু তার দলের কার্যাকলাপ এবং নিজেদের কার্যাকলাপ এবং নিজেদের কার্যাকলাপ যদি কথার সঙ্গে কাজের সেখানে মিল থাকত তাহলে নিশ্চয় রাজ্যবাসী তাদেরকে সমর্থন করতেন। এখানে উনি আলোচনা করেছেন যে উজানময়দানে যারা ধর্ষিত হয়েছেন তারা আমাদের মা বোন,। তা জেনে তারা তখন ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন তখন তারা কি বলেছেন যে না এই সমস্ত ঘটনা ঘটে নি এখন বলছেন ওরা মা, বোন কিন্তু তারাতো তাদের জন্য কোন কাজ করেন নি। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেই উপজাতি মা বোনদের জন্য সেখানে তারা যাতে বাঁচতে পারে তারজন্য সেখানে তাদের নামে ব্যাংকে টাকা দিয়েছেন এবং অন্যান্য সুযোগ তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আজকে সেখানে বলছেন যে, মানুষ রাজনীতি করে কি হবে, মানুষের জন্য রাজনীতি। কিন্তু, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই রতনবাবুতো খুব ভাল ভাল কথা বলেছেন, যখন মুখ্যমন্ত্রী খোয়াইর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জারুলবাচইর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন সর্বদলীয় সভা ডেকেছেন তখন কেন বিরোধীতা করে চলে গেলেন ?

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে চাই এখানে বক্তার মাধ্যমে ভাল কথা বলেছেন, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী খোয়াই এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, জারুতলবাচাই এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব দলিয় সভা ডেকেছেন। তখন তারা কেন সেখানে বিরোধীতা করে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। সেখানে এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে রাজ্যের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করার প্রশ্নে সর্ব দলীয় সভা ডাকা হল। এই সভাকে সেখানে তারা বয়কট করলেন আর এখানে দাড়িয়ে বলছেন বিভ্রান্তির কথাবর্তা। সময় যেহতু কম আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে বাজেট উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় মহোদয়।

শ্রীব্রজ গোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী গত ১৭.৩ ৯৭ ইং তারিখ যে এই হাউসে পেশ করেছেন এই বাজেটকে ধমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে ত্রিপুরার পিছিয়ে পরা মানুষের সামগ্রিক স্বার্থে এই বাজেট পরিকল্পিত হয়েছে। এটা কর মুক্ত একটা বাজেট। কারণ দ্বিতীয় তলা থেকে মানুষের সব ধরণের অভিযোগ ও সমস্যা এইগুলিকে মুল্যায়ন করে যে বেতন সুপারিশ করা হয়েছে। বাজেটর মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই দিক থেকে এই বাজেটকে বলব যে ত্রিপুরা রাজ্য এখান যে অধিবাসী তার মধ্যে বিরাট একটি অংশ তারা পিছিয়ে পড়া অংশের লোক, দরিদ্র অংশের লোক এমন কি তারা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। দরিদ্র সীমার নিচের যারা বসবাস করেছে এই মানুষের লক্ষ্যে এই বাজেটকে, আমরা লক্ষ্য করেছি, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে সমান্য কিছু অংশের লোক যাদের স্বার্থ হয়ত পুরোপুরি এখানে রক্ষা হবে বলে মনে করছেন না, তারাই এটাকে সমালোচনা করছেন। কিন্তু আমরা পরিষ্কার ভাবে এই কথা বলতে চাই, বিরাট অংশের মানুষকে এখানে ফেলে রেখে আমরা কিছুতেই এই দিকেই যেতে পারে না। কাজে গরীব অংশের মানুষকে যদি আমরা সামনের দিকে নিয়ে আসতে না পার তাহলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় সেই দিক থেকে এই বাজেট একটি পরিকল্পিত। কাজেই এই বাজেট পশ্চাদ পদ কল্যাণের জন্যে, হাঁ একটা বাজেটে রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা যতই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করা হউক না কেন, প্রতিটি মানুয়ের মনের কথাকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমরা এখানে লক্ষ্যে করলাম মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্ত্তী মহাশয় খুব বিজ্ঞের মত দুটো কথা বলেছেন। এখানে এখন তিনি নেই। এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয়েছে। এবং সেই উদ্দেশ্যে বাজেটের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। একদিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্যে, উপজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্যে এবং অন্নান্য গরীব অংশের মানুষ আছে তফসীলি ভুক্ত লোক আছে, ও, বি. সি. আছে তাদের উন্নয়নের জন্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

এবং এই রাজ্যে সম্প্রতি যে উগ্রপন্থীর বিপদ দেখা দিয়েছে এটা মোকাবেলা করার জন্য একদিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তার একদিকে সেই উগ্রপন্থীকে বা দাঙ্গা বাঁধাবার যে প্রচেষ্টা সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, আমাদের আরো বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। বাইরে থেকে আমাদের যে বাহিনী আসছে তাদের রাখার জন্য আমাদের অর্থ বরাদ্দ আছে। তাছাড়া আমাদের পুলিশের হাতে আধুনিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে। এই জিনিসটা যদি আমরা বিশ্লেষণের মধ্যে যাই, তাহলে বলব, মাননীয় বিরোধী সদস্য যে একাডেমিক ডিসকাশনের কথা বলেছিলেন, আমি তাঁদের বলব, মহেশ্বেতা দেবীর "অরণ্যের অধিকার" বলে যে উপন্যাস আছে, এই উপন্যাসের জন্য তিনি একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। ঝড়খণ্ড এলাকার ট্রাইবেল জীবন সম্পর্কে সুন্দর চিত্র আছে। এই উপন্যাসের মধ্যে তিনি ঐ পশ্চাৎপদ উপজাতি অংশের মানুষ সাওতাল, মুণ্ডা, কোলন অংশের মানুষের জীবন কি ভাবে বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে সাম্রাজ্য বাদের হাতে, সামন্ততন্ত্রের হাতে, জমিদারের হাতে, মিশনারীদের হাতে এগুলি সুন্দর ভাবে এনেছেন। অরণ্যচারী জাতি যারা অরণ্যের ফল মূল সংগ্রহ করে, পশু শিকার করে অরণ্যের মধ্যেশান্ত শিষ্ট জীবনের কমনা ছিল, মোটা ভাত, মোটা কাপড় ছাড়া কিছু ছিল না, ঐ জাতিকে কি ভাবে মিশিয়ে তুলেছে তার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই লেখায় নিজেকে এদের সঙ্গে উৎসর্গ করে তিনি তাদের এই বিড়ম্বনা উপলব্ধি করেছেন। এরই ফলশ্রুতি সাওতাল বিদ্রোহ, ঝড়খণ্ডী আন্দোলন হয়েছে। তাদের অস্তিত্বের রক্ষার জন্য আজকে সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যকে অনুরোধ করব, আজকে যদি তাদের জীবনকে সুন্দর ভাবে আলোচনা করে, বিশ্লেষণ করে যদি সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে না যাই, তাহলে সর্বনাশ হবে। তাদের জন্য যে কাজ করার কথা ছিল তা না হবার ফলেই তাদের ক্ষোভ ছিল।

এই মানুষগুলি আস্তে আস্তে অরণ্যের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করলো, তারপর আর জায়গা নেই। সে মানুষগুলির যখন আনবে আমি নিজ ভূমে পরবাসী, তাদের জন্য দরদ ভরা প্রাণ নিয়ে এগিয়ে আনবার জন্য আমরা কি কোন চেষ্টা করেছি। ওঁরা তো স্বাধীনতার পরে ৫০ বছর ধরে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু কোন দিন কি আমাদের পাশে যে পাহাড়ী উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি রয়েছে, তাদেরকে এগিয়ে আনার জন্য কোন চেষ্টা করেছেন? তাদের কোন সমস্যার কথা শুনেছেন, চিন্তা করেছেন? তার পরিবর্তে তাঁরা কি করেছেন? তাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধানোর চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে কিছু কিছু মানুষকে তোলে এনে রাস্তার পাশে ভিলেজ করে উন্নত মানুষ বলে তাদের জন্য বরাদ্দ অর্থের নয়ছয় করেছেন। তাদের প্রকৃত কল্যানের জন্য উনারা কোন দিন করেন নি। তাদের মধ্যে উষ্মা, ক্রোধ সৃষ্টি হয় তার জন্য বারবার তাদেরকে আঘাত করেছেন, তাদেরকে জেলে পুরেছে, তাদেরকে পশুর ত হত্যা করেছেন। এই জিনিষগুলি ঘটেছে। আজকে উনারা যখন তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলেছেন

তখন মনে হয় এগুলি সত্যিকারের কথা নয়। মুখের অন্তরালে মোখোশটা বেড়িয়ে এসেছে, সে মুখোশটা কথা বলছে। এই সমস্ত ছেদো কথা দিয়ে সমস্যার সমাধান কোন দিন হবে না। আজকে আমাদেরকে সমস্যার অত্যন্ত গভীরে যেতে হবে। আজকে আমরা যদি ত্রিপুরাতে জাতি-উপজাতি মিলন ঘটাতে না পারি, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি বাজেটে যত টাকাই ধরা হোক না কেন, ৮/৫ গুণ টাকা ধরলেও কোন দিন সমস্যার সমাধান হবে না, অশান্তি ঘুচবে না। সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। তার জন্য আমি উনাদেরকে অনুরোধ করব মহেশ্বতা দেবীর একাডেমিক ডিসকাশন পড়ার জন্য, সেখানেই পেয়ে যাবেন দরীদ্র, লাঞ্ছিত মানুষের জীবনকে যদি তার সুখ স্বাচ্ছন্দ থেকে টেনে আনা যায়, তাদেরকে যদি সত্যিকারে অর্থনৈতিক নাগাপাশ থেকে মুক্ত করা যায়, তাহলে স্বাধীন স্বচ্ছ মানুষ তারাও হবে। সেই দিকে এগোবার জন্য সেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই দিকটা দেখাবার দরকার। স্যার, মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্ত্তী মহোদয় এখানে জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। সেটাকে বলে স্টেটিসটিকস অব জাগলারী। সেটা দিয়ে তিনি এখানে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন, এই বাজেটে অংকের ফিগার দেখিয়ে মানুষকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করেছেন। সেই কথাই উনি এখানে বলবার চেষ্টা করেছেন। আমি সেই জ্ঞানিতিক বিশ্লেষণে যাব না। সেই অধিকারও আমার নেই। আমি অনুরোধ রাখব পরবর্ত্তী যারা বক্তা তাঁরা সেই বিশ্লেষণটা করে দেবেন যাতে তাঁদের এই ভ্রান্তিটা ঘুচ যায়। মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীর বর্মন মহোদয় বোধ হয় পশু কণ্ঠস্বর বিশেষজ্ঞ। তার জন্য তিনি এখানে কে কি কণ্ঠে কথা বলেন এই ধরনের ইঙ্গিত করেছেন। এখানে কি ক্যারিকাচার করার জায়গা নাকি এখানে মানুষের সমস্যা সম্পর্কে সুন্দর ভাবে আলোচনা করার জায়গা। এটাই উনাকে জিজ্ঞেস করতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় উনি এখানে উপস্থিত নেই। কিন্তু সেই বৃষভ নিন্দিত কণ্ঠস্বরে তিনি কি বলবার চেষ্টা করেছেন জানিনা, তবে খাদ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়েছেন মিউ মিউ করে উনি এখানে পারসেন্টেজের কথা বলেছেন। আমি বলতে চাই উনি হাউসকে বিভ্রান্ত করে গেছেন। তাঁর বক্তব্যে ছিল কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্যে পি, ডি, এস এর মাধ্যমে চাউল দেবার চেষ্টা করেছেন এটা এখনও বামফ্রন্ট সরকার চালু করেন নি। সত্যি ঘটনা কি? আমরা প্রস্তুত ছিলাম যে ১লা মার্চ থেকেই আমরা এটা চালু করব এবং তার জন্য আমরা প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম। কিন্তু গত ৭ই মার্চ কেন্দ্রে সচিব পর্যায়ে একটা মিটিং হয়। সেই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করেছেন-এক্ষুণি এই ব্যাপারে আপনারা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমরা আপনাদের জানাব।

তারপর আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অনুসারে আমরা এটা কে স্থগিত রেখেছি কিন্তু কাজ আমাদের বন্ধ হয় নি, আমাদের কাজ চলছে। তাদের যে গাইড লাইন, সেই গাইড লাইন পাঠাতে পারেন নি, তবুও আমরা তাদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। পরবর্তী কালে তাদের গাইড লাইন পাঠিয়েছেন, সেই গাইড লাইন অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। এই কাজের মধ্যে পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত ইত্যাদি বিভাগও সংযুক্ত হবে যাতে নানা ভাবে কাজ করা যায়। এর মধ্যে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা নানা রকম কথা বলছেন কিন্তু আমার কাছে যে তথ্য আছে সেই তথ্য দিয়ে বলতে চাই যে, মাননীয় কংগ্রেস বিধায়করা তাদের দল থেকে ঐ মেলার মাঠ এলাকার মধ্যে তারা গরীব মানুষকে ঠকিয়েছেন। কারণ তাদের দিয়ে রেশন কার্ড ডুপ্লিকেইট করিয়েছেন এবং ডুপ্লিকেইট করতে দুই টাকা করে লাগে এবং অনেকর কাছ থেকে সেই দুই টাকা করে আদায় করেছেন এবং তাদের ডুপ্লিকেট কার্ড দিয়েছেন। কিন্তু এই কার্ড কি কাজে লাগবে? দরিদ্র সীমা রেখার নীচে যারা আছেন তাদের জন্য তো ফিগার দেওয়া হয়েছে। এটা নিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করছেন আর, ডি ডিপার্টমেন্ট বা আরও অন্য ডিপার্টমেন্ট করছে এবং সেখান থেকে আমাদের তথ্য গুলি সংগ্রহ করতে হচ্ছে জেরক্স কপি দিয়ে উনারা এই ভাবে ব্যবসা করছেন এই ভাবে তাঁরা মানুষকে প্রলুব্ধ করে, প্রতারিত করে তাঁরা এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা করছে কাজেই এই যে ব্যাপারগুলি সেগুলি ঘটে যাচ্ছে। কাজেই স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই উনাদের চোখ থাকা দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যের এবারের বাজেটকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রাধান্য দেওয়া হয় নি এটাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কৃষি, জল সেচ, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র জল সেচ প্রকল্প এবং জলের উৎসকে রক্ষণাবেক্ষণ করে সার, বীজ, কীট নাশকের উপর ভর্তুকি বজায় রেখে এই যে ব্যাপারগুলি করা হয়েছে তাতে কৃষির উন্নতি হওয়া সম্ভব। যদি কৃষির উপর নির্ভর করে অন্য দিকগুলি শুকিয়ে রাখা হত তাহলে কৃষির উন্নতি সম্ভব ছিলনা তাই সমস্ত দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে, তার ফলে আমি মনে করি, কৃষির আমাদের যে উৎপাদন সেই উৎপাদন বাড়বে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে জন্য কল্যাণ কর হবে। চিরকাল কেন আমরা পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব, আমাদের স্বাবলম্বী হবার জন্য সচেষ্ট হতেই হবে। আমরা গ্রাম এবং নগর পঞ্চায়েতের হাতে একটু বেশী ক্ষমতা দিয়েছি, তাদের হাতে সরাসরি অর্থ তুলে দিয়েছি তার জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা চিৎকার করছেন। এ, ডি, সি এলাকায় ট্রাইবেলদের কল্যাণের জন্য একটা বিশেষ সংস্থা রক্ষা বাবদ তাদের কিছু অর্থ দেওয়া তার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তো নির্বাচন পর্য্যন্ত বন্ধ রেখেছিলেন। গণতান্ত্রর কথা ওদের কাছ থেকে কি শুনব ওরা নির্বাচন পর্য্যন্ত করে নি, কোন উন্নয়ণ মূলক কাজ করে নি এবং ব্লকগুলিতে কাজকর্ম কিছু ছিল না সব বন্ধ ছিল।

গরীব মানুষরা এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি থেকে আরম্ভ করে যেসব কাজ, যেসব প্রকল্প ছিল সেটা কেন্দ্রই হোক, আর রাজ্যই হোক কোনকিছু ছিলনা। সব বন্ধ ছিল। আর কোনমুখে এরা সমালোচনা করেন। কাজেই এইভাবে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন দিকে, শিক্ষার দিকে আমাদের যে ব্যয় বরাদ্দ, একটু বেশী ধরা হয়েছে, ধরতেই হবে কারণ শিক্ষা ছাড়া কোনকিছু সম্ভব না। আমার রাজ্যোকে শিক্ষার দিকে অগ্রসর করতে গেলে, শিক্ষার উন্নয়ন করতেই হবে। আমরা যা করছি এটাও প্রয়োজনের তুলনায় বেশী নয়। আরও বেশী করতে হবে। এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে যে বাজেট ধরা হয়েছে সেই বাজেটকে সমর্থন করি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যেসব সমালোচনা করেছেন এইগুলির যতটুকু সম্ভব জবাব দিলাম, তাদের এই বক্তব্য গ্রহণ করতে পারিনা। তবু মানুষের কল্যাণে এটাকে স্বার্থকভাবে প্রয়োগ করার জন্য তাদের যদি কোন যুক্তি বুদ্ধি উপস্থিত করেন তাহলে নিশ্চয়ই সেইগুলিকে ইমপ্লিমেনটেশানের সময় সেই কথাগুলিকে মনে রাখব। আমরা তাদেরকে শত্রু ভাবিনা, ভাবি তারাও জনগণের কল্যাণের জন্য ভাবেন, তারাও জনগণের মঙ্গল চিন্তা করেন। সেই দিক থেকে আমি বলব যে এই বাজেট এটা পশ্চাৎপদ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাজেট। এই বাজেট একটি ওয়েল ব্যালেনসড বাজেট। এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২২শে মার্চ, বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—'A,

PAPER'S LAID 'ON' THE TABLE

Admitted Starred Question No— 67

Name of M. L. A. :— **Sri Samir Deb Sarkar.**

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের বার্ষিক ঘাটতির পরিমাণ কত।

২। এ ঘাটতি কিভাবে মেটানো হয়।

৩। ঘাটতি পুরণের জন্য বিকল্প কোন প্রস্তাব চিন্তা করা হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বার্ষিক ঘাটতির পরিমাণ আনুমানিক ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা।

২। পর্ষদে রঘাটতি সরকারী অনুদানের মাধ্যমে মেটানো হয়।

৩। ঘাটতি পূরণের জন্য পর্ষদের পরীক্ষার ফিস্ ও অন্যান্য ফিস্ বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনাধীন।

Admitted Starred Question No – 123

Name of Member —: **Sri Sudhan Das**

Will the Hon 'ble Minister—In-Charge of the Sch. Casts & O. B. C Welfare Department be pleased to state :—.

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের সমস্ত ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের বুকগ্র্যান্ট ও ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে কি না;	১। না।
২। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে কোন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কত হারে দেওয়া হচ্ছে ?	২। ক) ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক ১০০ টাকা হারে ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বাৎসারিক ১২০ টাকা হারে বুকগ্র্যান্ট দেওয়া হয়। খ) নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ৫০ টাকা হারে প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে। গ) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ৬৫ টাকা হারে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No— 177

Asked by :— **Shri Amal Mallik, M. L. A.**

Will the Honble Minister-in-charge of the Tribal Welfare-Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্য সরকার চলতি অর্থ বৎসরে এ, ডি, সি, কে বিভিন্ন খাতে কত টাকা দেওয়ার কথা ছিল ?	১। রাজ্য সরকার চলতি অর্থ বৎসরে যে সব খাতে এ, ডি, সি, কে টাকা দেওয়ার কথা ছিল তার খাতওয়ারী হিসাব নিম্ন রূপ :—

ট্রান্সফার ফাণ্ডে ১৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।
শেয়ার অফ্ টেক্সেস্ বাবদ ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা এ, ডি, সি, গ্রাণ্ড হিসাবে ২১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।

২। বিভিন্ন খাতে ৩১ শে, জানুয়ারী' ১৯৯৭ইং পর্যান্ত কত টাকা দেওয়া হয়েছে ? (খাতওয়ারী হিসাব)

২। রাজ্য সরকার এডিসিকে ৩১শে, জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং পর্যান্ত যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :—

খাতওয়ারী

ক) ট্রান্সফার ফাণ্ডে ১৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

খ) শেয়ার অফ টেকসেস্ ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।

গ) এডিসি গ্রাণ্ড ১৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Qnesition No— 206

Name of M L. A : – **Sri Khagendra Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Edncation Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের S. B. H. S. Class XII ইস্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষিকার অভাব রয়েছে,
২। এবং যদি সত্য হয়ে থাকে, এই অভাব পূরণের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?
৩। তেলিয়ামুড়া I/S অধীন মহারাণীপুর Class XII বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। আংশিক সত্য।
২। যে সমস্ত স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষিকার অভাব রয়েছে ঐ সমস্ত স্কুলগুলিতে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক দেওযার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে
৩। ৪৩

Admitted Starred Question No - 216

Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Please to state.

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমান অর্থবৎসরে খোয়াই মহকুমার সিঙ্গিছড়া দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ের পাকাগৃহ নির্মাণের জন্য PWD থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ; এবং

২। সত্য হলে, কবে নাগাদ কাজটি শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমান অর্থিক বৎসরের মধ্যেই কাজটি শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No— 217

Name of M. L. A. : — Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

১। আগামী শিক্ষা বর্ষে (১৯৯৭-৯৮) রাজ্যে মোট কতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন করে খোলার পরিকল্পনা আছে।

২। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় এলাকাধীন জাম্বুরা পঞ্চায়েত এ, পূর্বে গণ কী গ্রাম পঞ্চায়েত এর পশ্চিম কলোনী ও সমতল পদ্মবিল গ্রামে নতুন জে. বি, স্কুল খোলার পরিকল্পনা (আগামী শিক্ষাবর্ষে) আছে কিনা ?

ANSWER

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে (১৯৯৭-৯৮ ইং) রাজ্যে মোট ৪০ (চল্লিশ) টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন করে খোলার পরিকল্পনা আছে।

২। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্য্যালয় এলাকাধীন জাম্বুরা পঞ্চায়েত এ একটি নতুন প্রাথমিক জে, বি, স্কুল খোলার পরিকল্পনা (আগামী শিক্ষাবর্ষে) আছে।

Admitted Starred Question No— 226

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য অল ত্রিপুরা রাবার ডিলার এশোসিয়েশন জানুয়ারী মাসে রাবার ক্রয় করা বন্ধ

করে রাখে ?

২। বন্ধ করে থাকলে তার কারণ কি ?

৩। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়ে ছিল।

উত্তর

১। ১৯৯৭ ইং সনের জানুয়ারী মাসে টি, এফ, ডি, পি, সি, হইতে রাবার বিক্রয় করার জন্য যে দরপত্র আহ্বান করা হয়, জানা যায় যে অল ত্রিপুরা রাবার ডিলার্স এশোসিয়েশন কোন দরপত্র না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ও বহিরাজ্যের রবার ডিলারদের দরপত্র দিতে বাধায় সৃষ্টি করে।

২। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয় কর সম্পর্কিত বিষয়ে মত পার্থক্যই এই পদক্ষেপের কারণ বলিয়া জানা যায়।

৩। টি, এফ, ডি, পি. সি,র বোর্ড এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার পর স্থির হয় যে এক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের স্থান অন্যত্র করা যাইতে পারে এবং অন্যান্য বাধার সৃষ্টি করিলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে।
তৎসঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে শুল্ক আধিকারিককে অনুরোধ করা হইবে যাহাতে উক্ত এশোসিয়শনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন।

Admitted Starred Question No— 250

Name of Member :— **Sri Ratan Lal Nath.**

Will the Hon'ble Ministcr-in-Charge of the Sch, Castes & O. B. C. Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরাতেও বিসি সম্প্রদাযের লোকেদের জন্য শিক্ষা, চাকুরী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রথা চালু করার কোন প্রস্তাব আছে কিনা ?	১। চাকুরীতে সংরক্ষণের প্রস্তাব আছে।
২। যদি থাকে তবে এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?	২। হঁা। হয়েছে।

Admitted Starred Question No 251

Name of the member :— Sri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes & O. B. C. Welfare Department be pleased to state

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে তফঃজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতির সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্লক সাব-কমিটির সুপারিশের প্রয়োজনীয়তা অনুন্নত জাতিগোষ্ঠির লোকদেব পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করছে ?	১। না।
২। তফঃজাতি অন্যান্য পশ্চাদপদজাতি এবং তফঃউপজাতিদের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য এ পদ্ধতি সরলীকরণের কোন চিন্তা-ধারা সরকারের আছে কি ?	২। না।

Admitted Starred Question No— 263

Name of Member :— Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Deparîment be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৯৩ইং সনের মে মাস থেকে ১৯৯৭ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমির পরিমান কত এবং আইনত ফেরত পাওয়ার যোগ্য পরিবারের সংখ্যা কত ?	১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No 264

Name of M. L. A :— Smt Kartik Kanya Dab Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য, এম, বি, বি. কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আরও ছাত্রবাস নির্মাণ করণ উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১। যেহেতু এম, বি, বি, কলেজের জন্য বর্তমানে দুইটি ছাত্রাবাস আছে, সেহেতু আরও নূতন কোন ছাত্রাবাস ঐ কলেজের জন্য নির্মাণের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই। তবে ছাত্রীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা মহিলা বিদ্যালয়ে যথারীতি চালু আছে।

Admitted Starred Question No— 266

Name of M L. A. :— Sri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। কাঞ্চনপুর ইংরাজী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের জন্য আরো শিক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে কি, এবং

২। না থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

১। এই বিদ্যালয়টিতে আরো শিক্ষক দেওয়ার কাজ চলছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No, 270

Name of Member : Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. castes & O. B. C. Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন্ কোন জনগোষ্ঠিকে ও, বি, সি-ভুক্ত বলে সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন, এবং

২। বর্তমানে ও,বি,সি-ভুক্ত জনগোষ্ঠির আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে ও, বি, সি-ভুক্ত যে ৪৪টি জনগোষ্ঠিকে সরকার ও, বি, সি, বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তার নাম নিম্নে দেওয়া হল :-

১। আচার্য্য,

২। বাদ্যকর, ঢুলি, নাগারচী,

৩। বৈষ্ণব।

৪। বারুই, বারুজীবী।

৫। বাউরী

৬। ভর, রাজভর।

৭। ভূমিজ, বুমিজ।

৮। বীণ্

৯। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী,

১০। বিন্দ।

১১। চৌহান,

১২। দোসাই, দোসাদ

১৩। গারু

১৪। গাবেরী
১৫। গোয়ালা, গোপ, যাদব, আহীর
১৬। হেলেদাস, হাল্লাদাস, হালুয়াসদাস,
১৭। ঝাল্লা,
১৮। কন্দ,
১৯। কপালী,
২০। কর্মকার, কোমার
২১। কৈবী,
২২। কুম্ভকার, কামার, রুদ্রপাল
২৩ কুরী,
২৪। কুর্মী,
২৫। লোহার,
২৬। মণিপুরী,
২৭। মারার,
২৮। মোদক,
২৯। নট, নট্ট,
৩০। নাপিত, শীল,
৩১। নায়েক,
৩২। নেপালী (লিম্বো, মাতোয়ালী, রাই),
৩৩। মুনিয়া, মুনিআ,
৩৪। পান,
৩৫। পানকি, পৈনাক,
৩৬। পাসী,
৩৭। রাই (ওড়িয়া),
৩৮। রেইলি,
৩৯। সূত্রধর,
৪০। তেলেঙ্গা,
৪১। তাঁতী, তাঁতী
৪২। তেলী, (ওড়িয়া)
৪৩। যোগী, যুগী, নাথ
৪৪ গিরি

১। হ্যাঁ। আছে।

Admitted Un-starred Question No. 299

Name of Member :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch, Castes & O. B. C Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। তফ্‌সিলী জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা ঋণ দেওয়া হয় কি না?	১। তফ্‌সিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তফ্‌সিলী জাতি উন্নয়ন নিগম থেকে ঋণ দেওয়া হয়।
ক) যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কত জনকে দেওয়া হয়েছে?	ক) ১৯৯৫-৯৬ ইং বর্ষে ২১ জন শিক্ষার্থীকে এবং ১৯৯৬-৯৭ ইং বর্ষে .০ জন শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে।
খ) রাজ্যের ভিতরে উচ্চ শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা	খ) রাজ্যের ভিতরে উচ্চ শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা

সরকারের আছে কিনা?	সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No, 302

Name of the Member :— Sri Sahid Choudhary.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state.

Question.	Answer.
১। রাজ্যে চলতি আর্থিক বছরে মেলাঘর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় আই, সি, ডি এস প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ,	১। চলতি আর্থিক বছরে মেলাঘর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পন নেই।
২। যদি থাকে তার সংখ্যা কত এবং	২। প্রশ্ন উঠেনা।
৩। কবে নাগদ এই কেন্দ্রগুলি চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?	৩। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Un-starred Question No, 305

Name of Member :— Shri Hasmai Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ধলাই জেলার অন্তর্গত শিকারী বাড়ী উপনগরে যে গ্রোথ সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছিল তাহা বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে,	১। হ্যাঁ, সত্য।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাহা পুনরায় চালু করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা, এবং	২। পুনরায় চালু করা হচ্ছে।
৩। উক্ত স্থানে গ্রোথ সেন্টারটি চালু করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তরের অফিস	৩। এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার অফিস, আমবাসা। সাবজোন্যাল ডেভেলপমেন্ট

ঘর নির্মাণ করে চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

অফিস, শিকারীবাড়ী ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসারের অফিস, শিকারীবাড়ী। বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস, আমবাসা এইগুলিকে খুব শীঘ্রই শিকারীবাড়ী গ্রোথ সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হবে এবং সেই জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া শিকারীবাড়ীর ডাক্‌বাংলা এবং শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে শীঘ্রই চালু করার চেষ্টা চলছে।

Admitted Starred Question No. 309

Name of M. L. A. :— Shri Madhab Ch. Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে পাকা ঘরের অভাবে বিজ্ঞান শাখা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না ? এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৭-৯৮ ইং শিক্ষাবর্ষ থেকে উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা (Physical Science) খোলার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। বিজ্ঞান শাখা খোলার জন্য প্রয়োজনীয় পাকা ঘর নির্মাণ করার জন্য পূর্ত বিভাগকে Plan এবং Estimate তৈরী করতে ইতি মধ্যেই অনুরোধ করা হয়েছে।

২ আগামী ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে উক্ত কলেজে বিজ্ঞান শাখার পাকা বাড়ীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান হওয়ার পরেই নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 324

Name of Member :— Sri Sudhir Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কমলপুর বিভাগের মরাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় গৃহটির ভাঙ্গা দরজা, জানালা ও ঘরটি

মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বর্ষে বিদ্যালয়টির সংস্কার করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Admitted Un-starred Question No. 325

Name of Member :— Shri Sudhir Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Science, Technology and Environment Department be pleased to state

প্রশ্ন	উত্তর
১। কমলপুর মহকুমার সাইকার বাড়ী হাইড্রো। ইলেকট্রিক প্রজেকটের কাজটি কবে পর্যন্ত আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়;	সাইকারবাড়ী হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্রজেকটির জন্য গত বছরের আগষ্ট মাসে রাষ্ট্রীয় পরিযোজনা নির্মাণ নিগমকে (RPNN) বরাত দেয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী আগামী আগষ্ট মাসে কাজ শেষ হবার কথা।
২। এই কাজ আরম্ভ করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ কি ?	২। RPNN জানিয়েছে যে, তারা ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং কিছু কিছু Civil Construction work-এ তারা হাত দিয়েছেন।

Admitted Un-starred Question No. 327

Name of Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কয়টি অভয়ারণ্য আছে।

২। এইগুলির উন্নয়নে বর্তমানে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

৩। তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে কি কি প্রকল্পে কাজ চলছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট চারটি অভয়ারণ্য আছে।

২। ক) সিপাহীজলা অভয়ারণ্য :—

১) ১৯৯৬ সনের বাগান সৃজন করা হয়েছে,

২। ১৯৯৭ সনের বাগানের অগ্রিম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। একটি জলাশয় নির্মাণ এবং একটি জলাশয় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৪। চিড়িয়াখানা সম্প্রসারণ ও চিড়িয়াখানার উন্নয়ন করা হচ্ছে।

৫। ইকো ডেভেলাপমেন্ট (প্রাকৃতিক ভারসাম্য বৃদ্ধি) র কাজ চলছে এবং

৬। ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস, এবং ট্যুরিষ্ট কটেজ ও অফিস গৃহ ইত্যাদির মেরামতি কাজ করা হচ্ছে।

খ) তৃষ্ণা অভয়ারণ্য :—

১। ১৯৯৫ সনের বাগানের পরিচর্যা করা হয়েছে।

২। ১৯৯৬ সনের বাগানের সৃজন ও পরিচর্যা করা হয়েছে।

৩। ১৯৯৭ সনের বাগানের অগ্রিম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। ১৯৯৬ সনের অঙ্গন বন প্রকল্প সৃজন করা হয়েছে।

৫। অভয়ারণ্যে অংশ গ্রহণ কারী বন সৃজন করা হয়েছে।

৬। পাঁচটি পাকা কূয়া খনন, একটি জলাশয় উন্নয়ন এবং অফিসগৃহ ও কর্মচারীদের সরকারী গৃহ উন্নয়ন করা হয়েছে।

এছাড়া রোয়াতে কাটাতারের বেড়া এবং দুইটি জলাশয় সম্প্রাসারণের কাজ চলছে।

৩ তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে নিম্নলিখিত প্রকল্পে কাজ চলছে :—

প্রকল্প নং ৮, প্রকল্প নং ১১, প্রকল্প নং ১৬ এবং সয়েল কনজারভেশন প্রকল্প ও সি, এস এস, প্রকল্পে ১৯৯৭ সনের বনসৃজন,

১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সনের মোট ৩০২'১৫ হেঃ বাগান পরিচর্যা, ৭ হেঃ—হ, অংশ গ্রহণকারী বাগান সৃজন, ১০০টি পরিবারের জন্য অঙ্গন বন, ৩,২০ ০০০ পলিব্যাগ চারা উৎপাদন ও ৮০০ সেগুন নার্সারী সৃজন এবং ১, ০২ ১০০টি পলিব্যাগ চারা পরিচর্যার কাজ চলছে। এবং প্রকল্প নং ১৩, প্রকল্প নং ১৪ ও ২৪০২ সয়েল কনজারভেশন এবং ২৪০৬- সি, এস, এস, প্রকল্পে :—

রেষ্ট হাউস প্রাঙ্গন, অফিস গৃহ ও কর্মচারীর সরকারী আবাস গৃহ এবং একটি জলাশয় উন্নয়ন ও পাঁচটি পাকা কূয়া খনন কাজ চলছে। এ ছাড়া কাঁটাতারের বেড়া দেবার কাজ চলছে।

Admitted Un-starred Question No. 345

Name of Member :— Sri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Ministcr-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়া আই, এস, অধীন মুঙ্গিয়াবাড়ী হাইস্কুলে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য পড়াশুনা ক্ষতি হচ্ছে ? এবং

২। যদি সত্য হয়, তবে তাহা প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। সত্য নহে।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 346

Name of M. L. A :- Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Science, Technology and Environment Deptt. be pleased to state.

Question :— What steps have been In taken to contain Pollution ?

Answer :— 1. All the Industries irrespective of type and catagory operating/being set up in the state are being brought under Consent Management of the Pollution Control Board to ensure strict adherence of standards specified under the Environment Protection and Pollution Control Acts, Rules and Notifications issued the reunder.

2. The work of the preparation of Zoning Atlas for Sitting of Industries to Zone and classify the Enviro..ment districtwise ; to indentfy locations for siting of industries and to Identify Industries suitable to the identified sites based on environmental consideration has been taken up for all the four districts of the State

3 Vehicular Smoke Emission Tests are being conducted on a regular basis to cheeck the emission levels of automobiles/vehicles operating in the State to ensure compliance of relevant provisions of the Motor Vehicle Act, 1998 and the central Motor Vehicles Rules, 1989 in respect of the automobile smoke emissions.

4. Close interaction between the Tripura State Pollution Control Board and the Agartala Municipal Council has been ensured to work out appropriate measures for effective Solid Waste Management of the Agartala Municipal Area

5. A full fledged Pollution Control Laboratory is being set

up for the TSPCB at Agartala here water, air soil samples will be analysed regularly.

6. Regular mass awaress campaing throughout the year are baing conducted by the Tripura State Pollution Control Board to general awarendss amongst the people towards protection of environment and abatement of Pollution.

7. Efforts are being taken to ensure prompt attention to public Complaints on pollution problems and to that effect a full fiedgedpublic Awareness and Assistance Centre (PAAC) is being established in the TSPCB.

Admitted Un-starred Question No 362

Name of M,L,A :— Sri Madhab Ch. Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার উদয়পুরের কাঁকড়াবনে যে বেসিক ট্রেনিং কলেজ আছে বর্তমানে তাতে শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে কি না ?

২। থাকলে প্রতি বৎসর কতজন শিক্ষক এই কলেজে ট্রেনিং দিয়ে থাকেন ? এবং

৩। এই কলেজটি দেখাশুনা করা ও রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। প্রতি বৎসর ১২৫ (একশত প'চিশ জন) শিক্ষকের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে।

৩। সার্বিক ভাবে কলেজটি বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকারের অধীন। স্থানীয় ভাবে অধ্যক্ষের উপর দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে।

Admitted Un-starred Question No 363

Name of M. L A. :— Sri Madhab Ch. Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

উত্তর

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ী বাড়ী নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে কিনা;

২। যদি হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৩। আগামী ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বৎসরে ঐ বিদ্যালয়ের কাজ কর্ম উক্ত স্থায়ী বাড়ীতে আরম্ভ করা যাবে কিনা ?

উত্তর

১। বিদ্যালয়টি চৌহদ্দির বাউণ্ডারীওয়াল নির্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হওয়ার পথে এবং স্থায়ী ঘর নির্মানের কাজ এই বৎসরের মে মাস নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

২। আগামী দুবছর সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করার প্রচেষ্টা চলছে।

৩। না।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-starred Question No. 48

Name of The Member :— Sri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch, Castes & O. B. C. Welfare Department be Pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্য সরকারের সার্ভে অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে ও,বি,সি-ভূক্ত জনসংখ্যা কত ?	১। রাজ্য সরকারের সার্ভে অনুযায়ী ত্রিপুরায় ওবিসি ভূক্ত জনগোষ্ঠির সংখ্যা প্রাথমিক ভাবে ৬,৭৪,৪৯২ জন বলে দেখা যায়।
২। ও,বি,সি জনগোষ্ঠীর কত শতাংশ সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত এর শ্রেণী বির্ভিক হিসাব কি ?	২। রাজ্য সরকারের সার্ভে অনুযায়ী ও বিসি ভূক্ত সরকারী কর্মচারী সংখ্যা (রাজ্য ও কেন্দ্র) প্রাথমিক ভাবে ১৮%শতাংশ দেখা যায়। শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব এখনো শেষ করা যায়নি।

Admitted Un-starred Question No 50

Asked by— Shri Ratimohan Jamatia

Will the Honble Minister-in-charge of the Tribal Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে কতটি মাধ্যামিক ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা কেন্দ্র আছে এবং কোথায়।

২। আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন মাধামিক দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। থাকিলে কোথায় কোথায় এবং না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে ৬৬ (ছেষট্টি) টি মাধ্যমিক এবং ৩১ (একত্রিশ) টি দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। (পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া গেল।

২। আগামী শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য নতুন কোনো পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার বিষয়টি বর্তমানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিবেচনাধীন নেই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।
কারণ ১৯৯৮ সালে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সাধারণত পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ও উপযুক্ত পরিকাঠামো ইত্যাদি বিষয়ের খবরাখবর নিয়ে নতুন কোনো পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার বিষয়টি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে বিবেচনা করার সুযোগ হয়।

Tripura Board of Secondary Education

Agartala Tripura

Madhyamik Examination—1997

1. Kadamtala.
2, Dharmanagar.
3, Bilthai,
4 Kanchanpur,
5, Pachanthal,
6, Dasda.
7, Kailasahar,
8, Fatikroy,
9, Kanchanbari,
10, Chailengta,
11, Kamalpur,
12, Halahali
13, Kulai,
14, Ambasha,
15, Udaipur,
23, Baikhora,
24, Jolaibari,
25, Sabroom,
26, Manu,
27, Ganda chara,
28. Khowai,
29, Kalyanpur,
30, Fcliamura
31, Jirania,
32, Jlampaijala,
33, Bishramgonj,
34, Bishalgarh,
35, Sonamura,
36, Melaghar,
37, Boxnagar,

16, Kakraba ,
17, Amarpur,
18, Ampinagar,
19, Nutanbazar,
20, Belonia,
21, Hrishymukh,
22, Bagafa,
38, Ishanpur,
39. Mohonpur,
40, Taltala,
41. Kathalia,
42. R.T.P. Boys,
43. Nutan nagar,
44. Amtali.
45. Abhoynagar,
46, Sukhamoy.
47, B, J. Girls,
48, S. D. Vidyaniketan,
49, B. J. Girls.
50. Shakicharan,
51, Ramnagar,
52, B, Girls,
53, U, K, Acadamy,
54, Pragati Vidya Bhawan,
55, M, T, Girls.
56, Prachya Barait,
57, Bordowali,
58, Pallimangal,
59, Dhaleswar,
60, Banividyapith,
61, Sishi Bihar,
62, R.K. Vidyamandhir,
63, M. G. M.
64, Resham bagan.
65. N, S, Vidyaniketar.
66. A, D, Nagar,

Tripura Boarn of Sceondary Education
Agartala, Tripura
Name of H S. (+2) Examination Centre -- 1997

1 Dharmanagar,
2. Kanchanpur,
3, Kailashahar,
4. Fatikroy,
5, Kamalpur,
6, Kulai,
7, Udaipur,
8, Belonia,
17, Sonamura.
18, U, K, Academy,
19, N, S, Vidyaniketan,
20, Bodhjung Boys,
21, Bordowali,
22, Prachya Bharati,
23, M, G, M. H. S. School,
24, S, D, Vidyaniketan,

9 Amarpur,
10, Sabroom,
11, Manu,
12, Baikhora,
13, Khowai,
14, Teliamura,
15, Melaghar,
16, Bishalgarh,
25, M, T, Girls,
26, Bani Vidypith,
27, Shishu Bihar,
28, B, K, Girls,
29, Bodhjung Girls,
30, Dhaleswar H/S.
31, Ramnagar H/S.

Admitted Un-starred Question No. 51

Name of M.L.A, —: Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon 'ble Minister—In-Charge of the Education Department be pleased to state :- -

Questions

১। চলতি শিক্ষাবর্ষে কয়েটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কয়টি উচ্চ-বুনিয়াদীবিদ্যালকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং কোথায় কোথায়। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত উন্নীত করা বিদ্যালয়গুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হয়েছে কি না ?

ANSWER

১ ৬টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৩১টি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ১৭টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে

বিদ্যালয় সমূহের তালিকা নিম্নরূপ

মহকুমা নাম	নিঃ বুঃ হইতে উঃ বুঃ	উঃ বুঃ হইতে উচ্চ মাধ্যমিক	উচ্চমাধ্যমিক হইতে উচ্চতর মাধ্যমিক।
১	২	৩	৪
সদর—	—	১টি	৩টি
বিশালগড় —	২টি	৫ ,,	১ ,,
সোনামুড়া—	—	৬ ,,	৪ ,,
খোয়াই—	১ ,,	২ ,,	১ ,,
উদয়পুর—	১ ,,	৪ ,,	১ ,,

অমরপুর—	--	—	—
বিলোনীয়া—	১ ,,	৬ ,	—
সাব্রুম—	—	২ ,,	—
ধর্ম্মনগর—	১ ,,	২ ,,	১ ,,
কৈলাশহর		—	—
কাঞ্চনপুর —		—	—
গণ্ডাছড়া—	–	—	—
কমলপুর--	—	৪ ,,	৩ ,,
খলাই —	—	—	—
	৬ টা	৩২ টি	১৭ টি

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করার কাজ চলছে।

Admitted Un-starred Qnesition No, 52

Name of M. L. A :— Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Edncation Department be pleased to state :

Questions

১। রাজ্যের উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় মোট নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত (বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য কতটিতে স্কুল ঘর আছে এবং কতটি স্কুল ঘর ভেঙ্গে পড়ে আছে। এবং

৩। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কতটিতে আসবাব পত্র আছে। কতটিতে নেই ?

ANSWER

১। মোট নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৭০ টি। মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১০৯, ৯৪৫ জন। (বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব সংকলিত হচ্ছে)

২। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের ১১৩৯ টিতে স্কুলঘর আছে। ১৩১ টিতে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন আছে।

৩। প্রতি বিদ্যালয়ে আর্থিক সংগতি অনুসারে আসবাব পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় আসবাব পত্রের অভাব রয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 55

Name of Member :— Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Depariment be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?
(এ ডি. সি. এলাকা সহ বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। সারা রাজ্য নিম্নবুনিয়াদী থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ।

ক) নিম্নবুনিয়াদী = ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫ শত ১৯ জন

খ) উচ্চবুনিয়াদী = ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৫ শত ৬৯ জন

গ) মাধ্যমিক = ১ লক্ষ ০৭ হাজার ৯ শত ৫৯ জন

ঘ) উচ্চতর মাধ্যমিক = ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪ শত ৮৫ জন

মোট = ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫ শত ৩৪ জন।

(বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহনীন)

Admitted Uu-starred Question No. 56

Name of M. L. A. :—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৮ ইং সনের ২৮শে, ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মোট কত টাকা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে বি. ডি, ও, বিভিন্ন মহকুমার এস. ডি, ও এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানের হাতে অব্যয়িত অবস্থায় পড়ে আছে, এবং

২। ঐ সমস্ত টাকা ব্যয় না করার কারণ কি ?

উত্তর

১৯৯৬ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের দেওয়া কোন অর্থ কোন বি. ডি ও., এস ডি. ও, এবং কোন দপ্তর প্রাধানের হাতে অব্যয়িত অবস্থায় পড়ে নেই। কারণ উক্ত সময়ে জেলা পরিষদ তাদের কোন অর্থ বরাদ্দ করেনি।

২। প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 65

Name of the member :— Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্য সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ড কর্তৃক কয়টি মহিলা সমিতি পরিচালিত হয়ে থাকে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত মহিলা সমিতি গুলির মধ্যে কয়টি উপজাতি মহিলা সমিতি আছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। মহিলা সমিতিগুলির কাজ কি কি ?

৫।

৪। মহিলা সমিতিগুলির মাধ্যমে চলতি আর্থিক বছরে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল, এবং।

৫। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং পর্যন্ত কত টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে।

উত্তর

১। ১২০টি।

ইহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল: -

পৌর এলাকা ২৬
জিরানিয়া ব্লক—১৭
মান্দাই ব্লক—৩
টাকারজলা—৭
ডুকলী — ৮
বিশালগড় ৮
মেলাগড়— ৩
মোহনপুর—১৫
খোয়াই— ২
তেলিয়ামুড়া—১১
ধর্মনগর— ২
কাঞ্চণপুর— ১
কুমারঘাট— ৬
সেলেমা— ১
মাতাবাড়ী— ৪
রাজনগর— ৩
অমরপুর— ২

১২০টি

২। উপজাতি মহিলা সমিতি মোট ১৬টি।

উক্ত মহিলা সমিতিগুলির ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে বর্ণিত হইল :—

পৌর এলাকা— ১
জিরানিয়া ব্লক— ৪
মান্দাই ব্লক— ২
টাকারজলা— ৪
মোহনপুর— ৩
খোয়াই— ১
কুমারঘাট— ১

১৬টি,

৩। মহিলা সমিতিগুলির কাজ নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১ মহিলা মণ্ডল।

২। শিশু রক্ষণাগার।

৩। শিশুদের পুষ্টিকর প্রকল্প।

৪। বয়স্ক মহিলাদেয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

৫। দুঃস্থ মহিলাদের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক প্রকল্প।

৬। শিশুদের সঙ্গীত, শিক্ষালয়।

৭। শিশুদের লাইব্রেরী।

৮। প্লে কেয়ার সেণ্টার।

৯। শিশুদের বালোয়ারী।

১০। অবকাশ কালীন শিবির।

১১। ওরিয়েনটেশান ট্রেনিং প্রোগ্রাম।

১২ ওয়ার্কিং ওমেন হোষ্টেল।

১৩। বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষাকেন্দ্র।

৪। মোট বরাদ্দ— ৩৪,৮৯,৪৮৯.০০

৫। মোট খরচ— ২০,৪৫,৬১১.০০

Admitted Un-starred Question No 66

Name of M. L. A :— Shri Sudhir Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes & O. B. C Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে ১৯৯৩ইং সাল হইতে ১৯৯৬ ইং সাল পর্যান্ত কতজন গরীব তফসিলী জাতির পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে, এবং	১। ১৯৯৩-৯৪ ইং সাল থেকে ১৯৯৫-৯৬ইং সাল পর্যান্ত মোট ১,১৬২ জন গরীব তফ: জাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ ইং সনে ২৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।
ক) রাজ্যে মোট কতজন তফসিলী জাতি ভুমিহীন পরিবার আছে ?	ক। রাজ্য সরকারের ১৯৯১-৯২ইং সনের সার্ভে অনুসারে রাজ্যে মোট ৪৬,৭৫৯টি ভুমিহীন পরিবার আছে
খ) পুনর্বাসনের জন্য কত টাকা দেওয়া হয় এবং কি কি খাতে,	খ) পুনর্বাসনের জন্য মোট ৬১,৫০০, টাকা ২/৩ কিস্তিতে করে প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া হয়। পুনর্বাসন প্রকল্পটি মোট ৬টি বিভাগে বিভক্ত।

নিম্নে-বিভাগ ভিত্তিক খাত গুলির নাম দেওয়া হল :—

১। কৃষিভিত্তিক পূনর্বাসন

প্রথমবর্ষ

ক) জমি পরিস্কার এবং উন্নয়ন খাতে — ৭৬৮০ টাকা

খ) বাসগৃহ নির্মাণের জন্য— ১৫,০০০ টাকা

মোট—২২৬৮০, টাকা

দ্বিতীয় বর্ষ

ক) জমি পরিস্কার এবং উন্নয়ন খাতে— ১৩২০. টাকা

খ) কৃষি সরঞ্জাম ও হালের বলদক্রয় বাবদ— ৬০০০ টাকা

গ) বীজ সার এবং ফলের গাছ ক্রয় করা বাবদ— ১৫০০ টাকা

মোট—৮৮২০ টাকা

সর্বমোট—৩১,৫০০, টা:

২। অ-কৃষিভিত্তিক পুনর্বাসন

প্রথমবর্ষ

ক) বাসগৃহ নির্মাণ বাবদ— ১৫,০০০ টাকা

খ) মাছ চাষের জন্য ক্ষুদ্র জলাশয় খনন এবং যে কোন ব্যবসা করার জন্য পুঁজি বাবদ— ৮,৩২০ টাকা

মোট— ২৩৩২০ টাকা

দ্বিতীয়বর্ষ

ক) মাছ চাষের জন্য ক্ষুদ্র জলাশয় খনন এবং যে কোন ব্যবসা করার জন্য পুঁজি বাবদ— ৩,৮৪০ টাকা

খ) দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়ের জন্য। ২,৫৬০ টাকা

গ) হাঁস/শূকর ক্রয় বাবদ— ১,৭৮০ টাকা

মোট— ৮,১৮০ টাকা

সর্বমোট— ৩০,৫০০ টাকা

৩। ফলের চাষের মাধ্যমে পূনর্বসন—

প্রথম বর্ষ

ক) বাসগৃহ নির্মাণ বাবদ— ১৫,০০০ টাকা

খ) কলা চাষ— ১,৯৮৪ টাকা

গ) নারিকেল চাষ— ১,৩৪৪ টাকা

ঘ) আনারস চাষ ১,৬৬৪ টাকা

ঙ) গোলমরিচ চাষ— ১,৬৬৪ টাকা

চ) কাজুবাদাম চাষ— ১,৩৪৪ টাকা

মোট— ২৩০০০ টাকা

দ্বিতীয় বর্ষ

ক) প্রথম বর্ষের বাগানের পরিচর্যা বাবদ— ১,৪৭২ টাকা

খ) হলুদচাষের জন্য— ১,৬৭২ টাকা

গ) আদা চাষের জন্য— ৯৬০ টাকা

ঘ) কলুকেসিয়া চাষের জন্য— ৯৬০ টাকা

ঙ) কাঠ আলু চাষের জন্য— ৭০৪ টাকা

মোট— ৫৫৬৮ টাকা

তৃতীয় বর্ষ

ক) প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের বাগান পরিচর্যা বাবদ— ২৯৩১ টাকা

মোট — ২৯৩১ টাকা

সর্বমোট — ৩ ৫০০ টাকা

২। পশুপালনের মাধ্যমে পুনর্বাসন:

প্রথম বর্ষ—

ক) বসত ঘর নির্মাণ বাবদ ১৫,০০০, টাঃ

খ) শুকর পালন বাবদ

অথবা

দুগ্ধবতী গাভীক্রয়ের জন্যে— ৮০০০ ,,

মোট — ২৩,০০০ টা

দ্বিতীয়বর্ষ

ক) ছাগল পালনের জন্য ৩৪৮০ টাঃ

খ) ছাগ গৃহ নির্মাণ বাবদ ১০০০, ,,

গ) হাঁস-মুরগী ক্রয় এবং ঘর নির্মাণ বাবদ ৪০২০, ,,

মোট — ৮৫০০ টাঃ

সর্বমোট — ৩১, ৫০০ টাঃ

৫। মৎস্যচাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন:

প্রথমবর্ষ—

ক) বসত গৃহনির্মাণ বাবদ ১৫,০০০ টাঃ

খ) ক্ষুদ্র বাঁধা নির্মাণ

অথবা

মাটি খনন করে জলাশয় নির্মাণ বাবদ ৮৩১০ টাঃ

মোট — ২৩ ৩১০ টাঃ

দ্বিতীয়বর্ষ—

ক) পূর্ববর্তী বৎসরের কাজ সম্পন্ন করা বাবদ ৫,৯৮০, টাঃ

খ) মাছের পোনা এবং সার ইত্যাদি ক্রয় করা বাবদ ২,২০০, টাঃ

মোট — ৮,১৮০, টাঃ

সর্বমোট — ৩১, ৫০০, টাঃ

৬ বয়লার মুরগী চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন—

প্রথমবর্ষ

ক) বয়লার মুরগীরঘর নির্মাণের জন্য ৩,০০০ টাঃ

খ) মুরগীর ছানাক্রয় বাবদ ৩,৬০০ টাঃ

গ) মুরগীর খাদ্যক্রয় বাবদ ৯,৯০০ টাঃ

মোট — ১৬,৫০০ টাঃ

দ্বিতীয়বর্ষ—

ক) বসত গৃহ নির্মাণ বাবদ— ১৫,০০০ টাঃ

মোট — ১৫০০০ টাঃ

সর্বমোট ৩১,৫০০ টাঃ

গ) বর্তমান দ্রব্যমূল্য এবং মুদ্রামান হ্রাসজনিত কারনে পুনর্বাসনের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কি?

গ) বর্তমানে রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্পে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নাই।

Admitted Un-starred Question No 67

Name of Members ;— Shri Sahid Chowdhury. &
Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ?

২ তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যান্ত মোট কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য দালানবাড়ী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র দেওয়ার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট ২০৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

২। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ৩৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দালানবাড়ী তৈরী হয়েছে। নীচে ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	নির্মিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১।	মোহনপুর	২০
২।	জিরানীয়া	১০
৩।	খোয়াই	১৪
৪।	তেমিয়ামুড়া	২০
৫।	বিশালগড়	১৯
৬।	মেলাঘর	১০
৭।	পানিসাগর	২০
৮।	কাঞ্চনপুর	২৫
৯।	কুমারঘাট	১১
১০।	সালেমা	৩৩
১১।	ছামনু	৩০
১২।	ডুম্বুরনগর	২৬
১৩।	মাতারবাড়ী	২০

১৪।	অমরপুর	৩৪
১৫।	রাজনগর	৩৭
১৬।	বগাফা	২০
১৭।	সাতচাঁন্দ	৭

সর্বমোট নির্মিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা—৩৬৭

৩। ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বরাদ্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আসবাব পত্রের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাত থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কিছু আসবাব পত্র সরবরাহ করার প্রস্তাবও আছে।

১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাত থেকে মোট ৩৬,৩০,০০০ টাকা প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির আসবাব পত্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No— 68

Asked by Sri Bhudeb Bhattacharjee, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত ১৯৯৩ইং হইতে ১৯৯৭ইং জানুয়ারী মাস পর্যান্ত রাজ্যে কয়টি উপজাতি জুমিয়া কলোনী স্থাপন করা হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)	১। গত ১৯৯৩ইং হইতে ১৯৯৭ ইং জানুয়ারী পর্যান্ত রাজ্যে সতেরটি উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত করা হয়েছে, যার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনীতে দেওয়া হল।
২। উক্ত কলোনীগুলিতে কতগুলি উপজাতি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে?	২। উক্ত প্রকল্পগুলিতে তিন হাজার সাতটি উপজাতি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং মোট চার কোটি সাতষট্টি লক্ষ একুশ হাজার তিন শত বিরাশি খরচ হয়েছে।
৩। সব কয়টি কলোনীর জন্য প্রয়োজনীয় সুপারভাইজার আছেন কি? না থাকিলে সুপারভাইজার নিয়োগের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?	৩। আছেন সুতরাং প্রশ্ন উঠে না।
৪। আগামী ১৯৯৭-৯৮ইং অর্থ বছরে আর	৪। হ্যাঁ, আছে।

কোন কলোনী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি এবং থাকলে কোন্ কোন্ বিভাগে তাহা করা হয়

বিভাগ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে।

Admitted Un-starred Question No. 69

Name of Member :— Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. Castes & O. B. C Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে এস. সি. কর্পোরেশন কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন এবং	১। ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে এস. সি. কর্পোরেশন থেকে তফসিলী জাতিভুক্ত জনগণকে পাওয়ার টিলার, জীপ গাড়ী ক্রয় অটোরিক্সা ক্রয়, রাইস মিল, পুকুর কাটা। মাছের চাষ, মাসরুম চাষ, আইসক্রীম কারখানা ক্ষুদ্র ব্যবসা, চর্মশিল্প এবং অন্যান্য যে কোনও লাভজনক প্রকল্পে ঋণদানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন।
২। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে কত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়েছেন, (ব্লক ভিত্তিক আলাদা আলাদা স্কীমের নাম ও হিসাব)	২। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ১৯৬ জন তফসিলী জাতিভুক্ত ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলির স্কীমভিত্তিক ও ব্লকভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

স্কীমের নাম	ব্লকের নাম	উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা
জীপ		
১। মেলাঘর	—	৮
২। মোহনপুর	—	৫
৩। বিশালগড়, ডুকলী ও টাকারজলা	—	৯
৪। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	—	১
৫। জিরানীয়া	—	৫
৬। তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ও তুলাশিখর	—	৮
৭। মাতারবাড়ী	—	৪
৮। রাজনগর, বগাফা ও বিলোনীয়া	—	৯
৯। অমরপুর	—	৩
১০। সাতচান্দ	—	৪
১১। গণ্ডাছড়া	—	১
১২। সালেমা	—	৫

১৩। ছামনু — ২
১৪। দশদা — ২
১৫। কুমারঘাট — ৩
১৬। কদমতলা — ১
১৭। পানিসাগর — ২

৭৩

স্কীমের নাম ব্লকের নাম উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা

পাওয়ার টিলার

১। বিশালগড়, ডুকলী ও টাকারজলা — ৭
২। তুলাশিখর, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া—১০
৩। মেলাঘর — ৫
৪। মোহনপুর, জিরানীয়া ও মান্দাই — ৬
৫ মাতাববাড়ী ও কিল্লা — ৫
৬। অমরপুর — ৪
৭। সাতচাঁন্দ ১
৮। বগাফা ও রাজনগর — ৭
৯। কমলপুর — ৪
১০। কুমারঘাট — ৪

স্কীমের নাম ব্লকের নাম উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা

ব্যবসা প্রকল্পে

১। খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া — ৪
২। মোহনপুর — ২
৩ সোনামুড়া — ১
১১। পানিসাগর — ১

৫৪

অটোরিক্সা

১। খোয়াই, তেলিয়ামুড়া ও তুলাশিখর— ৮
১। জিরানীয়া — ২
৩। বিশালগড়, ডুকলী ও জম্পুইজলা — ১৩
৪। মোহনপুর — ৬
৫। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি — ৬
৬। মেলাঘর — ১
৭। বগাফা — ১
৮। কিল্লা ও মাতারবাড়ী —১০
৯। অমরপুর — ১
১০। পানিসাগর, ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত—১
১১। কুমারঘাট — ১
১২। সালেমা ১
১৩। সাঁতচাঁন্দ - ২
১৪ ছামনু ২

৫৭

৪। ডুকলী ১
৫। বিশালগড় — ১
৬। মাতারবাড়ী — ১
৭। গণ্ডাছড়া — ১
৮। কুমারঘাট — ১

১২

Admitted Un-starred Question No :— 73

Name of Mamber : - Moakhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে বনমহোৎব কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার রাজ্যে কত বৃক্ষ চারা রোপন করেছেন ?

২। বর্তমান আর্থিক বছরে বর্তমান সময় পর্যন্ত সামাজিক বনায়ন কর্মসুচীর মাধ্যমে রাজ্যের কত সংখ্যক বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং বন দপ্তর কত হেক্টর জমিতে নিজস্ব বাগান গড়ে তুলেছেন?

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বনদপ্তরের নিজস্ব বাগান গড়ে তোলার লক্ষ্য মাত্রা কত?

উত্তর

Name of the Minister-in-Charge of Forest Department:—

Shri Faizur Rahaman.

১। ১৯৯৬ ইং সনের বনমহোৎসব কর্মসুচীর মাধ্যমে ৩৫,০১৪৯০ টি বৃক্ষ চারা বন বিভাগ থেকে লাগানো হয়েছে।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে বনবিভাগের বিভিন্ন স্কীমের আওতায় সর্ব মোট ৩৯৬৯ হেঃ জায়গায় বনায়ন করা হয়েছে:-

সামাজিক বনায়ণ প্রকল্প

বন ভূমি সহ সরকারী জমিতে	—	৪০৮ হেঃ
অঙ্গন বন প্রকল্পে ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের (১২০০ পরিবার) জোত জমিতে		৪৮০ হেঃ
		৮৮৮ হেঃ
খ) অন্যান্য বনায়ণ প্রকল্পে	-	৩০৮১ হেঃ
	সর্ব্ব মোট	৩৯৬৯ হেঃ

এইরূপ বনায়ণের ব্লক ভিত্তিক হিসাব বনবিভাগে সংগ্রহাধীন।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বনদপ্তরের নিজস্ব বাগান গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ৫০০০ হেঃ।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

SATURDAY, THE 22ND MARCH, 1997.

The House met in the Assembly House, Agartala at 11 A. M. the 22nd March, 1997.

PRESENT.

Sri Jitendra Sarkar Speaker in the Chair. The Dy. Chief Minister, the D . Speaker, 12 Ministers and 34 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নৈতিকতা ও মানবিকতার প্রশ্নে এবং বিবেকের দংশনে দংশিত হয়ে দুটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি কোন রুলসের মধ্যে যেতে চাই না। আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ওনাদেরকে বললে ওনারা চিৎকার শুরু করবেন, তাই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে স্যন্দন পত্রিকায় বেরিয়েছে "শিশু সন্তানের জন্য খাবার যোগার করতে না পারার জ্বালায় আত্মহত্যা।" এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর একটা বেরিয়েছে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর উনি দীর্ঘ দিন যাবত এটা চালিয়ে যাচ্ছেন "চিনি কেলেংকারী ধামাচাপা দিতে খাদ্য দপ্তরের জোর প্রয়াস, কয়েক কোটি টাকার এখানে নয় ছয় হয়েছে।" স্যার, আমি চাই, আপনি মাননীয় মন্ত্রীদের নির্দেশ দিন এই দুটি বিষয়ে যেন হাউসে, হাউস চলাকালীন অবস্থায় আমরা জানতে পারি প্রকৃত তথ্যটা কি? সত্যিই কি খাবার অভাবে আত্মহত্যা করেছে কারণ আমরা এখানে বড় বড় বুলি শুনি যে, এখন খাবারের কোন অভাব নেই। না খেয়ে লোক মারা যায় না। খাবার অভাবে জোট আমলে অনেক লোক মারা যেত। কাজেই স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এই দুটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন। আর যদি এ খবর অসত্য হয় তাহলে মন্ত্রীদের বা এই প্রশাসনকে এই সংবাদ দাতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমি একপক্ষে বক্তব্য রাখতে চাই না, যদি সংবাদদাতা অসত্য সংবাদ দিয়ে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। নতুবা এই যে কোটি কোটি টাকার নয় ছয় হল চিনি কেলেংকারীতে এই ব্যাপারে একটা ষ্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য আপনি নির্দেশ দিন। স্যার, এই দুটি

ব্যাপারে ষ্টেটমেন্ট এই হাউসে আমরা শুনতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। আমি এইটুকু বলতে চাই এখানে আমাদের যে রুলস অফ্ প্রসিডিউর আছে তার নিয়মের মধ্যে যদিও এটা আসেনি। তবু আমি বলছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের আমি অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুটি ষ্টেটমেন্ট করে দেবেন। মাননীয় সদস্য **শ্রীঅমল মল্লিক।**

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার– ২৩৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৩।

প্রশ্ন :—

১। সম্প্রতি আগরতলায় বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের অনশন আন্দোলনের কারণ কি ছিল?

২। রাজ্য সরকারের কি কি প্রতিশ্রুতির ফলে অনশন আন্দোলন সাময়িক কালের জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়?

উত্তর :—

১। নিম্নলিখিত দাবীর ভিত্তিতে বেকার ইঞ্জিনীয়াররা অনশন আন্দোলনে বসেছিল :—

১) পূর্ত, বিদ্যুৎ, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর সমূহে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারের শূন্য পদগুলো অতিসত্ত্বর পূরণ করা।

২) বিভিন্ন দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের সংরক্ষিত শূন্য পদসমূহে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে উক্ত পদগুলো সংরক্ষণমুক্ত করা,

৩) এডহক্ কিংবা স্থির বেতনে জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের নিযুক্তি প্রদান।

৪) নিয়মিত ভিত্তিতে নিযুক্তি সাপেক্ষে বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ হিসাবে যুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ,

৫) পূর্ত্ত ও গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি দপ্তর সমূহের সম্প্রসারণ ও নূতন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা,

৬) রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাসমূহে নিযুক্তি সংক্রান্ত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ত্রিপুরায় এই কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা,

৭) ত্রিপুরার ইঞ্জিনীয়ারদের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থায় সুবিধাজনক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ,

৮) ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করা,

২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

নিম্নে বর্ণিত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অনশন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল :—

১। কিছু সংখ্যক বেকার ইঞ্জিনীয়ারকে স্থির বেতনের চাকুরী দেওয়া হবে বলে সরকার থেকে

২। চাকুরী দেওয়ার আগে দপ্তর কর্তৃক একটি ইন্টারভিউ বোর্ডের মাধ্যমে চাকুরী প্রাপক নির্বাচন করা হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) : নাম্বার (৩) যারা স্থির বেতনে চাকুরী পাবেন পরবর্তী সময় যথারীতি "ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের" মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত হয়ে আসলে চাকুরী নিয়মিত হবে এবং স্থির বেতনের পদগুলো বাতিল হয়ে যাবে, যেহেতু জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের পদগুলো ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস রুলের ১৯৮৭ এর অন্তর্গত।

প্রশ্ন-(৩) : সরকারী প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে বর্তমান রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কি ধরণের কার্য্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন এবং কবে নাগাদ প্রতিশ্রুতি রূপায়ণ সম্পূর্ণ হবে ?

উত্তর :—এই সম্পর্কে বিগত ১৩ জানুয়ারী রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে পূর্ত দপ্তরের জন্য ২৬৬টি স্থির বেতনের জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের পদ সৃষ্টি ও এস, টি শূন্যপদের ৫০ শতাংশ পদকে সংরক্ষণমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিদ্যুৎ দপ্তরের ৬.৩.৯৭ তারিখে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬৪ সংখ্যক জে, ই, (ইলেক্‌ট্রিক্যাল) ও ৩টি পদ জে, ই, (ইলেকট্রনিক্‌স্)—এর স্থির বেতনের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উপরোক্ত পদগুলোর মধ্যে ৫০ শতাংশ পদ ইউ, আর, প্রার্থীদের জন্য রাখারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পূর্ত দপ্তরে এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে জে, ই. এর কিছু পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন কোন্ স্কীমে কতজন বেকার আছেন এবং কোন স্কীমে কতজনকে নেওয়া হবে ? আর যে বোর্ড গঠনের কথা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই বোর্ড অতি সত্বর গঠন করা হবে কি না ? বা বোর্ড গঠন করা হয়েছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, বোর্ড এখনো গঠন করা হয়নি। আর কোন্ স্কীমে কতজন বেকার আছেন এবং কতজনকে নেওয়া হবে এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে আমরা মার্চ মাসের মধ্যে নেব এবং আমরা সাব্‌সিকুয়েন্টলি ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে কিছু পদ সৃষ্টি করেছি। এখন বোর্ড গঠন করা হলে পরে এই পদগুলিতে লোক নেওয়া হবে।

এখানে পূর্ত দপ্তরে সিভিল বিভাগে

ডিগ্রি :	এস, টি,—	২৬ টি	ডিপ্লোমা :—	এস, টি—	২৬ টি
	এস, সি,—	২৬ টি		এস, সি—	২৬ টি
	ইউ, আর —	৫৩ টি		ইউ, আর—	৫৩ টি
মোট —		১০৫ টি।	মোট—		১০৫ টি।

সর্বমোট—২১০ টি। আর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে—

ডিগ্রি :—	ইউ, আর—	৪১	ডিপ্লোমা —	ইউ আর—	৪১ টি
	এস, টি—	২৫		এস, টি—	২৫ টি
	এস, সি —	১৩		এস, সি—	১৩ টি

পি, এইচ—	১	পি, এইচ—	১ টি
একস্ সার্ভিসম্যান—	১	একস্ সার্ভিসম্যান—	১ টি।

তার ম্যাকানিক্যালে কোন পোষ্ট নেই। খুব সামান্য পূর্ত দপ্তরে দুই একটি আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে-তথ্য দিলেন তাতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদের পদের সংখ্যা খুব নগণ্য। অথচ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী এবং ইঞ্জিনীয়ারদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সময় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়াদের কথা বলা হয়েছিল। কাজেই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়াদের জন্য আরো নতুন পদ সৃষ্টি করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার আমাদের এখানে যেহেতু কল-কারখানা খুবই কম সেহেতু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়াদের জন্য গভর্ণমেন্ট সেক্টরে স্কোপ খুবই কম।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য **শ্রীরতনলাল নাথ।**

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) **:** - মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৫।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলাসহ রাজ্যের অন্যান্য নগর পঞ্চায়েত সমূহে নগরবাসীরা পরিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সমস্যায় ভুগছেন ?

২। ইহাও কি সত্য যে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিবর্তে আয়রণযুক্ত জলের সঙ্গে কেঁচো, পোকা-কাঁকড় প্রায়শই নগরবাসীদের সরবরাহ করা হচ্ছে ?

৩। এই ব্যাপারে কোন তদন্ত করা হয়েছে কিনা ?

৪। তদন্ত না হলে এর কারণ কি, এবং

৫। পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং সেটা কবে কার্য্যকরী হবে ?

উত্তর :—

১। পানীয় জলের চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়াতে আগরতলাসহ রাজ্যের অন্যান্য নগর পঞ্চায়েতে পানীয় জলের সমস্যা আছে।

২। ত্রিপুরার প্রায় অবস্থানেই ভূ-গর্ভস্থ জলে আয়রণ আছে। তাই যেসব স্থানে ডিপ টিউবওয়েল হইতে জল সরবরাহ করা হয় সেসব স্থানে জলে আয়রণ থাকে। কিন্তু ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হইতে সরবরাহ করার প্রশ্ন উঠে না।

৩। এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে, তা তদন্ত করা হবে।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নও আসে না।

৫। আগরতলা শহরে অধিক পরিমাণ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য কলেজটিলায় দৈনিক ১৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন আরও একটি নতুন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। ইহা ছাড়া বাধারঘাটে দৈনিক ৪০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর কাজ আগামী আর্থিক বছরে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

উদয়পুর, সোনামুড়া ও ধর্মনগরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর কাজ চলছে। উদয়পুর ও সোনামুড়া ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট শীঘ্রই চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং উদয়পুরে দৈনিক ১৩ লক্ষ গ্যালন ও সোনামুড়ায় দৈনিক ১০ লক্ষ গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা যাবে। ধর্মনগর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে এবং উহা চালু হইলে ধর্মনগর শহরে দৈনিক ১৫ গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইহা ছাড়া কৈলাশহর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক ১০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন) এর জন্য দরপত্র পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

কমলপুরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার জন্য ডিটেইলড প্রজেকট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্প্রতি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইয়াছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

এইভাবে পর্য্যাক্রমে অন্যান্য নগর পঞ্চায়েতে আরও বেশী পরিমাণ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

এই সব কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই সব জায়গায় একই সাথে কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে এই সব কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, আয়রণযুক্ত জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কেঁচো, পোকা-কাঁকড় এগুলি আসছে না। আমরা আগরতলা পুরবাসী যারা আছি বা বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় বহুদিন ধরে দেখছি সচিত্র সংবাদ কেঁচো, পোকা-কাঁকড় এগুলি দিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ বেরিয়েছে যে, জলের সাথে এসব কেঁচো পোকা-কাঁকড় বেরিয়ে আসছে। এবং চিঠি পত্রের কলামেও⋯ ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সাপ্লিমেন্টারী বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, আইরণ যুক্ত জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কেঁচো, পোকা কাকড় আসছে আমাদের পৌরসভা এবং বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতের পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে এবং এই ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি সচিত্র সহকারে। এবং চিঠি পত্রের কলমেও সেখানে দেখা গেছে যে সরকারকে দোষারোপ করে সেখানে লেখা হচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকার কোন তদন্ত করে দেখছেন কিনা, এবং তদন্ত করা না হলে অতি সত্বর সেটি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগরতলা জল সরবরাহ প্রকল্প থেকে

জল সরবরাহের গুনমান সন্দেহ করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই সমস্ত অভিযোগের কোন সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। শ্রী ডি কে বিশ্বাস নামে জনৈক নাগরিকের আবেদনের ভিত্তিতে আগরতলা শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পের জল সরবরাহকৃত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মাননীয় গোহাটি হাইকোর্টের আগরতলা শাখায় তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে। বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর সেই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন মাননীয় আদালতের কাছে। উক্ত রিপোর্ট বর্তমানে মাননীয় আদালতের বিচারাধীন। এই রিপোর্ট সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট এখনো জানা যায়।

হাওড়া নদী থেকে পানীয় জল পরিশোধন করার জন্য ১৫ লক্ষ গ্যালন সম্পন্ন একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়, চাহিদা অনুসারে এই ট্রিটমেন্টের জল সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় গভীর নলকূপ সেখানে খনন করা হয়। এবং ২৮টি নলকূপ থেকে জল সরবরাহ করা হয়। আগরতলা শহর ব্যাতিত অন ন্য নগর পঞ্চায়েতগুলিতেও গভীর নলকূপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তবে গভীর নলকূপের মাধ্যমে জল সরবরাহ যথেষ্ট নয় বলে স্ট্রীট হাইজীনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। গভীর নলকূপের মাধ্যমে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে জলের আইরণ সম্পূর্ণভাবে পরীষ্কার করা যায় না বা সম্ভব নয়। এই সমস্ত সমস্যা দূরীকরণের জন্য আগরতলাস্থিত কলেজ টিলায় ১৫ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানের কাজ সেখানে চলছে। এই প্রকল্পটি ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। তাছাড়া বাধারঘাটে দৈনিক ৪০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন আর সার্ভিস ওয়াটার ট্রিটমেন্টের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর আগরতলা বাধারঘাটে এবং আগরতলা-কাটাখাল পর্য্যন্ত সার্ভিস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট থেকে জল সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করেছেন। কিন্তু রাজ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগ করা হয়েছিল। আমার কাছে আপ্ন দুইটি অভিযোগের কথা আছে। সেখানে উল্লেখ আছে সেই থেকে একটি রেফারেন্সের কথা বলছি— এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে — যে সমস্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে সরকারকে অবমাননা করে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দুই, —ওয়াটার সাপ্লাইয়ের বিভিন্ন সময় যে জল আসে, সেখানে জল আসতে আসতে আইরণ জমে পাইপ ফেটে যায়। যার ফলে সেই সমস্ত জলের সঙ্গে পোকা মাকড়, কাকড় আসছে সেই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং ১নং এম. এল. এ হোস্টেলে যে জল সরবরাহ করা হয় সেখানে জলগুলি কি ডিপ টিউবওয়েলের না ট্রিট্রমেন্ট ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ?

আমরা দেখছি আয়রণ জমে জমে পাইপগুলি ফেটে যাচ্ছে। কাজেই এই অবস্থায়, ১ নং এম এল এ হোষ্টেল এবং পৌর এলাকায় যেখানে এই রকম পাইপ ফেটে গেছে সেগুলি পরিবর্তন করে, পরিশোধিত জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার রিপ্লাইতেই বলার চেষ্টা করেছি, এ ধরণের খবর পত্র-পত্রিকায় দেখে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, সরবরাহকৃত জলে কোথাও পোকা মাকড় পাওয়া যায়নি। তারপরেও বিচার চলছে। সাব-জুডিশিয়ারীর প্রশ্ন। আর পাইপ যেখানে ফেটে গেছে সেখানে পাল্টানো হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কোন জায়গার কথা বলেন, তাহলে, আমরা সেটা নিশ্চয়ই দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এম. এল. এ হোষ্টেলটি দেখবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩০৩।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৩০৩।

প্রশ্ন : —

১। ইহা কি সত্য যে লংতরাইভ্যালী মহকুমার অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ ধূমাছড়া গাঁও পঞ্চায়েত, করাতিছড়া, ইত্যাদি দূর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে খুঁটি বসানোর কাজ ৭/৮ বছর আগে শেষ করা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণ করে বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই?

২। যদি সত্য হয়, তবে তাহার কারণ, এবং

৩। উক্ত এলাকায় কবে নাগাদ বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করে বিদ্যুতের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সুব্যবস্থা করা হবে?

উত্তর :—

১। হ্যাঁ, এটা সত্য।

২। সাধারণতঃ লাইন সম্প্রসারণ হলেও তার মধ্যে বিদ্যুতায়ন করা হয়নি। তার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে সার্ভিস কানেকসনের জন্য দরখাস্ত চাওয়া হয়। যথেষ্ট সংখ্যক আবেদন জমা না পড়লে খুঁটি বসান হয়ে গেলেও লাইন চালু করা যায় নি।

৩। ৭/৮ বৎসর আগে তৈরী অব্যবহৃত লাইনগুলি নূতনভাবে করার প্রয়োজন হয়েছে। অর্থের সংস্থান হলেই এই কাজ হাতে দেওয়া হইবে।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— লংতরাইভ্যালি মহকুমার ধূমাছড়া এবং অন্যান্য গাঁও সভা, করাতীছড়ায় বহুদিন খুঁটি লাগান হয়েছে। এলাকার জনসাধারণ দপ্তরে দরখাস্ত দেওয়া সত্বেও এখন পর্য্যন্ত লাইন দেওয়া হয়নি।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— তারপর শিকারীবাড়ীতে কনষ্ট্রাকশান হয়েছিল, খুঁটিও লাগানো হয়েছিল। জনসাধারণ বাতি জ্বালানোর জন্য এপ্লিকেশান দিয়েছিল আজকে ২/৩ বছর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ব্যাপারে দপ্তরের কর্মকর্তাগণ কোন উদ্যোগ নেননি। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ নেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার মাননীয় সদস্য মহোদয় যে সব জায়গার নাম বলেছেন সেগুলি বিদ্যুৎ বিভাগের সাবডিভিশানের মধ্যে আছে। সেগুলি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যদি এই ধরণের লাইন থাকে, দরখাস্ত থাকে তাহলে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য দপ্তরের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পশ্চিমবঙ্গে এখন বিদ্যুৎ বাড়তি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ এখন দিল্লীতে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করব পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ ত্রিপুরায় নিয়ে আসার জন্য কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা এবং নিয়ে থাকলে তার ফলাফল কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিকই যে পশ্চিমবঙ্গে এখন যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এবং বেশ কয়েক বছর ধরেই হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ এখন অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দিল্লীতেও যায় এবং বাংলা দেশেও তারা বিদ্যুৎ দেবার চেষ্টা করছেন। আমরা পূজোর সময়ে এবং প্রয়োজনের সময়ে ইষ্টার্ণ গ্রীড থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ আনার চেষ্টা করছি। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে আসামের মধ্যে দিয়ে আনতে হয়। আসামে কোন ন্যাশিনাল গ্রীড তৈরী হয়নি। এ ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রের সঙ্গেও আলোচনা করেছি এবং ন্যাশনাল গ্রীডের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই লাইনে ইষ্টার্ণ গ্রীডের সঙ্গে এই অঞ্চলকে যুক্ত করার জন্য একটা লাইন করবেন এবং এর জন্য তারা অলরেডি টেণ্ডারও কল করেছেন। লেটেষ্ট খবর হচ্ছে তারা সে কাজে হাত দিয়েছেন।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালি) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গণ্ডাছড়া থকে তুইচাকমা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকারের আমলে সেই লাইন থেকে তার চুরি করে নিয়ে যায়। তারপর থেকে এখন পযান্ত সেখানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে না। গণ্ডাছড়া থেকে পশ্চরতন এবং পশ্চরতন থেকে তুইচাকমা, তুইচাকমা থেকে রতননগর পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইনের জন্য পরিকল্পনা ছিল, সেগুলি এখনও বন্ধ রয়েছে। সেগুলিকে পুনরায় চালু করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এ ব্যাপারটা শুধু গণ্ডাছড়া এবং রতননগরের বিষয় না ; সারা রাজ্যে এই ধরণের অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে লাইন টানা হয়েছিল তার চুরি করে নেওয়া হয়েছে, যা শুধু খুঁটি বসিয়ে রাখা হয়েছে তার মধ্যে লাইন টানা হয়নি এই ধরণের ব্যাপার অনেক আছে। আমরা এখন খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি কোথায় কতটা আছে এবং আমার কাছে এখন পর্য্যন্ত যে হিসাব তাতে দেখা যাচ্ছে সারা রাজ্যে এস. টি লাইন এটা করার জন্য বিভিন্ন সাবডিভিশানে ৫৫৭·৬৫ কি. মি. আছে, সেখানে খুঁটি আছে কিন্তু কোন তার নেই, বা বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়নি এস. টি লাইন ৪৬১·২৫ কি. মি.। এস টি এবং এল. টি মিলিয়ে ১ হাজার কি. মি. র উপর আছে যেখানে খুঁটি বসানো হয়েছে ইলেকশানের কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়নি। এস টি, এল. টি লাইন যেখানে খুঁটি নিয়ে গেছে, বা তার চুরি করেছে—তার

মধ্যে এস টি হলো ৩৪৫'৬৫ কি. মি. এবং এল. টি হলো ২৪৮'২৫ কি. মি. সারা রাজ্যে। প্রায় ১৭০০ কি. মি. এরকম অবস্থায় আছে যার মধ্যে কোন খুঁটি বসানো আছে তার সংযোগ করা হয়নি বা তার চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন পর্য্যন্ত আমার কাছে যে হিসাব সেটা করতে গেলে ১০/১৫ কোটি টাকার মত লাগবে। টাকার সংস্থানের জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে, রুর‍্যাল ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা ধার করে এটা আমাদের করতে হয়। যদি আরও অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই করা হবে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) **:**—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধলাই জেলায় বিদ্যুৎ দপ্তরের যে হিসাব সেই হিসাব অনুযায়ী ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগে। কিন্তু আমাদের গণ্ডাছড়া এলাকায় মাত্র আধা মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগে কিন্তু সেটাও ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কিছু জানা আছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:**—স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পত্র-পত্রিকায় দেখেছি লোকটাক থেকে আমরা যে বিদ্যুৎ নিচ্ছি তাদের কোন টাকা পাওনা আছে কিনা এবং যদি পাওনা থাকে তাহলে কত টাকা বাকী এবং কত তারিখ থেকে ? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:**—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের টাকা আমাদের নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওনের মধ্যে একমাত্র আমাদের রাজ্যেই কোন বকেয়া পাওনা নেই। যেটা কারেন্ট সেটা আছে এবং বছরের শেষে সেটা আমরা দিয়ে দিই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বছরের কত টাকা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:**—এই বছরের কত টাকা এই তথ্য এখন আমার হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) **:**—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৮।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:**—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৮।

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে উদয়পুরের উত্তর মহারাণী ও হোলাক্ষেত গাঁও-সভার পাউড়ামুড়া গ্রামে সেচ প্রকল্পে ডিপটিউবওয়েল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

২। সত্য হয়ে থাকলে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :—

১। না, এইরূপ কোন পরিকল্পনা ছিল না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল যে দুটি এলাকার মধ্যে ডিপটিউবওয়েল করার কথা ছিল দপ্তর সেই দুইটি এলাকায় ডিপটিউবওয়েল করার জন্য সার্ভে করেছেন এই খবর আমার কাছে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই খবর জানেন কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—স্যার, ওখানে হয়তো সার্ভে একটা হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁরা সার্ভে করার পর সেখানে মাটির নীচে জল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই এই ধরনের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি যা করা হবে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিলেন, দপ্তর যদি এইরকম ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, আমার ত করার কিছু নাই। উত্তর মহারাণী তার পাশেই একটি ডিপ-টিউবওয়েল ইরিগেশানের জন্য রয়েছে এবং তার মাটির তলায় জল নেই দপ্তরের দেওয়া তথ্য এটা ঠিক না। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করতে চাই, উর্দ্ধে মহারাণী এবং পাওরামুড়া প্রায় ১ হাজার হেক্টর জমি হবে। এখানে সবুজ ক্ষেত, এলাকার লোকরা করছে এবং সেখানে জল উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি ইঞ্জিনীয়ারদের সংগে। দপ্তরের প্ল্যানের আওতায় আছে এটা করার জন্য। এখানে উল্লেখ করতে চাই মাতাবাড়ী ব্লকে ১৯৯৫-৯৬ সনে দপ্তর যে ডিপ-টিউবওয়েল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে ৫টি ডিপ-টিউবওয়েল করার সিদ্ধান্ত আছে। তার মধ্যেও অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী খতিয়ে দেখবেন কিনা ? আমতলী একটি ডিপ-টিউবওয়েল করে ইরিগেশান করার কথা সিদ্ধান্ত আছে দপ্তরের। লিফ্‌ট ইরিগেশান করে, গোমতী তার পাশে লিফট ইরিগেশান করে অনেক কম খরচে সেখানে মানুষের চাষের সুযোগ দেওয়া যায়, জল দেওয়া যায়, এইখানে দপ্তরের মধ্যে প্ল্যান আছে। আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রীকে এই প্রতিশ্রুতি অন্ততঃ দেবেন কিনা এই দুইটি সব্জী এলাকায় কৃষকদের উপকারের জন্য এই দুইটি এলাকায় ডিপ-টিউবওয়েল করবেন কিনা ইরিগেশানের জন্য ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—স্যার, যেহেতু এখানে ১৯৯৫-৯৬ এ ডিপ-টিউবওয়েল করার কোন পরিকল্পনা ছিলনা এবং সারা ত্রিপুরাতে এই ধরণের কিছু কিছু জায়গায় সার্ভে করা হয়ে থাকে। এই সার্ভেতে বলা হচ্ছে সেখানে নীচে জল পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সেখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন সেই জায়গায় প্রায়রিটি দিয়ে সেটা করা যায় কিনা সেটা আমরা দেখব এবং সেখানে আমরা কিছু স্কীম নিতে পারি কিনা দেখব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিলেন, এটা অত্যন্ত অবাস্তব তথ্য। যদি কোন অফিসার দিয়ে থাকেন তাহলে মাননীয় মন্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই এইটা করেছেন। কারণ বিগত দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমার এলাকা বিশেষ করে বগাবাসা এবং করুইমুড়াতে তখনও এইখানে তথ্য দেওয়া হয়েছিল মাটির নীচে জল নাই বলে, কিন্তু জোটের আমলে যখন চাপ দেওয়া হল সেখানে সেই বগাবাসা, করুইমুড়াতে

এখন ডিপ-টিউবওয়েল ইরিগেশানের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং সেচ দিয়ে চাষ করার ব্যবস্থা এই দুটোই হয়েছে। এখন যেটা বলেছেন অত্যন্ত দুঃখজনক যে উত্তর মহারাণীতে জল পাওয়া যায়না, এটা কোন মানুষ বিশ্বাস করবে না। কারণ এইসব জায়গায় যদি জল পাওয়া না যায় তাহলে সারা ত্রিপুরাতে জল পাওয়া যাবে না। এটা তদন্ত করে কেন কে রিপোর্ট দিল সেগুলি খতিয়ে দেখবেন কিনা তাতে কেবলমাত্র আপনার দুর্নাম নয়, দপ্তরেরও দুর্নাম। সেটাকে যাচাই করে তার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—স্যার, এটা ত বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। যারা সার্ভে করেন, তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী এটা বলা হচ্ছে। এখন তারা যদি বলেন, সেটা ত আমি আর কিছু বলতে পারি না। কাজেই এখানে নির্দিষ্ট দুইটি জায়গার নাম এসেছে, এটার অর্থ এটা নাও হতে পারে যে এনটায়ার উত্তর মহারাণীতে মাটির নীচে জল পাওয়া যাবে না। সেই কথা ত না। নির্দিষ্ট দুইটি জায়গার নাম এসেছে। একটা পাওড়ামুড়া, আর একটা গোলাক্ষেত এগুলি জায়গায় করা হবে কিনা, তখনই এটা সার্ভে করেছে। সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী আমি উত্তর দিয়েছি। এখানে মাননীয় সদস্য মাধব সাহা বলার চেষ্টা করেছেন সেখানে জল না পাওয়া গেলে লিফ্‌ট ইরিগেশান করা যায় কিনা সেই জায়গায়। এটা কৃষির উপর নির্ভরশীল এলাকা, কাজেই সেখানে বিকল্প সেচ ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা তার জন্য একটা প্রস্তাব রেখেছেন। আমরা দেখেছি নির্দিষ্ট জায়গায় না করে অন্য জায়গায় করা যায় কিনা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—উত্তর মহারাণী থেকে আমতলী অনেক দূর প্রায় ৩০ কিলোমিটার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—স্যার, আমাকে বলতে দিন। নির্দিষ্ট জায়গায় আর কোথায় কোথায় করা যায় সেটা ডিপার্টমেন্ট টেইক-আপ করে সেটা দেখা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৪০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্য মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৪০।

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য বিগত ১৯৯৫-৯৬ এবং চলতি ১৯৯৬-৯৭ সালে মঞ্জুরীকৃত এবং দরপত্র ইত্যাদি আহ্বান করা সত্বেও সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত বহু রাস্তার কাজ এখনো হাতে নেওয়া হয়নি ?

২। সত্য হলে রাস্তাগুলির নাম ও বর্তমান অবস্থা ?

৩। ইহাও কি সত্য যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে এই কাজগুলো সময়মত সম্পাদন করা হচ্ছেনা ?

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সাব্রুম বিভাগের জন্য পৃথকভাবে একটি ডিভিশন অফিস এবং আরো একটি সাব-ডিভিশন অফিস খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর :—

১। ইহা সত্য নহে। ২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৪। সাব্রুম বিভাগের জন্য পৃথকভাবে একটি ডিভিশন অফিস এবং আরো একটি সাব ডিভিশন অফিস খোলার কোন পরিকল্পনা নেই।

স্যার, এটার সঙ্গে আমি কি কি কাজ কোন কোন জায়গায় কি পজিশানে আছে সেটাও বলে দিচ্ছি।

১। মনুবাজার হইতে মনুঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন (১০'৭৫ কি.মি :) দরপত্র অনুমোদিত হয়েছে।

২। হরিণা-বক্সল রাস্তা (১০'৫০ কি,মি.) প্রায় ৯'৫০ কি,মি, অংশের জন্য মেটাল সংগৃহীত হয়েছে। বিটুমিনের অভাবে ফেব্রুয়ারী, ৯৭ পর্য্যন্ত কনসোলিডেশনের কাজ বন্ধ ছিল। স্যার. বিটুমিনের আমাদের খুব অভাব ছিল, এখন হলদিয়া থেকে আনার চেষ্টা করছি, কিছু কিছু আসছে। এখনতো পাথরের খুব অভাব হয়ে গেছে। কারণ সুপ্রীম কোর্টের জাজমেন্ট অনুযায়ী আমরা আঠারমুড়া থেকে কোন পাথর সংগ্রহ করতে পারছি না, আসাম থেকেও আসছে না এবং বর্তমানে পাথরের অভাবে বন্ধ আছে।

৩। সাতচাঁদ হইতে বক্সল পুরানো বাজার পর্য্যন্ত (৩ কি. মি,), ২'৫০ কি,মি, পর্য্যন্ত অংশের জন্য মেটাল সংগৃীত হইয়াছে কিন্তু বিটুমিনের অভাবে ফেব্রুয়ারী '৯৭ ইং পর্য্যন্ত কনসোলিডেশনের কাজ স্থগিত ছিল এবং বর্তমানে পাথরের অভাবে স্থগিত আছে।

৪। ১৬নং সাব্রুম শহর রাস্তার রিসেকসলিং এর কাজ জব নং টিপি) মোট টাকার পরিমাণ ১৬,৫৫,৭৫০ টাকা। কাজটি শেষ হইয়াছে।

৫। তুইশামা কালাছড়া রাস্তা হইতে রাবার বাগান পর্য্যন্ত রাস্তার জন্য ৪,২৮,২০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং দরপত্র গৃহীত হইয়াছে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলেছে।

৬। সাব্রুম শহর রাস্তা নং ১৫,১৭,১৮,২২ এবং ২৪ এর কাজ রিসেকসলিং-এর কাজ মোট ১৭,০৩,২৭৩ টাকায় দেওয়া হয়েছে। রাস্তাটি প্রায় ৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ। ১ কিঃ মিঃ রাস্তার কার্পেটিং-এর কাজ হাতে নেওয়া হইবে। পাথরের অভাবে কাজটি হাতে নিতে দেরী হইতেছে।

১৯৯৬ ৯৭ সন

১। কালাছড়া হইতে সোনামোহন পাড়া হইয়া ভোরাতলী পর্য্যন্ত ২ কিঃ মিঃ অংশের মেটালিং-এর কাজ শেষ হইয়াছে। বাকী অংশের জন্য রাস্তার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না।

২। কাঁকুলীয়া-দেবতা লুঙ্গা হইতে বাগমারা হইয়া বক্সল পর্য্যন্ত রাস্তা ৮,১,৯৭ ইং তারিখে কাজটি মঞ্জুর হইয়াছে। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে।

৩। হরিণা-বক্সল রাস্তায় বেইলী ব্রীজ নির্মাণ, মাল মশলা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ভিত্তি তৈরীর কাজ শুরু হইয়াছে।

১৯৯৫-৯৬ সনে মঞ্জুরীকৃত নিম্নলিখিত রাস্তার কাজগুলি সাব্রুম মহকুমার অধীনে বি এ ডি পি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—

১। সাব্রুম হইতে মনুঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা (৮.৯০ কি: মি:) মেটালিংএর কাজ অগ্রসর হইতেছে। একটি বেইলী ব্রীজ সংস্কার করা হইয়াছে। ভিত্তি তৈরীর কাজ চলছে।

২। মনুবাজার হইতে পুয়াংবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা (১৬ কি: মি:) রিসেকসলিং-এর কাজ অগ্রসর হইতেছে। তিনটি বেইলী ব্রীজের কাজ শেষ হইয়াছে। বিটুমিনের অভাবে ফেব্রুয়ারী '৯৭ইং পর্য্যন্ত কাজটি বন্ধ ছিল এবং পাথরের জন্য অসুবিধা হচ্ছে।

বর্তমানে সাউদার্ন ডিভিশন নং ২-এর অধীনে সাব্রুম মহকুমার একটি পূর্ত সাব-ডিভিশন আছে। সাব্রুম সাব-ডিভিশন (পূর্ত) সাব্রুম মহকুমার অধীনের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নের কাজ দেখাশুনা করে থাকে। স্যার, এইভাবে সবগুলিরই কোন না কোন রকমের একশান নেওয়ার জন্য বলে দিচ্ছি।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানেন যে এই শিলাছড়ি এলাকার বাসিন্দারা ৩০ কি, মি, রাস্তার জন্য তিনটা সাব-ডিভিশন তাদের ঘোরতে হয়। এখন এই রাস্তা হচ্ছে হবে করে করে ১৫ বছর যাবৎ এইভাবে চলছে। টেণ্ডার হচ্ছে কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। ফলে এই রাস্তার সঙ্গে সংযোগকারী অন্যান্য যে রাস্তা রয়েছে সেগুলিও করা সম্ভব হচ্ছেনা। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এই রাস্তার কাজ শেষ করে এই এলাকার বাসিন্দাদের এই তিনটা সাব-ডিভিশন যেতে যাতে ঘোরতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? আর দ্বিতীয়তঃ এলাকার যারা বেকার যুবক যুবতী রয়েছে তারা পি, ডাব্লিউ ডি, এর ফর্ম—১১ নং এ বা ডি ড ফর্ম কোন কাজ পাচ্ছে না। এইটাও দেখবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মি: স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে স্পেসিফিক প্রশ্ন এলে উত্তর দিতে সুবিধা হতো। যাইহোক মাননীয় সদস্য হয়তো জানেন যে শিলাছড়ি থেকে রূপাইছড়ি ব্লক অফিসে যাওয়ার জন্য সেখানে মনুবংকুল থেকে মাগুরছড়া রাস্তার কাজ হয়ে যাচ্ছে। এবং সেখানে বেইলি ব্রীজও হয়ে যাচ্ছে। তবে এই রাস্তার কাজ ধীর গতিতে চলছে। তারপর শিলাছড়ি থেকে জায়গাটার নাম বলতে পারছিনা এই রাস্তার কাজও চলছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এই রাস্তার কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এবং এই শিলাছড়ি থেকে ঘোড়াথাপ্পা রাস্তার কাজ হয়েছিল জোট আমলে এবং তখন নাকি সেখানে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল এবং এই ভূমিকম্পের ফলে সেখানে যে ৩৮ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছিল সেটা নাকি মাটির নীচে শেষ হয়ে গেছে। এখন এটা বিবেচনা করে এই রাস্তার কাজ শেষ করা হবে কিনা?

মি: স্পীকার :— এখানে যাতে ভূমিকম্প না হয় সেটা দেখবেন আর কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মি: স্পীকার স্যার, আমি সেখানে আগে দুইবার গিয়াছি। সেখানে আগে কাঠের ব্রীজ করা হয়েছিল এখন সেখানে বেইলি ব্রীজ করা হয়েছে।

আর মাগুরছড়া জায়গাটি খুবই ষ্টীপ—এখানে অনেক প্রোব্লেম রয়েছে। কিন্তু তবু সেখানে কাজ হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য **শ্রীঅরুণ ভৌমিক।**

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড্ ষ্টার্ড

কোয়েশ্চান নাম্বার :— ৩৪৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড্ ষ্টার্ড

কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৪৮।

প্রশ্ন :—(১) : দিল্লিতে ত্রিপুরা ভবনের জন্য আর একটি নতুন বাড়ী নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর : — হ্যাঁ, দিল্লিতে ত্রিপুরা ভবনের জন্য আরেকটা নতুন ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং জায়গাও নেওয়া হয়েছে। এখন সি, পি, ডাবলিউ ডি, কে বলেছি কারণ তাদেরকে কাজটা দেওয়া হবে।

প্রশ্ন নং :—(২) : ত্রিপুরা ভবনে থাকার ব্যাপারে বর্তমান নিয়মকানুনগুলি কি কি ?

উত্তর :— রাজ্য সরকারের তিনটি ভবন দিল্লি, কলকাতা এবং গৌহাটীতে রয়েছে। এই ভবনগুলিতে শয্যা সংখ্যা সীমিত। তাই সরকার কিছু নিয়মকানুন চালু করেছেন। নিয়মগুলি হলো—বর্তমানে কলকাতা এবং গৌহাটীতে সাত দিনের কম সময়ের থাকার জন্য সচিবালয়ের প্রশাসনিক দপ্তরের কোন পার্মিশন লাগবে না। সেখানে সীট খালি থাকলে তারা সেটা পাবেন। কিন্তু সাত দিনের বেশী থাকার জন্য প্রশাসনিক দপ্তরের পার্মিশন নিতে হবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দিল্লীতে যে ভবন আছে সেখানে সীটের সংখ্যা বেশী নেই। সেখানে আর একটা ভবন তৈরী হবে। সি, পি, ডাব্লিউকে দিয়ে কাজ করানো হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত টেণ্ডার হয়নি কাজ হয়নি। এটা তাড়াতাড়ি করা এবং কবে নাগাদ করা হবে এটা জানতে চাই।

আর একটা হচ্ছে, সেখানে এখন কারা থাকতে পারে হো আর এনটাইটেল ? আমি যতটুকু জানি এম, এল, এ, প্রাক্তন এম, এল, এ, মন্ত্রীরা থাকতে পারে। এটা কলকাতা এবং গৌহাটীতে যেরকম হউক; দিল্লীর ব্যাপার। কারণ কলকাতাতে অনেকের আত্মীয় স্বজন আছে অনেকে থাকতে পারে বা হোটেলেও থাকতে পারে কম পয়সার হোটেল আছে। কিন্তু দিল্লীতে গেলে পরে যারা ত্রিপুরা ভবনে জায়গা পায় না, ত্রিপুরার মানুষ, তাদের খুব অসুবিধা হয়। দিল্লীতে যে নূতন ভবন তৈরী হবে সেখানে বর্তমানে যারা যারা এনটাইটেল, এই এনটাইটেলটা খুব রেসট্রিকটেড। সেটাকে আর একটু বাড়ানো যায় কিনা যেমন লইয়ারস্, মেডিক্যাল ম্যান, সাংবাদিক বা আরও যারা যারা দিল্লীতে যায়। এটা আর একটু বাড়ানো যায় কিনা বা ভাড়া যেটা আছে কিছুটা কমার্শিয়াল বেসিসে করে হলেও ত্রিপুরা ভবনে থাকতে চায় বিশেষ করে দিল্লীতে। তাই বর্তমান যে এনটাইটেলমেন্টটা সেটা আর একটু বাড়ানো যায় কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, ভবন হয়ে গেলে আমরা এটা চিন্তা করব।

আর একটা প্রশ্ন হলো মিনিষ্টার, অফিসার যারা অফিসিয়েল কাজে দিল্লীতে যান তাদের প্রায়রিটি থাকে। কারণ অন্য ভবনে আমরা দেখছি ভীষণ চার্জ। ইভেন এই যে আমাদের সঙ্গেতো অরুণাচল ভবন আছে এক রাত্রি থাকতে গেলে সেখানে তিনশ টাকার উপরে ভাড়া নেয়। অন্য ভবনগুলিতে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত আছে। জরুরী কেইসে অন্য জায়গায় দিতে হয় তাহলে সাংঘাতিক সমস্যা হয়ে যায়। আমাদের এখানে ভাড়া কম। তবে নতুন ভবন হয়ে গেলে আমরা এটা দেখব এবং নরমস্‌টা ফিকস আপ করব।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দিল্লী ত্রিপুরা ভবনে থাকতে গেলে মন্ত্রী, এম, এল, এদের এখান থেকে পারমিশন নিয়ে যেতে হয় নাম্বার ওয়ান। তারপর সাত দিন থাকার পর যদি অষ্টম দিন থেকে আবার থাকেন তাহলে ডাবল ভাড়া দিতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে অরুণাচল ভবন বা অন্য ভবনে এক হাজার টাকা ভাড়া বলেছেন সব জায়গায়। সেটা আমরা জানি। কিন্তু সেখানকার এম, এল, এদের বেতন দশ হাজার টাকা এটাও ঠিক। সবই ঠিক আছে। নর্থ ইস্টের অন্য রাজ্যগুলিতে মন্ত্রী, এম, এল, এদের বেতন ভাতা বেশী, সুযোগ সুবিধা বেশী, তারজন্য চার্জ ওরা বেশী নিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যে সেই রকম বেতন ভাতা নেই। যেমন স্যার, অন্য কোন স্টেশন থেকে দিল্লীতে আসলেন কোন এম, এল, এ বা অন্য কোন ভি, আই, পি, তাহলে ত্রিপুরা থেকে কিভাবে পারমিশন নেবে ? এই সিস্টেমটার কোন পরিবর্তন করবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক এম, এল, এদের সুযোগ পাওয়া উচিৎ। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে দিল্লীতে মন্ত্রীরা যায় অফিসাররাও যায়। তবে হ্যাঁ, মাননীয় সদস্য ঠিক বলেছেন আমাদের ডি, এর, রেইটটা কম। যাজেই এই ডি, এ, রেইটে বাইরে থাকা খুব কঠিন হয়ে যায়। অফিসাররা যদি বাইরে থাকতে চায় তাহলে এই টাকায় পারে না। কাজেই সেই দিক থেকে নেসেসিটি বা আরজেনসি সেটা দেখে করতে হয়। আর তারজন্য অন্য ভবনে সাত দিন পর্য্যন্ত পারমিশন লাগে না দিল্লীর জন্য লাগে। এইজন্য করা হয়েছে। তবে নতুন ভবন হলে আমরা দেখব কি করা যায়।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার যেমন দুই তিন দিন যাবৎ অফিস বন্ধ তাহলে একজন এম, এল, এ কার কাছ থেকে পারমিশন নেবে ? এই রকম সমস্যাও সৃষ্টি হয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— আগেও ছিল, আগেও রেসট্রিকশন ছিল, আপনাদের আমলেও ছিল। আমার কাছে সেই সমস্ত নথি আছে। কাজেই এভিলিটির উপর নির্ভর করে।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, নিয়ম কানুন আছে দিল্লী বা কলিকাতার ত্রিপুরা ভবনে থাকার জন্য। এখানে যারা সদস্য প্রশ্ন করেছেন যে এটা রিলাক্‌স্‌ করা করা যায় কি না এবং পার্মিশন নিয়ে ওখানে থাকা যায় কি না ? এটা কি সত্য —যে কোন ভি, আই, পি, এক মাস দুই মাস তিন মাস করে দিল্লীতে

ত্রিপুরা ভবনে থাকছেন নিজের স্বার্থের জন্য, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি? দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গে যে ভবনটি সেখানে রোগীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা করা হবে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার এটা ঠিক দিল্লীতে মাসের পর মাস অনেকে থেকেছেন। কে থেকেছেন তার সঠিক তথ্য আমার কাছে নেই এবং সেখানে সরকারের দায়িত্বে ছিলেন কিনা সেটিও বলতে পারব না। আলাদা প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর দেওয়া যাবে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে সল্টলেকে যে আমাদের বাড়ীটা আছে সেখানে আমাদের অনেকগুলি ঘর আছে। এবং প্রচুর রোগী থাকছেন সেখানে। অন্ততঃ ১৫০টির মত ঘর সেখানে। আর খালিও পাওয়া যায়না। আমরা অতি সম্প্রতি আর একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের আরও একটি খালি জায়গা আছে, সেখানে আর একটি ভবন তৈরী করা হবে। আর ওখানে প্রিটরীয়া স্ট্রীট আরও একটি ৫ তলা বাড়ী হচ্ছে। আর খুব সিরিয়াস হলে দুই একজন রোগী থাকে সেখানে।

শ্রীসহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভেলুর এবং এপোলোতে আমাদের রাজ্য থেকে চিকিৎসার জন্য অনেক রোগী যায়। তাদের থাকার মত ব্যবস্থা সেখানে নাই। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই রাজ্যের রোগীদের কষ্ট বিবেচনা করে তাদের সুবিধার্থে সেখানে কোন ভবন তৈরী করা হবে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার, এটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে।

MATTER RAISED BY MEMBER

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষ হয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নে মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি তারকা চিহ্নিতবিহীন প্রশ্নের উত্তর সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (বনমালীপুর) :— স্যার এই বিধানসভা পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আমি এই সভায় আপনার মাধ্যমে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। আমরা এই বিধানসভায় এসেছি ৫ বছর পরে কে আসবে না আসবে সেটি তর্কের বিষয়। আমার প্রস্তাব হচ্ছে—ত্রিপুরা বিধানসভায় এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হউক পার্লামেন্টের সদস্যদের যত এলাকা উন্নয়নের জন্য বিধানসভা সদস্যদের প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা করে মঞ্জুরী দেওয়া হউক। দ্বিতীয় হচ্ছে লোকসভা ও রাজ্যসভার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য নব নির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হউক। এবং ভাল পারফর্মেন্সের জন্য একটি প্রসংশা পত্রের মাধ্যমে ভূষিত করা হউক। স্যার এটা অত্যন্ত ভাইটাল সাবজেক্ট। আমি আপনার মাধ্যমে বিধানসভার নেতার কাছে এই প্রস্তাব রাখছি এটা যাহাতে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

স্যার, আমি মনে করি, এগুলি ভাইট্যাল ইস্যু। আমাদের সব সাবজেকট ঠিক মতই চলবে এগুলি করা হবে। তাছাড়া পারফরমেন্সও বেটার হবে। শুধু সংসদে নয় অন্যান্য রাজ্যেও দেওয়া হয়। আমি প্রস্তাব করছি, আপনার মাধ্যমে এই প্রস্তাবগুলি যেন সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—এই বিষয়ে আমি একটির উপরে বলছি। নর্থ-ইষ্টার্ণ রিজনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কি করে সভায় চলতে হয় তার ট্রেনিং দেবার জন্য একটি ডিসিশন নেওয়া হয়েছে। এজন্য গোহাটীতে একটি ইন্সটিটিউটও করা হবে। লোকসভার স্পীকার সাংমা নিজে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। নর্থ-ইষ্টার্ণ রিজন কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হয়েছে এজন্য প্রতিটি ষ্টেট ৫ লক্ষ টাকা দেবেন। ইতিমধ্যে আসাম সরকার ১০ লক্ষ টাকা এবং জমি দিয়েছেন। কাজেই সেই ইন্সটিটিউটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাঠান হবে। বাকীটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার প্রথম প্রস্তাবটির আমি বিরোধিতা করছি। যখন পার্লামেন্টে এ ধরণের প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এম, পি, দের এক কোটি টাকা দেওয়া হবে খরচ করার জন্য তখনও আমরা সেখানে এর বিরোধিতা করেছি। আর সেকেণ্ড প্রস্তাবটিত ভাল সিদ্ধান্ত। যদি এ ব্যাপারে সবাই আগ্রহী হয়, তাহলে আমাদের, আমারও আপত্তি থাকবে না। প্রথমটার শুধু বিরোধী।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এম, এল, এ, অশোক দেববর্মাকে পার্সোন্যাল গার্ড দেবার জন্য আপনি ১৯৯৬ সনের ১৫ই মার্চ এই বিধানসভায় মাননীয় হোম মিনিষ্টারকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও তখন বলেছিলেন, দেব। কিন্তু আজ এক বছরের উপর হয়ে গেছে, এখনও তাঁকে পারসোন্যাল গার্ড দেওয়া হয় নি। এ জন্য আমরা এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—কেন গ্রামের বাড়ীতে এখনও সিক্যুইরিটি দেওয়া হয় নি সেটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। প্রথম দিকে কিছু অসুবিধা ছিল এজন্য উনাকে বলেছিলাম কিছুদিন শহরে এসে থাকার জন্য। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীঅমল মল্লিক :—গ্রাম নয়, শহরের বাড়ীতেই পার্সোন্যাল গার্ড নেই। আপনি গ্রামের বাড়ী কি বলেছেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : উনি যখন বলেছেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :—স্যার, আপনি নিজে হোম মিনিস্টারকে সিক্যুইরিটি দেবার জন্য বলেছেন। এক বছর হয়ে গেছে, এখনও বলছেন, খোঁজ নিয়ে দেখব এটা কি চলছে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, এম, এল, এ, রা দু'জন পার্সোন্যাল গার্ড পাবেন। এটা দেখার কি আছে ? এক বছর হয়ে গেছে ? এটা কি উনার বলতে আপত্তি আছে, যে কাল থেকে দেব ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন দেওয়া হয়নি, আমি দেখব। তাঁর সিক্যুইরিটির দায়িত্ব নিয়েই বলছি, এটা দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—আমি জানতে চাই, পার্সোন্যাল গার্ড উনি কাল থেকে পাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, পার্সোন্যাল গার্ড সবাইকেই দেওয়া হচ্ছে। এমনকি কারো কারো ঘর থেকে আর্মসও অন্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এরকম তথ্যও আমার কাছে আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—এমন কি কারো কারো ঘর থেকে নিজে হাতে সমস্ত আর্মস তুলে দিয়েছে, এরকম সিকিউরিটিও আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আপনাকে বলা হচ্ছে আপনি সিকিউরিটি দেবেন কিনা ? এই ভাবে বললে তো হবে না।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—আমাকে শেষ করতে দিন। অনেক আগেই উনার যখন নাকি সিকিউরিটি অস্ত্র সহ অন্যের হাতে চলে গেল, এ সম্পর্কে ইনকোয়ারী হয়েছে। তাঁর বাড়ীতে যে ২ জন সিকিউরিটি গার্ড ছিল সেই দুই জন সিকিউরিটি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠে। তখন পুলিশ দপ্তর থেকে বলা হয়েছিল উনাকে যে পরিমাণ সিকিউরিটি বাড়ীতে থাকা দরকার সেই পরিমাণ সিকিউরিটি সেই মুহূর্তে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আমি তখন অনুরোধ করেছিলাম মাননীয় এম, এল, এ মহোদয়কে এবং এই বিধানসভাতেও বলেছিলাম কয়েকদিন অপেক্ষা করুন। গ্রামে যখন থাকবেন তখন যেন সিকিউরিটি দিতে পারি তার ব্যবস্থা করছি। এর পর থেকে উনি শহরে আছেন এটা আমি জানি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এটা ঠিক না। এখানে অসত্য কথা বলেছেন।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : - আমি যা জানি তাই বলছি। এম, এল এ হোষ্টেলে উনার একোমোডেশান আছে। এম, এল, এ হোষ্টেল থেকে তিনি বিধানসভা করেছেন। সে সময়ে আমাকে যখন বলেছেন আমি তখন আমার দপ্তরের থেকে নির্দেশ দিয়েছি পুলিশ দপ্তরকে যত দ্রুত সম্ভব সিকিউরিটির ব্যবস্থা কর। নির্দেশ একবার যেটা দিয়েছি সে নির্দেশ কেন কার্য্যকরী হয়নি এটা যেমন দেখব এবং তাঁর সিকিউরিটিও তিনি পাবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ : -- তাহলে স্যার, আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে আপনার মাধ্যমে হাউসে একটা ডিসিশান চাই। সে বিষয়ে আপনি নির্দেশ দিন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) : - মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে ডেফিনিট এস্যুরেন্স দিয়েছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— উনি কি এস্যুরেন্স দিয়েছেন বুঝতে পারছি না। আমার ভাষা জ্ঞানটা একটু কম। উনি মঙ্গলবারের মধ্যে সিকিউরিটি পাবেন কিনা সেটাই শুধু জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি পরিষ্কার করেই বলেছি উনি সিকিউরিটি পাবেন এবং পাবার কথা। এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি উনার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করুন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মেম্বারের প্রটেকশানের জন্য যে আপনি বলেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখানে একটা উদ্বেগের বিষয় যে মাননীয় গৃহমন্ত্রী বলার পরও এক বছরের মধ্যে একজন বিধায়কের সিকিউরিটির ব্যবস্থা হলো না, এরপরও উনি দেখবেন বলেছেন। আমি উনার কাছে প্রতিশ্রুতি চাই যে, যে অফিসার কনসার্ন হোম মিনিষ্টারের অর্ডার অগ্রাহ্য করতে পারেন তার হোম ডিপার্টমেন্টে এক মিনিটও থাকার অধিকার নেই। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি সুনির্দ্দিষ্টভাবেই বলেছি যে, নির্দেশ দেওয়ার পর এটা কেন কার্য্যকরী হয়নি এটা আমি দেখব।

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আরেকটা কথা বলেছেন যে, অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সেটাতো এই হাউসের আনা উচিৎ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা সত্য। এরকম অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে। আপনি প্রশ্ন করুন উত্তর দেব।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ বসুন।

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ঘটনা সত্য। তাহলে উনি বলুন। উনি লুকাচ্ছেন কেন ? হোম মিনিষ্টার এটা উনার জানার কথা। কে কে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে সেটা উনি বলুন। কেন উনি আড়াল করছেন, যে দলেরই হোক উনি বলুন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের উপর আঘাত, এটা আমাদের পার্টির উপর আঘাত। এটা সরাসরি বলে দিলেই হয়। তারপর আমরা প্রতিবাদ করব যদি কেউ দায়ী থাকে।

মিঃ স্পীকার :— প্রটেকশান দেবার জন্য আমি বলেছি।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আমি অন্য একটা ব্যাপারে বলছি যে, মাননীয় দুই মন্ত্রীকে আপনি

নির্দেশ দিলেন চিনি কেলেংকারি এবং ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা এই দুই ব্যাপারে ষ্টেটমেন্ট দেবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্রীরা তো কিছু বললেন না, একজন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন উনি তো কিছু বললেন না আজকে দেব বা কালকে দেব।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—স্যার, কোন পত্রিকায় কি বের হয়েছে সেটা না দেখে আমি ষ্টেটমেন্ট দেব না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—স্যার, আপনি রুলিং দেবার পরও উনি এই কথা বলছেন। উনি তো দিতে বাউণ্ড। উনি কিসের দপ্তরে আছেন? কেলেংকারির দপ্তরে নাকি? স্যার, আপনি বলেছেন উনাকে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার জন্য। কিন্তু উনি বলছেন কিসের উপর ভিত্তি করে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—মন্ত্রী বাহাদুর আপনি পত্রিকা দেখে যত তাড়াতারি সম্ভব এটা রিপ্লাই দেবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, আপনি রুলিং দিয়েছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপ্লাই দেবার জন্য কিন্তু সময় তো দিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ : স্যার, আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি সমস্ত কাগজপত্র সব সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। মিনিষ্টার তো হ্যাঁ বা না বলেন নি। মাননীয় স্পীকার বলার পরও পি, সি, ও পান না, মন্ত্রীর কথা অফিসাররা শুনেন না, এটা মাননীয় মন্ত্রী নিজে বলেছেন। এটা কোন্ ধরণের কথা স্যার, ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ আপনারা বসুন। হ্যাঁ, দেবেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—স্যার, একটু সময় পাব না, আপনি এডমিট করলেন সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার কোন দিন? এটা স্যার "ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে।"

মিঃ স্পীকার :—সব ঠিক আছে। বলা হয়েছে তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাকে যখন বলতে বলা হচ্ছে নির্দ্দিষ্ট রেকর্ডটা সেই পত্রিকাটা দিন, সেটাকে ভিত্তি করে বলতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে দিয়ে দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ : স্যার, দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি এই পত্রিকায় দুটো দাগ দিয়ে দিয়েছি।

(মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে পত্রিকাটি পাঠিয়ে দিলেন)।

মিঃ স্পীকার :—আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি হলো—

"সম্প্রতিকালে আগরতলা শহরসহ বিভিন্ন শহরের পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, আমি এ বিষয়ে ২৬ তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"খোয়াই, জারুলবাচাই ও তৈদুসহ বিভিন্নস্থানে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হল "খোয়াই, জারুলবাচাই ও তৈদুসহ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্পর্কে।" তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি, খোয়াইতে হিংসাশ্রয়ী ঘটনা হয়, তারপর ২২টি শিবিরে ৫৬ হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে তাদের নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরে যাওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত যে ২০টি শিবির আছে তাতে ২,৯৫৯টি পরিবার আছেন। তাদের মধ্যে ১,৫৪৩টি পরিবারকে নিয়মিত রেশন দেওয়া হয় এবং বাকী ১,৪১৬টি পরিবার শুধু রাত্রিবেলা এসে শিবিরে ঘুমায়। তারা এমনিতে বাড়ী ফিরে গেছেন।

আপতকালীন সাহায্য হিসাবে নিহত ৩৬টি পরিবারকে ৫,০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) করে এবং যাদের ঘরবাড়ী সব ভস্মীভূত হয়েছে এমন ৯,২২৮টি পরিবারকে ৩০০০, (তিন হাজার) টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

২। জারুলবাচাই এ হিংসাশ্রয়ী ঘটনার পর যে ৫১টি পরিবারের যে ২৪৬ জন লোক ভয়ে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে জারুলবাচাই এস, বি, স্কুল শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের প্রত্যেককে খাবার-দাবাড় ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। ধুতি, শাড়ী পেন্ট, শার্ট, কম্বল এবং বাসন কোসন এইগুলি দেওয়া হয়েছে। আশ্রিত সবাই শিবির ছেড়ে আস্তে আস্তে নিজেদের বাড়ী ঘরে

চলে গেছেন। আক্রান্ত ২৩টি পরিবারকে আপৎকালীন ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা এবং মৃত ৬টি পরিবারের মধ্যে ২টি পরিবারকে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে এবং বাকী ৪টি পরিবারকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৩। তৈদু অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা সংগঠিত হিংসাশ্রয়ী ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের যে সমস্ত লোকজন তৈদু বাজারে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা সবাই ঘটনার ২/৩ দিনের মধ্যেই শিবির ছেড়ে নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরে গেছেন। নিহত ৬টি পরিবারকে ৫,০০০ টাকা এবং যাদের বাড়ীঘর পুড়ে গেছে এমন ৫টি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

খোয়াই, জাকুলবাচাই এবং তৈদু শিবিরে আশ্রিত শরণার্থীদের উপরোক্ত সাহায্য দেওয়া ছাড়াও যাদের বাড়ীঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন, ১২৩৩টি পরিবারকে আই, এ, ওয়াই স্কীমে ঘর তৈরী করার জন্য এখন দেওয়া হচ্ছে। ০·৩১ এম, টি, জি, সি, আই সীট এবং নগদ ১০০০ টাকা করে এখন দেওয়া হচ্ছে। এই পর্য্যন্ত খোয়াইতে ১০০ পরিবারকে জি সি, আই সীট এবং ১০০০ (এক হাজার) করে টাকা দিয়েছেন। যাদের বাড়ীঘর নষ্ট হয়ে গেছে তাদের দিয়েছি এবং তা চলছে। বাড়ীঘর করে, বাড়ীঘরে যাওয়ার জন্য, তারা যাচ্ছেনও সেইভাবে। এছাড়া যারা সরকারী সাহায্য হিসাবে মৃত পরিবারগুলিতে, যেসব পরিবারে ২/১ জন মারা গেছেন সেইসব পরিবারে একজনকে সরকারী চাকরী দেওয়া এবং যদি চাকরী করার উপযুক্ত কেউ না থাকেন তাহলে সেই পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা নগদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে এবং সেগুলি দেওয়া হয়। আর ঘর তৈরী করার বিষয় স্যার, এখানে কনফিউশান থাকতে পারে সেজন্য আমি বলছি আই, এ, ওয়াই স্কীমে আমাদের যেটা আছে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে ২১ হাজার ৫০০ টাকা করে এই স্কীমটা রয়েছে। তা এখনত আর মাটির ওয়াল করতে পারবেন না। বর্ষা এসে গেছে। তার জন্য আপাতত ঘর তৈরী করে উপরে টিনের ছাউনি দিয়ে তারা যাতে থাকতে পারেন তার জন্য ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্ত্তী সময়ে যখনই বর্ষা শেষ হয়ে যাবে বাকী অংশটা মাটির ওয়াল তৈরী করার জন্য আমরা গভর্ণমেন্ট থেকে দিয়ে দেব।

স্যার, ইতিমধ্যে যে খবর আমরা পেয়েছি, আজকেও এসেছে খবর ওখানকার যারা শিবির-বাসীরা আছেন যারা বাড়ীঘরে যেতে চাইছেন এবং ঘরবাড়ী তৈরী করতে চাইছেন, জিনিসপত্রের এসব দাম ইত্যাদির ব্যাপারে এখানে কিছু অপ্রতুলতা দেখা যাচ্ছে, তারা এখানে একটা দাবী করছেন নগদ টাকাটাকে এই স্কীমের মধ্যেই আরও কিছু বাড়িয়ে দিয়ে যাতে তারা যেতে পারেন। আমরা এখন চেষ্টা করে দেখছি এর মধ্যে এটাকে বাড়ানো যায় কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—একটা দাবী তারা করেছেন এই নগদ টাকাটাকে আরও কিছু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করে দেখছি এর মধ্যে এটাকে বাড়ানো যায় কিনা। তাছাড়া যে সব পরিবারে ছাত্রছাত্রী আছে তাদের বই পত্র, তারপর বাসনপত্র ইত্যাদি সমস্ত নষ্ট হয়েছে

সেগুলি সম্পর্কে তারা কিছু কথা আমাদের বলেছে, আমরা দেখছি কতটা সাহায্য তাদের করা যায়। অর্থাৎ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা যদি মোটামুটি নিজেরা পুনর্বাসনে যেতে পারেন, নিজেদের বাড়ী ঘরে ফিরে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার চেষ্টা করে চলেছেন অনবরত।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যারা যারা এই ঘটনার পর শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা অনেকে চলে যাচ্ছেন। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে জানতে পারি যে, এখনও খোয়াই-এ অনেক জায়গায় বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার মত অবস্থা নাই। কাজেই, সেখানে শিবির বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে আপনাদের বাড়ী ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তারা বাড়ী ফিরে গেলে কি অবস্থায় থাকবে সেখানকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি থাকবে তা পরিষ্কার না হওয়ার কারণে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে, যেমন ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় একটা নিউজ বেরিয়েছে। নিউজটি হল, শিবিরে অবস্থানকারী মোট জনসংখ্যা ২৪৬০ জন রয়েছে। তারমধ্যে ৫৯০টি হচ্ছে উপজাতি পরিবারের, আর ২৮৬৯টি অউপজাতি পরিবার। তা ১২ হাজার ৪০১ জন বর্তমানে শিবিরে অবস্থান করছেন। শিবিরগুলিতে উভয় অংশের লোক মিলে ত্রাণ পাচ্ছেন ১৫৭৯টি পরিবারের ৬৮৬৫ জন। যে সকল পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা সবাই ত্রাণ পাচ্ছেন। তারমধ্যে উপজাতি পরিবার হচ্ছে ৬০৭টি আর অউপজাতি পরিবার হচ্ছে ৯৭২টি, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে শিবিরে অবস্থান করছেন ১৫৭৯টি পরিবার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা স্বীকার করেছেন যে অনেকে রেশন নিচ্ছেন না। কিন্তু রাত্রে এসে শিবিরে থাকছেন। তাহলে কি জোর করে তাদেরকে শিবির থেকে বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে শিবির ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার মত উপযুক্ত পরিবেশ নাই। যার জন্য তারা বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবেন না এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, যদি জোর করে পাঠানো হত তাহলে তো তাদেরকে রাত্রীতে শিবিরে থাকার অনুমতি দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। মাননীয় সদস্য, এ প্রশ্নটা করবেন এটা আমার ধারণা ছিলনা। মানুষের বাড়ী ঘর যাদের নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের বাড়ী ঘর করতে তো সময় লাগবে, আমরা তাদেরকে সেইভাবে সাহায্যও করছি। সেখানে জোর করার কোন প্রশ্ন নাই। কারণ ২২টি শিবির খোলা হয়েছিল, তার মধ্যে তিনটি শিবিরের লোক আশেপাশের যারা আছেন তারা বাড়ীতে ফিরে গেছেন এবং তারা বাড়ীতে ফিরে গেছেন বলেই তিনটা শিবির বন্ধ হয়ে গেছে। বাকী শিবিরগুলি এখনও চলছে, এখানে জোর করে পাঠানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। স্যার, বাড়ী ঘর যাদের নষ্ট হয়েছে আমরা তার মধ্যে দেখেছি যদি জোর করে পাঠাতাম তাহলে তো এই ১২৩৩টি পরিবারকে আই, এ, ওয়াই, স্কীমে ঘর তৈরী করার জন্য টাকা ইত্যাদি দেওয়া হত না। তবে তা করতে তো তাদের কিছুটা সময় লাগবে সেই সময়ের

জন্য তারা সারাদিন সেখানে কাজ করেন, তাদের খেত খামার আছে, সেগুলি তারা দেখেন আর রাতের বেলা শিবিরে এসে থাকেন। এই ব্যাপারে জোর করার কোন বিষয় বস্তুই নাই। বাড়ী ঘরে সারাদিন থাকেন রান্না বান্না করছেন সেখানে এবং এই জন্যই তারা শিবির থেকে রেশন নিচ্ছেন না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী যেভাবে বলছেন, তাতে মনে হয় যারা শিবিরে হঠাৎ করে এসে গেছেন, যেন তাদের বাড়ীতে যা যা যেমন ছিল তা তা সেই অবস্থায় আছে এবং চলে যাচ্ছেন সেখানে এবং খাবারও পাচ্ছেন, থাকারও সুযোগ আছে। বাস্তব অবস্থাটা কিন্তু সেই রকম না। এমন সমস্ত পরিবারের উপর আক্রমণ হয়েছে জাতি উপজাতির দুই অংশেরই। যাদের নাকি আয় ছিল খুবই অল্প এবং এই ঘটনায় অনেক পরিবারের আয়ের সেই স্বল্প উৎসটাও নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই, সেই আয়ের উৎস নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যত দিন পর্য্যন্ত এক পরিবার তার আয়ের উৎস সঠিক করতে না পারছেন ততদিন পর্য্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত পরিবারকে সাহায্য করা হবে কিনা এবং যাতে তারা সুষ্ঠভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার ভাবে নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, এটাতো ঠিক যে সকলের হয়তো এই ধরণের টাকা পয়সা ইত্যাদি নাই। আমি আগেই বলেছি যখন ত্রাণ ব্যবস্থা নেওয়া হয় তখন কি কি ভাবে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্যার, সেখানে যারা বাড়ী ঘরে যাচ্ছেন সেখানে সেই পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে তাদের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্লক থেকে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই কাজ অন্য জায়গায় নয় তাদের নিজের বাড়ীর কাজ করবার জন্য আমরা মেনডেইস দিয়েছি, যাতে বাড়ী ঘর পরিষ্কার করতে পারে। এই যে এটা দেওয়া হয়েছে এটাতো সরকারী সাহায্য। এখানে মানুষ যেটা চাইছেন, সেটা হল কত তাড়াতাড়ি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়। আর সিকিউরিটির প্রশ্নতো নিজেদেরই, সিকিউরিটির ফিল্ড করেইতো তারা যাচ্ছেন। জোর করে যখন পাঠানো হচ্ছে না যখন নিজেদের তাগিদে যাচ্ছেন তখন সব ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেইতো সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং এইভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেইতো যাতে বাড়ী ঘরে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সিকিউরিটির প্রশ্ন যেটা এখানে হোম ডিপার্টমেন্ট আছে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করেই তাদের বাড়ী ঘরে যাওয়ার পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার এখানে মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা ঠিক আছে। কিন্তু শিবিরের সংখ্যা তিনি এখানে যেটা দিয়েছেন সেটা আরও কমে যাবে, কারণ গত কালকে সোনাতলা শিবির থেকে প্রায় এক হাজার লোক বাড়ী চলে গেছে। তাদের সম্পর্কে এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন টিন যেটা দেওয়া

হচ্ছে বা তার জন্য যে এক হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে এই ব্যাপারে শিবিরবাসীদের আমাদের কাছে একটা বক্তব্য হচ্ছে এক হাজার টাকা দিয়ে কিছু হয় না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবশ্য বলেছেন অর্থটা আরও বাড়ানো হবে, এটা একটা দিক। আর একটা দিক হচ্ছে এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে প্রায় ১২৩৩ পরিবার যারা একেবারে সর্বস্ব হারিয়েছেন তারা ৩ হাজার করে টাকা পেয়েছেন এটাও ঠিক আছে। কিন্তু তাদের কিছু বাসনপত্র এবং ছেলেদের জন্য কিছু বই পাওয়ার যে ব্যবস্থাটা এইটা স্যার, হচ্ছে না। কাজেই এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কেতো আমি বলেছি সবটা বিষয় সরকারে আমরা ভেবে দেখছি। এগুলি কি আছে সব হিসাবপত্র করে তবে তো আসতে হবে এবং এলে পরে নিশ্চয়ই আমরা এটা দেখব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, কোন পরিবারে মারা যাওয়ার পরে সে পরিবার দশ হাজার টাকা পেয়েছে, কোন পরিবার পেয়েছে ৫ হাজার, আবার কোন পরিবার ২ হাজার টাকাও পেয়েছেন, এটার কারণ কি ? পরিবারগুলির যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে এই রকম ভেদ করার স্পেসিফিক কারণ কি আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, যে পরিবারের একজন নিহত হয়েছেন সেই পরিবারকে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আর যে পরিবারে একাধিক লোক নিহত হয়েছেন সেই পরিবারকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আর ৩ হাজার টাকা যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা নিহতের জন্য নয়। ঘর বাড়ী যাদের পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে গেছে তাদের জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থার্থে সেটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান আমার জানা মতে পূর্ব রামচন্দ্রঘাটে যে উপজাতি পাড়াটি আছে সেই পাড়াতে এখনও মাথা পিছু ছয় টাকা করে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। আমপুরাতে যারা আছে এখন পর্য্যন্ত সেখানকার লোকেরা এক হাজার, তিন হাজার বা পাঁচ হাজার টাকা করে কেউ সরকারী সাহায্য পায়নি। যাদের বাড়ী-ঘর পুড়ে গিয়েছে তাদের বাড়ী-ঘর নির্মাণের কোন সাহায্য-সহযোগিতা নেই। অথচ আক্রান্তরা সেখানে তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যেতে উদ্‌গ্রীব। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত্ করে তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য সরকারী নিয়মানুসারে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, উনি যা বললেন আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে এমনটা হওয়ার কথাই নয়।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1997-98

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরের ব্যয়-বরাদ্দ উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যেন তাদের আলোচনা ব্যয়-বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক দলের চীপ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমাকে দেওয়ার জন্য।

মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহাশয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত বছর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৭ই মার্চ আমরা জানি বলেই ১৭ই মার্চ বলতে পেরেছি, কিন্তু বাজেটের মধ্যে আগে বারে বারেই দেখতাম এবারও গভর্ণর যখন ভাষণ রেখেছিলেন তখন ১৯শে ফেব্রুয়ারী লেখা আছে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ৩ মাস বা ১ বছর পরেই আমরা ভোটে যাব এখানে যেহেতু কোন তারিখ নেই।

এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং অর্থ বছরের জন্য যে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল সেটার অংক ছিল মোট ১৪৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। সেটার হিসাবও পুংখানুপুংখভাবে দেওয়া হয় নাই। রাজ্যের নিজস্ব আয় মাত্র ১১৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। তবে এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটের স্বপক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন সেটার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করতে পারছি না। ওপেনিং ব্যালেন্স শূন্য। শেষ দিকেও শূন্য। কথায় আছে স্যার, আসতেও ল্যাংটা যাইতেও ল্যাংটা। এই করহীন বাজেটটি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর নির্ভর করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান বাবদ ৭২১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা সরকারী ঋণ বাবদ ১৫৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে হচ্ছে ৮৭৮·৯১ কোটি টাকা। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর বাদ দিয়ে রাজ্যের থাকছে মাত্র ৪৬৭ কোটি টাকা।

সরকারের ঋণ বাবদ ১৫৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। সর্বসাকুল্যে ৮৭৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা তার থেকে একটা অংশ বাদ দিয়ে রাজ্যে মাত্র ৪৭৭ কোটি টাকা। কাজেই এইভাবে এখানে সমস্ত কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ৮২ শতাংশ। রাজ্যে কোন উৎস নেই। কাজেই, আমরা এক কথায় বলতে পারি যে এই বাজেট আলোচনার আগে আমি যেটা বলতে চাই গতকাল দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একটা সংবাদ উঠেছিল ছোট্ট একটা জায়গায়। আমার

মনে পড়ে গেল সেই শয়তানের পূজারী মিশরে এক পুলিশ একদল যুবককে ধরে এনে ছেড়ে দিল। তারপরে এরা সবাই নিজেদের শয়তানের পূজারী বলে জাহির করলেন। সেখানে এক অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন, এটা নিয়ে অনেক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। মন্তব্যটা হলো এই তিনি বলেছেন এখানে অনেক মানুষ, সবাই জন্মেছেন, যাদের পিতা শয়তান। রাতে সবার অলক্ষিতে শয়তান বহু মানুষের স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন। ফলে অনেকে ঐ পিতার পুত্ররূপে জন্মেছে এই হল গল্প। তারমানে হচ্ছে, এখানে শয়তানদেরকে পুলিশ ছেড়ে দিয়ে এখন এরা পূজা করছে। ঠিক তেমনিভাবে আমরা এখানে কি দেখলাম? এখানকার উগ্রপন্থী ধরে নেওয়া হয়। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয় এদেরকে ছেড়ে দেওয়া হউক। এভাবে রাজ্যটা চলছে। কাজেই পুলিশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখনও আমরা দেখছি যারা আত্মসমর্পণ করছেন ঐ শয়তানের দলরা, ঐ উগ্রপন্থীর দলরা জল্লাদের দলরা তাদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে কাউকে সাতশ টাকা, কাউকে পাঁচশ টাকা, কাউকে বিনা পয়সায়, কাউকে চাকুরী দিয়ে পুষতে হচ্ছে এই সরকারের। লক্ষ লক্ষ টাকা আজকের শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবং আজকেও এই হাউসে বলা হচ্ছে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। যারা গুণ্ডা, যারা জল্লাদ হাজার হাজার মানুষ খুন করছে তাদের জন্য এখানে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, চাওয়া হয়েছে। সেইজন্য এই বাজেটকে যদি আমি বলি যে জল্লাদের পূজা করার জন্য, জল্লাদদের রক্ষা করার জন্য, জল্লাদদের তোষনের জন্য এই বাজেট করা হয়েছে। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করার যোগ্য কোন জায়গা আমরা দেখতে পাই।

গত পরশু দিন থেকে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়েছে, আলোচনার মধ্যে এরা কিসব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন? স্যার, খালি পাত্রে বেশী আওয়াজ হয়। কাজেই, এখানে বলার কিছুই নেই। স্যার, তাদের দিকে লক্ষ্য করুন, তাদের শরীর থেকে যে দুর্গন্ধ বেরিয়েছে। গতকালও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উনাদের সরিক দলের একজন, জনতা দলের বিধায়ক মাননীয় অরুণবাবু সঠিক ভাবে তুলে ধরেছেন।

তাদের গায়ে কত ময়লা জমেছে। তার থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। ওনাদের সরিক দলের বিধায়ক অরুণবাবু সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন যে যারা ১৯৯৩, ৯৪, ৯৫ সালের কেডার তারাই তাদের কাছে সঠিক মূল্য পাচ্ছে। আর সেই কেডারদের যন্ত্রণায় টিকতে না পারে আজকে সেই তাদের ভীষ্মদেব দল থেকে বেড়িয়ে আসলেন। যার উপর বিশ্বাস করে আপনাদের বসিয়েছিলেন। সেই ভীষ্মদেব সরূপ আপনাদের সি, পি, এম, এর জন্মদাতা টিকতে পারল না, আপনাদের যন্ত্রণায়। এখানে অরুণবাবু সঠিক কথা বলেছেন যে ৯৩ সালে যে বিশ্বাস করে এসেছিলাম এখন তা নেই। তাহলে এখন তারা কোথায় আছে, স্যার, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে॥ এই পাঁচ পুরণের মশলার দলের ফাদ পরে আজকে অনিল সরকারকে কাঁদতে হচ্ছে। তার একমাত্র দোষ তিনি পিছিয়ে

পড়া মানুষের কথা বলেছিলেন। তাঁদের কথা বলার জন্য আজকে তাকে ক্ষমতার হাত ছাড়া হতে হয়েছে। আর নৃপেনবাবু উপজাতিদের কথা বলে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। তাদের দলে তারা এইসব মানুষকে থাকতে দেবেনা। এখানে থাকতে পারবে যারা ১৯৯৩, ৯৪, ৯৫ সালের কেডাররা। যারা আত্মসমর্পণ করছে তারাই শুধু থাকতে পারবে তাদের সঙ্গে এটাই হচ্ছে তাদের ধারণা। সেই সমস্ত বৈরীদের তুষণ করার জন্যই আজকে এখানে ১ হাজার ৪ শত ৯০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। আর আমাদের তাকে মেনে নিতে হবে। এই সরকার আসার পর থেকে বার বার অনেক বার আমরা অনুরোধ করেছি বিভ্রান্ত উপজাতিদের জাতীয় মূলস্রোতে ফিরে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সেটি তারা করেননি। খুনি ডাকাতিদেরকে তারা সেখানে নাটকীয় সারেণ্ডার করিয়েছে। আর তাদেরকে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্যই এই বাজেট এখানে আনা হয়েছে। আজকে এখানে উন্নয়নের কথা বলছে। আজকে সারা রাজ্যে উন্নয়নের কাজ স্তব্ধ। রাজ্যে ৫০০ এরও বেশী স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। হাজার হাজার ছাত্র সেখানে পড়তে পারছে না। শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারছে না। রাজ্যের উন্নয়নের কোন লক্ষণ নেই। আজকে যদি সুপরিকল্পিতভাবে এখানে বাজেট আনা হত তাহলে অবশ্যই সেটাকে সমর্থন করা যেত। তারা আবার নিজেদেরকে বলছে কালমার্কসের মানস পুত্র।

তখন এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীমতিলাল সরকার। এবার আসেননি। বর্তমানে আছেন যাদববাবু, বিধুভূষণ মালাকার, সমীর দেব সরকার। কংগ্রেসের ধীরেন্দ্র দেবনাথ আসেননি, বাসিদ আলী আসেননি। দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দিরে আমরা যাব। তাঁরা নাকি মার্কস্‌কে মুখস্ত করেছেন, রেলিজন ইজ আফিম। কাজেই তাঁরা মন্দিরে যাবেন না, পূজা দেবেন না। তাঁদের দলের গৌরী ভট্টাচার্য্য আমাদের সঙ্গে গেলেন। নমস্কার করলেন, পূজা দিলেন। পূজার প্রসাদ নিয়ে আমরা উঠলাম গাড়ীতে। তাঁরা পূজা দেন না। কিন্তু পূজার প্রসাদ খান। সব কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেললেন। আমাদের জন্য কিছু রাখলেন না। এরা খাওয়ার বেলায় লুট পাট করে খায়। ঠিক তেমনি ভাবে এই বাজেটের টাকা খাবে। এরা কি রকম লোক এটা আমাদের জানা। এরা বড় বড় কথা বলছে। পাঞ্জাবের কথা বলে এখানে টিট্‌কারী দিচ্ছে। পাঞ্জাবের বাদলগোষ্ঠী বি, জে, পি, জোটে এসেছে। যেহেতু কংগ্রেস আসেনি তাই বগল বাজাচ্ছে। পাঞ্জাবের লোক আপনাদের সুরজিৎবাবু থাকা সত্বেও একটি সীট সেখানে কি পেয়েছেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, ব্যাঙের ছাতা কোথায় উঠে জানেন? খারাপ জায়গায় ছত্রাক উঠে। তাই মাঝে মাঝে যখন জায়গাটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন আপনারা আসেন। মাঝে মাঝে কেরালায়, পশ্চিমবঙ্গে, আমাদের ত্রিপুরায়। আপনাদের জ্যাঠামশাই, জ্যোতি জ্যাঠা নিজেও এই রকম ভাবে চলছে। আর কোথায় আছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে? পাঞ্জাবের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন দল জিতলে এখানে বগল বাজাচ্ছেন। এই হচ্ছে অবস্থা। নৃপেন চক্রবর্ত্তীর মত লোকের কাছ থেকে আপনারা কিছু শিখতে পারেননি। তাঁকে আপনারা তাড়িয়ে

দিয়েছেন ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তাঁদের এই সব কার্য্যকলাপের বিরোধীতা করছি। এই বাজেটে এখানে যে অর্থ রাখা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে দালালদের জন্য, দালালদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তাদের পোষণ করার জন্য। এখানে জল্লাদ যারা, যারা মানুষকে খুন করে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজী সমরবাবু বলেছেন, তাদেরকে টাকা দিতে হবে। ১ হাজার, ৫০০, ৭০০ করে টাকা দিতে হবে। টাকা না দিলে, তারা হুমকি দিচ্ছে রাস্তায় বসবে।

কাজেই, ওদের নামেই অর্থ চাওয়া হয়েছে। সুতরাং এই বাজেটের কোন মূল্য নেই। সেই জন্য এই বাজেটের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে এই বাজেটকে আরও সুচিন্তিতভাবে আনার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধীর দাস।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় গত ১৭ তারিখে এই বিধান সভায় ১৯৯৭ ৯৮ ইং সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তার মধ্যে ১৪৯০'৪৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে, সেই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা যারা এই বাজেটকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের বক্তব্যকে আমি বিরোধীতা করছি। আমি মনে করি ১৯৯৭-৯৮ ইং সালের এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষকে আশার আলো দেখাবে এবং এই বাজেট আগামী অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হওয়ার পর আমাদের এই রাজ্যে উন্নয়ন আরও এগিয়ে যাবে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি এই বাজেটে ১৯৯৬-৯৭ ইং সালের যে সমস্ত কর্মসূচী হাতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি কতটা সফল হয়েছে তার যেমন উল্লেখ আছে। তেমনি ৯৭-৯৮ ইং সালেও কি কি কাজ করা হবে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে এটা ঠিক যে গত বছর রাজ্য সরকার সমস্ত দপ্তরে সমভাবে এক ব্যাপক কাজ করতে না পারলেও আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে গ্রামে গঞ্জে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কর্মধারা সেখানে চলছে। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত, সেই এলাকার কথাই বলছি যে সেখানে পানীয় জলের জন্য গত বছর মার্ক ২ এবং ৩ নলকূপ দেড় হাজার এবং স্যানিটারী ওয়েল দেড় হাজার খনন করা হয়েছে। রাস্তা ঘাটের ক্ষেত্রে দেখেছি আমাদের এই রাজ্যে সবাই জানেন মূলতঃ বামফ্রন্ট সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রামে গঞ্জে রাস্তাঘাটের কাজ শুরু হয়েছে। মাঝখানে জোট সরকারের রাজত্বে গ্রামে গঞ্জে রাস্তাঘাটের কাজ একেবারে অচল হয়ে গিয়েছিল। সে রাস্তাগুলিকে আবার নূতন করে শুরু করা হয়েছে। ইট সলিং করা হয়েছে। কোন কোন গাঁওসভা যেখানে আমরা যাই সেখানে হিসাব করলে দেখা যায় এই কয়েক বছরে ৩০ লক্ষ, ৩৫ লক্ষ, ৪০ লক্ষ টাকার কাজ করা হয়েছে। আমি একটা গাঁওসভার নাম বলব, আমারই বিধানসভা কেন্দ্র সুরমার অন্তর্গত বাবনছড়াতে গাঁওসভাতে, সেখানে হিসাব করে দেখেছি প্রায় ১'৩০ কোটি

টাকার কাজ করা হয়েছে পি, ডাবলিউ ডি এবং অন্যান্য দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে। সবচেয়ে ভিতরের গ্রাম সাইকাবাড়ী, সেখানে একটা হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট করার জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে এবং সেখানে কাজকর্ম করার জন্য দেড় কি, মি, রাস্তা ইট সলিং করা হয়েছে। সেখানে আগে পায়ে হেঁটে যাওয়া যেত না। এখন সেখানে গাড়ী চলে। সাইন্স দপ্তরের যারা কর্মচারী তারা আগরতলা থেকে গাড়ী নিয়ে সেখানে যাচ্ছেন।

ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের বিভিন্ন সব দপ্তরে রাস্তাঘাটের কাজ হয়েছে। ভিতরেরও অনেক রাস্তাঘাটের কাজ হয়েছে যেমন লাটুবাড়ীতে সেখানে প্রায় ৪ কিলোমিটার ইট সলিং এর কাজ হয়েছে স্যার, এইভাবে বিভিন্ন ডেভলাপমেন্টের কাজ হয়েছে এবং তার থেকেই আমাদের বিশ্বাস জেগেছে আজকে গ্রামে গঞ্জে কাজ হচ্ছে। গ্রামের মানুষের কাছ থেকেও আমরা শুনেছি এবং আমাদের বিশ্বাস ১৯৯৭-৯৮ সালের যে বাজেট এখানে ধরা হয়েছে বাজেটের সেই অর্থ দিয়ে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাহায্য হবে এবং এই রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন। স্যার, এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উন্নতি ঘটেছে কারণ অনেক প্রাথমিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে পরিণত করা হয়েছে, অনেক সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে মাধ্যমিক পর্য্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে, অনেক মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। স্যার, আমাদের কলাছড়িতেও তিনটা স্কুলকে এই ভাবে উন্নীত করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাচ্ছি কারণ এস, সি এবং এস, টি বোর্ডিংগুলিকে এখন উন্নত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত শাসনে একটা এস. টি. বোর্ডিং করা হয়েছে, ফলে দুর্গম অঞ্চলের এস, টি ছাত্রদের পড়াশুনার খুব সুবিধা হবে। মরাছড়াতেও বোর্ডিং এর কোন ব্যবস্থা ছিল না সেখানে ব্লক থেকে বোডিং করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নূতন নূতন স্কুল করে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে বিজ্ঞান দপ্তর এবং আরও বিভিন্ন দপ্তর অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। গ্রামে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকদের জন্য ৬০ লক্ষ মেইনডেইজের সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা স্যার, আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি আমাদের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি এক মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীসুধীর দাস :— স্যার, আমাদের বিভাগের হালাহালি একটা বাজার আছে, এই বাজারকে ভিত্তি করে কয়েকটা ইট ভাট্টা গড়ে উঠেছে এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ ইট তৈরী হচ্ছে। প্রতি রবিবার সেখানে গেলে মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও দেখতে পারবেন সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার ইট বিক্রি হচ্ছে। কাজেই আমি যে কথা বলতে চাই এত অগ্রগতি সত্বেও আমাদের বিরোধী সদস্যরা নানাভাবে এটা হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে না, এইভাবে করা উচিত, সেইভাবে করা উচিত এই সমস্ত বলে বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য অরুণ ভৌমিক তো পঞ্চায়েতগুলিকে

দুর্নীতির কারখানাই বলে ফেললেন। এটার আমি প্রতিবাদ করছি কিন্তু এটাও ঠিক কোন কোন পঞ্চায়েতে দুর্নীতি থাকতে পারে তা বলে কি সব পঞ্চায়েতেই দুর্নীতি আছে ? যারা নিঃস্বার্থভাবে এই পঞ্চায়েতের জন্য কাজ করছেন তাদের বিরুদ্ধে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এইভাবে বলা উচিত নয়।

আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুরাও দুর্নীতির গন্ধ পান এই বাজেটের মধ্যে। এটা ত সবাই জানে, এখানে আলোচনা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি করে সময় নষ্ট করতে চাইনা। উনাদের নেতারা জেলখানায় যাচ্ছেন, তিহার জেলে যাচ্ছেন, অনেকেই জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রশ্নটা হল স্যার, অনেকে এমনিভাবে দেখেন যে সামনে দিয়ে হাতী গেলেও দেখন না, আর পেছন দিয়ে মশা গেলেও দেখেন। যারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। তারা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান এবং আমরা বিশ্বাস করি এই রাজ্যের মানুষ এটা বিশ্বাস করে না। কাজেই, আমি আমার শেষ কথা বলব এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের ৩৩ লক্ষ মানুষের আশার আলো, ৫ বৎসর জোটের রাজত্বে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়েছিল যা বিভিন্ন রেকর্ডে দেখা যায় ৪০৮ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। আমাদের যুব সমিতির নেতা রতিমোহন জমাতিয়া এইখানে আছেন, তিনি জানেন কিনা জানিনা। সেই ৪০৮ জন মানুষের মধ্যে ৩-৪ জন বাদে তারা সবাই ছিল উপজাতি অংশের মানুষ। সেই ছামনু থেকে আরম্ভ করে গণ্ডাছড়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত অংশের মানুষ সেদিন অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছিল। আমি বিশ্বাস করি, এই মৃত্যুর মিছিল বন্ধ হয়েছে এবং এটা বন্ধ হবে, এই বাজেট সমস্ত দিক থেকে বলিষ্ঠ, এই বাজেট রাজ্য-বাসীর আশার আলো, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যেকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই বিশ্বাস রেখে আমি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করলাম নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই হাউসে আমি এই প্রস্তাবিত বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানাচ্ছি।

স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে গত দুই দিনে আজকেও যারা যারা বলছেন তাদের আমি লক্ষ্য করেছি তিন চারটা বিষয়ই তারা উল্লেখ করেছেন। এই বাজেটকে কেউ বলেছেন লুঠপাটের বাজেট, কেউ বলেছেন খরচ করতে পারেন না, তাই টাকা ফেরৎ যায়। কেউ বলেছেন বাজেটের অসারতা, গোঁজামিল অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশন প্রয়োজন। আর কেউ বলেছেন ইলেকশন বাজেট।

আর সকলেরই কথা ছিল আইনশৃংখলা অধঃপতনে গিয়েছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাজেই এই বাজেট কি হবে?

স্যার, প্রথম কথা হচ্ছে যে এক বছর পরে যখন ইলেকশন তখন রাজ্য সরকারকে তো এক বছর চলতে হবে। এখন তাই বলে কি রাজ্য সরকারকে সব বাজেট বন্ধ করে বসে থাকতে হবে। তাতেও হয়নি নির্বাচন বাজেট থেকে করতেই হবে। নির্বাচন যখন আসে তখন নির্বাচনে লড়াই হবে। গত চার বছরের কাজকর্ম যে নীতিতে, যে পদ্ধতিতে আমরা করেছি— ঠিক সে অনুযায়ী এবারও আমরা বাজেট তৈরী করেছি। সে বাজেটে সমস্ত দপ্তরগুলির তাদের উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের জন্য যা' যা' দরকার নিজেদের প্রশাসনিক কাজে সংস্কার করা দরকার সেজন্য যে খরচপত্রের প্রয়োজন ঠিক সেভাবে এই বাজেটকে উপস্থিত করেছেন আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আমাদের সকলের পক্ষে।

স্যার, বর্তমানে ল অ্যাণ্ড অর্ডারের প্রশ্নে আমার নিজের যেহেতু দপ্তর, এটা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলে আমি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও কিছু বলব।

স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা যেভাবে চিৎকার করে উঠেছেন—আগাগোড়া গত কয়দিন যাবৎ আইনশৃংখলাটাই হচ্ছে সমস্ত। এখন খাদ্য নয়, অন্য কিছু নয় সব যেমন তেমন, শুধুমাত্র আইনশৃংখলাটা হচ্ছে প্রশ্ন।

স্যার, আমরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আমাদের রাজ্যে আইন শৃঙ্খলাকে নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রাজ্যের যে উপজাতি এবং অ উপজাতির মধ্যে ঐক্য আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, অনেক রক্ত দিয়ে, উপজাতি স্বার্থ সম্পর্কিত দাবীকে ভিত্তি করে হাজার হাজার লোক তাদের পেছনে সম্মিলিত হয়েছেন এবং উপজাতি স্বার্থের পাশে থেকে এই ঐক্য গড়ে উঠেছে। আবার উপজাতি জনগণ অ-উপজাতি জনগণের সুনির্দ্দিষ্ট কতগুলি বিষয়ে যেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সংহত করতে পেরেছে।

স্যার, চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বিভিন্ন কতগুলি শক্তি এবং তারমধ্যে এই যে চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী দলগুলি কিছু অংশের মানুষ এইটা একটা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আমরা সারা ভারতবর্ষের নেশন্যাল ইন্টিগ্রিটি, সারা ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে ঐক্য ও সংহতি তাকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমাদের লড়তে হচ্ছে। এটা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন বার বার তোলা হয়েছে। স্যার, এখানে একটা ছোট তথ্য তোলে ধরছি মাত্র ২৯ মাসের জোট সরকারের রাজত্বের। জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো হাতে হাত বেঁধে ঘোষণা হলো; প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে এখানে ঘোষণা করে

গেলেন যে সাঙ্ঘাতিক এক সরকার এখানে তৈরী হচ্ছে বা হলো— যে সরকারটার সারা ভারতবর্ষের মধ্যে উপজাতি-অ-উপজাতি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করাটা হলো প্রথম স্টেপ্ প্রথম ভূমিকা। কংগ্রেস— টি, ইউ, জে, এস, মিলনে তার যে মোর্চা তার অর্থ হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের এ যেন একটা শুভ উদ্বোধন।

স্যার. প্রথম ২৯ মাসের চেহারা— এটা একটা ডকুমেন্ট, আমার কাছে যে সমস্ত পাঁচ বছরের রেকর্ড রয়েছে — সে রেকর্ডগুলিকে সংগ্রহ করতে আজকে সকালবেলা চেষ্টা করলাম। সেখানে দেখলাম এটা হাতে পড়লো—নিয়ে আসলাম। "ত্রিপুরা আণ্ডার সেমি ফোরেস্টারী রুল অ্যাণ্ড ল রিপ্লেড বাই রুল অব্ জাঙ্গল। এই মেমোরেণ্ডাম, নেশন্যাল ফ্রন্ট পার্লামেন্টারী যে টীম এসেছিল— তাদের কাছে সাব্মিট করা হয়েছিল। এই ডকুমেন্টকে ভিত্তি করে পার্লামেন্টে ডিস্কাশন হয়েছে। এই ডকুমেন্ট প্রেসিডেন্টের দপ্তরেও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও রয়েছে, হোম মিনিস্টারের দপ্তরেও রয়েছে। শুধুমাত্র একটা অংশ আমি এখানে পড়ব।

স্যার, ২৯ মাস আপ্ টু সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯—ডিটেইলড্ অব ইন্সিডেন্টস্ হ্যাভ্ বীন ক্যাটালগড্ অ্যাণ্ড প্লেসড্ বিফোর শ্রী আর, ভেঙ্কটরমন, রেস্পেক্টেড প্রেসিডেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া।

মার্ডার ২৮২, অ্যাসন—৫৯৮, ভায়োলেন্স—ইন্সিডেন্টস্ ইন্-টু হাউস্ অ্যাণ্ড অ্যাটাক— ১৩২৪। কিড্ন্যাপি—১৬৭, এটা ইন্সার্জেন্সীর একস্ট্রিমিস্টস্ তাদের কিড্ন্যাপিং নয়। আগরতলার বুকে থেকে কিড্ন্যাপিং হয়েছে, রাস্তায় যাওয়ার সময় উদয়পুরে টাউন থেকে কিড্ন্যাপিং হয়েছে। সন্ধ্যায় পাড়ায় পাড়ায় কিড্ন্যাপিং হয়েছে। তারপর এখান থেকে কাকলী কিড্ন্যাপড হয়েছিল এইটাতো সকলেরই জানা। স্যার, এই জাতীয় কিড্ন্যাপিং এর ঘটনা থানায় যে রেকর্ড রয়েছে— সেটা হচ্ছে—১৬৭টি। রেপ্ —১৩১টি। ডাকাতি—১৬৬. অ্যাটাক উইথ্ শার্প কাটিং ওয়েপন্স— ৬১৮টি। হস্পিটেলাইজড্ ইন্ দিস্ ইন্সিডেন্টস্ —৩ ৭৮। পোস্ট মর্টেম কণ্ডাক্টেড অন্ —৩১৫। টোট্যাল নাম্বার অব্ কেইসেস্ রেজিস্টার্ড ইন্ দ্যা পুলিশ স্টেশন—২৪ ৪১৩টি। টোট্যাল নাম্বার অব্ অ্যাকিউজ্ড্ ইন্ দিস্ স্টেইজ —২৯,৮৫৫।

স্যার, 'ল' অ্যাণ্ড অর্ডার সিটিউয়েশন এটা হচ্ছে সেই কংগ্রেস — টি, ইউ, জে, এস, জোট বেঁধে আনন্দ উল্লাসে যে সরকার গণতন্ত্রে রথ চালিয়েছিলেন, তাদের সময়ের প্রথম ২৯ মাসের আইন শৃঙ্খলার একটা চেহারা।

স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বারে ক্ষমতায় আসার পরে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের মধ্যেই সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন - প্রতি সনে সনে প্রতি বছরে বছরে কত সংখ্যায় ক্রাইমের সংখ্যা কমেছে— সারা রাজ্যের ভেতরে খুন যেমন জমির লড়াইয়ে খুন, এটা যেমন ক্রাইম তেমনি গৃহবধু হত্যা সেটাও ক্রাইম ঠিক সেভাবে খুনের যে রেকর্ড তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৮

থেকে আরম্ভ করে একেবারে ১৯৯৬ পর্য্যন্ত তার যে প্রত্যেক বছরের হিসাব তাতে এইটা কমেছে।

স্যার, ১৯৮৮ ইং সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৯৬ ইং পর্য্যন্ত সরকারের প্রত্যেক বছরের যে হিসাব তাতে এটা কমেছে। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রাজ্যপালের ভাষণে সরকারী রেকর্ড সমস্ত খুটিনাটি তদন্ত করে সব দেখে তারপর ঠিক করে ১৯৯৫ সালে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩ হাজার ৭শত ৩১, ১৯৯৬ সালে আর একটু কমে ৩ হাজার ৬শত ৩০। তাদের আমলে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার সমস্ত ক্রাইমের সংখ্যা। আজকে রাজ্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের ১৯টা থানা এলাকা ডিস্টাব এরিয়া ঘোষণা করতে হয়েছে। স্পেশাল পাওয়ার টু দি আর্ম ফোর্সেস দিতে হয়েছে। প্রটেকশান, লিগেল প্রটেকশান যাতে তারা খুব শক্তভাবে এই সমস্ত এলাকার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এই ১৯টা থানা এলাকায়। এই যে ৪৪টা হচ্ছে মোট থানা। বাকি থানাগুলির অবস্থা কি? স্যার, আমি যদি গত তিন মাসের হিসাব ধরি নভেম্বর, ডিসেম্বর থেকে আমরা হঠাৎ দেখলাম যে ভয়ংকর আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। খোয়াই ঘটনা ঘটল, কল্যাণপুর ঘটনা ঘটল তৈদু, জাকলবাচাই ঘটনা ঘটল। আমি যদি সেই সময়ের থেকে এখন পর্য্যন্ত দেখি এই ১৯টি থানা এলাকার বাইরে বাকি যে ৪৪টা থানা তার কি অবস্থা? এখন পর্য্যন্ত হিসাব আমি মার্চ মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব দেখেছি। এই যে সমস্ত হিসাব তাতে নির্দিষ্টভাবে এতগুলি থানা ২৫টা থানার মধ্যে ইনসারজেন্সী আক্রমণ অথবা ইনসারজেন্সি কাজকর্ম কোন ঘটনা দেখা যায় না। এই যে পরিস্থিতি এই ১৯টা থানার মধ্যে আমি কেন ১৯টা থানা বলছি ডিস্টার্ব এরিয়া আমরা ঘোষণা করেছি বাস্তবকে আমরা অস্বীকার করি না। যে জায়গাটা ১৯টা থানা এলাকা সেই এলাকায় যেসব জায়গা তা নিয়ে এখানে হচ্ছে ইনসারজেন্সীর বিপদ। ওটা একটা চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জকে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে এবং করতে চেষ্টা করছি।

স্যার, ১৯৯৬, ১৯৯৫, ১৯৯৪ই সালে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ওদের দলের সভাপতি, ওদের দলের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৫ ইং সাল তখনও তাই, ১৯৯৩ সাল তখনও তাই। হঠাৎ করে সমস্ত আসাম রাইফেল তোলে নেওয়া হলো। একজন আসাম রাইফেলও এখানে থাকতে পারবে না। শুধু তাই নয়, আর, এ, সি, এবং এম. পি, এস, এফ, এই সমস্ত ফোর্স এখান থেকে তোলে নেওয়া হলো। এবং আমাদের বলা হলো আমাকে জানানো হল এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিল যে তোমাদের এখানে তোমাদের নিজেদের সরকার, নিজেদের ক্ষমতায় চালাতে হবে। নিজেদের সরকার নিজেদের ক্ষমতার অবস্থা কি? দুই ব্যাটেলিয়ন টি, এস, আর, এবং থানার মধ্যে কিছু পুলিশ আর কিছু আর্ম পুলিশ ভি, এ, আর,। সমীরবাবু তাঁরা তাদের যে ব্যাটেলিয়ন ছিল সেই ব্যাটেলিয়ন ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং তাদের চাকুরী বাতিল করে দিয়েছিল। তাদের আবার নতুন করে চাকুরী

দিতে হয়েছিল। এই রকম ধরণের বিরাট বাহিনীকে তারা যখন নাকি এই রকম অবস্থার মধ্যে ফেলেছিল, যাদের হাতে কোন আর্মস নেই, সেই রকম অস্ত্র নেই। আধুনিক কোন অস্ত্র তাদের জন্য সজ্জিত করার চেষ্টা হয়নি, কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের খুব কষ্ট করতে হয়েছে। লিমাতৃসুলভ মনোভাব। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সরকারকে কিভাবে বেকায়দায় ফেলতে পারে। আর কংগ্রেসের নেতারা, যুব সমিতির নেতারা বিভিন্ন জায়গায় কেবল প্রচার করছেন।

কিন্তু কি প্রচার করছেন? একটুকুও নিন্দা করা হয় নাই। মূল সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে জানার সুযোগও দিচ্ছে না। কয়েকটি পত্রিকাকে ঢাকির মত ব্যবহার করে চলেছেন ওরা। মূল সমস্যাকে আড়াল করার জন্য চেষ্টা করছেন ওরা। পাল্টা প্রচার করে বলেছেন সি, পি, এম করছে এসব। ডাকাতি-খুন ইত্যাদি নাকি সি, পি, এমই করছে। সুধীরবাবু একজন পার্লামেন্টের মেম্বার। দল-বল পাকিয়ে ছামনুতে গিয়েছিলেন তিনি। ফেরার পথে আঠারমূড়াতে নাকি আক্রান্ত হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয় ঐ ঘটনাটি। বিপদে পড়ে গেলেন উনি। হৈ-চৈ করে থানায় এসে জানালেন তিনি নাকি উগ্রপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। পড়ে জানা গেল ঘটনাটা সত্য নয় সম্পূর্ণ অসত্য ও উনার বানানো ষড়যন্ত্র। এই ভাবে নানা ঘটনা বানিয়ে রাজ্যের মানুষের মনের মধ্যে ভয় ভীতি ঢুকানোর চেষ্টা করে চালছেন তারা। রাজ্যের কংগ্রেস (ই) রাজ্যের মানুষকে বুঝাতে চাইছে সব উপজাতিই উগ্রপন্থী কাজেই সব উপজাতিই আমাদের শত্রু। স্যার এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা উগ্রপন্থা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে চলেছি। বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে রাজনৈতিক সমাধান। সমস্যা যেন ক্রমেই বাড়তে না থাকে সেটাও দেখতে হবে। যারা বিভ্রান্ত হয়ে এই উগ্রপন্থার পথে গিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আর যারা ফিরতে চায় না তাদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবনের কাছে গিয়েছিলাম আমি ও আমাদের রাজ্যের মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী। তখনতো ভাল-ভাল মিষ্ট কথাই বললেন কিন্তু তারপর কোন সাহায্য সহযোগিতাই পাওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত আমার এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন সময়ে আমাদের রাজ্যে অবস্থানর প্যারা মিলিটারীদের নির্বাচনের কাজে লাগানোর নাম করে ধাপে-ধাপে তোলে নিয়ে যাওয়া হল। ফলে উগ্রপন্থী তৎপরতার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের টি, এস, আর পুলিশ, হোম গার্ড-সহ প্যারা মিলিটারির বেশ কয়েকজন জোওয়ানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর এটারই সুযোগ নিয়ে রাজ্যের কংগ্রেস (ই) যুব সমিতি প্রচার করতে শুরু করল যে বর্তমান রাজ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ। এই সরকার ব্যর্থ। আইন-শৃঙ্খলা শেষ ইত্যাদি। এটা ঠিক যে তারা রাজ্যের মানুষকে ভুল বুঝানোর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্যের মানুষ তাদের

প্রত্যাখ্যান করছেন ক্রমাগত। ইতিমধ্যেই পূর্বোত্তরের উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির সঙ্গে যেমন এন, এস, সি, এন, পি, এল, ও, উলফা ইত্যাদি উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির সঙ্গে রাজ্যের উগ্রপন্থীদের সংযোগ বেড়েছে বা সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের ট্রেনিং ক্যাম্পে তারা অবস্থান করছে বলে খবর। বিদেশি মদতে তাদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে আধুনিক সব অস্ত্র সম্ভার। এর মধ্যে রয়েছে এ, কে সিরিজের রাইফেল। এর মধ্য থেকেও ইতিমধ্যেই অনেক বিভ্রান্ত যুবক সেই পথ পরিহার করে মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। যারা এখনও সেখানে ট্রেনিং নিচ্ছে তারা আর, ডি, এক্স্ এর ট্রেনিং দিচ্ছে এই খবরও আমরা পেয়েছি। রাজ্যের মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে কিছুদিন আগে রাজ্যে টাইগার ফোর্স ১০ দিনের ত্রিপুরা বন্ধ ডেকেছিল। কংগ্রেস (ই)-টি, ইউ, জে, এস্ ব্যাপারটাকে এমনভাবে প্রচার করতে শুরু করল যে রাজ্যের সমস্ত উপজাতিরাই শত্রু। টাইগাররাও এই ধরণের হুমকি দিয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে যে কথাটা বলেছেন— কংগ্রেস (ই) এবং যুব সমিতি এই বন্ধের নিন্দা ও বিরোধীতা করে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করেছেন প্রকাশ্যে। সরকারী মিটিং-এ এই নিয়ে আলোচনার জন্য যোগদানও করেছেন। কাজেই এখানে উনি এসব কি বলেছেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ঠিক এই রকম যখন চলতে আরম্ভ করল তখনই রাজ্য সরকার সর্বদলীয় মিটিং ডাকেন। রাজ্য সরকার বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেসের মধ্যেও কিছু ভাল লোক থাকবেন যাদের মতি-গতি এই রকম হয়নি। এবং যারা দেশকে ভালবাসবেন তারা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, আমরা মিটিং করেছি। কংগ্রেসের একটি অংশ এসে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। কেননা আমরা ঐক্যবদ্ধ-ভাবে ঐ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পেরেছি। এখন স্যার নির্দিষ্ট এলাকায় উপদ্রুত ঘোষণা করছি। এই ঘোষণা আমরা সঠিক সময়ে সঠিকভাবেই করেছি বলে বিশ্বাস করি।

এখন স্যার, আমরা কিছু নির্দ্দিষ্ট এলাকাকে ডিষ্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করেছি। সেটা আমরা সঠিক সময়ে করেছি বলে বিশ্বাস করি। তবে ডিষ্টার্বড এরিয়া স্থায়ী নয়। আমরা জানি, ডিষ্টার্বড্ এরিয়ার অর্থ হচ্ছে, এমন ধরণের ব্যবস্থা যাতে মানুষের বিচার পাবার অধিকার সংকোচিত হয়ে যায়। এটা আমাদের কাছে কাম্য নয়। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। যত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এটা তুলে নিতে পারি তত ভাল হবে। এবং এ ব্যাপারে আমরা আরো সহায়তা চাই ব্যাপক অংশের মানুষের। এই বাজেট শুধু কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা টি, এস, আর, বাহিনী আরো ছ'টি করব। তাদের হাতে আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে চাই। কেন্দ্রে নূতন সরকার আসার পর, আমাদের সমস্যাকে দেশের সমস্যা বলে মনে করে। এটা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। সারা ভারতবর্ষের সমস্যা বলে মনে করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেই কেন্দ্র এখানে ইণ্ডিয়া রিজার্ভ

ব্যাটেলিয়ান এবং টি, এস, আর, তৃতীয় ও চতুর্থ বাহিনী করার অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা সত্বেও আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি। এতে আমাদের শক্তি বাড়বে। তবে শুধু শক্তি বাড়ালে চলবে না ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে আমাদের উন্নয়নের কর্মসূচী পৌঁছে দিতে হবে। বাজেটে এ জন্যই সমস্ত কিছু সঠিক ভাবে রাখা হয়েছে। তফশিলী জাতি তফশিলী উপজাতি এবং, ও, বি, সি, দের স্বার্থে দুর্গম অঞ্চলগুলিকে আরো বেশী করে উন্নতি করার জন্য ইনফ্রা-ষ্ট্রাকচার গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কিভাবে নূতন করে ব্লক তৈরী করে এটা করার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার ভেতরেও আমরা সেগুলি করার জন্য কর্মসূচী নিয়েছি। স্যার এই বাজেট নিয়ে আজকে রতিবাবু বক্তব্য রাখছিলেন। আমি অবাক হয়ে শুনেছিলাম, উনি উনার ভাষণে উপজাতিদের সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। আমি বুঝতাম, যদি তিনি এই বাজেট ভাষণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করে বলতেন এই এই ব্যবস্থা আছে, আরো যোগ করলে ভাল হয়। কিন্তু উনি কি যে বলতে চেয়েছেন কিছুই বুঝলাম না। স্যার, আমাদের এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্ত টাকা খরচ করছে।

স্যার, আমাদের এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সব ক্ষেত্রে তার সবটুকু খরচ করেছে। আমাদের বিরোধী দল নেতা এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন খরচ করতে পারছে না। কে বলল খরচ করতে পারছে না। আরও বেশী টাকা দিলে তাও আমরা খরচ করতে পারব। টাকা কোথায় একবার গিয়ে কেন্দ্র পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে দেখা করুক। আর একটা মজার কথা এখানে শুনতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে প্ল্যান, নন্-প্ল্যান, পুলিশের প্ল্যান কি করে হয়? নন্-প্ল্যানে এই বাজেট তৈরী হয়। পুলিশের খাতে কোন প্ল্যানের টাকা নেই। এটা প্ল্যানের জন্য খরচ নয়। ভাগ করা আছে কোন বিষয়টা প্ল্যানে থাকবে আর কোন বিষয়টা নন্-প্ল্যানে থাকবে। কাজেই এটা বুঝতে হবে আমাদের। আপনারাও তো সরকারে ছিলেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খুঁজে বের করে আমরা খরচ করছি। গত চার বছর ধরে অর্থ, সামাজিক ও বাস্তবের জরুরীর ভিত্তিতে সমস্ত বিষয় আমরা খুজে বের করে খরচ করেছি। এবং আর্থিক বরাদ্দ আমরা করেছি। একাডেমিক ডিস্কাসন কথায় মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলেছেন ১৪৯০'৪৭ কোটি টাকার মধ্যে আমাদের রাজ্যের সম্পদ এখানে শুনলাম যে বিরোধীরা বলছেন ১১৬ কোটি টাকা। এখানে বলতে হয় আমাদের শেয়ার অব ট্যাক্সের যে টাকা সেটিও আমাদের সম্পদ। কেন্দ্র আইন অনুযায়ী তার ব্যবস্থা, সেটি সর্বভারতীয় ব্যবস্থা। সেখান থেকে যে টাকা পায় সেটি হল ৫৬৩ ৯৬ কোটি টাকা। এই টাকা এটার ভিতরে আমাদের সমস্ত সম্পদ। সবকিছু বুঝে কাজ করতে হবে। সব সমস্যা হস্তক্ষেপ করা যায়। সারা রাজ্যের মানুষ তা জানেন। পঞ্চায়েতের মধ্যেও এইগুলি আলোচনা হয়। আমি তাদের মিটিংএ গিয়ে শুনেছি। তারাও কিভাবে সরকার চালাচ্ছে তা জেনে নিচ্ছে। এর ভিতরে ঋণের সুদ দিতে হয় ১০৬'৭৭ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধের কিস্তি

সেই কিস্তি পেমেন্ট করতে হবে ২৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রের কাছে দেখে থাকতে হয়। আপনারা বলছেন ভিক্ষা করছি। ভিক্ষা নয়। ভারতবর্ষ একটা দেশ কেন্দ্রে যে সরকার থাকবে সেটি তার দায়িত্ব। বহু বঞ্চনা হয়েছে এই রাজ্যের প্রতি। এটা কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব। জাতীয় সরকারের দায়িত্ব প্রত্যেকটি রাজ্যের সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্ট করে দেখা। স্যার, স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে, কেন্দ্রে ৮টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে শেষ হয়েছে। এখনো পর্য্যন্ত এরাজ্যে ইনফ্রাষ্ট্রকচার নেই। এখন পর্য্যন্ত রাজ্যে কোন শিল্প নেই। পার্থক্যটা কোথায়? তারা কোথায় সমর্থন করতে পারছে এই বাজেটকে? স্যার, সমালোচনা করছে। বাজারমুখি নীতি, জনমুখি নীতি কোথায়, আমাদের চিদাম্বরম সাহেব কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী। বাজেট শেষ করতে গিয়ে বাজেটের বক্তৃতায় কি বলেছেন, সেই বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে খরচ বাড়িয়াছে। এই যে মিশ্র অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে নরসিংমা যে বাজারমুখি অর্থনীতি উদারীকরণ এই সমস্ত বক্তৃতা দিয়ে ভারতবর্ষকে আজকে বিপন্ন করে ফেলেছেন। আর্থিক সার্বভৌম পর্য্যন্ত শেষ করে দিয়েছে। তারপরে আমাদের সরকার কেন্দ্র থেকে যেভাবে টাকা আনে এখানে যেগুলি প্রধান সমস্যা সেগুলিকে সমাধান করার চেষ্টা করছে।

কোন্ নীতিতে চলছে, কোন দিকে দৃষ্টি—এই কৃষকের স্বার্থে। সারা ভারতবর্ষে এখনও কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই বর্ধিত দাম কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে যে এই দাম দিয়েই কৃষকদেরকে কৃষিতে জলসেচ করতে হবে। একমাত্র বামফ্রন্ট সরকারই এক দিকে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করছেন এবং অন্য দিকে চেষ্টা করছেন কৃষকদেরকে বিদ্যুৎ-এর দাম ফ্রী করে দেওয়া যায় কিনা, কৃষকরা তাদের সেচের প্রকল্প চালু রাখতে পারে কিনা। এখানেই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ধনী জমিদারদের বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। স্যার, রাজ্যের একমাত্র জুট মিলটিকে জোট সরকার ধ্বংস করে দিয়েছিল। সারা ভারতবর্ষে বেসরকারী-করণের কথা বলে এক একটা কল কারখানাকে ব্যক্তিগত মুনাফা খোরদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। রাজ্যের একমাত্র জুটমিলটি জোট সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এটাকে আমরা আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে জীবন্ত করার চেষ্টা করছি সরকারী ব্যবস্থাপনায়। চোখটা একটু ঘুরান ভারতবর্ষের যে কোন বাজেটের সঙ্গে, কেন্দ্রের যে বাজেট সে বাজেটের সঙ্গে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেখানেই পার্থক্য। এই পার্থক্যটা ওদের বুঝার ক্ষমতা নেই, সাহস নেই। সেইজন্যই এই বাজেটকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটকে সমর্থন করছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে জাতি-উপজাতি হোক, তফশীলি জাতিই হোক আর ও, বি, সি, ভুক্তই হোক যে কোন অংশের মানুষ আমাদের এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। মাননীয় জনতা দলের সদস্য মহোদয় এখানে বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য রেখেছেন। আমি উনাকে বলছি এক বছর পর তো

ইলেকশান, শ্রমজীবি মানুষ যারা আপনাকে ভোট দিয়েছিল তাদের কাছে যান। বামফ্রন্ট সরকার তাঁর বলিষ্ঠ কর্মসূচীকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সাথে আরও ঘনিষ্ট হয়েছে। মানুষ কর্মসূচীকে দেখে ভোট দেয়। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে বুঝতে পেরেছে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর বলিষ্ঠ কর্মসূচীকে সামনে রেখে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এই সরকারকে আপনারা ভাঙতে পারবেন না। উগ্রপন্থী সমস্যার মুকাবিলা আমরা করব। এই বামফ্রন্ট সরকার ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন বাজেট রচনা করবেন। এই সরকারকে আপনারা ফেলতে পারবেন না। যতবার ফেলার চেষ্টা করবেন এই সরকার আরও বেশী করে জনগণের সাথে ঘনিষ্ট হবে এবং আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৭ তারিখে এই হাউসে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৪৯০.৪৭ কোটি টাকার যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি পুরো-পুরি সমর্থন করছি। সমর্থন করি এইজন্য যে এই বাজেটের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এইগুলিই আমাদের বিরোধী সদস্য মহোদয়রা দেখেন না। আমি তাঁদের অনুরোধ করব এই গুলি দেখার জন্য বুঝার জন্য। প্রথম বৈশিষ্ট্য এই বাজেট করহীন বাজেট।

আয় যদি বাড়াতে হয় তাহলে রাজ্যের মধ্যে রাজ্য সরকারের যে ক্ষমতা রয়েছে সেন্ট্রাল ট্যাক্স ইত্যাদির শেয়ার যদি আমরা নাও নেই ওটা হিসাবের মধ্যে না আনলে ট্যাকস্ বাড়িয়ে, আয় বাড়িয়ে এইগুলি করে তারপর আয় বাড়তে হয়। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে রাজ্যের আয় যেমন বেশী হবে এটা ধরা আছে তেমনি কর রোধের বিশেষত্ব কি? আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর যে ব্যবস্থাগুলি চলছে এই ব্যবস্থায় এটা একটা ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেছে। যে ক্ষেত্রের মধ্যে যা হবার তা হচ্ছে না, যা না হবার তাই হচ্ছে। সুতরাং সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসঙ্গতি প্রথমতঃ চোখে পড়ে যা তলিয়ে দেখা যায় তা হলো এই বিষয়টা যে ভাবছে সেটা সম্পূর্ণ উল্টো। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বিশেষকরে সমীরবাবুকে বলব এই বিষয়টা একটু দেখার জন্য হামেসাই কথায় কথায় বলেন গ্যাট কি বলছেন। আমি বলব না গ্যাট-এর কোন প্রশ্ন নেই। ১৯৯৫-৯৬ সালে তখন নরসীমা রাও গদীতে ছিলেন। আমি এটা বলছি এইজন্য যে করহীন বাজেট একটা আছে আবার উনারা যেটা বলতে চাইছেন জিরো বেইস বাজেট। আয়, ব্যয়, স্থিতিশূন্য জিরো বেইস ইত্যাদি এই সব বলছেন। প্র্যাকটিক্যালি ঘটনাটা কি ভারতবর্ষের আর্থিক নীতিতে কি চলছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য আনন্দমোহন রোয়াজা উনি

নেশা খাচ্ছেন। হাউসে বসে নেশা খাওয়ার নিয়ম নেই। রুলস্ এবং প্রসিডিউর অনুযায়ী উনি খেতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, উনারা বাধা দেওয়ার জন্য এই রকম করছেন এটা উচিত নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— এটা রুলস্ এবং প্রসিডিউরে আছে, হাউস এইভাবে চলতে পারে না। আপনি রুলিং দেন স্যার। হাউসে বসে পান খাওয়া, সাদা খাওয়া, নেশা খাওয়া, গাজা খাওয়া, ভাং খাওয়া চলে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা ঠিক নয়, মাননীয় বিরোধী নেতা সমীর বর্মণকে বলছি, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া জানেন না, আপনি জানেন পশ্চিম বাংলার একজন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন হেমচন্দ্র লস্কর উনার প্রধান কাজ ছিল এক বাক্স পান নিয়ে এসে সবাইকে বিলি করা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— স্যার, রুলস্ এবং প্রসিডিউর দেখুন এইভাবে হাউসে পান খাওয়া, গাজা খাওয়া চলে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— পান খেয়েছে প্রমাণ আছে ?

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— হ্যাঁ, আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— কোথায় আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় সদস্য আনন্দমোহন রোয়াজাকে হ্যাঁ করান। মাননীয় সদস্য আপনি হ্যাঁ করুন। হ্যাঁ ··· হ্যাঁ ·······হ্যাঁ ···· ···করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা হতে পারে না।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী মন্ত্রী) : স্যার, উনি একটু আবোল তাবোল বলছেন। স্যার, উনি নেশাগ্রস্ত কিনা দেখেন (রতিমোহন জমাতিয়ার উদ্দেশ্যে)।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :- হাউসে বসে কোন নেশা জাতীয় দ্রব্য খাওয়া যায় না (আনন্দমোহন রোয়াজার উদ্দেশ্যে) ঠিক আছে আমি কাল বিড়ি খাব।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, এই বাজেট এটার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘাটতিশূন্য বাজেট। উদ্বৃত্ত বাজেটও নয়। এই সম্পর্কে যে ভারতবর্ষের অর্থনীতি তৈরী হয়েছে, যে অর্থনীতি দিয়ে চলছে এই সম্পর্কে সি, এ, জির রিপোর্ট কি? যেটা আগে দেখেছিলাম ত্যাগ-ট্যাগ নিয়ে সমীরবাবু কথা বলতেন এখন রতনবাবু ত্যাগের কথা বলেন। বুঝেও বলেন, না বুঝেও বলেন। ১৯৯৫-৯৬ সনের বাজেট সম্পর্কে কেন্দ্রের এইসব ব্যয় বরাদ্দ......... ।

(গণ্ডগোল)

এইটা কি ব্যাপার স্যার? বিধানসভা মাছের বাজার না। এইসব কি হচ্ছে। আমরা ত উনাদের বক্তব্যের সময় কোন বাধা দেইনি। মাননীয় সদস্যরা যা খুশী করবেন, বিড়ি খাবেন বলছেন, একজন দায়িত্বশীল সদস্য এই কথা বলতে পারে? বিড়ি খাবেন এখানে বসে, খেয়ে দেখুন না। বিধানসভাতে এসে একজন দায়িত্বশীল সদস্য এইকথা বলতে পারে? হিম্মৎ থাকে ত গিয়ে বলুন যারা আপনাদের পাঠিয়েছে এই বিধানসভাতে তাদের গিয়ে বলুন যে আমি বিধানসভায় গিয়ে বিড়ি খেয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, রতিবাবু বলেছেন পান খাচ্ছেন সাদা দিয়ে, এটা বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছেন।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, রতিবাবু বলেছেন, এইখানে বসে বিড়ি খাব। এটা উইথড্র করা দরকার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিন। মাননীয় সদস্যরা যা নিয়ে বলছেন এতে বুঝা যায় বিধানসভা সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞান গম্ভীর সীমাটাই ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা না করাই ভাল। বিরোধী দলনেতা তিনি জানেন। শিক্ষা নিন।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বক্তব্যে বাধা দেবেন না, বলুন, আপনি বলুন (কেশব মজুমদারের উদ্দেশ্যে)।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—সি, এ, জির রিপোর্ট সেন্ট্রাল বাজেট সম্পর্কে কি বলছে? বলছেন ৯৫-৯৬ সালের বাজেটে ফিনান্সিয়েল ডেফিসিট হচ্ছে ১০ হাজার কোটি টাকা আর তার ফিসক্যাল ডেফিসিট হচ্ছে ৬৫ হাজার কোটি টাকা। আমি জানিনা উনারা ফিনান্সিয়েল ডেফিসিট এবং ফিসক্যাল ডেফিসিটের পার্থক্য বুঝেন কিনা। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের অর্থনীতি। এই অর্থনীতি বলতে যা হয়েছে তা হচ্ছে যে যা দেখা যায় তা ঠিক নয়, যা দেখা যায়না সেটাই হচ্ছে ঠিক। সুতরাং জিরো বেইসড বলুন বা অন্য কিছু বলুন এটা এমনি বেইস বলার বিষয় নয় সেজন্য বাজেট সম্পর্কে একটু নিজেদের চিন্তা ভাবনা ইত্যাদি করলে এই ব্যাপারটা বুঝা যাবে

এমনটা কেন ? প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সত্য, ভারতীয় অর্থনীতির এই সত্যির বিষয়টা এটা তৈরী হল কেন ? এটা তৈরী হয়েছে এইজন্য যে ধারায় আমাদের দেশের অর্থনীতি ইত্যাদি চলছে। এই অর্থনীতির মধ্যে কিছু এমনি ধারা এগিয়ে দিয়েছে।

কারণ অনেক কথা ওনারা বলেছেন আমরাও বলতে পারি, আমরাও বলেছি। অতীতে মানুষের এই সমস্যাগুলি আছে এবং এই সমস্যাগুলির সমাধান হয়নি এইসব আমরাও বলেছি। এখানে আমি বিরোধী সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই সমস্যাগুলি কেন তৈরী হল। এখানে অনেকে বলেছেন, সমীরবাবুও বলেছেন, অন্য সদস্যরাও বলেছেন ও, বি, সির কথা। এখানে আমি জিজ্ঞাসা করি ও, বি. সি তৈরী হয়েছে কেন। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ভারতের সংবিধান যখন তৈরী হয় তখনতো তাদের জন্য আলাদা রিজার্ভেশানের প্রশ্ন উঠেনি। স্বাধীনতার ৫০ বৎসরের মাথায় আজকে এই প্রশ্ন আসল কেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর কোন ধরণের অর্থনীতি তৈরী হল, ১৯০ বৎসর ইংরেজরা শাসন শোষণ করেও যে মানুষগুলিকে রিজার্ভেশানের আওতায় আনতে পারেনি, ৪৫, ৪৬ বৎসর একটানা কংগ্রেস রাজত্বের পর এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরের মাথায় আজকে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন এসে গেল যে এদের জন্য রিজার্ভেশান করতে হবে। আজকের এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে যারা বলবেন যে আমরা সব সমস্যার সমাধান করব, না তারা পারবেন না। এটা সমস্যার সমাধান করার বিষয়বস্তু না। এখানে দেখতে হবে এই পরিস্থিতিতে মানুষের কতটা দুঃখ লাঘব করা যায় এবং বাজেটটাকে এইদিক থেকে বিচার করতে হবে। বাজেটের অর্থ এই নয় যে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করব, আজকের এই অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে এটা সম্ভব না। যতক্ষণ না আমাদের এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুধু মানুষের দুঃখ দুর্দশা কতটা লাঘব করা যায় শুধু সেইটুকুই বলা যায়। কারণ আমরাতো শুনেছি মাননীয় সমীররাবু তিনিও সেই সময় ছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে নির্বাচনের আগে বলেছিলেন ১০০ দিনের মধ্যে জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে দেবেন, কিন্তু কই কমাতেতো পারলেন না। এই সব হচ্ছে বাজার গরম করা কথা বলা। তারপর এখানে আপনারা আরও বলেছেন যে আপনারা বেকারদের জন্য অনেক কিছু করেছেন, আর বামফ্রন্ট সরকার বেকারদের চাকুরী দিচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করি একাদশ লোকসভা নির্বাচনের দুই মাস আগে কেন্দ্রের নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৬ লক্ষ পোষ্ট কেন এবলিস্ট করা হল। এখানে বলছেন বামফ্রন্ট সরকার চাকুরী দেয় না, আর ওদিকে ৬ লক্ষ পোষ্ট এবলিস্ট করে দেওয়া হয়েছে। শুধু আপনার আণ্ডার টেইকিং সীটগুলি আছে তাই ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ছেলে মেয়ে চাকুরীর কথা ভুলে গেল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর। স্যার, কালকে সমীরবাবু সমরবাবুকে বলছিলেন উনি নাকি বুড়ো হয়ে গেছে, আমি তখন ভাবছিলাম যে বানর বুড়ো হলে কি গাছে উঠা ভুলে যায়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যেখানে পরিস্থিতি, যে, নূতন অর্থনীতি তৈরী করা হল আমি জিজ্ঞাসা করব সমীরবাবুকে যে, অনেক তো কথা বলেছেন তা এই অর্থনৈতিক

নীতিতে কি কোন রকমের কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। ৫ম পে কমিশন হচ্ছে তার প্রমাণ। এই পে কমিশনের তাদের রেকমেনডেশানটা কি, ৩ লক্ষের উপর আমার সঠিক সংখ্যাটা মনে নাই, ক্লাস ফোর-এর পোস্ট এবলিস্ট করে দিতে হবে। তা এই কাজটা কে করবে, এই কাজটা করবেন কনডাক্টর। ·· ·· ···

চাকুরীর ক্ষেত্রেও প্রাইভেটাইজেসান। পঞ্চম বেতন কমিশনের রেকোমেণ্ডেশনের মধ্যে এইটা রয়েছে। কাজেই এইভাবে সমস্তকিছুই চলে যাচ্ছে প্রাইভেটাইজেশনে। আজকে সমীরবাবুরা যে অর্থনীতি চালু করেছেন সারা ভারতবর্ষে এইটা তো ত্রিপুরায় চালু করতে পারব না। গোটা দেশের ফিস্ক্যাল পলিসি একটা ষ্টেটে তৈরী করে না। এইটা যতক্ষণনা পর্য্যন্ত পরিবর্তন হতে পারে ততক্ষণ রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েই এইটা মেনে চলতে হয়। কাজেই এই জায়গাতেই বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রিয় সরকার যখন বেকারদের জ্বালা ভুলে গিয়ে প্রাই-ভেটাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তারা সামনে যতগুলি পদ আছে সেগুলিতে বেকারদের নিয়োগ করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। কাজেই এইটাই হচ্ছে পার্থক্য, এই বাজেটে সেই লক্ষ্যই নির্ধারিত হয়েছে।

স্যার, আমরা সেই ১৯৯১ সন থেকেই শুনেছি যে নরসীমা রাও সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে প্রতি বছরে এক কোটি বেকার-এর কর্মসংস্থান করবেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী এক কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে আমাদের সারা ভারতবর্ষে সাড়ে তিন কোটি বেকার রয়েছে। তাহলে প্রতি এক বছরে এক কোটি করে হলে পাঁচ বছরে পাঁচ কোটি বেকার এর কর্মসংস্থান হতো সে ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষে এত বেকার থাকতো না উপরন্তু বাইরের দেশ থেকেও বেকাররা এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেত। কাজেই এইটা শুধু মুখে বললেই হয় না। তারা মুখে বলেছে যে বেকারদের বর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে আর অন্য দিকে বাস্তবে প্রাইভেটাইজেশনের দিকে ঝোঁকছে। ফলে আজকে তাদের এই পরিণতি।

আর এখানে পঞ্চায়েতের দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে। স্যার, দুর্নীতি যে একেবারে আমরা বন্ধ করতে পেরেছি তা ঠিক নয়। দুর্নীতি কিছু কিছু হচ্ছে। এই দুর্নীতি যে একেবারে নির্মূল করা যাবে তাও ঠিক নয়। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে সারা ভারতবর্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। আজকে আমরা কি দেখি সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার কেলেংকারী, পেছনের দরজা দিয়ে ৪০০০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে হর্ষদ মেহতা। ১৯৯১ সনে তখন তার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাংকের কিছু কর্মীও যুক্ত রয়েছে। তারা সে টাকা লগ্নী করে চার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এইভাবে এই চার হাজার কোটি টাকার কেলেংকারীতে ধরা পড়েছে, আরো কত হর্ষদ মেহতা যে রয়েছে আমি জানি না। তারপর স্যার, এই জৈন এর একটা ডায়েরীতেই হাজার হাজার কোটি টাকার ক্যালেংকারী এবং তাতেই

ভূমিকম্প হয়েছে। আর এইভাবে জৈনের কত ডায়েরী যে আছে। এইখানেও নাকি সেই হাওয়ালা মামলায় তিনজনকে ধরে নিয়ে গেছে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। হাওয়ালার হাওয়া এখানেও এসে পড়েছে। এইটা বন্ধ হয়ে যাবে না। তারপর টি, ভি, খোললে স্যার লজ্জায় মাথা হেট, হয়ে যায় যখন দেখা যায় কেন্দ্রিয় সরকারের বড় বড় প্রাক্তন মন্ত্রীকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর সবচেয়ে বড় লজ্জার কথা হলো আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসীমারাওকে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে কোর্টে উপস্থিত কারাচ্ছে, তখন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায় স্যার, তারপর বফোর্স ক্যালেংকারীতে প্রাক্তন প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নামও জড়িয়ে পড়েছে এখন এতসব ঘটনার পরও কি আমরা অস্বীকার করতে পারব যে নরসীমা রাও আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না রাজীব গান্ধী আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না।

তখন একটুখানি পার্থক্য থাকে যেমন এইখানে যদি এইভাবে ধরে পুলিশ জেলখানায় নিয়ে যায় কোমড়ে দড়ি বেঁধে ঠিক এই রকমই নরসীমা রাওকে দেখা যায় দূরদর্শনের পর্দায়। একটুকু পার্থক্য যেটা রয়েছে সেটা হলো নরসীমার কোমড়ে দড়ি দেখা যায় না। অন্য কোন পার্থক্য নেই। এই দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যায়। এর চাইতে আর কি দুর্নীতি বলব ? পাওয়ার ক্রাইসিস আছে বলে দূরদর্শনে সবাই হয়ত সেটা দেখতে পায় না। তবে বিদেশেতো পাওয়ার ক্রাইসিসের ব্যাপার নেই - সেখানে কিন্তু বিদেশীরা এইসব দেখে আমাদেরকে চিনে নিয়েছে ভারতবর্ষে কি হচ্ছে। কাজেই লজ্জা আমাদের বিদেশেও। আর ওরাই এই রাজ্যে আমাদের বলছে এক-দুটি ম্যানডেইজ চুরি হয়েছে কিনা! তবে যদি এখানে সেটা হয়ে থাকে তাহলে সেটাকেও আমরা নিশ্চয়ই অন্যায় হচ্ছে বলে দেখব। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব এবং এইসব বন্ধ করব। এটাই এখন কংগ্রেস (ই)র ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। এইজন্য কিছু আসে না। এগুলি নরসীমার আমল থেকে নয় নেহেরুজীর আমল থেকেই চলে আসছে। ৬৫ জন অতীত-নিকট অতীত দূর অতীত মধ্য অতীত বর্তমান যে যেখানে যখন ছিল বা আছে এতে জড়িয়েছে গতকাল শুনলাম কেরেলার করুণাকরণও এতে জড়িয়েছেন। কংগ্রেসের নেতা সমেত ৬৫ জন এখনও দুর্নীতির রাস্তায় পড়ে রয়েছে। কিছু লজ্জা থাকা উচিৎ। একজন এখানে আলোচনায় বলেছেন যে পাওয়ারের টাকা এই বাজেটে কম ধরা হয়েছে। স্যার এরা খবর রাখেন না বলেই এইসব বলেন। মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী অনেকক্ষণ বললেন। গেল বছরের বাজেটটা একবার খুলে দেখুন। কতগুলি প্রজেক্ট ছিল এতে দেখুন। প্রজেক্ট থাকলেতো টাকা বেশী থাকবেই বাজেটে। প্রজেক্ট কমপ্লিট প্রায় কাজেই টাকার প্রয়োজন সেখানে নেই বললেই চলে। মাননীয় সদস্য অরুণ ভৌমিক এখানে বলেছেন বিদ্যুৎ নিয়ে কিছুই উন্নতি হয়নি।

আমরা যখন দায়িত্ব পাই তখন মাত্র চার মেঃ ওয়াট উৎপাদন ছিল। বাকীগুলি সব বন্ধ ছিল। এখন উৎপাদন হচ্ছে ৪০ মেঃ ওয়াট। তখন জেনারেটিং ক্যাপাসিটি এমন ছিল না এখন যা উৎপাদন হয়। কাজেই কিছুই না এগুলি হল কি করে? কাজেই জানতে গিয়ে ভুল ভ্রান্তি থাকতেই পারে—সবারই সেটা হতে পারে। গত বছরের বাজেটের প্রাক্ মূহূর্তে আমরা কিছু টাকা পেয়ে গিয়েছিলাম। সেই টাকাটা খরচা না হওয়াতে গেলবারের বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। এখন প্রজেক্ট শেষের পথে। ৬টা ইউনিটের মধ্যে ৫টা কমিশণ্ড হয়েছে।

আর একটার মেশিন এসে গিয়েছে—সেটাও হবে। সুতরাং সেইজন্য যেগুলি হয়ে গিয়েছে, গেলবারের পাঁচ কোটি টাকা ইউনিটটার জন্য। এবারের বাজেটে স্বাভাবিক কারণেই চার কোটি টাকা কমিয়ে এক কোটি টাকা রাখা হয়েছে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বড়মুড়াতে ২১ মেগাওয়াটের সেট বসাব। আগামী এপ্রিল থেকে শুরু হবে বলে আশা করছি। এন, ই, সি, এটার অনুমোদন দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এটার স্যাংশান দিলে এবং অর্থ বরাদ্দ করলে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে সেটা ঢুকবে। কাজেই তখন আবার বাজেটে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের টাকাটাও বাড়বে। কাজ শেষ হচ্ছে এবং বাজেটে টাকাও কমছে। এই ৯৫ কোটি টাকার স্কীমটি এখন কেন্দ্রীয় অনুমোদনের অপেক্ষায়।

মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী লোকতাকের হিসাব দিয়ে এড়িয়া-এড়িয়া বলে গেলেন শুধু। উনি বললেন ওখানে কম এড়িয়া অথচ বিদ্যুৎ বেশী উৎপন্ন হয়। আমাদের ডম্বুরে বেশী এড়িয়া বিদ্যুৎ কম উৎপন্ন হয়। স্যার, এড়িয়া দিয়ে ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না। বিদ্যুৎ উৎপাদন ডম্বুরে হয় জল দিয়ে। ফ্লাডের সময় অনেক বেশী এড়িয়া ডুবে যায়। সেটা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে ডম্বুর প্রজেকটের মধ্যে যে জায়গা আছে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে গেলে যা দরকার, জলের যোগান আছে সেই যোগান রাখবার ক্ষমতা ডম্বুরের নেই। জলতো আমরা ফেলে দেই না। ৯৩ মিটার পর্য্যন্ত জল ধরে রাখার ক্ষমতা রয়েছে সেখানে। যদিও সেখানে ততটা জল উঠে না। এতটা জলতো আমরা পাই না। ৯১ থেকে ৯২ মিটারের বেশী উঠে না।

সুতরাং এখানে এই কথা বলার কি যুক্তি আছে আমি সেটা বুঝতে পারছি না। আমরা ডম্বুরের আপ গ্রেটিংয়ের কাজও হাতে নিয়েছি সেটা সম্পূর্ণ হলে, এখন কনট্রাকটর কাজ বন্ধ করে দেওয়াতে জলের কিছু অসুবিধা হচ্ছে। তবে সব সময় চালাতে পারব এমন নয়-- প্রচেষ্টা হচ্ছে। আবার যদি জল হয় আমরা নিশ্চয় সেগুলিকে বাড়াতে পারব। স্যার, এই বাজেটের মধ্যে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সুচিন্তিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বরাদ্দ ইত্যাদি

চাওয়া হয়েছে। এবং সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব যাতে দেওয়া হয়েছে আমরা যেটা বিশ্বাস করি মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য। এডুকেশানে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের সঙ্গে, যে বিষয়গুলিকে মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে সাত আটটা বিষয়কে সংযুক্ত করেছেন তার মধ্যে আমরা এই বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এইজন্য রোড কানেকটিভিটি ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। সুতরাং তারজন্য পি, ডাব্লিউ, ডি-র টাকা আমরা বাড়িয়েছি। মানুষকে হাউসিং ফেসিলিটি একসটেন করার জন্য সেগুলি দিয়েছি তারজন্য চিন্তা-ভাবনা আমাদের রয়েছে। দারিদ্র সীমার নিচে যেসমস্ত লোক বসবাস করেন তাদের সরকারের ঘোষিত নীতি সেগুলিকে দুই হাজার সালের মধ্যে আমরা সব মানুষের ঘরে তৈরী করে দিতে চাই। সুতরাং তারজন্য সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তার টাকা অনেক বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। এটা ঘোষিত নীত এটা গোটা ভারতবর্ষে চলছে পি, এম, এস, প্রকল্পে যারা দারিদ্র সীমার নিচে আছেন তাদের টেনে তোলবার জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি রাজ্যে সকলের জন্য আমরা সেভ ড্রিংকিং ওয়াটার সর্বত্র একসটেন করব সব মানুষের জন্য এবং তার মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং দেখবেন তাতে অনেক টাকা বাড়ানো হয়েছে। সেটা মাননীয় মন্ত্রীও বলেছেন। কৃষি নির্ভর জায়গায় সেইজন্য কৃষকদের কিছু সুযোগসুবিধা করে দেওয়ার জন্য আমরা ইরিগেশন ফেসিলিটি এক্সটেন করার জন্য স্পেশাল ইনসেনটিভ তার মধ্যে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তারজন্য টাকা এরমধ্যে ধরা আছে। এই বিষয়গুলি যারা দেখেন না তারা কি বলবেন আমি জানি না। আমি সেইজন্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করছি যে, দেখা দরকার বাজেটকে ভাববেন, শুধু টাকার অঙ্কে বাজেটকে দেখলে চলবে না। বাজেটকে দেখতে হবে ভারতবর্ষের গোটা অর্থনৈতিক নিয়মনীতি যা চালু হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যা উনারা করেছেন সেগুলির ব্যাপারে দেখতে হবে। ওরা এক জায়গায় বলেছে— সমীরবাবু নাকি অন্য কেউ আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। বলেছেন যে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত করে খুব চিৎকার করছেন। পঞ্চায়েতকে কোথায় টাকা দিলেন, নগর পঞ্চায়েতকে কোথায় টাকা দিলেন, বাজেট বুঝছেন কিনা আমি জানি না। এটাও আমাদের একটা কারণ সব দপ্তর থেকে টাকা পয়সা ইত্যাদি সমস্ত কিছু করে স্টেট ফিনান্স কমিশন রায় ঘোষণা করেছেন। সেই রায় অনুযায়ী আমরা পি, আর, আই, ইত্যাদির টাকা পয়সা বাড়িয়েছি। পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশনে যেগুলিতে ওরা চিন্তাও করেন না। আনটাইড ফাণ্ড এই হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এ, ডি, সিকে আনটাইড ফাণ্ড দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতে ৩২ কোটি টাকার মত। ২২ কোটি টাকা আছে এ, ডি, সিতে। এই টাকা আমরা ধরেছি ২২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, আর ৪৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ধরা আছে পঞ্চায়েত রাজে। ওরা দেখলেন না, এটা হচ্ছে গ্রামের মানুষের। সন্দেহ দেখা দিচ্ছে ওরা বলেছেন যে ক্যাডাররা নিয়ে যাবে সব। অরুণবাবু ওদের সঙ্গে এক জায়গায়

গলা মিলিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই মাননীয় বিরোধী সদস্যদের এই কথা কি কখনও শুনেছেন যা শুধু বামফ্রন্টের আমলে হচ্ছে যা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে। কংগ্রেসের রাজ্য এখনও দু-একটা বাকি আছে। বেনিফিসারী সিলেকশানের জন্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত এ শুধু নির্বাচিত সদস্যরা করবেন না। আমরা সেইজন্য বলেছি যে, যেখানে যা হবে গ্রামের সব মানুষকে ডেকে করুন, সব অংশের মানুষকে ডেকে করা হচ্ছে যে যারা গরীব শ্রেণীর মানুষ তাদের ডেকে করা হবে। এটা স্বাধীনতা সেখানে দেওয়া হয়েছে স্যার সেইজন্যে, ওদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ওরা অস্থির হয়ে গেছেন। এমনিতেই আইসুলেটেড হতে হতে এক কুণে এসে ঠেকিয়েছে। সুতরাং সেইজন্যে ওদের ওল্টা পাল্টা কথা ওদের বলতে হবে অন্য তো বলার ওদের আর কিছু নেই। ভাল কাজের বিরোদ্ধে গেলে ওদেরই ক্ষতি হবে। অনেক কিছু হারিয়েছেন আর অনেক কিছু হারানোর জন্য তৈরী থাকতে হবে। চিৎকার দিয়ে আর কি হবে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে পুরোপুরি এখানে বলেছেন আমি এখন সেইদিকে আর যাইতে চাই না। এই বাজেটকে সেইদিকে দেখতে হবে যে গুটা ভারতবর্ষের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। ত্রিপুরা রাজ্যের এই বাজেট যেহেতু মানুষের কল্যাণের দৃষ্টি ভঙ্গি রেখে করা হয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্য করা হয়েছে ওরা যে নামেই ডাকতে পারে। যে নামেই ডাকুক আমাদের কোন আপত্তি নেই নির্বাচনী বাজেট বলুন যাই বলুন এটাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, বাজার গরম করার জন্য বলতে পারেন। আসলে বাজেটের লক্ষ্য হচ্ছে মনুষকে কত সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া যায়। মানুষের যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনা কমাবার জন্যে এই বাজেটের গতি প্রকৃতি সেখান থেকে ঠিক হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে ঠিক করেছেন। যেটা গুটা ভারতবর্ষে চলছে ভি, এম, এসকে লক্ষ্য রেখে। বেসিক মিনিমাম সার্ভিস বা নিড যেটা মানুষের আছে সেখানে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটের গতি সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে এখানে করা হয়েছে। আমরা সেইজন্যেই এখানে বাজেট করেছি। শত অসুবিধা থাকা সত্বেও নূতন করার ও এর মধ্যে হয়নি। তারজন্য আমার প্রত্যাশা আশা এখানে থাকবে এই যে উন্নয়নমুখি যে বাজেট যাহা মানুষের দুঃখ দুর্দশা অন্তত: কিছুটা লাঘব করবার জন্য যে প্রচেষ্টা মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে করেছেন তার বাজেটের মধ্য দিয়ে। এই বিষয়গুলিকে দেখে বিরোধিতা ছেড়ে আমরা সর্বসম্মতভাবে যাতে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের রাজ্যের কল্যাণ হবে। মানুষ বুঝবে যে বিড়ি খাওয়ার জন্য বামফ্রন্টের লোকরা এখানে আসে না। বিড়ি খাওয়ানোর জন্য এখানে আসবেন। এটা খেতে হলে বাড়ি ঘরে বসে খান তাহলে মানুষ ক্ষমা করবে। সুতরাং আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব বিরোধিতা ছেড়ে বাজেটকে সমর্থন করুন। ধন্যবাদ॥

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, বাজেট বড় প্রশ্ন নয়, টাকা বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের করার কি ইচ্ছে আছে সেটা। স্যার, আমি মনে করি, এই বাজেটে

রাজ্যের মানুষের সমস্যা অনুযায়ী প্রতিফলন হয় নি। তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে এক মেমোরেণ্ডাম নিয়ে জোট আমলের এক পরিসংখ্যান দিয়েছেন। তিনি যদি জোট আমলে কত খুন হয়েছে, কত ডাকাতি হয়েছে তার পরিসংখ্যান দিতেন, তাহলে আমরা সেটা মেনে নিতাম। কিন্তু এখানে দিয়েছেন একটি দলের মেমোরেণ্ডাম। বাস্তবতার সাথে যার কোন মিল নেই। ক্ষমতায় এসে যখন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মত মিলাতে পাঠালেন তখন দেখা গেল অর্ধেক খবরই মিথ্যা। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, কত গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছেন। কিন্তু এটা ঠিক, গণতান্ত্রিক গাড়ীতে চড়ে সেক্রেটারীয়েয়েটে দু', দু'বার এর আগে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু দু'বারই গাড়ী একসিডেন্ট করেছে। ৩০ বছরের সংগ্রামী আন্দোলনের গাড়ী চড়ে সেক্রেটারীয়েটে প্রথম প্রবেশ করে ৮০ সালের দাঙ্গা করে বিদায় নিলেন। আবার সেই গাড়ী একসিডেন্ট করলেন। আপনারা আন্দোলনের মাষ্টার। কিন্তু সরকারে এসে কাজ করতে গেলে যে সমস্যার সৃষ্টি করেন সেটার মোকাবেলা করতে গিয়েই অ্যাকসিডেন্ট করে বসেন বার বার। কাজেই এখানে যে পরিসংখ্যান দিচ্ছেন সেটা আমরা মানছি না। স্যার, বার বারই এখানে ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের কথা বলে থাকেন। যেন মনে হয় তাঁরা সেদিন এসে বসেছেন? স্যার, পূর্ণ রাজ্য হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ২৫ বছর হয়েছে। তার মধ্যে সমস্ত ফেলিমিটিস নিয়েই সে পূর্ণ রাজ্যে হয়েছে। এই ২৫ বছরের মধ্যে ১৫ বছর উনারা শাসন করেছেন। তাঁদের ১৫ বছরের শাসনে কেন পারলেন না, ভূমিহীনের সমস্যা দূর করতে? কেন পারলেন না, উপজাতিদের জমি হস্তান্তর করতে, কেন পারলেন না, গরীবদের মধ্যে বৎসরে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে? কেন পারলেন না, ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে দিতে? কেন পারলেন না, বৈষম্য দূর করতে? কেন পারলেন না. একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন তৈরী করতে? সিংহভাগ ত শাসন করলেন আপনারাই। ১৯৭৮ সালে ৪০০/৫০০ কোটি টাকার বাজেট। আর এখন কত পাচ্ছেন? তবু টাকা নেই, পয়সা নেই, হচ্ছে না, হবে না। সেটা আজকে জনগণ বুঝে গেছে। আর জনগণকে বুঝাতে পারছেন না বলেই, আজকে এসব কথা। আন্দোলন করা এক জিনিস আর বাস্তব পট ভূমিকায় কাজ করা আর এক জিনিস। এখানে বলছেন, উদারনীতি মানেন না। সেখানেত পলিটব্যুরোতে বসিয়ে রেখেছেন সমর্থন দেবার জন্য। উনার দল সেখানে বসে আছে। আর এখানে বসে খালি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে বলে থাকেন। আবার বলেন, উদারনীতি আমরা মানলেও হবে, না মানলেও হবে। এখন বলছেন, মিক্সড অর্থনীতি ভাল। মিকসড্ ইকনমির যুগ খতম হয়ে গেছে। অবশ্য এখন আপনাদের কাছে নেতাজী ভাল, আপনাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ভাল, এখন আপনাদের কাছে বিবেকানন্দ ভাল। যাঁরা চলে যায় তাঁরা তখন আপনাদের কাছে ভাল হয়ে যায়। এই হচ্ছে, আপনাদের অবস্থা। ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেটে দেখা যায়, ৭২৪'৩৪ কোটি টাকা ছিল আর পরবর্ত্তী সময়ে এইবারের বাজেটে ১৪১০'৪৭ কোটি টাকা। কত তফাৎ স্যার।

তারপরও উনারা বলছেন টাকা নেই. টাকা নেই। দেবগৌড়াও বলেন টাকা নেই. জ্যোতি বসুও বলেন টাকা নেই, দশরথ দেবও বলেন টাকা নেই, বৈদ্যনাথবাবুও তার ব্যাতিক্রম নয়। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে টাকা পেয়েছেন সেটা আপনারা কি ভাবে খরচ করছেন ? কাদের জন্য খরচ করছেন ? যতগুলি কর্মসূচী এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেই কর্মসূচীগুলির মধ্যে দেখেছি—গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জল সরবরাহ, গ্রামীণ বাসস্থান, গ্রামীণ সড়ক ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা যেটা ২০০০ সালের মধ্যে করবেন, রাজ্য রোগ সহায়ক তহবিল, পারিবারিক সহায়তা দান কর্মসূচী, মাতৃকল্যাণ কর্মসূচী, পালস পোলিও, স্বাক্ষরতা কর্মসূচী, আই, সি, ডি, এস, ; বি, ও, এস, পি, ; ডি, এস, এম, এস, ; আই, বি, এস, এম, টি, ; আই, এ, জে, এস, ; ই, এস, ; আই, এন, বি, পি, ; জে, আর, ওয়াই, ; পি. এম, আর ওয়াই, ; ওপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, জাতীয় বস্তি উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচীগুলি যেগুলি এই বাজেটের মধ্যে ধরা আছে সেগুলি ৯৯ পার্সেন্ট সেন্ট্রাল বেইসড। কিন্তু আপনাদের গুণাবলী কোথায়। তাহলে আপনারা কি করতে চাইছেন, আপনারা তো কার্বন কপি। আমি ৮০ টাকা দিলাম ২০ টাকা দিয়ে তোমরা এই কাজটা করে নাও। স্কীমও সেন্ট্রালের, ক্লাসটার সেন্ট্রাল ঠিক করে দিচ্ছে বেনিফিসিয়ারীজও ঠিক করে দিয়েছে, তাহলে আপনাদের কি ? উগ্রপন্থীদের জন্য কিছু নেই সেটাই আপনারা করছেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় ৪২-৪৫ টা থানা এলাকার মালিক। সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছেন এই হিসাব ১৯টা থানা এলাকাকে বাদ দিয়ে। এই থানাগুলিকে উগ্রপন্থীদেরকে ইজার দিয়ে দিয়েছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা। আর একটা জিনিষ দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়েছি সেটা হচ্ছে উনারা শান্তি চেয়েছেন রাজ্যের মধ্যে। আমি ভগবানের কাছে কামনা করছি উনাদের যেন সুমতি হয়। রাজ্যের উন্নয়নের সবচেয়ে জরুরী শর্ত হচ্ছে শান্তি। উনারা আমাদেরকে নূতন কথা শুনালেন যে উনারা শান্তি চান। উনারা সম্রাট অশোক হইতে চাইছেন। এই রাজ্যে উত্তেজনার পেছনে কারা দায়ী ? কারা এই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যাগুলি সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ মানুষকে কারা উগ্র মানুষিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন, কারা এই রাজনীতির ক্ষেত্রে মারামারি আমদানি করেছেন ? এই রাজ্যের মানুষ জানত না রাজনীতি করতে গিয়ে লাঠি লাগে, বোমা লাগে, রাম দা লাগে। সেটাতো উনারাই আমদানি করেছেন। এই রাজ্যের মধ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল সেটাতো উনারাই বিনষ্ট করেছেন। উনাদের উদ্দেশ্য মতই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে, আজকে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— স্যার, আমার বক্তব্য যদি সময়ের অভাব হয় তাহলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। একটা জিনিষ স্যার, লক্ষ্য করলাম এবারকার বাজেটে রেল সম্বন্ধে একটা কথাও বলেন নি, কেউ বক্তব্যের সময়, বাজেট ভাষণের সময় বা এখানে যে সব বক্তব্য উনারা রাখলেন তাতে একটি কথাও বলেন নি। স্যার, এটার রহস্য বুঝতে পারলাম না? উনারা বলেন কংগ্রেসের আমলে বড় বড় পাথর বসানো হয়েছে। উনাদের প্রধানমন্ত্রী এসে রেলের জন্য যে বড় বড় পাথর বসিয়ে গেলেন সেটার সম্বন্ধে তো কিছু বললেন না। স্যার, এবারের বাজেটে রেলমন্ত্রী ত্রিপুরা সম্বন্ধে কেবল বলেছেন যে, ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন কেবলমাত্র বাজেটে ঢুকিয়েছেন। বাজেটে ঢোকার পর এটা কোন দিকে গেল, এটার জন্য কি দরকার এবং কত টাকা স্যাংশান দেওয়া দরকার কিছু নেই। আমরা দেখেছি যারা চিৎকার করার মালিক, যারা চিৎকার করে বাজার গরম করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে তারা একদম চুপ। স্যার, আর একটা জিনিষ এই রাজ্যের মধ্যে হয়তো যেটা বলতে চাইছি সেটা হয়তো উনারা ব্যাখ্যা করবেন আমরা উগ্রবাঙ্গালী মানসিকতা। কিন্তু আমি আজকে একটা জিনিষ এই হাউসে এটা আমার নিজস্ব উপলব্ধি, নিজস্ব অনুভূতি এই রাজ্যের মধ্য সব সময় একটা জিনিষ প্রচারের ফলে রাজ্যের একটা অংশ একটা বাতাবরণ দীর্ঘ দিন ধরে এমন একটা অবস্থায় এনে দেবে যে এখানে উগ্রপন্থী মানে ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালী মানে অনুপ্রবেশকারী। এই যে ব্যাখ্যা, এই যে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এই ব্যাখ্যা বিরাট একটা সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। স্যার, এই জিনিষটা যেভাবে দেখা যায় বিগত দিনগুলিতে এখানকার বাঙ্গালী স্যার, তারা ভূমিপুত্র নয়, এখানকার ট্রাইবেল মানেই তারা অনুপ্রবেশকারী নয়। এই ব্যাখ্যা স্যার, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘাটলে পরিষ্কার হয়ে যায়। এখানে যে সময় এই রাজ্য ছিল এই রাজ্যের মধ্যে যখন ট্রাইবেল, বাঙ্গালী ছিল তখন এই রাজ্যের মধ্যে চাকলা-রোশণাবাদ ছিল এই রাজ্যের সঙ্গে। এটা বিদেশের শাসনে থাকলেও এই রাজ্যের চাকলা-রোশণাবাদদের সমস্ত জিনিস দিতে হত স্যার, এই রাজ্য থেকে সেটা কমে গেছে। এই রাজ্য থেকে লস্কর জনগোষ্টীকে এস টি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাই জনসংখ্যা কমে গেছে। সমস্ত দলই স্বীকৃতি দিয়েছেন ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বছর ধরার জন্য। কাজেই ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বছর ধরার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে দেখা যায় যারা গ্রাম পাহাড়ে ৫০ বছর, ৬০ বছর ধরে বসবাস করছে ঐ সমস্ত জায়গায় আজকে সবাই আক্রান্ত হচ্ছে। কেবল বাঙ্গালীরাই আক্রান্ত হচ্ছে না, ট্রাইবেলরাও আক্রান্ত হচ্ছে। যারা বৈরী এই বৈরী দলগুলির মধ্যে বাঙ্গালীরাও আছে স্যার। আমরা সরকারী লিস্টের মধ্যে দেখেছি। পরেশ মারাক নাম দিয়ে পরেশ দাস, পরেশ মারাক বলে উগ্রপন্থী হিসাবে নাম লিখিয়েছে এবং তাদের সাহায্যকারীরা অনেকেই বাঙ্গালী আছেন। কাজেই এর অর্থ এই নয় যে বাঙ্গালীরা ট্রাইবেলকে উচ্ছেদ করতে চাইছেন, ট্রাইবেলরা বাঙ্গালীকে সর্বনাশ করতে চাইছেন।

আমার বক্তব্য একটা জায়গায় স্যার, যে সমস্ত পরিসংখ্যান আছে জনসংখ্যার অনুপাতে সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার অপ্রাসঙ্গিকতা যেটা, এটা রাজনৈতিক কায়দা নিয়ে আজকে এই রাজ্যে সর্বনাশ করে দিয়েছে। কারণ রাজনৈতিক ইস্যু তুলে তুলে আজকে এটা বন্ধ করার জন্য সমস্ত অংশের দল মিলে, যারা সর্বনাশ করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। স্যার, একসময়ে আসামে আন্দোলন হয়েছিল যে আসামকে ভাগ করতে গিয়ে, মিজোরাম নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল সমস্ত ভাগ হয়ে গেল। আজকে আসামের ভিতর এখন বুরো এবং কারবিআলং এর মধ্যে লেগেছে স্যার। আজকে মিজোরামের মধ্যেও সেখানে দাবী করছে চাকমারা। আমি বলছি এইজন্য স্যার, উনাদের দলের বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান, কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মানিক সরকার উদয়পুরে বক্তৃত দিতে গিয়ে বলেছিলেন, আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যদি চাকমারা নেমে যায় তাহলে এই রাজ্যের উপজাতিরা আরও সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। এখানে উনারা যেভাবে বলেন স্যার যে এটা কংগ্রেস আমলে হয়েছে, কংগ্রেস আমলে এসেছে। স্যার, এখানে একটা জিনিস দেখা যায় অমরপুর বীরগঞ্জ গাঁওসভার বসবাসকারী সুধীর বর্মণ ও তার ছেলেরা বাংলাদেশী হিসাবে অ্যানকোয়ারী অথরিটির সমস্ত অ্যানকোয়ারী রিপোর্ট-এ উনার ছেলেরা স্বপন বর্মণ এবং শিমূল বর্মন সি, পি, এমের বড় ক্যাডার। আজকে এই সমস্ত জিনিস একদিকে আশ্রয় দিয়ে আর একদিকে প্রচার করে। এটা সরকারের অ্যানকোয়ারী রিপোর্ট, স্যার, অ্যানকোয়ারী রিপোর্টের মধ্যে আপনি চাইলে আপনাকে দেখাতে পারি। ইলেকশানের সময় যখন অ্যানকোয়ারী করা হয়েছিল সেই অ্যানকোয়ারী রিপোর্টে বলে দিয়েছে বীরগঞ্জের সুধীর বর্মণ মাষ্টারী করেন বাংলাদেশে। আসেন, যান। কাজেই স্যার আপনার কাছে একটাই বক্তব্য এই পবিত্র হাউসের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত নিবেদন আজকে এই রাজ্যের যে চীৎকার, সেই চীৎকারকে বন্ধ করে জাতি উপজাতির মধ্যে শান্ত সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা উচিত। যদি এই রাজনীতি বন্ধ না করা যায় তাহলে এই রাজ্য আগামীদিনে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এবং রাজ্যের যে অস্তিত্ব সেটা বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কাজেই এই আবেদন রেখে এই বাজেটের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৯৭-৯৮ সনের সকলের জন্য ১৪৯০ কোটি ৪৭ হাজার টাকার বাজেট চেয়েছেন অনুমোদন চেয়েছেন হাউসের কাছে। স্যার, আমরা বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখানে এসেছি। যার যার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রশ্নের মাধ্যমে এইখানে আমরা উত্থাপন করি। মাননীয় মন্ত্রীরা এর উত্তর

দেন। এখানে দুইটা সেশান, গত মাস এবং এই মাস এই দুইটা সেশানে ১৬ জন বিধায়কের অপোজিশান এবং ট্রেজারী বেন্চের সদস্যদের কোয়েশ্চানের জবাবে রাজ্য সরকার কি করতে চাইছেন, কি কি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং এটা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় নতুন কোন পরিকল্পনা নাই। আমি স্যার, এইখানে উমেশ চন্দ্র নাথ, শহীদ চৌধুরী, সুধীর দাস, শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅনিল চাকমা, শ্রীসমীর দেবসরকার, শ্রীমতী কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা, শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা, শ্রীঅরুণ ভৌমিক, শ্রীঅমল মল্লিক, শ্রীপান্নালাল ঘোষ, আমি নিজে, শ্রীসুধন দাস, শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ, শ্রীহরিচরণ সরকার, শ্রীঅশোক দেববর্মা আমাদের কথাগুলিত স্থান পাবে, পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। বিধায়করা এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন কথা বলার জন্য এবং প্রত্যেকটা এলাকার প্রত্যেকটা পরিকল্পনা নতুন করে বাজেটে সন্নিবেশিত করে তারপর স্যার পরিকল্পনা। এইখানে স্যার, আমি বলেছি, উত্তর দিয়েছেন তপনবাবু যে বর্তমান আর্থিক বৎসরে নতুন বি, এল, ডব্লিউ ষ্টোর করার কোন পরিকল্পনা নাই।

কমলপুর বিভাগের মেন্দি গ্রামের শূয়রের খামারটি গত ২৬,১১,৯৩ ইং হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায় আছে। আপাতত এই খামারটি চালু করার পরিকল্পনা নাই। তারপর আগরতলা শিলং টি আর টি সি বাস সার্ভিস চালু ছিল এবং বর্তমানে উক্ত সার্ভিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় গাড়ীর অভাবে উক্ত সার্ভিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যে আটটি ব্লক হেড কোয়াটারের সঙ্গে টি আর টি সি সার্ভিস চালু নাই। কদমতলা ব্লক যুক্ত করার বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। চলতি আর্থিক বছরে মেলাঘর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় আই সি ডি এস প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই। রাজ্য জুমিয়া, রিক্সা শ্রমিক, ক্ষেতমজুর শ্রমিকদের মত ৬০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে মৎস্য জীবিদের ক্ষেত্রে বার্ধক্য ভাতা চালু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বর্তমানে নেই। প্রশ্নই উঠে না। প্রতিটি ব্লক এলাকায় একটি করে এইরূপ অনাথ আশ্রম খোলার কোন পরিকল্পনা নেই। পেচারথল ব্লকের অন্তর্গত কৃষি দপ্তরের সুপারেনটেণ্ড অফিস করার জন্য অর্থ মঞ্জুর করার কোন রকম পরিকল্পনা নেই। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন গ্রামসেবক কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নেই। বর্তমান অর্থ বৎসরে চেত্রি বাজারে কোন স্টল নির্মানের কোন পরিকল্পনা নেই এবং এই রকম কোন সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। অথচ বাজেটে এই কথাগুলি বলল- তাদের গায়ে লাগে এই রকম স্যার, আরও বহু আছে। তারপর আছে ধর্মনগর মহকুমাস্থিত কদমতলা স্কুল মাঠে একটা স্টেডিয়াম তৈরী করার কোন পরিকল্পনা নেই। এম, বি, বি, কলেজে ছাত্রাবাস তৈরী করার কোন পরিকল্পনা নেই। সালেমা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নেই। কমলপুর উচ্চ বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা নেই। ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের কথা সরকার বিবেচনা করছে না। তেলিয়ামুড়ায় নতুন কলেজ স্থাপনের কোন প্রশ্নই উঠে না। বর্তমান

আর্থিক বৎসরের বাজেটে এইটা সম্ভব নয়। এই অবস্থা রাজ্যে চলছে। দিনের পর দিন বিধায়ক এখানে আসবে, তারা অনুমোদন চাইবে, চোখ বুজে অনুমোদন দিতে হবে। স্যার, ট্রেজারী ব্যান্সের অনেক সদস্যরা এখানে তাদের মনের কথা বলতে পারেন না শুধুমাত্র অরুণবাবু বলেছিলেন। তারা স্যার, হাউসের নীচে নেমেই আমাদেরকে বলে যে আমরাতো কিছু বলতে পারি না আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা বলবেন। এখানে স্যার, যারা কালকে কিছু হাউসে বলেছিলেন তাদের দুজন এখন হাউসে নেই। হরিচরণবাবু এবং প্রণববাবু এখানে নেই, স্যার, তাদের সঙ্গে অরুণবাবুও কালকে কিছু বলেছেন এই হাউসে। স্যার, কেশববাবুর খুব কষ্ট লেগেছে ও, বি, সিদের জন্য টাকা দেওয়ার কথা বলায়. ওনার লজ্জা থাকা উচিৎ। নির্বাচন প্রতিশ্রুতিতে কি বলেছেন আমরা ব্যবস্থা করব। স্যার আমি ও, বি, সি সম্পর্কে একটু বলছি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী কালকে বলেছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বার আছে সুতরাং আমরা দিতে পারব না। মানে ও, বি, সি সম্প্রদায় তোমরা পাবে না। মানে বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখায়। এখানে দুইজন আইনজীবি আছেন এবং খুব সম্ভব তারা ও, বি, সি সম্প্রদায়ভুক্ত। আমার বন্ধুবর রমেন্দ্র দেবনাথ আছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী বিমল সিনহা মহাশয়ও আছেন। স্যার সুপ্রীমকোর্টে দেয়ার ইজ নো বার এ কথা বলেননি। স্যার ইন্দ্র সোয়ানী কেসে, স্যার ইন্দ্র সোয়ানী ভারসেস ইউনিয়ন অফ্ ইণ্ডিয়া। এ, আই, আর ১৯৯৩ পেইজ ৪৭৭ থেকে শুরু হয়েছে, পেইজ ৫৬৬ এখানে পরিস্কার বলা হয়েছে ডবল রোল অফ্ দিস গভর্ণমেন্ট রিগার্ডিং ও, বি সি। এখানে কি বলেছে

"While 50% shall be the rule it is necessary not to put out of consideration certain extra-ordinary situations inherent in the great diversity of this country and people. It might happen that in far-flung and remote areas the poputaion inhibiting those areas might, on account of their being out of the main stream of national life and in view on conditions peculiar to and characteristical to them, need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become inperative. **(AIR 1993 P-516-SC)**.

Mandetory ! Mandetory !

এই গভর্ণমেন্ট আমাদের কথা মানছে? কিভাবে মানছে? হাইকোর্টে যখন ব্যাক্লগ নিয়ে কেস্ হলো, সে কেসে সুরেশ সিং ভার্সাস্ ষ্টেট্ অব্ ত্রিপুরা, চন্দন সাহা ভার্সাস্ ষ্টেট্ অব্ ত্রিপুরা, সেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষে কি বক্তব্য? সেখানে বক্তব্য হলো — এইটাকে থিওরি মেনশন করেছে। এইখানে বলেছে — ইয়েস্, এই রকম পিকিউলিয়ার সার্কামষ্টেন্সেস্

যে সব রাজ্যে রয়েছে যেমন মিজোরাম সেখানে ৯০ পারসেন্ট ট্রাইবেল, সেখানে কি রিজারভেশন হবে না ? কিভাবে হলো ? দিস্ ইজ্ দ্যা প্রসিডিউর স্যার। এখানে মাননীয় সদস্য অমলবাবু বলেছেন গতকালকে এবং পরশুদিন, তারপর মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীর বাবু বলেছেন ট্রাইবেল অ্যাজেন্সী উনারা নেন্‌নি স্যার। ট্রাইবেলদের জন্য গেলাম গেলাম অশ্রু বিসর্জ্জন উনারা করছেন। কিন্তু তারজন্য যে মিডিসিন রয়েছে সেটাকে মাটি চেপে দিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যার। কোথায় বামফ্রন্টের ফুল নেতা, হাফ্ নেতা, পোয়া নেতা, উনাদের মনে হচ্ছে তাদের জন্য যেন প্রাণ-চিতোরের রানার মত মনে করছে— যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা উপজাতিদের মৌলিক দিকগুলি পূরণ করতে না পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা জল স্পর্শ করব না। কিন্তু বাস্তবে কি অবস্থা স্যার ! আজকে ট্রাইবেলদের উন্নতি করার প্রয়োজন আছে স্যার, কারণ ট্রাইবেলরা ডাউনট্রোডেন একস্‌ট্রিম ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস নোডাউট। আজকে অশোকবাবু সোজা মানুষ বলে তাকে ডিপ্রাইভড্ করা হচ্ছে রিগার্ডিং পি, জি এর ব্যাপারে।

স্যার, ওরা জানে ও, বি, সি, র ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলে— তুলনামুলক ট্রাইবেলদের থেকে ও বি, সি, রা একটু এগিয়ে রয়েছে। আজকে ট্রাইবেলদের জন্য ৮৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার মত বাজেটে ধরা হয়েছে। ট্রাইবেলদের জন্য আরো ধরা দরকার। তবে ট্রাইবেলদের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে ট্রাইবেলরা সোজা মানুষ বলে তাদের জন্য এই যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা খাবে কে ? সেটা খাবে রাঘব বোয়াল রয়েছে তারা খাবে। আর এই টাকা দিয়ে ট্রাইবেলদেরকে বুঝাবে— আও শিশু আও চকোলেট খাও। এই রকম না স্যার, এই রকম সিষ্টেম নয়।

স্যার, এখানে যে ও, বি, সি, কমিশনের মেম্বারস্ রয়েছে—আমি মনে করি তাদের রিজাইন করা উচিৎ। সত্যিকারে যে সংখ্যা নিরুপণ সে ব্যাপারেও বাটপাড়ী করা হয়েছে। এখানে ২৪ পার্সেন্ট বলা হয়েছে কিন্তু ৪২ পার্সেন্ট ও, বি, সি, সম্পদায়ের লোক রয়েছে। আজকে ইচ্ছে করেই তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কৌশলে তাদের সংখ্যাটাও বলা হয় নি। যদি তাদের সংখ্যা বেশী না হয় তাহলে কিভাবে তাদের জন্য টাকা ধরা হয়েছে বাজেটে।

স্যার, এরা ভাবছে সুপ্রীমকোর্ট থাকলে ও, বি সি, সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন কথা বলতে পারবে না। মাননীয় সদস্য অরুণবাবু বলেছেন—উনিও আইনজীবি, তিনি এই সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু কালকেও মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। যার যা ইচ্ছে কইত্যাছে—কইয়া যাও, কীর্ত্তন করিয়া যাও।

এখানে কেলেংকারীর কথা বলা হয়েছে। স্যার, আপনাকে আমি জিনিস দেখাচ্ছি। এখানে আমার বন্ধু রমেন্দ্র দেবনাথ গত কালকে বলেছেন যে চাকুরীর ব্যাপারে আমরা কোন কারচুপি করি না। বাট আই ক্যান্ চ্যালেঞ্জ ইট স্যার,। স্যার, বলা হয়েছে যে নীতির ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন

যে—নীতির ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। বায়ো সায়েন্সে ৪০৮ জনকে তার মধ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে অমুক, অমুক। স্যার, আমার কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সির কথা বলছি স্যার। অনুপমা সেন, পুতুল সেন, একই পরিবারের দুই বোন-একসাথে চাকুরী পেয়েছে। তাদের পরিবারে আরো দুইজন শিক্ষা দপ্তরে চাকুরী করেন এবং তাদের এখানেই পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। একই পরিবারে চার জন্য চাকুরী করেন, পিকিউলিয়ার স্যার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এরা কি সবাই পিওর সায়েন্সের ?

শ্রীরতনলাল নাথ :—বলছি স্যার, এরা বি, এস, সি পাশ হলো অনুপমা সেন, পুতুল সেন—বি, এ, বেঙ্গলী, তাদের দুই বোনেরই চাকুরী হয়েছে। আমার এলাকাতে শুভাশিষ—সে ১৯৮৮ সনে পাশ করেছে। কিন্তু তার হয়নি। আবার রণজিৎ দেবনাথের পরিবারে উনার দাদা, উনার বৌদি দুইজন চাকুরী করেন।

মিঃ স্পীকার :—কোন্ রণজিৎ দেবনাথ ?

(**নেপথ্যে শ্রীঅমল মল্লিক :**— মন্ত্রী রণজিৎ দেবনাথ না স্যার।)

শ্রীরতনলাল নাথ :—তারপর সোমা বর্ধন, বি, এস, সি (বায়ো), ১৯৯২ সনে পাশ। কিন্তু আমার এলাকাতে ৮৮ সনে বায়ো সায়েন্সে পাশ রয়েছে স্যার। তাদের পরিবারে কেউ চাকুরী করে না। অথচ এই সোমা বর্ধনের পরিবারে তার বাবা ওয়ার্ক অ্যাসিস্‌টেন্টের পদে কাজ করছে। এই রকম আমার কাছে আরো রেকর্ড রয়েছে স্যার। এই চাকুরীগুলি কিসের ভিত্তিতে হয়েছে? ৩৫ হাজার, ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, উনি এগুলি প্রমাণ করুন। প্রমাণ করতে না পারলে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ। না হলে এই কথাগুলি এক্সপাঞ্জ করা উচিৎ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রি করে টাকা দিয়েছে সি, পি, এমের লোক্যাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক ফণীভূষণ দেবকে। ঐ টাকা দিয়ে স্টোন চিপস্ বসিয়ে বাড়ী করেছে সে। আবার মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কেউ স্টোন চিপস্ দিয়ে বাড়ী নির্মান করে নাই। একমাত্র ফণীভূষণ দেব করেছে সেটা। উনার কোন ব্যবসাও নেই। চাকুরী দেবে বলে আরোও ৩২ জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে সে। এতে সদর বিভাগীয়কমিটির এক কর্মকর্তা সরাসরি যুক্ত। আমি চেলেঞ্জ দিয়ে বলছি। আই এম গট রেকর্ড। স্যার, মাননীয় সদস্য রমেন্দ্র দেবনাথ পকেট টু পকেট বলেছিলেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, অবস্থাটা এমন যে চালুনি বলে সূঁইকে তার গায়ে কেন ছেদ? খাদ্য কেলেংকারী থেকে শুরু করে দুগ্ধ কেলেংকারী, শিশু খাদ্য কেলেংকারী, চিনি কেলেংকারী, কেরোসিন কেলেংকারী, মিহি-অতি মিহি চাল কেলেংকারী সবই হচ্ছে সমান গতিতে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কনক্লোড করুন। আপনি চার মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ঠিক আছে, স্যার এখানে আইন শৃংখলার কথা হচ্ছিল। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক্ষণি এখানে থাকলে ভাল হত। উনি বলেছেন কংগ্রেস যুব সমিতি উগ্রপন্থার মদত দিচ্ছে। বিমলবাবু শুনলে আমি খুশী হব। ৩০২ ধারার ২৪৭টি মামলা রাজ্য সরকার এক বছর আগেই করে নিয়েছেন। এটা আমার দেওয়া কোন রেকর্ড নয়। এটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া রেকর্ড। এতে রয়েছে খুন ডাকাতি, অপহরণ, নারী নির্যাতনকারী, অত্যাবশকীয় পণ্য আইন লংঘনকারী চুরি ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্তদের মামলাগুলি। স্যার, চার্জ সীট দেওয়ারপর মামলাগুলি প্রত্যাহার হচ্ছে। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি দেখবেন কি? এর মধ্যে ৩২টি মামলা আগরতলা থেকে, ৪৯টি সোনামুড়া থেকে এবং ৪টি খোয়াই থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী জানাবেন এই মামলাগুলি প্রত্যাহারের সিস্টেমটা কি? এতে কি অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে অপরাধ করতে? আমার পরিবারের কেউ খুন হলে কি খুনীর শাস্তি হবে না? সরকারী তহবিলের টাকা তছরূপ যে করল তাকে যেমন রেহাই দেওয়া হচ্ছে ঠিক তেমনি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে যে ধরা পড়ল সেও অপরাধের শাস্তি থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এটা কিভাবে হয় স্যার? এগুলির সরকারী রেকর্ড রয়েছে। এক্ষণে শত শত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। খুন থেকে চুরি সবই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। চার্জসীট দেওয়ার পর এবং সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় হওয়া মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। স্যার সবই টাকার বিনিময়ে। এ, পি, পিরা সরাসরি এতে যুক্ত রয়েছেন। আইন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই কি হতে পারে? আমাদের কাছে অসংখ্য ডাটা আছে এই সমস্ত ব্যাপারে। বলা হয়েছে ততটুকুর রিপ্লাই দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। অত্যাচার বাড়ার জন্য মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করি। পঞ্চায়েতের দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে। কি সুন্দর! ১৫ দিন আগে মোহনপুর গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধানকে দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। যদিও অভিযুক্ত আরোও দু'জন পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। তারপর কি হল? ঠিক পনের দিন পরেই দুর্নীতিমুক্ত হয়ে রাতারাতি আবার সেই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানকেই স্বপদে বহাল করা হলো। কি অদ্ভুত ব্যবস্থা! এই পঞ্চায়েত রাজ! চমৎকার পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যে! সেখানে আপনি গেলেও একটা আওয়াজ শুনতে পাবেন—"লুটে নেরে লুটে নে" হরির লুট চলছে সেখানে। লুটের 'লুটগান' চলছে।

স্যার, আমি বলেছিলাম এখানে যা পরিস্থিতি চলছে ট্রাইবেলদের সাথে বিটরে করছে, ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের সাথে করছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাথেও বিটরে করছে। গভর্ণমেন্ট নরমাল কোর্সের সিস্টেম হলো গভর্ণমেন্ট অব্ দি পিউপল ফর দি পিউপল, বাই দি পিউপল এগুলি কথার কথা বাট হিয়ার গভর্ণমেন্ট ফর দি ট্যারিস্ট, বাই দি ট্যারিস্ট এণ্ড অব দি ট্যারিস্ট ইজারা নিয়েছে। আমি অনুরোধ করব এই কথাগুলির যদি উত্তর দিতে পারেন তাহলে বাজেট আমরা সমর্থন করব নতুবা কাইগুলি টু উইথড্রল। প্রেকটিক্যাল দেওয়ার সুবিধা নেই। আমি অনুরোধ করব স্যার, যে কথাগুলি বলেছি উত্তর দিয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এই ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে উনাদের অনুরোধ করছি এবং বাজেটের বিরোধিতা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ। আপনার সময় ২০ মিনিট।

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) : – মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষের জন্য যে উন্নয়নমূলক বাজেট এখানে পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। বাজেটে যেটা বলা হয়েছে ১৪৯০'৪৭ কোটি টাকার বাজেট এখানে তিনি উপস্থাপন করেছেন যা গত বছরের বাজেট থেকে ১৮ শতাংশ বেশী। এই বাজেটে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে আয় ধরা হয়েছে সেটা হল কর এবং কর বহির্ভূত আয় ১১৬'৫০ কোটি টাকা যা ৭'৮২ শতাংশ এবং সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীম এবং এন, ই, ইত্যাদি মিলিয়ে যেটা হলো ১২৩৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। যা ৮৩'৭ শতাংশ এবং ঋণ হিসাবে ধরা হয়েছে ১৩৫'৭৬ শতাংশ এই মিলিয়ে ১৪৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার বাজেট। স্যার, এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে বিরোধিতা করছেন, করবেনই। কারণ এই বাজেট উন্নয়নমূলক বাজেট এবং এটা উন্নয়নের দর্পণ। সুতরাং এই দর্পণের সামনে উনারা দাঁড়াতে পারছেন না, ওদের চেহারাটা ভাল দেখা যায় না, মানুষ ওদের বুঝেছেন গত ? বছরে। সুতরাং এই বাজেটকে সামনে রেখে কথা বলা ওদের এই চেহারা ওখানে প্রকাশ পাবে না। তারজন্য বিরোধিতা করছেন। এখন আমরা বলতে চাই এই যে সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীম এটাতে আমাদের ঘোর আপত্তি আছে। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক হওয়া উচিৎ। কেন রাজ্যের কাছে টাকা যাবে না, সেন্ট্রালের হাতে কোটি কোটি টাকা রেখে দেওয়া হবে এবং আমরা দেখেছি রথের মেলার মত ঐ নারিকেল যখন থ্রো করে তখন দেখবেন এটা নিয়ে খুব কাড়াকাড়ি শুরু হয়। আমরা দেখছি এই সি, এস, এস, নিয়ে যে রকম দুর্নীতি চলছে এবং লিপম্যান থেকে শুরু করে টাকা দিয়ে সেখানে বিভিন্ন রাজ্যগুলোর টাকা পয়সা নয়ছয় করে টাকা আনছে। কেন ? আজকে যদি একটা গণতান্ত্রিক সরকার সঠিক পরিকল্পনা রাজ্যের হাতে থাকে তাহলে কেন সি, এস, এস,

সেখানে রাখা হবে? এটা উঠিয়ে দেওয়া দরকার আমরা মনে করি। রাজ্যের হাতে ক্ষমতা রাজ্য বুঝবে সেই রাজ্যের মানুষের জন্য পরিকল্পনা কি হবে? এটা করার জন্য আমরা স্যার, দশম অর্থ কমিশনের কাছে এই কথাটা বলেছিলাম যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আয়ের কিছু নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পদ সৃষ্টি করার মত কোন সম্পদ তৈরী করেনি, এই ৫০ বছরের দোড় গোড়ায় এসে। আমরা বলেছিলাম এই যে ঋণ ১২৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, কেন? আমরা বলছি যে এটা গ্রান্ট হিসাবে দাও। দশম অর্থ কমিশনের কাছে আমরা বার বার বলেছি। এই ঋণ দিয়ে, ঋণের পর ঋণ একটা ছোট্ট রাজ্য যার আয় বলতে কিছু নেই। সেই রাজ্যকে আরও ভারাক্রান্ত করা এটাতো ঠিক নয়। আমরা দেখেছি এবারের বাজেটে যে একসপেণ্ডিচার-এ আপনারা দেখবেন যে ইনটারেস্ট অব্ পেমেন্ট ১০৬.৭৭ কোটি টাকা এবং রিপেমেন্ট করতে হবে লোন ২৮.২৮ কোটি টাকা এটা কি সম্ভব? আমরা দশম অর্থ কমিশনের কাছে বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে তার সমস্ত সম্পদ আছে এই সম্পদগুলি ব্যবহার করবার জন্য আমাদের পরিকল্পনায় যে ধরণের টাকা দরকার সেই টাকা পুরাপুরি না দেওয়া হয় তাহলে এই সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারব না।

দশম অর্থ কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, তার কাছে আমাদের দাবী ছিল ১৯৯৫ ইং সাল থেকে ২০০০ হাজার সাল পর্যান্ত ৪২৫২.৮৫ কোটি টাকা আমাদের জাস্টিফাইড, ত্রিপুরার মানুষের জন্য সেখানে পরিকল্পনা সাবমিট করেছিলাম এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য আমাদেরকে সেই টাকা কেন্দ্র দিলেন না। কমিশন আমাদেরকে যে মঞ্জুরী দিয়েছেন ২৭৫.৮৫ কোটি টাকা, দিয়ে বলেছেন "এই নিয়ে চল।" স্যার, ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য। এবং কেন্দ্রের অসম বণ্টনের ফলে আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই সমস্ত ঘটনা। তার জন্য কেন্দ্র দায়ী। রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের জন্য কেন্দ্রের কাছে বার বার দাবী করে এসেছি। সেখানে বলা হয়েছিল সমবিকাশ ও সমবণ্টনের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে পরিচালনা করা হবে। এই কথা বলছিলেন যারা দেশ স্বাধীনতার পরে ক্ষমতায় এসেছিল। কোথায় সেই সমবিকাশের পরিকল্পনা আমরা দেখছি, এই সমবিকাশের পরিকল্পনায় একটি দুর্বোধ্য দেয়ালী। আমি এখানে এই কথা বলতে চাই ১৯৭২ সালে আমাদের রাজ্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর কখনো আমাদের পরিকল্পনার পোরো টাকা পাইনি। আজকে যে বাজেট ধরা হয়েছে সেই বাজেটের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এখানে যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ৪২১.৯০ কোটি টাকার যেটা দেখানো হয়েছে। আর ফরমেল ৩১০.২১ কোটি টাকা। আজকে এই কথা এখানে বলতে হয় ১৯৮৯-৯০ সালে আমাদের দাবী ছিল ২৬৭ কোটি টাকা আর সেখানে কেন্দ্র মঞ্জুরী দিয়েছেন মাত্র ৪৩.৯৭ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে ১৯৯০-৯১ সালে ২০০ কোটি টাকার মধ্যে পাওয়া গেছে ১৫৫.৯. কোটি টাকা।

আর সমীর বাবুর আমলেও যতটা সাবমিট করেছেন সেই টাকা তাদের কেন্দ্রের সরকার দেয়নি। একই ভাবে এই ১৯৯৭-৯৮ সালে আমাদের ডিমাণ্ড ছিল ৫৫০ কোটি টাকা. সেখানে আমরা পেয়েছি ৪৩১'৯০ কোটি টাকা। তাহলে এখানে এই কথা বলতে হবে যে, আমাদের পূর্বাঞ্চলের পরিষদ সেখানে বার বার ডিপ্রাইভ হয়েছে। আমরা দেখেছি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আমাদের রাজ্যে মাথা পিছু আয় সব চেয়ে কম। সেখানে আমরা দেখেছিলাম উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ১৯৭২ সালে যে পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। এই পরিষদ সেই ১৯৭২ সাল থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে ব্যয় হয়েছে ৮০৬ শতাংশ টাকা আমাদেরকে দিয়েছেন। তাহলে বলতে হয় আজকে আমরা অসমবিকাশের শিকার। এই অসম বিকাশের ফলেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এত সম্পদ থাকা সত্বেও সেই সম্পদ ব্যবহার করে আমরা এগিয়ে যেতে পারিনি। এবারের যে বাজেট সেই বাজেটকে আমরা কোথায় গুরুত্ব দিয়েছি সবচেয়ে বেশী সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য। এবং সেখানে আমরা বলেছি আমাদের এই পরিকল্পনার যে মূল লক্ষ্য জল, মাটি এই তিনটা জিনিষকে আমরা ব্যবহার করতে চাই। ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সম্পদ আছে। তাই জল সম্পদটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। কৃষি জমিতে জলসেচ আজকে যেখানে এক ফসল হচ্ছে সেখানে দুই ফসল করতে হবে। এই সমস্ত জমিতে যখন দুই ফসল হবে যেমন করে আমাদের আয়বৃদ্ধি হবে তেমনই বেসরকারীভাবে আমাদের কর্মসংস্থান বাড়বে। এবং মানুষের কর্মসংস্থান যেখানে বাড়বে সেখানে আমরা একটি কথা বলতে চাই শুধু এই ত্রিপুরা রাজ্যের মাটি যেগুলি জলসেচের আওতায় আসে সেগুলিকে জলসেচের আওতায় এনে সেটাকে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারি তার জন্য এখানে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩'৭৬ কোটি টাকা।

উনারা পারেন নি। এই দীর্ঘ ২৮ বছর সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য কি পরিকল্পনা করেছেন? কি উন্নতি করেছেন উপজাতিদের? তাদের ভাষার ক্ষেত্রে, তাদের রিজার্ভেশনের ক্ষেত্র, তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কি কি করেছেন? বাজেটের তুলনা নিশ্চয়ই করবেন। স্যার, ১৯৭৭ সাল থেকে ত্রিপুরার উপজাতিদের বিকাশ শুরু হয়েছে। তাদের জন্য আমরা কাজ করছি। মাঝে পাঁচ বছরত ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন কি চাকুরীর কোটা তেত্রিশ শতাংশ পূর্ণ করতে পেরেছিলেন? একথা কি আপনারা বলতে পারবেন? জলাশয়গুলিত ফড়িয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ও, বি, সি, দের জন্য কান অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয় নি। আজকে আমরা ও বি.সি, দের জন্য নানা পরিকল্পনা নিয়েছি ও, বি, সি, কর্পোরেশান হয়েছে। ২৭ শতাংশ দেব কি দেব না সেটা আমরা ঠিক করব। সেগুলি করার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ১৯৯১-৯২ সালেত আপনারাই ক্ষমতায় ছিলেন। পি, এফ, ল্যাণ্ড বলেত ত্রিপুরার খাস জমি তুলে দিয়েছেন রাজীব গান্ধীর হাতে। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য জমি দরকার। আজকে উপজাতি অংশের মানুষদের জন্য রাবার বাগান করে, চা বাগান করে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের

পরিকল্পনা নিয়েছি। কিন্তু জমি কোথায়? সেই জমি পি. এফ, থেকে মুক্ত করে আনার জন্য একটি কথাওত বলছেন না। ২৫ হাজার জুমিয়াকে মূল স্রোতে ফেরাতে পারছি না, জমির অভাবে। তারাত ভারত সরকারের উপর রেগে যেতে বাধ্য হবে। বলবে, আমরা ভারতের সঙ্গে থাকব না, ভারত সরকার আমাদের জন্য কিছু করছে না। আমরা কেন থাকব! একথা বলতে বাধ্য হবে। নাগাল্যাণ্ডে আজকে স্বাধীনতার জন্য ৫০ বছর ধরে লড়াই করছে। পুরুষের প্রায় ৫০ শতাংশ হয় মিলিটারী না হয়, নিজেদের মধ্যে সন্ত্রাস করার জন্য মারা গেছে। বাজেটের শতকরা ৮৫ ভাগ খরচ হচ্ছে ইনসারজেন্সীর মোকাবেলায়। আর ১৫ শতাংশ খরচ হচ্ছে, জনগণের জন্য। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য। আমরা ভারতবাসী। রতিবাবু এখানে নেই। উপজাতি যুব সমিতি বলছে, স্ব-শাসিত শাসন ব্যবস্থা চাই। যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত কিছু চলছে, সেখানে আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদের শ্লোগান তুলা হচ্ছে। কি করে যে কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে একজোট করে চলেছেন? এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, দু, দু'টা এক্সিডেন্ট হয়েছে। এক্সিডেন্ট! তাত হবেই। অন্তর্ঘাত করলে অ্যাকসিডেন্ট হবে না? ১৯৮০ সালে টি, এন, ভি, এর সঙ্গে অন্তর্ঘাত করেছেন। তারপর এসেছে বাঙালীস্থানের দাবী। সেই দাবীকে বিরোধিতা করেননি। এরপর এসেছে, বিদেশী বিতারণ। সেটারও বিরোধিতা করেন নি। কংগ্রেসের মধ্যে তারা ঢুকে গেছে। সেই জন্য বলতে চাই, এটা শুধু আইনের প্রশ্নে দেখা উচিত নয়। এটা আমাদের সমস্যা এটা আপনাদের সমস্যা। এটা ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সমস্যা।

আমরা বলেছি এল ও. সি প্রথা তুলে দিয়েছি। এটা বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়েরা সমালোচনা করেছেন। একটা সময়ে এই রাজ্যের মধ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা ছিল না বলেই এই এল, ও, সি প্রথা ছিল। এই এল, ও, সি প্রথা তোলে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সেখানে টাকা পয়সা লুঠপাট হবে। স্যার, আমরা দেখেছি উনারা এখানে বার বার দুর্নীতির কথা বলছেন। সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের আমলে কি রকম দুর্নীতি হয়েছে? জওহরলাল নেহেরুর আমল থেকে দুর্নীতি শুরু হয়েছে, রাজীব গান্ধীর আমলে সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা কয়েকটা কেলেঙ্কারীর কথা দেখেছি— ৩০ কোটি টাকার ডুবো জাহাজ কেলেঙ্কারী, ২০০ কোটি টাকার এয়ারবাস কেলেঙ্কারী, ২০০ কোটি টাকার বোফর্স কেলেঙ্কারী, ৫ হাজার কোটি টাকার শেয়ার কেলেংকারী, ১০ হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রায়ত্ব শেয়ার বিক্রির কেলেঙ্কারী, ১০ হাজার কোটি টাকার টেলিকম কেলেঙ্কারী, চিনি কেলেঙ্কারী, বাইলাডিলা খনি বিক্রির কেলেঙ্কারী। সন্তোষমোহন দেব বাইলাডিলা খনি বিক্রি করে দিয়েছেন, এটা একটা লাভজনক খনি। সারা দেশে শ্রমিক শ্রেণী এর প্রতিবাদ করেছে, তারপরে আবাসন কেলেঙ্কারী—শিলা কল, সাংসদ কেলেঙ্কারী — শৈলেন্দ্র মাহাতো। ভারতবর্ষের উপরতলায় এই ধরণের দুর্নীতি হওয়াতে আজকে সারাদেশে কিছু কিছু জায়গায় দুর্নীতি বাড়ছে। এটাকে বন্ধ করার কথা উনারা বলছেন না। উনারা এখানে

পঞ্চায়েতের দুর্নীতির কথা বলছেন। আমরা পঞ্চায়েতের হিসাব দিচ্ছি। হয়তো বেনিফিসিয়ারীজে সিলেকশানের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে কিন্তু টাকা পয়সার ক্ষেত্রে তো কোন দুর্নীতি হচ্ছে না। জনতা দলের মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন পঞ্চায়েতে দুর্নীতির আখড়া হয়ে গেছে, মাননীয় সদস্য রতনবাবুও বলেছেন। আমাদের সৎসাহস আছে। আমাদের মধ্যে যদি কেউ কমিউনিষ্ট পার্টির সিম্বল নিয়ে দুর্নীতি করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার সৎসাহস আমাদের আছে। কিন্তু আপনাদের সাহস নেই। নরসীমা রাওকে বেড় করে দেবার, সন্তোষমোহন বাবুকে বেড় করে দেবার। সুতরাং এইসব কথা আপনাদের মুখে শোভা পায় না। দুর্নীতিকে মুক্ত করার জন্য সর্বোতোভাবে আমরা চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য অরুণবাবুও দুর্নীতি সম্পর্কে এখানে কথা বলেছেন। কিন্তু গাওলা কেলেঙ্কারী সম্পর্কে তো উনি কথা বলেননি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ :— সুতরাং এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা জনগণের আশা আকাঙ্খা পুরা করবে। সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষের কল্যাণ করবে, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করবে। এই বাজেটে পঞ্চায়েতের হাতে টাকা দেওয়া হয়েছে। সে টাকাগুলি পঞ্চায়েত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রহণ করবে। এটা কেন্দ্র থেকে নীচ পর্য্যন্ত হওয়া উচিৎ। রাজ্যে পরিকল্পনা রাজ্যের মানুষ করবে, সুতরাং তাদের হাতে টাকা দিয়ে দাও, পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা পঞ্চায়েত করবে, সুতরাং তাদের হাতে টাকা দিয়ে দাও। স্যার, আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করছি, কিন্তু বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এই বাজেটের ধারে কাছে না গিয়ে বিরোধিতা করেছেন। আপনারা এই বাজেটের প্রতিটি আইটেম ওয়াইজ মানুষের কাছে বিরোধিতা করুন দেখবেন মানুষ আপনাদেরকে ঝাটা পেটা ছাড়া আর কিছুই করবেনা। এই হাউসে দাঁড়িয়ে আপনারা বাজেটের বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু রাজ্যের জনগণের সামনে গিয়ে এই বাজেটের বিরোধিতা করার সাহস আপনাদের নেই। জনগণের কাছে গিয়ে এই বাজেটের বিরোধিতা করে দেখুন আপনাদের চেহারা কি হয়। এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মিনিষ্টার আপনি ২০ থেকে ২৫ মিনিট বলবেন ।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— কারণ এটা জনমুখী বাজেট বিশেষ করে গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই বাজেট সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় যেটুকু করা সম্ভব তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। স্যার,

মাননীয় বিরোধী দলনেতা সে দিন বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শুধু বিরোধিতাই করেন নি, এমন কতগুলি অভিযোগ তিনি করেছেন যাতে মনে হয়েছে যে গত প্রায় ৪ বছরে এই কোন রাজ্যে প্রশাসন ছিল না, এই রাজ্যের কোন কাজ হয় নি যা তাদের রেখে দেওয়া অতীত যেটা তারা করেছিলেন সেই সরকারকে পরিবর্ত্তনের জন্য মানুষ যে রায় দিয়েছিল সেটা উনারা ভুলে গেছেন। তাছাড়া অনেক সময় তাঁরা এটা ভুলে যান যে এখন তাঁরা অপজিশ্যানে আছেন। এখন কি করা যাবে আমরা তো আর মানুষকে বেধে রাখি নি এবং আমরা জোর করে ভোট নেইনি। পরিণতি কেন এমন হলো ? এমন কি পঞ্চায়েত থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এ, ডি, সি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শহর থেকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সেই খবর পর্য্যন্ত রাখেন না। আজকে উনারা কাজ দেখতে পাচ্ছেন তাই উনাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। স্যার, আমি এখানে জোট আমলের একটা হিসাব দিচ্ছি পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, এ, ডি, সি, এবং সব মিলিয়ে ১৯৯২ সালে উনাদের সময়ে একটা সেনসাস হয়েছিল সেই ৪৯তম সংশোধনীতে উনারা বলেছিলেন ৭.৭ পারসেন্ট লোক দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে অর্থাৎ প্রায় ৯৩ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমা রেখার উপরে এবং তার কোন প্রতিবাদ সেই সময় রাজ্য সরকার থকে করা হয় নি। রাজ্যবাসী সেই সময় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। তখন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের সরকার ছিল এবং এক তরফাভাবে সেটা করা হয়েছিল কিন্তু তার কোন প্রতিবাদ করা হয় নি।

যার ফলে আমরা দেখেছি পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যত প্রকার উন্নয়নমূলক কাজের অ্যাসিসটেন্স, সেন্ট্রালের আউটলে রাজ্যের জন্য সেগুলি ক্রমশ কমেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন কিছু তাদের ছিলনা। সেখানে গরীব মানুষের জন্য রতনবাবুত ফিরিস্তি দিয়ে বললেন এটা করা হয়নি, ওটা করা হয়নি, এটার জন্য টাকা ধরা হয়নি। এইসমস্ত বলবার কোন অধিকার আছে উনাদের ? উনারা ত ব্ল্যাংক চেক দিয়ে রেখেছেন। বাজেট বক্তৃতা রেখেছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় রতিমোহন জমাতিয়া, আজকে যারা শুনেছেন তারা কি বলেছেন। একটা কথা আছে বাজেটের উপর ? না আছে রাজ্যের গ্রামের পাহাড় অঞ্চলের মানুষের জীবন যন্ত্রণার একটা শব্দ উনার বক্তব্যের মধ্যে। কোন কথা নেই। মার্কসবাদ লেনিনবাদ নিয়ে কথা বলার হক ত তাদেরই আছে যারা সেইসমস্ত মানুষের জন্য লড়াই করে। সেই অভিজ্ঞতা যাদের বিন্দুমাত্র নাই, অ, আ, ক, খ জ্ঞান নাই তাদের কাছ থেকে মার্কসবাদ, লেনিনবাদের শিক্ষা ট্রেজারী বেন্চের মার্কসবাদীদের তাদের নেওয়ার কোন দরকার নাই। স্যার, জোট আমলে কত মানুষ না খেয়ে মরেছে, বহু এলাকার মধ্যে ছামনু, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে বহু জনপথ অনাহার বুভুক্ষার মিছিল প্রতি বছর বেরিয়েছে গত ৫ বৎসরে। ভারতবর্ষে যারা নাকি সংসদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত লোক আছেন, তারা ছুটে এসেছেন দেখবার জন্য। দ্বিতীয় কালাহাণ্ডিতে

পরিণত হয়েছিল এই অঞ্চলটার মধ্যে। দেখবার জন্য কোন লোক ছিলনা। উপজাতিদের জন্য দরদ দেখাচ্ছে? শ্রীমতী হালাম নাম মনে আছে? ২ কেজি চাউল বাকীতে আনবার জন্য গিয়েছিলেন দামছড়া খাদ্য গুদামে। চাল পাননি, গুলি পেয়েছিলেন। ট্রাইবেল দরদ দেখাচ্ছে। আমরা বুক ঠুকে বলতে পারি প্রায় ৪ বৎসর হয়েছে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে, এই রাজ্যে অনাহার মৃত্যু হতে দেইনি। কেউ যদি বলেন যে বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেণ্ট কি? আমরা বলব সেটাই যে ৪ বৎসরে একটা অনাহার মৃত্যু আমার ঘটতে দেয়নি। আমরা যেভাবে হোক সেটাকে রোধ করেছি। মানুষকে ২ বেলা খাইয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। গরীব মানুষ যারা, যারা দিন মজুর, ক্ষেত মজুর আমাদের দৃষ্টি সেখানে। উনাদের সময়ে ১৭ টাকা ছিল, ৪ বৎসরে আজকে সেখানে ৩২ টাকা মিনিমাম ওয়েজ হয়েছে। টাকা কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছেননা। মাননীয় সদস্যরা, সবই সেণ্ট্রালি স্পনসর্ড স্কীম। এর বাইরে আপনারাও কাজ করেননি। যেটা করার সুযোগ ছিল সেটাও করেননি এবং আমাদের মধ্যে যেটা করার সুযোগ আছে সেটা করছি. সেই অংশের মানুষের জন্য কাজ করছি। সম্পদ তৈরী করছে মানুষ। মন্ত্রীরা দেশ গঠন করে না, এই দেশ গঠন করার জন্য মন্ত্রীদের পাশে লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণ দরকার। সেই কাজ এখন শুরু হচ্ছে। আপনাদের সময়ে ত আপনাদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা বিশ্বাস ছিলনা। ধ্বংস করে দিয়েছেন সব। আপনারা নির্বাচিত সংস্থাকে টলারেট করেননি। এখন আপনারা পঞ্চায়েতের দুর্নীতির কথা বলছেন। হ্যাঁ হতে পারে। আমরা সেই সৎ সাহস রাখি। আমরা ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করেছি। দুর্নীতি ধরা পড়লে সেখান থেকে আমরা বরখাস্ত করে দিচ্ছি. শাস্তির ব্যবস্থা করছি। এই জিনিস ত আপনারা কল্পনাও করতে পারেন নি। যেখানে উন্নয়ন কমিটির সিকি থেকে আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত, বরং আরও বাড়িয়ে বলা যায় প্রধানমন্ত্রী পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানিকভাবে দুর্নীতিকে রূপ দিয়েছিলেন। এই কথা আজকে আর এখানে বলার দরকার নাই, সারা দুনিয়ার মানুষ জানে। গত ৪ বৎসরে গ্রামের মধ্যে যেসমস্ত কাজ হয়েছে, আমি খুব সংক্ষেপে বলছি, এখানে একজন সদস্য বলেছেন যে গ্রামোন্নয়নের জন্য এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। গ্রামোন্নয়নের জন্য গত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪৯'২৩ ক্রোর্স এই বৎসরে ৭৪'৭৬ কোটি। বাজেটটা ত দেখতে হবে,। স্যার, পঞ্চায়েতের হাতে যে ক্ষমতাগুলি বিকেন্দ্রীভূত হয়েছে তাতে বাড়ীঘর তৈরী করছে, গৃহহীনের জন্য বাড়ী তৈরী করে দিচ্ছে।

গ্রামীণ রাস্তা তৈরী করছে। আমার কাছে তার সংখ্যাটা আছে আমি বলছি। গত সাড়ে তিন বছরে প্রায় ২০ হাজারের মত বাড়ী তৈরী হয়েছে বিভিন্ন স্কীমে। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫২১২ টি বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৬১৯৩ টি বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৪২৭৭ টি বাড়ী তৈরী করা হয়েছে, ৫ বছরও আপনারা শুনেছেন

৬ হাজারের উপর বাড়ী আমরা তৈরী করব। শতশত কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা আমরা পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে তৈরী করেছি। বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আমরা করেছি যেমন মার্ক টিউবওয়েল, টিউবওয়েল, সেনিটারী ওয়েল, কনভারসন পানীয় জলের যেটুকু ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি করেছি। স্যার, ভারতবর্ষের আজকে বেসিক প্রবলেম হচ্ছে ড্রিংকিং ওয়াটার, আমাদের মত গরীব রাজ্যের শুধু এই সমস্যা নয়, বিরাট বিরাট রাজ্যগুলির মধ্যেও এই সমস্যা রয়েছে এবং এইটা সবচেয়ে পরিতাপের যে, স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পরেও ভারতবর্ষের মানুষ সবাই পরিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছেন না। আমরা সেই কাজ করছি এবং প্রতি বৎসর আমরা বাজেটের মধ্যে সেই খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখার চেষ্টা করছি। আই, আর, ডি, পি, আমরা মানি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। কিন্তু সুষ্ঠভাবে সেই স্কীমটা আমরা এখানে রূপায়িত করার চেষ্টা করছি এবং এই পর্যন্ত আমরা গত চার বছরে ৫৫,৭৬৩ টি পরিবারকে আমরা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং তার মধ্য দিয়ে তারা স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। স্যার, মেনডেইজ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, আমরাতো বলেছি আমরা মানুষকেতো না খেয়ে মরতে দেই নি। প্রথম বছর আমরা ক্ষমতায় আসার পর ৬১ লক্ষের উপর শ্রম-দিবস আমরা সৃষ্টি করেছি। ৩য় বৎসর ৭৮ লক্ষের উপর শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছি। এবং এ বছরের কাজ চলছে, মার্চ মাসে তার হিসাব করলে দেখা যাবে যে ৫৫ লক্ষের উপর শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছি। স্যার, এইভাবে প্রতিটি পয়সা এখানে এই যে গ্রামীণ শিক্ষা এই খাতেও এ বছরের বাজেটে দেখা যাবে ভারতবর্ষের মধ্যে খুব কম রাজ্য পাওয়া যাবে যে রাজ্যগুলির মধ্যে যাদের সহায় সম্বল এত কম কিন্তু শিক্ষার প্রতি এত আগ্রহ বেশী। আমাদের রাজ্যে হায়েষ্ট এলোকেশান হচ্ছে শিক্ষার মধ্যে প্রায় ১৭'৯৯ পারসেন্ট হচ্ছে শিক্ষার খাতে। এই জন্যই আমরা বলেছি এবং তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি অনেক স্কুল আছে যেগুলি ভেঙ্গে পড়ে আছে এবং সেই ক্ষেত্রে গত তিন বছরে আমরা যেগুলিকে স্থায়ী পাকা বাড়ী করে দিয়েছি তার সংখ্যাটা হচ্ছে— প্রথম বছর ৩২৪ টি, ২য় বছর ১১৩৫ টি, ৩য় বছর ৩৪৬ টি স্থায়ী পাকা বাড়ীর স্কুল আমরা করে দিয়েছি। স্যার, এইভাবে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে পঞ্চায়েত অফিস, আই, সি, ডি, এস সেন্টার করেছি এবং এইভাবে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে মানুষকে কাজ দিয়ে রাখার এই কাজটা আমরা করার চেষ্টা করছি। সরাসরিভাবে পঞ্চায়েত ও এ, ডি, সিগুলিও সেই কাজ করছে। স্যার, যে কথাটা আমরা বলেছিলাম বামফ্রন্ট যদি সরকার করতে পারে তাহলে প্রশাসনকে গণমুখী করবে এবং সেটাকে ডি-সেন্ট্রালাইজ করবে। এর অর্থ এই নয় যে যেটা ওনাদের ধারণা হয়েছে যে হুট করে একটা সংস্থা করে দিয়ে তার পরে তাকে ঝাটা মারা হবে, এটা এরকম না। তাকে সঠিক অর্থে ক্ষমতা দেওয়া হবে, টাকা দেওয়া হবে, পরিকল্পনা করার অধিকার দেওয়া হবে যাতে করে গোটা রাজ্যটাকে তৈরী করার জন্য আমরা সবাই মিলে ভাগ করে সেখানে কাজ করতে পারি সেইভাবে পরিচালনা করার দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রতিটি কাজের

মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। স্যার, অন্যান্য দপ্তর সম্পর্কে আমি বলতে চাই না, কৃষিক্ষেত্রে একটা অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করেছি। গত চার বছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে এবং এচিভমেন্ট হয়েছে সেখানে। প্রথম ৯৫-৯৬ সালের হিসাব যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার মেট্রিক টন ধান আমাদের রাজ্যের মধ্যে হয়েছে। অনুরূপভাবে ৫ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন গম আমাদের এখানে হয়েছে। যেটা আগের বছরের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। ৯৪-৯৫ সালে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন ধান আমাদের এখানে হয়েছে। গম হয়েছিল ৪ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন। তারপর ৯৫-৯৬ সালে আলু ৭৬ হাজার ৮৭০ মেট্রিক টন হয়েছিল এবং গেল বছর প্রায় ৭৭ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন আলু হয়েছিল। এখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কিভাবে বাড়ানো যায় সেই চেষ্টা চলছে—যাতে করে সেই জমির উপর নির্ভর করে আমাদের কৃষকরা বাঁচতে পারে। আগে আমাদের ২ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর চাষযোগ্য জমি রয়েছে এখন সেটাকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ হেক্টর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপর জলসেচের ব্যবস্থাও আগে যা ছিল সেটাকে অনেক উন্নত করা হয়েছে এবং বাড়ানো হয়েছে। যদিও এটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আমাদের বাজেটের মধ্যে জলসেচ বৃদ্ধির জন্য স্মল ইরিগেশন, মিডিয়াম ইরিগেশন-এর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এই খাতে গত বছরের চাইতে বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বাজেটের প্রতিটি টাকা জনগণের জন্য আগামী বছরে খরচ করতে পারব।

এখানে বিরোধী দলের মাননীয় নেতা বলেছিলেন শিল্প সম্পর্কে বাজেটে কোন কথা নেই। স্যার, প্রতিবারেই বাজেটের ইতিহাস লেখার কোন সুযোগ নেই। আমরা স্যার, আমাদের রাজ্যটা মাননীয় বিরোধী দলনেতাও জানেন এবং আমরাও জানি কি ছিল আর এখন কি হয়েছে। আমাদের রাজ্যে শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়া আমাদের রাজ্যে যে মাঝারী আকারের যে শিল্প জুটমিল আছে তাও অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। বিগত জোট সরকারের আমলে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এই জুট-মিলকে একটি বেসরকারী সংস্থার হাতে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এই জুটমিলের জন্য ১৯৯০ সনে রাজ্যের ক্যাপিটাল শেয়ার ছিল ২ কোটি টাকা। আর গেলো বছরে আমরা এই জুট মিলের জন্য ৫.৫ কোটি টাকা দিয়েছি। এই জুটমিলে ১৬০০ শ্রমিক কাজ করছেন। তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা—এই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে এমপ্লয়ির কন্ট্রিবিউশন আছে এবং এমপ্লয়ারেরও কন্ট্রিবিউশন আছে—এই সমস্ত টাকাই তারা আত্মসাৎ করেছিলেন। তার পরিমাণ প্রায় ২.৫০ কোটি টাকা, এই টাকা বকেয়া রাখা হয়েছিল। এই জায়গাতে পরে এটাকে আবার আমরা চালু করেছি। এখন আট থেকে নয় মেট্রিক টন দৈনিক উৎপাদন হচ্ছে—এটা কি অগ্রগতি নয়? তারপর ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বলেছেন। স্যার, একটু কষ্ট করলে ত্রিপুরাবাসী যে কেউ দেখতে পাবেন যে বনস্পতির জন্য সাম্ আগরওয়াল এবং জৈন তাদের ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

ক্ষুদ্র শিল্পের একেবারে হদ্দমদ্দ অবস্থা হয়ছিল। তখন শিল্প নিয়ে বলার কোন অধিকার ছিল না। সেই জায়গার মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের জন্য ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম ৩১৭ টি ক্ষুদ্রশিল্প উদ্যোগীকে টাকা দিয়েছেন এবং তারা কাজও করেছেন। এই ব্যাপারে ৮.৫ কোটি টাকার মত লগ্নী করা হয়েছে এবং এর মধ্যে রিকোভারী করা হয়েছে প্রায় চার কোটি টাকার মত এতে সেল্‌ফ এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে প্রায় আড়াই হাজারের মত। এটা কি কাজ নয়?

তারপর গ্যাস এবং রাবার চাষ সম্পর্কেও বলেছেন। গ্যাস সম্পর্কে আমাদের চাইতে উনারাই ভাল বলতে পারেন। কেন গ্যাসভিত্তিক কল কারখানা হলো না?—কারণ গ্যাসের দাম এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। এইটা উনাদের সময় থেকেই চলে আসছে। উনাদের আমলে নরসীমা রাও সরকারের সময় থেকেই চলে আসছে। এটার যদি মীমাংসা হয় তাহলে এখানে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কলকারখানা ইত্যাদি করা যেতে পারে।

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানার বড় বড় মালিকরা এখানে আসছেন না। এখানে বেকার ছোট প্রান্তিক চাষী এগিয়ে আসছে। স্বনির্ভর প্রকল্পে তারা চা চাষ করছেন। এই হাউসে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গত তিন বছরে রাজ্যে ১২শত হেক্টর জমিতে নূতন করে চা বাগিচা হয়েছে। শত শত লোক সেখানে কাজ করছে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য একটা স্বাবলম্বী ংগী নিয়ে কাজ-কর্ম শুরু হয়েছে। এগুলি কি কোন কাজ নয়?

একটি গ্রোথ সেন্টার হবে স্যার। এতে ১৫ কোটি খরচা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ১০ কোটি টাকা দেবে এবং আমাদের রাজ্য সরকারকে দিতে হবে পাঁচ কোটি টাকা। শিল্প নিয়ে বেশী কথা বলার আগে নিজেদের অবস্থানটা কোথায় ছিল বুঝতে হবে। শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের প্রপোজ্যাল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কর্ণাটকের একজন কনসালটেন্টকে দিয়ে গ্রোথ সেন্টারের একটা প্রজেকট রিপোর্ট করা হল। তার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারের বেড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি ব্যাঙ্গালোরে বসে সেই প্রজেকট রিপোর্টটি তৈরী করেছিলেন। চাম্পামুড়াকে বেইস করে গ্রোথ সেন্টারের প্রজেকট রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল। রিপোর্ট-টাতে ছিল ৫৬০ একর জমিতে গ্রোথ সেন্টার গড়ে উঠবে। অবাস্তব কখনই বাস্তব হয় না স্যার। আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছি তখন গ্রোথ সেন্টারের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রজেকট রিপোর্টটি দেখে জানতে পেরেছি চাম্পামুড়াতে সেটা করা হবে। কিন্তু চাম্পামুড়াতে ৫৬০ একর জায়গা কোথায়? খাস জায়গা নেই। সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পেরেছেন বলেই কোন টাকা বরাদ্দ করেন নি। ওরা বললেন ৫৬০ একর জায়গা হবে না এবং "তোমরা গ্রোথ সেন্টারটি ২৪০ একর জমির উপর কর।" কিন্তু সুধীরবাবুরা ঠিক করলেন চাম্পামুড়াতেই করবেন। কার স্বার্থে জানি না স্যার। কিন্তু এখন আমরা দেখেছি ২৪০ একর জায়গাই

ঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি এটা আর, কে, নগরে করার জন্য। আমরা জমিও দিয়ে দিচ্ছি এবং গ্রোথ সেন্টার আমাদের রাজ্যে আসবেই। স্যার, আমরা আশা করি গ্রোথ সেন্টার এলে পড়ে রাজ্যে শিল্প বিকাশের পথে আমরা সামনের দিকে কিছুটা এগুতে পারব।

আমাদের রাজ্যে এগ্রো বেইস্ট ইণ্ডাস্ট্রি একমাত্র 'ন্যারামেক' ছিল। সেটা একটা মাঝারি শিল্প বলা চলে। রাজ্যের উপজাতিদের জন্য দরদ যাদের তারা কি জানেন না রাজ্যের আনারস উৎপাদনকারী ৮০ শতাংশ মানুষই উপজাতি সম্প্রদায়ের? সেই আনারস তারা ন্যারামেকের কাছে বিক্রি করে উপার্জন করতেন। বিগত পাঁচটি বছরের ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপের ফলে ন্যারামেকও আজ বিধ্বস্ত। সেটাকে তখন প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যাদের দিকে তাকিয়ে প্রথম বামফ্রন্ট আমলে সেটা চালু করা হয়েছিল। সেটাকে কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; স্যার, সেটাকে ব্যক্তি মালিকানায় তোলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল।

সর্বশেষে আমি আইন-শৃংখলার বিষয় নিয়ে একটি কথাই বলব স্যার। আমি শুধু একটি সংবাদ আপনাকে পড়ে শুনাব। উনাদের সময়টা কত ভাল ছিল আর আমাদের সময়টা কত খারাপ একটু দেখুন স্যার। "আধা ফ্যাসিষ্ট অত্যাচার থেকে আইনজীবী রক্ষা পেল না।" এটা স্যার, গত ২০শে মার্চ, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একজন সাংবাদিকের প্রবন্ধের একটা অংশ মাত্র। দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ২০ মার্চের সংখ্যায় তিন কলামে এক খবর ছেপেছে। আইনজীবী নিগ্রহ মামলায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজ্য সরকারকে হাইকোর্টের নির্দেশ। অমরপুরের আইনজীবী শ্রীরাখাল মজুমদারকে অমানুষিক নির্যাতন করার জন্য গৌহাটী হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।

তাদের যোগসাজস যদি প্রমাণিত হয় তাহলে রাজ্য সরকার তাদের বেতন থেকে ক্ষতিপূরণের বাবদ এই টাকা আদায় করতে পারেন। স্যার, কার সময়ের ঘটনা, বামফ্রন্টের সময়ের? জোট আমলের শেষ দিকে যে অন্ধকারের দিনগুলি তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সমীরবাবু এই হচ্ছে অবস্থা। আর কলামটিএ নিজের বক্তব্য স্যার, কলামটির নিজের বক্তব্য হচ্ছে গৌহাটি হাইকোর্টের এই রায়টি অভিনন্দনযোগ্য। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আধা ফ্যাসিস্ট রাজত্ব শুধু গরীব মানুষের উপরেই নয় সমাজের শিক্ষিত অংশের উপরেও কি ধরণের নিগ্রহ চলছে এটা তার একটা সামান্য নিদর্শন মাত্র। রাজ্যে গণতন্ত্রীয় জাতি উপজাতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের আধা ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান ঘটাতে হবে, শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী যাকে রতিবাবু ভীষ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্যার, মহাভারতে ভীষ্মের অবস্থান কোথায় ছিল? পাণ্ডবদের সঙ্গে না দুর্যোধনদের সঙ্গে? যদি ভীষ্মই বলেন আপনারা তাহলে ভীষ্মের অবস্থান কোথায় ছিল সেটাও ভাববেন।

কাজেই তাদের ভাষণের মধ্যে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা কিছু দেখছি না। মাথা খারাপ হয়ে গেলে যে রকম সেই রকম কথাবার্তা কিছু হয়েছে। আমি আশা করব যে, বাজেটে প্রগতিশীল যে দিক আছে সেগুলি তারা সমর্থন করবেন এবং গঠনমূলক সমালোচনা নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু এই বাজেটকে গরীব মানুষের স্বার্থে এই বাজেটকে তারা পুরোপুরি সমর্থন করবেন এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়।

শ্রীবৈদনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসে ১৯৯০'৪৭ কোটি টাকার যে বাজেট পেশ করেছি এটা ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের স্বার্থে এবং একটা গণমুখী বাজেট। স্যার, এটা সবাই জানেন বা জানা উচিৎ এবার যখন আমরা এটা সামনের বছরের জন্য বাজেট করছি। কিন্তু বর্তমান বছরে কারেন্ট ইয়ারে যখন-আমরা বাজেট করি তখনও প্লেনিং কমিশনের সঙ্গে কথাবার্তা হয় নি। সামনের বছরের জন্য বাজেট করছি। আগস্ট মাসে কারেন্ট ইয়ারে আমরা বাজেট করেছি যেহেতু পার্লামেন্ট নির্বাচন গেলে প্লেনিং কমিশনের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হলো সেপ্টেম্বর মাসে। যাই হউক, মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং অন্য যারা বলেছেন আমি অন্য দিকে খুব বেশী যাব না। কারণ বাজেটে কোথায় কি আছে না আছে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের সবাই বলেছেন। প্রথমে যে কথাটা উনি উল্লেখ করেছেন যে এল, ও, সির টাকা, এল, ও, সি, তোলে দেওয়া মানে লুটপাটের জন্য। বামফ্রন্টের ক্যাডাররা খাবে তারপর উগ্রপন্থী পোষা হবে, এল, ও, সি বিলের টাকা তোলা হবে, উগ্রপন্থীদের জন্য ঘর তৈরী হচ্ছে, বেনিফিসিয়্যারী সিলেকশান এই সমস্ত সব কথা উনি যা বলেছেন সবগুলি কথা আমি লক্ষ্য করেছি। স্যার, এল, ও, সি, তোলে দেওয়াতে রাজ্যের ভাল না খারাপ হল? যখন ফিনান্সীয়াল খুব ক্রাইসিস থাকে ১৯৭৬ সাল থেকে নন-প্লেনে এল, ও, সি চালু হল এবং এরপর ১৯৯০ সাল থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে চালু হল।

১৯৭৬ সাল থেকে নন-প্ল্যানে এল, ও, সি চালু হয়েছিল। এবং সেটি ১৯৯০ সালে বিভিন্ন খাতে চালু হল। আমরা এসে ১৯৯৩/৯৪/৯৫ সালে এল, ও, সি চালু করলাম। সেখানে যাহাতে আমাদের প্রতি মাসের খরচটি পরিষ্কার হিসাব পায়। এবং আমরা এই বছর থেকে এবং সামনে বছর থেকে এল, ও, সি প্রথা তোলে দিয়েছি। যাতে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত না হয়। যে টাকা পয়সা আমরা সংগ্রহ করতে পারছি জনগণের কল্যাণের জন্য সেই টাকা পয়সা খরচে যাতে কোন বাধা না হয় এবং ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার যারা আছেন তারা যাতে ঠিক মতে কাজ করতে পারেন। স্যার, এই প্রশ্ন উঠেছে এখানে যে টাকা খরচ করতে পারছি না আমরা। মাননীয় সদস্য এখানে নেই। মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলেছিলেন আমরা নাকি "টাকা মেরে দেওয়ার ফন্দি করেছি।" এই হাউসে আরও

আলোচনা হয়েছে, যে বাজেটারী প্রভিশনের যেটা এ, জি, রিপোর্টে আছে সেগুলি রেগুলারাইজ করতে হবে। স্যার, আমরা যখন বাজেট করি। যেমন এবারের কথাই বলছি, আমরা আগস্ট মাসে বাজেট করেছিলাম, আমাদের আশা ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা পাব, সি, এ, জি থেকে টাকা পাব। প্রায় বাজেটে আমরা বাড়তি কিছু রাখি। তারপরে কেন্দ্রের প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে সেটি ঠিক করা হয়। তখন সি, এ, জি বিশেষ হিসাব করে সেটি ফাইন্যাল করে। তারা তখন হিসাব করে দেখে যে এই খাতে এত টাকা খরচ গেছে। স্যার, আমাদের এই তিনটি বছরে একটি দিনের জন্যও আমাদেরকে ওভার ড্রাফট নিতে হয় নি। সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলা হচ্ছে। এই হিসাব করে তারা দেখছেন অরুণবাবু সেই দিন বলেছেন, সমীরবাবু আগের অধিবেশনে বলেছেন আর রতনবাবু বলেছেন এই সমস্ত কথা।

স্যার, বিরোধী দল নেতা বলেছেন, ২৫ শতাংশ টাকা এখনও খরচ হয়নি। আমরা আবার দু'টি সাপ্লিমেন্টারী এনেছি। খরচ করতে পারব না। টাকা কোথায় যাবে? কি হবে টাকার? স্যার, ১৯৯৩-৯৪ সালে বাজেট ২১৮'০৩ কোটি টাকা আমাদের। ফাইন্যাল রিভাইজড এস্টিমেটে আমরা ২২৪ ১৮ কোটি টাকা খরচ করেছিলাম। ১৯৯৪-৯৫ তে আমাদের বাজেট ২৪৪ ৬৬ কোটি টাকা হয়েছিল। আমরা ২৫৭'৪৬ কোটি টাকা খরচ করেছিলাম। ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৯৯'০৯ কোটি টাকা ছিল, আর আমরা খরচ করলাম ৩০১'২৫ কোটি টাকা। এঁরা এখানে বলছেন, আমরা মানুষকে কনভিনস্‌ড্‌ করতে চাই। আমরা সি, এ, জি, কে লিখেছি। আমাদের অর্থ দপ্তর লিখেছে। আপনারা যখন হিসাব নিকাশ করেন তখন, এটাকেও সঙ্গে নিন। রিভাইজড এস্টিমেট পরীক্ষা করুন, কি পজিশন? স্যার, উনারাত দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে, এই সমস্ত টাকা বামফ্রন্ট লুটপাট করছে। উগ্রপন্থীকে দিচ্ছে। চাকুরী-বাকুরী উগ্রপন্থীকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, এই হাউসে আমরা বলেছি, কয়জন এ, টি, টি, এফ, চাকুরী পেয়েছে। কয়জন এন, এল, এফ, চাকুরী পেয়েছে। ওঁরা নিজেরাও জানেন। স্যার, ৪৪৭ জন টি, এন, ভি, সারেণ্ডার করেছিলেন তখন তাদের মধ্যে ৪০৭ জনের চাকুরী ওঁরা দিয়েছিলেন। আর তারপরে ৩৩'২৬ কোটি টাকা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া দিয়েছিল। সেটা ওঁরা জানেন না? সেই চুক্তির মূলেইত ওঁরা এখানে এলেন? আর আমরা যে হাজার হাজার সারেণ্ডার করালাম, তারজন্য ২ ৩৮ কোটি টাকা। তারমধ্যে আবার ১ কোটি টাকা চলে গেল আই, টি, আই তে। এই সমস্ত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করলে চলবে না। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া তাঁর কি মনে আছে, ১৯৮০ সনের সিদ্ধান্ত? তৈদুর সম্মেলন? সেই সম্মেলনে, ত্রিপুরা সেনার সর্বাধিনায়ক বিজয় রাংখলের কথা? দাঙ্গার কথা ভুলে যায় নি ত্রিপুরার মানুষ। ত্রিপুরার মানুষ ভুলে যায়নি এখনও বিজয় রাংখলের কথা। ত্রিপুরা সেনার সর্বাধিনায়ক বিজয় রাংখল কে ছিলেন? ত্রিপুরা সেনা কি? টি, ইউ, জে, এস,-এর ভলান্টিয়ার সশস্ত্র বাহিনী। এখন এই সব কথা বলে

হাউস গরম করে, বাজার গরম করে মানুষকে ভুলানো যাবে না। স্যার, এখানে আমি উন্নয়নের কাজ সম্পর্কে খুব বেশী বলতে চাই না। স্যার, পঞ্চায়েত রাজের জন্য এই বৎসর মানে কারেন্ট ইয়ারে আন-টাইড ফাণ্ডে টাকা ছিল, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ৪'৮৯ কোটি টাকা। এ, ডি, সি, তে ৭০ লক্ষ টাকা। মোট ৫'৫৯ কোটি টাকা। সামনের বছর কত নির্ধারণ হয়েছে? আমাদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত রাজের জন্য আন-টাইড মানি, ৩০'৯৫ কোটি টাকা। আর এ, ডি, সি, এর জন্য ১২'১৮ কোটি টাকা। সর্বমোট ৪৩ কোটি টাকা ইনস্টীড অব এগেইন্সট ৫'৫৯ কোটি টাকা। স্যার, আমরা এই ৪'১৩ কোটি টাকা কিসের হিসাবে দিচ্ছি? পার ক্যাপিটা দিচ্ছি। পঞ্চায়েত এলাকা এবং এ, ডি সি, এলাকায় কত লোক আছে সেই হিসাবে, পঞ্চায়েত এলাকায় লোক পিছু ২০০ টাকা, এ, ডি, সি, যেহেতু দুর্বল, পশ্চাদপদ সে জন্য লোক পিছু ২৫০ টাকা দিচ্ছি। ওদের আমলে কি হয়েছিল? পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমরা যখন আইন করে নির্বাচন করতে গেলাম, তখন নির্বাচন বন্ধ করতে মামলা ঠুকে দিল। স্যার, এ, ডি, সি, পুনর্গঠন করে যখন নির্বাচন করতে গেলাম, মামলা ঠুকে দিল যাতে নির্বাচন করতে না পারি। ওঁরা নির্বাচনকে ভয় পায়। জনগণের কাছে যাওয়ার কোন সাহস তাঁদের ছিল না। কারণ, পাঁচ বছরে যা করেছে তার ফল ওরা ভুগছে। কাজেই নির্বাচনকে ঠেকাতে হবে। আপনারা নগর-পঞ্চায়েতের কথা জানেন, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। জনগণের তৃণমূলে নিয়ে যাব। শুধু আমি পঞ্চায়েতের এই টাকার কথা বললাম। তারপরে আছে রাজস্ব আয়ের ১৩'২০ কোটি টাকা। তাহলে, দিতে হবে সব শুদ্ধ ৭০ কোটি টাকা। পঞ্চায়েত এলাকা এবং এ, ডি, সি, এলাকার হাত দিয়ে, গ্রামের মানুষের হাত দিয়ে কাজ হবে। আন-টাইড মানি আমরা এমনি ছেড়ে দেব না। এখানে উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে। সমীরবাবু বলেছেন, সমস্ত ব্লকে লুট পাট হচ্ছে। স্যার, দিল্লীর মত জায়গায় সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তরের চরম ব্যভিচার চলছিল। এখানে রাজনৈতিক উচ্চস্তরে ব্যভিচার নেই। গ্রামের দিকে কোথাও দু একটি ঘটনা হতে পারে ওরা বলছে, সেটা লুট পাট হয়ে যাবে। স্যার, গ্রামে আমরা সংসদ কমিটি করেছি। ঐ কমিটি গ্রামের সমস্ত লোক ডেকে বেনিফিসিয়ারী ঠিক করবে। বলে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত লোক ডেকে সব থেকে গরীব লোককে বেনিফিসিয়ারী হিসাবে ঠিক করবে। স্যার, এইখানে সমীরবাবু বলেছেন একটু উস্কে দেওয়ার জন্য, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের এলোকেশন সম্পর্কে, এস, সি, ; ও, বি, সি, সম্পর্কে কালকে অরুণবাবুও বলেছেন।

ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য ৪৭'৬৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আদার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ফাণ্ড ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছে তার পরিমাণ হচ্ছে ৮৪ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে ১৭২'৭৮ কোটি টাকা। তাছাড়া এস, সি এবং ও, বি, সির জন্য ২৯'৬১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে বলেছেন যে যদি প্রপোরশনেইটলী ধরতে হয় তাহলে তারও অনেক বেশী টাকা এস, সি এবং ও, বি, সিকে দিতে হবে। আদার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাণ্ড আরও ট্র্যান্সফার হবে ৩৭'২০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ৬৬'৬১ কোটি টাকা।

স্যার, ওঁরা এগুলি দেখেন না। এই বাজেট বইয়ে সমস্তকিছু লেখা আছে। সাইডে সমস্ত রিমার্ক দেওয়া আছে কতটাকা ওখানে যাচ্ছে। এখানে ডি, এ, সম্পর্কে কথা বলেছেন। আমরা ডি. এর জন্য টাকা রেখেছি, স্যালারী এ্যাণ্ড ওয়েজের জন্য টাকা রেখেছি। এই কারেন্ট ইয়ারে আমাদের টাকা আছে ৩৮০'৮৮ কোটি টাকা। আমরা সামনের বছরের জন্য আরও বেশী রেখেছি ৪৩৮'২২ কোটি টাকা। মাননীয় সদস্য রতনবাবু ডি, আর, এ সম্পর্কে বলেছেন। ডি, আর, এর জন্যও আমরা টাকা রেখেছি। সুতরাং মানুষকে বিভ্রান্ত করাবার জন্য উনারা এই সমস্ত কথা বলেছেন। আমি সে সব আলোচনায় যাচ্ছি না। সবচেয়ে মূল কথা যেটা সেটা হচ্ছে সমীরবাবুও বলেছেন এবং অন্যান্যরাও বলেছেন যে একটা বাজেট করার পর আবার কি করে দুটো সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড গ্র্যান্টের জন্য আনা হলো। এই বছরে ১২৬০'৫২ কোটি টাকার বাজেট আমরা করেছি। তারপর দুটো সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আমরা এনেছি। কারণ রিসিপ্ট সাইডে আমরা যে সব দপ্তরের টাকা পেলাম না যেমন— পূর্ত দপ্তরের লোন এবং ই, এ, পিতে আমরা এই ২০'৩৮ কোটি টাকা, সেচ দপ্তরে ২০'১৪ কোটি টাকা, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে ৯'৭৫ কোটি টাকা, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরে ৭'৯০ কোটি টাকা, খাদ্য দপ্তরে ৭'৩৭ কোটি টাকা, কৃষি দপ্তরে '৯৪ লক্ষ টাকা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ৫'৮৭ কোটি টাকা, শিক্ষা দপ্তরেও টাকা পাই নি। এই করে ৯৫'১১ কোটি টাকা আমরা কম পেলাম। কাজেই আমরা প্রথমে যে বাজেট করেছি ১২৬০'৫২ কোটি টাকা তার সঙ্গে যোগ করেছি অতিরিক্ত আরও ৬০'৩৯ কোটি টাকা। ফাষ্ট সাপ্লিমেন্টারী এবং সেকেণ্ড সাপ্লিমেন্টারীতে ১৩ কোটি টাকা নিয়েছি। সব মিলিয়ে ১৩৩৩'৯১ কোটি টাকা। তার থেকে আমরা রিসিপ্ট সাইডে যে বাজেট করলাম ৯৫'১১ কোটি টাকা কম পেয়েছি। কম পাওয়াতে আমাদের পজিশান দাঁড়ালো ১২৩৮'৮০ কোটি টাকা। এটার মধ্যে তাই আছে। রিভাইসড এ গিয়ে আমাদের হয়েছে সেটাই আমরা দেখিয়েছি এবং রিসিপ্ট যা হয়েছে সেটাই ফুল এ্যাকসপেণ্ডিচার। এই সমস্ত টাকাগুলি আমরা জনগণের জন্য খরচ করছি এবং করব। এই বছরে এক পয়সাও উদ্বৃত্ত হবে না। প্রতিটি পয়সাই আমরা জনকল্যাণের জন্য খরচ করছি। উনারা শুধু লুটপাটই দেখেছেন যেটা ওঁরা করেছেন। ধ্বংসস্তূপ থেকে আমাদেরকে কাজ করতে হয়েছে এবং এই রাজ্যটাকে আমরা গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক এবং রতন নাথ মহোদয় বলেছেন আমরা এক পয়সাও ট্যাকস বাড়াইনি। আমরা সেন্ট্রাল থেকে যে শেয়ার পাচ্ছি, লাষ্ট ইয়ারে ৯৫-৯৬ সেন্ট্রাল এসিস্ট্যান্ট লেভেলে যা ছিল ২৮৪ কোটি টাকা, সেটাই আমরা পেয়েছি, এক পয়সাও বেশী পাইনি। ই, এম, এস-এ ৪৬'৩৭ কোটি টাকা আমরা বেশী পেলাম।

সামনের বছরের জন্য ২০ কোটি টাকা বেশী পেয়েছি এই বিষয়গুলি নজরে রেখে নূতন নূতন পরিকল্পনার কথা বলেছি। আমি জিজ্ঞাসা করব গত ৫ বছরে কি কি নূতন পরিকল্পনা নেওয়া

হয়েছিল এখানে ? আমাদের নিজস্ব রিসোর্স মোবেলাইজেশ্যানের স্কোপ খুব কম। গরীব মানুষের উপর আমরা ট্যাকস্ বসাচ্ছি না।, যেটুকু টাকা পাচ্ছি বিকেন্দ্রীকরণকে সামনে নিয়ে জনগণের ক্ষমতা দেওয়ার লক্ষ্য সামনে নিয়ে আমরা তাদের কাজ দিচ্ছি এবং প্রত্যেক জনগণের জন্য কি ভাবে খরচ করা যায় তার পাশাপাশি সেন্ট্রাল থেকে কি করে আরও বেশী টাকা বাজেটে আনা যায় তার সংগ্রাম আমরা অব্যাহত রেখেছি। কাজেই সেই দিক থেকে আমি অন্য কোন বিষয়ে যাচ্ছি না। কারণ আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা এবং মাননীয় সদস্যরা বলেছেন আমাদের যে বাজেট এই হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে সেটা জনগণের কল্যাণের জন্য। আমাদের প্রতিশ্রুতি মত প্রত্যেকটা কাজ জনগণের কল্যাণের জন্য আমরা করব। আমি আশা করব যে, বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁরা ঠিক ঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের কোথাও যদি ত্রুটি থাকে নিশ্চয়ই সেটা দেখাবেন; আমরা সংশোধনের চেষ্টা করব। লোয়ার লেভেলে কোথাও আমাদের কোন দুর্ব্বলতা নেই, সেই কথা আমরা বলছি না। আমরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি যে, এই বাজেটের উপর যে টাকা ধরা হয়েছে প্রতিটি টাকা জনগণের জন্য খরচ করব সেই জন্য আমরা এই বাজেট করেছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এবং তাদের বিরোধিতা তাঁরা প্রত্যাহার করবেন। শেষ কয়টি কথা বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— বাজেটের সাধারণ আলোচনা শেষ হলো।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"শর্ট ডিসকাশন্ অন্ দি মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স।" আজকের কার্য্যসূচীতে একটি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : –

"To deal frimly with the terrorists, the entrire state may be declared "disturbed".

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা কতটুকু সময় পাব?

মিঃ স্পীকার :—এক ঘন্টা সময়ে হলে আপনারা ২০ মিনিট পাবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—স্যার, আমাদের আর একটু সময় বেশী দিন।

মিঃ স্পীকার :—সময় তো ভাগ করে দিলামই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—স্যার, মাঝে মাঝে যেগুলির প্রয়োজন সেগুলি স্মরণ করে দিতে চাইলেই শাসক দলীয় মাননীয় সদস্য এবং মন্ত্রী বন্ধুরা আমার উপর ক্ষেপে যায়।

একটু আগেও স্যার, আপনি তখন ছিলেন না, আপনি দেখেননি। যেটা হাউসের ডেকোরাম সেটা রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রসিডিউরের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল সেটা স্মরণ করিয়ে দিতেছিলাম, তাতে উনারা ক্ষেপে গেছেন। স্যার, যারা নতুন এসেছেন তাদেরকে একটু উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনার কাছে আবেদন রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার স্বল্পকালীন আলোচনার বিষয়বস্তু হল, "To deal firmly with the terrorists, the entire may declared "disturbed explanatory constain reason it is resolve that the entire state may be declared disturbed forthwith for facilitate the army and the para militar forces to move to deal with the terrorist"

কারণ স্যার, কথায় আছে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। ঠিক তেমনি আমাদের প্রত্যেকের মনে আছে ১৯৮০ সালের সেই ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কথা। এই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকে আমার প্রয়োজন এসে গেছে এই শর্ট ডিউরেশানটা আনার। আমরা লক্ষ্য করেছি, যে উগ্রপন্থী দলরা বিশেষ করে আগামী জুলাইয়ের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পযন্ত এরা শেষ সীমানা দিয়েছিলেন যারা ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারী বিশেষ করে বাঙ্গালীদের হুমকি দিয়েছিলেন। তনখই আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রেখেছিলাম যে এ, টি. এল, এফ, যেখানে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে রাজ্য সরকারকে সেটা রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য, রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে একটি অশান্তি স্থাপন করার জন্য। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বলেছিলাম একটা সবদলীয় কমিটি গঠন করার জন্য। এবং যারা রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারী দিয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ করা হোক। তখন সরকার আমাদের কথায় কর্ণগোচন করেননি। এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে সারা রাজ্যে বিগত ডিসেম্বর থেকে লক্ষ্য করছি সেটা তারই প্রতিফলন। সরকার সতর্ক থাকেননি। সরকারের অবিমৃষ্যকারীতার জন্য, চিন্তা ভাবনার কারণে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরে আমরা বলেছিলাম সারা রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণা করে তাদেরকে নিষিদ্ধ করা হোক স্যার, ৮০ সনের দাঙ্গায় আমি সবচেয়ে ভুক্তভোগী।

অন্যায়ভাবে আমাকে ৭ মাস জেলে রাখা হয়েছিল বিনা বিচারে। তাতেই ক্ষান্ত হননি। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ১৯৮১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর রায় বেরোল ট্রাইবুন্যাল গঠন করে এক নং, দুই নং, এক নং ট্রাইবুন্যাল কোর্টের বিচারপতি ছিলেন টি, কে মুখশুদ্ধি, দুই নং ট্রাইবুন্যাল কোর্টের বিচারপতি ছিলেন, আর, বি, সিমৃকা।

১৯৮১ সালের ৩১শে জানুয়ারী তখন বিচারপতি দুইজন নিম্বাতুম্বা সিং এবং টি কে দাস হাইকোর্টের আলাদা আলাদা ব্যাঞ্চে বসে সেদিন কি রায় দিয়েছিলেন, রায় দিয়েছিলেন সেদিন দাঙ্গা উপজাতি যুব সমিতি ও কংগ্রেস করেনি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, হাউজের টাইম বাড়াতে হলেতো হাউসের অনুমতি নিতে হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটাতো অলরেডী বিজনেসের মধ্যেই আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সেজন্যই আমি বলেছিলাম সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় আমরা। আগেই সন্দেহ করেছি এরকম ঘটনা ঘটতে পারে এই রাজ্যে। ১৯৮১ সালের ৩ শে জানুয়ারী বিচারপতি রায় দিয়েছেন, নিম্বাতুম্বা সিং উনি এখন জীবিত নেই, ওনার স্বর্গবাস হয়ে গেছে। সেদিন তিনি রায়ে কি বলেছিলেন ? প্রথম যে বামফ্রন্ট সরকার তোমাদের অন্যায় হয়েছে এটা, ট্রাইবোন্যাল কোর্টে আপিল করা। বিধানসভায় নিয়ে গিয়ে তারপর সেটাকে আপিল করা হোক। বাধ্য হয়েছে তখন স্যার, আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ রায় দেওয়া হয়েছে। আর সেপ্টেম্বর মাসের ৩১ তারিখ ত্রিপুরা বিধানসভা বসে সেটাকে বাতিল করতে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। সেদিন যদি আমাদের অন্যায় থাকত, সেই বিচারে যদি আমাদের অপরাধ দেখা যেত তাহলে আমরা আজকে এখানে এসে এইভাবে কথা বলার সুযোগ পেতাম না। এ চেষ্টাই তারা করেছিল, যাক সেকথা বলে লাভ নেই। ওনারা অতীতের কথা তুলেছেন বলেই আমাকেও কিছুটা বলতে হচ্ছে। এখানে আমি বলতে চাইছি, আজকে আমাদের রাজ্যে কি অবস্থা চলছে ওনারা গতকাল পর্য্যন্ত বলেছেন। এই বামফ্রন্ট সরকারের অন্যান্য সদস্যরা বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন "আমাদের রাজ্য আইন শৃঙ্খলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাল আছে।" ওদিকে দেখা গেল গতকাল এই বিধানসভাতে যারা বলেছেন একথা, আর সন্ধ্যায় আমরা শুনি আরও দুইটা জায়গাকে উপদ্রুত দিতে হয়েছে। তাতে কি হল, আগে ছিল ১৭ টা. এখন আরও ২ টা যোগ হয়ে হয়েছে ১৯ টা। মোট ৪৪ টার মধ্যে ১৯ টাই উপদ্রুত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেল। এই কি আপনাদের আইন শৃঙ্খলার নমুনা। স্যার, এই সমস্ত চিন্তা করেই আমরা বার বার বলেছিলাম গত জানুয়ারী থেকে যেভাবে অপহরণের ঘটনা এবং খুন খারাপির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে এখানে শান্তি ও সম্প্রীতি আশা করা অত্যন্ত অন্যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি এই সমস্ত ঘটনার পরও আজ পর্য্যন্ত এই সমস্ত এলাকাতে মুখ্যমন্ত্রীতো যানইনি, মুখ্যমন্ত্রীতো

যেতে পারল না, ওনারাতো চোখ থেকেও চোখ নাই, মুখ থেকেও মুখ নেই পুতুলের মত বসে আছেন তিনি, এর পরেও স্বনামধন্য মন্ত্রী এম, এল, এ, যারা রয়েছেন এখন শাসকদলের তারাতো যেতে পারতেন। পত্রিকাতে পেয়েছি এত দিন পরে সেই গত কয়েক দিন আগে তাদের চেয়ারম্যান, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা তাদের রাজ্য কমিটির সম্পাদক সোনার টুকরো মানিক, তিনি নাকি সেখানে পদার্পণ করেছিলেন। খোয়াইবাসীকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। এইভাবেতো হবে না। আমরা সেখানে গিয়েছি দেখেছি বিচিত্র এবং কি ভয়াবহ চিত্র সেখানে। একটা স্কুলের মধ্যে তিন হাজার আড়াই হাজার লোক শিশু এবং একশ বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা সেখানে শরণার্থী হয়েছেন এবং তারা সাজ্ঘাতিক কষ্ট ভোগ করছেন। কিন্তু সেটাকে দেখার জন্য কোন মন্ত্রী বা কোন বিধায়ক যাবার প্রয়োজন মনে করেন নি। আমরা সেখানে গিয়ে ধ্বংসস্তূপ দেখেছি। এবং সেজন্যই আমরা বার বার দাবী করেছি যে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা নয় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার জন্য দাবী করেছি। কিন্তু আপনারা মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়ে আপনাদের একটা সার্টিফিকেট আনতে চেয়েছিলেন—অত্যন্ত শক্ত কথায় তিনি এখানে বলেছিলেন—মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বলেছেন— "কেন্দ্রিয় সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর মূল্যবান সময় ত্রিপুরা সফরের জন্য ব্যয় করেছেন এবং আমাদের অসুবিধাগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। হ্যাঁ, আমরাও কৃতজ্ঞ, তিনি যখন আমাদের ত্রিপুরাতে অবস্থান করছিলেন তখন খোয়াইএর জারুলবাচাই দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তিনি তখন এখানে উপস্থিত এবং আমাদের রাজ্যে সরকারের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছিলেন— তখন জারুলবাচাই আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তিনি সেটা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেইদিনই যদিও কংগ্রেস এবং উপজাতি যুবসমিতি দাবী করেছিল উপদ্রুত নয় রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দরকার, এই ত্রিপুরাতে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে। কিন্তু তখনো আমাদের রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুব জোর গলায় বলেছেন যে "অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্য অনেক শান্ত।" অথচ জারুলবাছাই দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু শান্ত না অশান্ত এটা কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তারপর কংগ্রেস এবং উপজাতি যুবসমিতিকে দোষারূপ করার জন্য আপনাদের স্বনামধন্য মহারথী উদয়পুরে বলেছেন "আমরা উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য চাইনি, এই কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি চেয়েছে—তাই এটা হয়েছে। কিন্তু এখানে উপস্থিত থেকে মাননীয় কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, যে ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মানুষের বাঁচার জন্য কি দরকার এবং তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে তারপর আপনাদের উপর এইটা চাপিয়ে দিয়েছেন। উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার জন্য আপনারা রাজি হননি কিন্তু তিনি আপনাদের বাধ্য করেছেন ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব রক্ষা করার জন্য। কাজেই এই সব বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয় স্যার।

এখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, আনন্দবাজার পত্রিকায় এবং আমাদের রাজ্যের যে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা সেগুলিতে দেখেছি—অনেক চেষ্টা করেছেন বিদায়ী ডি, জি, তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন তার বিদায় লগ্নে—সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন এই রাজ্যের চেহারা সম্পর্কে।

বিদায়লগ্নে তিনি সাংবাদিকদের কাছে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন—এবং এই রাজ্যের অবস্থাটা কোন পর্যায়ে যেতে পারে সেই ব্যাপারে তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন। আমরাও উনাকে শক্ত হাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু স্পষ্টতই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি নিরুপায়। কারণ, উনার উপর বসে আছেন রাজ্যের মাহামান্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজী। উনার উপর দিয়ে ডি, জি, কিছু করতে পারবেন না জানাই ছিল এবং এই জন্যই তিনি যাওয়ার আগে দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অনেক কিছুই করার ছিল কিন্তু কিছুই করে যেতে পারি নাই। আমরা মনে করি, সেটাও রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মনঃপুত হয় নাই। জানতে পেরেছি এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে উনার সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মত-বিরোধ বাড়ছিল। তিনি আরোও বলেছেন, উপদ্রুত আইন জারীর ফলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি কিছুটা হয়ত ভাল হয়েছে. এটা সত্য যে তারপর গণহত্যা এবং অপহরণের ঘটনা অনেকটাই কমেছে। অথচ গত ডিসেম্বর মাসেই রাজ্যের ডি, জি, উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা দেওয়ার কথা নাকি বলেছিলেন। কিন্তু উনার সেই সুপারিশ তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ণপাত করেন নাই। তারা তখন রক্তের হোলি খেলায় ব্যস্ত। সেইজন্য ওরা ডি জি, র রিপোর্ট বা সুপারিশকে বুড়ো আংগুল দেখিয়েছিল। আর সেই জন্যই এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। কাজেই এর জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকেন সেটা বামফ্রন্ট সরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—ঠিক আছে স্যার, শেষ করছি। তিনি বলেছেন, এই ব্যাপারে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই ব্যাপারে কথা বলার কোন সময় ছিল না। ফেব্রুয়ারী মাসে উপদ্রুত আইন জারী হল ঠিকই কিন্তু তার আগেই পরপর চার-চারটি গণহত্যা এই রাজ্যে সংগঠিত হয়ে গলে। শত-শত মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছে। হাজার-হাজার বাড়ী-ঘর পুড়েছে। সম্পদহানী হয়েছে অনেকেরই। এটা আমার বক্তব্য নয় স্যার, এই বক্তব্য বিদায়ী ডি, জি, সাহেবের ছিল। এখনও উপজাতি অঞ্চলে একদিকে তথাকথিত উগ্রপন্থীদের অত্যাচার চলছে অন্যদিকে চললে পুলিশের নির্মম অত্যাচার নিরীহ উপজাতিদের উপর। সেই উগ্রপন্থীরা গ্রামে ঢুকে রাত্রি যাপন করে গৃহস্থের পালিত পাঠা-ছাগল-মুরগ ইত্যাদি দিয়ে খাইয়ে ভোজন করাতে বাধ্য করে গৃহস্থকে উগ্রপন্থীরা কিছু না থাকলে কুকুর পর্য্যন্ত কেটে রান্না করে তাদেরকে খাওয়ার জন্য দিতে হয়—কুকুরও তারা প্রয়োজনে খায়। ভয়ার্ত মানুষের এই অবস্থার পাশাপাশি সমানে চলছে পুলিশি

অত্যাচার। এভাবে একদিন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই অবিলম্বে রাজ্যের অবশিষ্ট থানা-গুলিকেও উপদ্রুত এলাকা আইনের অন্তর্ভূক্তের ঘোষণা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের সুপারিশের জন্য লিখুন। তখন কেন্দ্রীয় সরকারও পরিস্থিতি উপলব্দি করে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করতে পারে। কারণ, রাজ্যের যা অবস্থা এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলাসহ শান্তিপূর্ণ বাতাবারণ তৈরী করে পাঞ্জাবের মত এই রাজ্যেও রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে নির্বাচন করাতে হবে। এটুকু বলেই আমি শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক ১০ মিনিট সময় আপনার।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উপদ্রুত আইন চালু করার ব্যাপারে যে নোটিশটি দিয়েছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। উপদ্রুত আইনতো রাজ্য সরকারেরই জারী করা উচিৎ ছিল। যেহেতু তারা ঘুমিয়ে আছে তাদেরকে সজাগ করার জন্যই আমাদের এই দাবী উথ্বাপন করতে হচ্ছে।

স্যার, আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি যেহেতু আমার সময় কম আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলার চেষ্টা করছি। সেই জিনিষটা হলো রাজ্যের মানুষ, পত্রপত্রিকা বিভিন্নভাবে বার বার বলে এসেছিল আমরাও এই হাউসে এক বছর আগে থেকে চিৎকার করেছিলাম যে উপদ্রুত দিন, উপদ্রুত দিন। তারা বলছে যে না আমরা সক্ষম। এখন তাদের ঘাড়ে ধরে করে দিয়েছে উপদ্রুত। দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধু সরকার যদি এখন অন্য কেউ থাকত বলত আমাদের বাধ্য করেছে আমাদের সরকারকে উৎখাত করার জন্য এখানে উপদ্রুত দিয়েছে। এখনও বলছি এই রাজ্যবাসীর স্বার্থে উনারা সব সময় একটা জিনিষ দেখেন উনারা উৎখাত হয়ে যাবেন। আমরা এখনও বলছি স্যার, উনাদের উৎখাত করার জন্য আমরা ডিস্টার্ব এরিয়া চাইছি না। আমরা চাইছি আমাদের স্বার্থে, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে কাজেই এখনও দেখা যায় এক মাস ছয় দিন পর আবার গতকল্য দুইটা থানাকে ডিস্টার্ব এরিয়া ঘোষণা করলেন। আরও করতে হবে কেননা ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থা এমন এক থানা এলাকা যেখানে ডিস্টার্ব এরিয়া হচ্ছে সেখান থেকে সরে আর একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে। সেই জায়গায় গিয়ে সেখানে নতুনভাবে উৎপাত করার চেষ্টা হচ্ছে। বিলোনীয়া, সাব্রুম, শান্তিরবাজার, দামছড়া এসমস্ত অঞ্চলগুলিতে উগ্রবাদী যারা আছেন তারা আশ্রয় নিচ্ছেন। কাজেই একসঙ্গে, এই আগরতলায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আগরতলায়ও বিভিন্ন জায়গায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে। সারা রাজ্যে একসঙ্গে ডিস্টার্ব এরিয়া ঘোষণা করে একসঙ্গে সাড়াশি অভিযান চালিয়ে তাদেরকে ঘিরে বের করার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ডিস্টার্ব এরিয়া চাইছি। আপনারা কেন আজকে আশঙ্কা করছেন যে, ডিস্টার্ব এরিয়া দিলে আমরা সি, পি, এমকে উৎখাত

করব, সি, পি, এম সরকারকে উৎখাত করব। আজকে পুলিশ মহল চাইছেন, প্যারা মিলিটারী চাইছেন সারা রাজ্যকে ডিস্টার্ব এরিয়া করা হউক। সি, পি, এম, নেতাদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য ডিস্টার্ব এরিয়া হউক।

আজকে বিভিন্ন রাজ্যে ডিস্টার্ব এরিয়া হচ্ছে। আমরা বলছি এই জন্য প্রশাসনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পুর্ণ ব্যর্থ তাদের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকেও কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোন খবর নেই। কোথায় কোন জায়গায় কি ঘটনা ঘটছে আজকে উনাদের একটু গোড়ামির জন্য, উনাদের দলের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের শত শত মানুষ মারা গেল, হাজার হাজার বাড়ীঘর জ্বলল, আজকে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হলেন। আগামীদিন যদি কোন বড় সর্বনাশ হয় তার জন্য দায়ী থাকবেন এই সরকার। এই সরকারকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য, রাজ্যবাসীর পক্ষে কথা বলার জন্য আমরা ডিস্টর্ব এরিয়া চাইছি। উনারা বলছেন ৩৫৬ ধারা সাংঘাতিক খারাপ উনাদের কি স্মরণ নেই ১৯৯৩ সালে ঐ রাজ্যপাল ভবন কেন ঘেরাও করেছিলেন কেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারী হলো। সাতজন মানুষ মারা গিয়েছিল আপনারা রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য ধর্ণা দিয়েছিলেন। আপনারা হুশিয়ার করে দিলেন ঘেরাও করব রাজ্যপাল ভবন। আজকে সেই দল ক্ষমতায় এসে বলছেন হাজার হাজার মানুষকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়ে মানুষের জীবনকে বলিদান করে দিয়ে আজকে তবু বলছেন যে, না আমরা ঠিক আছি। একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জের মত এই বিধানসভায় বলেছেন আমি এক বছর আগে অর্ডার দিয়েছি, আমার অর্ডার মানেনি। আজকে সেই জায়গায় এই রাজ্যের মধ্যে মানুষের এই অবস্থা, স্যার। আমরা ৩৫৬ ধারার পক্ষে বলছি এই জন্য উনারা বলছেন যে, উনাদের সর্বনাশের জন্য আওয়াজ তুলছি না স্যার, উনারা এখনও যেখানে ডিস্টার্ব এরিয়া ঘোষণা করছেন সেখানে উনারা অত্যাধিকভাবে ইনটারফেয়ার করছেন বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিরোধী দলের লকেদের হেনস্থা করছেন। ঠিক ঠিক উগ্রপন্থী যারা তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, হাতিয়ার ঠিকমত উদ্ধার করছেন না। যেসমস্ত হাতিয়ার আছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে এই বিধানসভায় বলা হয়েছিল, একটা হাতিয়ারও উদ্ধার করতে পারছে না। কোথায় কোন জায়গায় ঘটনা, সেই সমস্ত ঘটনাগুলি ঠিকমত পয়েন্ট আউট করার জন্য এবং এই রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতা চিরতরে নির্মূল করার জন্য এই রাজ্যকে ডিস্টার্ব এরিয়া ঘোষণা করা।

৩৫৬ ধারাও যদি আপনারা ঠিকমত করতে না পারেন আমরা আওয়াজ তুলছি আমরা দাবী করব এবং একদিন দেখা যাবে আপনারা এটার মতই ১৯টা থানা করেছেন বাকি থানাও করবেন এবং সারা রাজ্যও করবেন। রাজ্য দাউ দাউ করে জ্বলবে তখন আপনাদের দেখা যাবে না ১৯৮০ সালে দেখা গেছে যার যার নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছেন, কেউ কলকাতা কেউ সেন্ট্রাল জেলে, রাজ্যবাসীকে দেখার মত কেউ নেই। রাজ্যের মধ্যে মারপিট হচ্ছে বাড়ীঘর জ্বলছে, রক্তের হোলী খেলছে, আজকে সেই জায়গায় আপনারা এক মাস, দুইমাস, তিনমাস,

ছয় মাস আগে থেকে বার বার আপনাদের দলকে আপনারা বুঝাতে পারছেন না ডিস্টার্ব এরিয়া দিলে দলের ক্ষতি হবে। আপনাদের দলের ক্ষতি থেকেও আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের বড় ক্ষতি করে দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বার বার একটা দাঙ্গার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন, মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না। এক একটা দাঙ্গায় একটা রাজ্যের কত বড় ক্ষতি হয় সেটা বুঝছেন না। আর আজকে বলছেন নির্লজ্জের মত হাউসে এসে আমরা শান্তি চাই, শান্তি চাই। বার বার প্রতিপক্ষকে দোষ দিয়ে বার বার রাজনৈতিক গন্ধ দেখে টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেসকে দায়ী করে বার বার বলছেন, আপনারা বলছেন বলারতো মুখ আপনাদের।

এই রাজ্যের কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস আপনাদের পাশে দাড়িয়ে এ. টি, টি. এফ এর সেই হুশিয়ারীকে মুকাবেলা করেছেন। আপনাদের মন এখনো পরিষ্কার নয়। দরকার হলে আর সর্বনাশ করবেন। ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাবেন। কাজেই, আমি বলছি সেই জিনিষটা বন্ধ করুন। সেই সমস্ত বন্ধ করুন এই রাজ্যের মানুষের শান্তির জন্য এই রাজ্যের মানুষের সৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। স্যার, আমাদের কাছে একটি রিপোর্ট আছে। সেই জন্য আমরা সন্দেহ করছি। এই সরকারের সদ্ ইচ্ছা সম্বন্ধে। আমাদের ১৯৯৬ সালে অধিবেশনের সময় একটি প্রশ্ন ছিল যে কত জন উগ্রপন্থী সারেণ্ডার করেছে। ওনাদের উত্তর ছিল ৪ হাজার ৪ শত ৮২ জন। আর এখানে কেন্দ্রের হোম মিনিষ্টির যে স্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে সেই স্ট্যাণ্ডিং কমিটির কাছে আমাদের রাজ্য সভার এম পি জানতে চেয়েছিলেন যে কত জন উগ্রপন্থী এখন পর্য্যন্ত সারেণ্ডার করেছে। তার প্রত্যুত্তরে তারা বলেছেন যে রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯৩ সাল থেকে ৯৬ সাল পর্য্যন্ত ১৮৩৯ জন উগ্রপন্থী সারেণ্ডার করেছেন। তাহলে কোনটা সত্য স্যার। আমাদের রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই হাউসে দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়েছেন ৪,৪৮২ জন। কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন ১,৮৯৩ জন। তাহলে আমরা সন্দেহ করব স্যার, তারপর এখানে একটি ইনকোয়ারীতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এখানে এমন কোন ইনফমেশন আছে কিনা যে কোন লোক উগ্রপন্থীদের সংযোগ রক্ষা করে চলছে? উত্তরে বলেছেন যে হ্যাঁ, কোন কোন লোক মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে যারা অপহৃত তাদেরকে উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তাহলে এখানে আমার একটি প্রশ্ন থেকে যায়, স্যার, তারা কারা, সরকার তাদেরকে আইডেন্টিফাইড করেছেন কিনা? এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না? এখানে বলতে হয় তাদের কতজনকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন। যারা পরোক্ষভাবে উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছেন। তাদের কতজনের নামে আপনারা ক্যাইস ফাইল করেছেন। সেখানে সরকার কোন ব্যবস্থা করেননি।

আজকে বেহায়ার মত মাঠে ময়দানে গেলে বলছেন আমরা উপদ্রুত চাই না, চেয়েছে কংগ্রেস টি. ইউ. জে. এস। তাদের সামান্য মাত্র ইচ্ছা নেই যে রাজ্যের মানুষ শান্তিতে

থাকুক। তাই এই রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ॥

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিন্‌হা মহোদয়।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া দাবী করেছেন, সারা ত্রিপুরাকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য। এটা কিসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দাবী করেছেন আমি জানিনা না। এটা টি, ইউ, জে, এস. এর দাবী কিনা এ ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে। উনাকে শেখানো হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা হচ্ছে। সারা ত্রিপুরাকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করতে উনি কি বুঝেছেন আমি জানি না। আমরা দেখেছি উগ্রপন্থী সমস্যাকে বিরোধী সদস্যরা এমনভাবে এটাকে প্রজেকট করতে চাইছে যেন, বামফ্রন্ট এটা ইচ্ছা করলেই, পাঁচ মিনিটে সমাধান করতে পারে। এরা করে না তাই হয় না। কিংবা সেন্ট্রাল গর্ভর্ণমেন্ট উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করলেই উগ্রপন্থীরা কর্পূরের মত উড়ে যাবে। আমি তাঁদের বলব, হয় তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস জানেন না কিংবা জেনেও উপেক্ষা করে বলছেন। আমাদের নর্থ-ইষ্টের ইতিহাস ট্রেডিশন্যালি বঞ্চনার ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস যখন আমরা পড়ি বিশেষ করে নর্থ ইষ্টের ইতিহাস তখন দেখি, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম সহ সব নর্থ ইষ্টের রাজ্য অবহেলায় থেকে গেছে। এখনও সেই অবহেলা থেকে মুক্ত হয়নি। কয়েক শতাব্দীর অবহেলার ফলেই আজকে উগ্রপন্থীর জন্ম হয়েছে। এর মূল কারণ বাদ দিয়ে বড় বড় কথা বললে হয় না। নাগাল্যাণ্ডের ফিজো, নাগাল্যাণ্ড নিয়ে নাগা ফেডারেলল্যাণ্ড ঘোষণা করেছিলেন। আমরা শুনেছি, জওহরলাল নেহেরু নাগাল্যাণ্ডের পুলিশ গ্রাউণ্ডে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে হাজার হাজার লোক এসেছিল জওহরলাল নেহেরুর কাছে ডেপুটেশন দিতে। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু সে ডেপুটেশন নেন নি। হাজার হাজার জনসাধারণ ফিরে গেছে।

তখন সেখানে উগ্রপন্থী দল গঠন করেন। ফিজো তখন ইংল্যাণ্ডে চলে যান এবং পরে সেখানে মারা যান। যখন জেনারেল চ্যাটার্জীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছি, নাগাল্যাণ্ডে টাউনহল ছিল না। সিনেমা হলে জে, এন, চ্যাটার্জী বলেছেন, আমরা নাগা পিপুল চাই না। আমরা চাই, নাগাল্যাণ্ড। অনেক ঘটনা হয়েছে, ডিষ্টার্বড এলাকা চালু হয়েছে। সেই ডিমাপুর পর্য্যন্ত প্রচণ্ড রকম টর্চার হয়েছে। বহু ইনটেলেকচুয়েল মার্ডার পর্য্যন্ত হয়েছেন। নাগা পিপুল চাই না, নাগাল্যাণ্ড চাই সে কথার পর প্রবল ভাবে এই উগ্রপন্থা চলছে। এটা কি শুধু নাগাল্যাণ্ডের জমি থেকে উঠেছে? এটা বড় ব্যাপার। বঞ্চনার সুযোগ নিয়ে বঞ্চিতদের উস্কে দিয়েছে।' তোমরা ভারতের সঙ্গে থাকলে উপকৃত হবে না। তোমরা ভারতের সঙ্গে থাকলে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হবে। এটা আমেরিকার হাত। সম্মেলন করেছিলেন, বিলি কিং সেইখান থেকে ঘোষণা দিয়েছেন, নাগাল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সমর্থন করে যাব। প্রত্যক্ষ ভাবে, পরোক্ষ ভাবে মার্কিন সম্রাজ্যবাদ সাহায্য করছে। আজকেও করছে।

আপনারা শুনেছেন, কয়েকদিন আগে আমেরিকার ফরেন সেক্রেটারী খালিস্থান সমর্থন করেছেন। এখন বলছেন, ভুল বশতঃ নাকি হয়েছে। সরাসরি পাঞ্জাব আলাদা হোক সেটা তারা চায়। কিছু কিছু মানুষকে বঞ্চনা করে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, সামাজিক নিপীড়ন এইগুলিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের বিশাল সংহতিকে দুর্বল করার জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি খোদ পাঞ্জাবে কি হয়েছে। পাঠানকোট, গুরুদাসপুর, জলন্ধর, তরণতারণ পত্রিকা খুললে দেখা যায় উগ্রপন্থী মানুষ মারছে, পুলিশ উগ্রপন্থীকে মারছে, প্রতিনিয়ত এই ঘটনা চলেছে। বিয়ন্ত সিং জাঁদরেল নেতা সমস্ত কিছু দমন করে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন। প্রতাপ সিং কাইরনের পর পাঞ্জাবে এ রকম মুখ্যমন্ত্রী আর জন্মগ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাকেও অসহায়ভাবে মরতে হয়েছিল। অসহায় বলছি এই কারণে যে তার দেহ চিহ্নিত করা যায় নি, তাঁর জুতো খুঁজে তাঁকে সনাক্ত করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও মরতে হয়েছিল এই উগ্রপন্থীদের হাতে। উগ্রপন্থা কতদূর পর্য্যন্ত গেছে। ইঁদুরের গর্তের মতো যেতে যেতে ইন্দিরা গান্ধীর স্পেশ্যাল গার্ডের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। আপনারা ভাবছেন মানুষকে পটিলেই বুঝি হয়ে যায়, দমন করলেই বুঝি হয়ে যায়। সেদিনও এখানে ২/১ জন বক্তা বলবার চেষ্টা করেছেন যে উগ্রপন্থী যারা ধরা পড়েছে বা ধরা পড়ে নাই তাদের সম্পত্তি ক্রোক করা হবে কিনা? আমার মনে হয় উনারা বোধ হয় আয়ুব খাঁর আমলের পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন। আয়ুব খাঁর আমলেই সম্পত্তি ক্রোক করা হত। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীর সংখ্যা ৪০০/৫০০/৬০০ হবে। এই আইন যদি চালু করা হয় তাহলে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ উপজাতি শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা। এখানে আপনারা প্রতিদিন তোলছেন, গতকালও তুলেছেন স্যান্দন পত্রিকায় একটা নিউজ এসেছে যে পুরুষাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হচ্ছে। কারা দিচ্ছে ফোর্স। তারা তো পলিটিক্যাল ম্যান নয়, তারা লেকচার দেবার জন্য এখানে আসে নি। তারা করবেই। এটা আনএ্যাকসপেকটেড না এ্যাকসপেকটেড। কালকে আপনারা বিচলিত বোধ করলেন আর আজকে আপনারা এখানে এসে আবার বলছেন নিম্নাঙ্গে না সমস্ত নারী পুরুষকে একেবারে কারেন্টের শক দেওয়া হোক। এটা কি ধরণের দাবী আমি বুঝলাম না। গতকাল আপনারা মায়াকান্না কাঁদলেন আর আজকে নিজেরা ইলেকট্রিক হাতে নিয়ে ট্রাইবেল খুঁজছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :—এটা পলিটিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—যখন বনে আগুন ধরে কাচা পাকনা মানে না, আর্মি যখন পিটতে শুরু করবে অমুক কংগ্রেস, অমুক কংগ্রেসের ভাই, অমুক রাজীব গান্ধীর ভাই, অমুক সি, পি, এমের ভাই খুজবেনা। মি.জারামের লালডেঙ্গা মামুলি এল, আই, সি ক্লার্ক ছিলেন, আপনারা জানেন না,

জেনে নিন। এভরি টুয়েনটি ফাইভ ইয়ারসে্ বাশ ঝাড়ে বাশের ফুল ফুটত তখন হাজার হাজার ইঁদুর নামত যারা ত্রিপুরা রাজ্যের পুরানো এমপ্লয়ী বা পুরানো বাসিন্দা তাঁরা সবাই এটা জানেন এভরি টুয়েনটি ফাইভ ইয়ারে দুর্ভিক্ষ আসত। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও হেলিকাপ্টারে করে খাদ্য বিতরণ হয়েছিল ছামনুতে। ঠিক এই রকম মিজোরামেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সেই দুর্ভিক্ষের সময় চাউলের দাবী করা হয়েছে কিন্তু চাউল দেওয়া হয়নি। তখন আসাম গভর্ণমেন্ট আলাদা ছিল না। তখনকার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সেখানে আসেনি সাহায্যের জন্য। এটার বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রথম সৃষ্টি হয় ভুলক্রমে হোক, অহঙ্কারের কারণে হোক বা তর্কের কারণেই হোক সেটা ঘটাতে আপনারা চেয়েছিলেন। দামছড়াতে খাবার নেই, খাবার দিতে পারবেন না; গুলি করার প্রয়োজন ছিল না, তখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল না, আপনারই ছিলেন সরকারে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ এটা আপনারাই করিয়েছেন)।

গুলি চালালেন কে? ঐ সবের বঞ্চনা থেকে আজকে এটা চলছে। এটা আমার ত্রিপুরার মাটিতে সীমাবদ্ধ নয়, এখন সমস্ত নর্থ ইষ্টার্ণ-এ রিপোর্ট বের হয়েছে, বরো সিকউরিটি ফোর্স ওরা আজকে যুক্ত এন, এল, এফ-টি; টাইগারের সাথে, আর ৬৪ মেঘালয়ের ওরা যুক্ত এদের সাথে, এন, এস, সি, এন, এর মধ্যে মহিলা গ্রুপ থাংক্ল্যাং গ্রুপ দুটি এই দুটি গ্রুপই এর সাথে যুক্ত, পি, এল, এফ, গ্রুপ এদের সাথে যুক্ত।

(গণ্ডগোল)

এটা অনেক গভীরে এই যে একটার পর একটা হচ্ছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকটা থানা উপদ্রুত হয়েছে যেমন ছামনু, মনু, কমলপুর, ধলাই এবং আগরতলা। আপনাদের কৃঞ্চনগর বাচবে? আপনাদের উদ্দেশ্য তো কৃঞ্চনগরের ট্রাইবেলদের এ্যাটাক করা। আনফরচুনেটলি ঐ দিকে যাবে। আপনারা চান না ঐ দিকে যাবে? এই যে পত্রিকায় একটা খবর বের হয়েছে উগ্রপন্থীদের জিনিষ শহরের ভিতর পাওয়া গেছে। পত্রিকায় খবরটা বের হয়ে খালাস, আমরা বিধানসভায় আলোচনা করে খালাস।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে কনক্লুড করতে হবে।

শ্রীবিমল সিনহা :— (মন্ত্রী) প্লিজ স্যার, আমাকে আর তিন মিনিট সময় দিন।

আপনারা জানেন, যারা ছেলেরা এম, বি, বি কলেজে পড়ে, যারা অ্যাসেম্বলিতে চাকুরী করে, যারা সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী করে, গ্রাম থেকে আসে যে ট্রাইবেল ছেলেরা, মেয়েরা চাকরী করেন তাদের অবস্থাটা কি? তাদেরকে আতংকিত করা হয়। তারা নিজভূমে থেকে পরবাসী এইরকম একটা সেন্স তাদের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। এই সেন্স যত বেশী তৈরী হবে তত বেশী

ইনটিগ্রিটি থেকে আইসোলেটেড হবে। উগ্রপন্থীরা যেখানে আমরা চাই, আপনারাও সাহায্য করুন ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য. সবাইকে এদেরকে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব নিতে হবে। আর যদি মনে করেন ট্রাইবেল বিচ্ছিন্ন করা হবে তাহলে ২০০ উগ্রপন্থির তাফাইল এটাই সহ্য করতে ত্রাহি ত্রাহি মধুসূদন, আর ৬ লক্ষ ট্রাইবেল যদি উগ্রপন্থী হয় তাহলে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি হবে? কাজেই এই অযৌক্তিক দাবী করাটা ঠিক না। যৌথভাবে, দলমত নির্বিশেষে, রতিবাবুর এগিয়ে আসা উচিত, বলা উচিত যে নিউ ইয়ংগার বঞ্চিত জেনারেশনকে ইন্‌টিগ্রিটির দিকে আনার জন্য। তারা যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হয়। এখানে মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন সেন্ট্রাল মিনিষ্টার ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত যখন এলেন তখন জারুলবাচাই-এর ঘটনা ঘটল। আমার কমলপুরে ২৯ তারিখে যে বৎসর ওরা ক্ষমতায় এসেছিলেন. হাওয়াই জাহাজ সাড়ে দশটার সময় নামবার কথা, কমলপুরে এখনও আসছে না, ১১টায় এসে নামল। কি ব্যাপার, পরে জানা যায় সাড়ে দশটায় টাইম দেওয়া হয়েছিল, মেছাকার করবার জন্য নন্‌ ট্রাইবেল বাড়ী। যেটাকে সুযোগ করে উপদ্রুত ঘোষণা করা হয়। ইতিহাস থেকে সবাই শিক্ষা নেয়, আপনারাও শিক্ষা নিন, আমরাও শিক্ষা নেই। আমরাও বুঝে নিয়েছি এটা আরম্ভ করার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। পিওপিল্‌সও শিক্ষা নেয়. পিওপিলস শিক্ষা নেয় বলেই জারুলবাচাইএর মত ঘটনায় হাজার হাজার নন ট্রাইবেল চল, ট্রাইবেল কাট বলে একজনও এগিয়ে আসেনি। ঠিক তেমনিভাবে ট্রাইবেলদের মধ্যেও অমুক ট্রাইবেলকে হত্যা করেছে কাজেই হাজার নন ট্রাইবেলকে হত্যা করা, টাক্‌কল লও, দা লও। ১৯৮০ সনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে বেষ্ট টিচার, সবচেয়ে বড় শিক্ষক। অভিজ্ঞতা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে কে শত্রু, কে মিত্র চিহ্নিত করেছে। এসমস্ত উপদ্রুত যেহেতু হয়েছে এটাও শুভকর নয়। এটার অনেক বিষময় ফল আমাদের ভুগতে হবে. দেখতে হবে। আর সর্বনাশ ডেকে আনবেননা। আমাদের চাননা আপনারা, পাবলিককে গিয়ে বোঝান সি, পি, এমকে বাদ দাও, কংগ্রেসকে আন। কিন্তু এই পথে গিয়ে আপনারা কাজ করবেননা। কাজেই আমি আশা করব রতিবাবুকে টোট্যাল ত্রিপুরার ইন্টারেস্ট চিন্তা করে এই মোশানটা প্রত্যাহার করেন। ধন্যবাদ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ঃ— স্যার, উনার এই বক্তব্যের জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার মনে হয় স্যার, উনার পুরোপুরি বক্তব্যটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগে যাওয়া দরকার। কারণ উনি মিজোরাম নাগাল্যাণ্ড এটার গ্রাভিটি এটা ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার বুঝতে পেরেছেন এবং এটাকে ফলো করলে কেন্দ্রীয় সরকার উনার বক্তব্য যদি ফলো করে স্টেপ নেন সেটা আমাদের পক্ষেই যাক আর উনাদের পক্ষেই যাক স্টেপ নিলে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই এইখানকার উগ্রপন্থী প্রব্লেম আপ-টু-ডেইট হবে এবং অনেক কথা উনি বলেছেন যেগুলি কেশববাবু, আমি নিজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ইন-চার্জ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীত আমার দেশী মানুষ সহজ সরল স্যার, উনি এত

প্যাচ বুঝবেননা, আমরাও বুঝতে পারিনি স্যার। কাজেই এটা অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য। কাজেই এই বক্তব্যটাকে স্কেন করা দরকার এবং এটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগে হুবহু বক্তব্যটা দেওয়া উচিত। স্যার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উনি রেখেছেন। আইকনগ্র্যাচুলেট ইট। উনার পেটে আরও অনেক কিছু বিদ্যা আছে স্যার, যেগুলি এখানে ছাড়েননি। স্যার, রাজ্যে শান্তি স্থাপন হোক এটা আমিও চাই, আই প্রেটু গড আমি উনাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করব। আমি সেটা চাই।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া যে উৎথাপন করেছেন, এটা উনার বক্তব্য যেটা আমি শুনেছি এবং অমলবাবু, সদস্য যে কথাগুলি বললেন, উনারা কি চান? কি কারণে এই আলোচনা তুলেছেন আমি বুঝতে পারিনা।

মূল কথা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার হটাও। উপদ্রুত অঞ্চল বলে এত কথা যা বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন তাতে আসলে কোন বক্তব্যই নাই। কাজেই এটা একটা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা আপনারা উপস্থিত করেছেন। স্যার, ঘটনাটা কি, উগ্রপন্থী দল এই ত্রিপুরাতে ১৯৬৭ সালের প্রথমেই শুরু হয় সেংক্রাক দিয়ে। তারপরতো টি, ইউ, জে, এস এই সেংক্রাককে চেনে, তারপর টি, এন, ভির বিজয় রাঙ্খল, এই রকম আরও কত রকম ঘটনা হয়েছে জানাই আছে। এখানে যারা উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ ত্রিপুরা রাজ্যে করছেন তাতে দুটো সংগঠন মূলত আছে। আমাদের জানা দরকার তাদের দাবী কি, এই উগ্রপন্থী দলগুলি, তাদের বক্তব্যগুলি রাজ্যসরকার সমস্ত নির্দ্দিষ্টভাবে সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছেন। স্যার, এ, টি টি এফ-এর মেজর ডিমাণ্ড হচ্ছে,

1. Identification and push back of all entrance into Tripura after 1956
2. Restoration of eliminated Tribal Land as per T L R & L.R. Act and declaring elimination as punishable offences.
3. Declaration of Autonomous Tripuri Reserve Area including reserve area as declared by the Maharaja at adjoining Tribal majority villages and bringing it under Article 370 of the Constitution
4. Compilation of revised voter list excluding the names of entrance after 1956.
5. Declaration of Ujjayanta Palace as protected monument and shifting out of Assembly.
6. Programmes over Doordarshan and A.I.R. in Tripuri language and the separate Radio Channel for Tripuri Community.
7. Introduction of Kok-Borok as medium of instruction up to college level and other Tribal languages up-to Madhyamik class-X level

8. Opening of Tripuri Music School as such at each sub-division lavel for cultural development of Tripuri Community.
9. Following of Tripuri Calendar and names presenting converted it to Bengali in official correspondences and fulfilment of conditions in the accord at the time of merger of the State in the Indian Union in 1949.

স্যার, একটা উগ্রপন্থী দল তার এই যে দাবীর চার্ট এটা কি কয়েকটা গুণ্ডা মাত্র। একটা নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য তারা রেখেছেন, এটা শুরু হয়েছে কখন থেকে ১৯৬০, ১৯৬৫, ১৯৬৭ সাল থেকে একই রকমের দাবী এবং সর্বশেষে হাতে অস্ত্র নিয়ে বিদেশী সাহায্য নিয়ে টি, এন, ভি-র বিজয় রাংখল, তার নেতৃত্বে টি. ইউ, জে. এস-এর একটা অংশ আণ্ডার গ্রাউণ্ডে, আর একটা অংশ ছিল ওভার গ্রাউণ্ডে। টি, ইউ, জে, এস-এর এই অংশটা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে তারা সমস্ত অপারেট করেছিল। আর ওভার গ্রাউণ্ডে যারা গ্রামে গ্রামে তাদের সাজিয়ে দিয়েছিল কেমন করে অপারেশন করতে হবে। স্যার, ত্রিপুরার উপজাতি যুবকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল এই রকম সব স্লোগান তোলে। স্যার, আর একটা দল এন, এল এফ, টি, তাদের কি বক্তব্য ছিল, তাদের বক্তব্য ছিল,

1 Objective of N L.F.T. is declared to the liberation and each both involved on overthrough of the imperialism capitalism and new-colonialism for establishing District and Independent indentity of broad civilisation.
2. Instilation of consciousness of socio-political and economy exploitation and furtherence of traditional indigenious culture and believes and engagement in publicity as a such trading and fund raising for the purpose of social information and enuncipation from poverty.

তারপর স্যার, টি আর এ, যারা নাকি আর একটি দল ছিল, which were formed out of N.L.F T has published its objectives but was reasonably working to the same or similar part ....

এই যে একস্ট্রিমিস্ট আউটফিটস্ তারা উপজাতিদের মনে যে সমস্ত ক্ষোভ, ব্যাথা বেদনা এবং সমস্যা যেগুলির সমাধান করার মত নয়, এই জাতীয় প্রশ্নগুলিতে উপজাতি যুবকদের উস্কে দিয়ে তাদের ব্যবহার করে সারা রাজ্যের মধ্যে উপজাতি যুবকদের একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে এনে তাদের বিপরীত দিকে ভুল পথে টেনে নিতে চেষ্টা করছে।

স্যার, তাদের সঙ্গে যুক্ত কারা ? সরকারের কাছে সমস্ত তথ্যই এসেছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এন, এস, সি. এম, , ইউ. এল, এফ, এ, এবং টি, এন, এ, এটা মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে এক দুইটি নয় অনেক একস্ট্রিমিস্ট গ্রুপস্ এবং সেটাও নাগাল্যাণ্ডের ভেতরে যেমন, নাগাল্যাণ্ডের বাইরেও ভুটানে ক্যাম্প রয়েছে—সেখানে তাদের ট্রেনিং চলছে। এবং সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ যে জায়গা সেটাই হচ্ছে মূল কেন্দ্র-শিলং-এটা হচ্ছে একটা বড় ঘাটি। এবং এখান থেকে উপজাতি যুবকদের রিক্রুট করে তাদের মোহগ্রস্ত করে শিলং এ পাঠানো হচ্ছে—ট্রেনিং এর জন্য, ব্রেন্ ওয়াশের জন্য এবং এখন সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে আওয়াজ উঠেছে যে এই রকম ধরণের ত্রিপুরায় এই রকমভাবে শুধু ত্রিপুরায় নয়, নাগ্যাল্যাণ্ডে, মনিপুরে, এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য যে সমস্ত জায়গা—রাজ্য আছে সবগুলি রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মীয় যারা আছে তাদের মধ্যে আওয়াজ তোল, তোদের বিভ্রান্ত করে আওয়াজ তোললো যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে নয়, ভারতবর্ষ থেকে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এটা কি আমার কথা ? কেন্দ্রিয় সরকারের ইন্টেলিজেন্সী ডিপার্টমেণ্টে এর শুধু কথা নয়, এই ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার এখন বলছেন এবং কেন্দ্রিয় সরকার এখন এই সম্পর্কে সতর্ক হচ্ছেন। এতদিন যাবৎ তারা এই ব্যাপারে নেগ্লেক্ট করেছেন। কংগ্রেস-আই এর নেতারা নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোন সমস্যার সমাধান তারা করেন নি। এই এলাকার মানুষকে যাতে কেহ বিভ্রান্ত করতে না পারে তার জন্য কোন ব্যবস্থাই তারা গ্রহণ করেন নি। তার ফল আজকে এখানে এসেছে।

স্যার, ত্রিপুরার অবস্থাটা কি ? আমি খুব বেশী বলতে চাই না। তথ্য আমার কাছে আছে সরকারীভাবে যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তার কিছুটা বলতে গেলে কয়েক ঘণ্টায়ও শেষ হবে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু নয় সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যারাই আছে আজকে নতুন করে যে তাৎপর তা নয়। টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী যেখানে আক্রমণ হয়েছিল, এম, এন, এফ, মিজোরামে বিদ্রোহ করলো, এরা কয়েক দশক ধরেই এই সব কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই কাজের ভেতর দিয়ে তাদের মূল যে শক্তি বাইরে থেকে সাহায্য করছে সেগুলি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, বিদেশী শক্তিগুলি যারা এই দেশে ডিস্টেবিলাইজড্ করতে চাইছে। আজকে ভারতবর্ষের কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে আজকে এরাই কন্সপিরেসী কাজ করছে। তার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাটা আলাদা নয়, মুক্ত নয়। স্যার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই বামফ্রন্ট সরকার শুধু আজকে নয়, যখন প্রথমবার এবং এরপর দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন এই সমস্যাটা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।

প্রথম দিন থেকেই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই উপজাতি জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারে উপজাতিদের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা, গণমুক্তি পরিষদ, এই গণ সংগঠনগুলি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের সামনে যে গণতান্ত্রিক

শক্তি, সার। ভারতবর্ষের যে গণতান্ত্রিক শক্তি, সেই শক্তির সঙ্গে যত বেশী আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আন্দোলনের শক্তি, আমাদের দাবী-দাওয়ার শক্তিকে আমরা যুক্ত করতে পারব, গণতান্ত্রিক শক্তির সাপোর্ট পাব, কেন্দ্র হোক্ বা রাজ্য হোক্ যেখান থেকে আমাদের অধিকারগুলিকে আমরা পাব। ঠিক এই ভাবেই এই রাজ্যে ষষ্ঠ তপশিলের দাবী উঠেছিল। এটা পার্লামেন্টেও যেমন উঠেছিল ঠিক তেমনি বাইরেও উঠেছিল। ষষ্ঠ তপশিলের দাবী যখন কেন্দ্রীয় সরকার মানতে চায় না তখন এই ত্রিপুরাই সারা ভারতবর্ষে প্রমাণ করে দিয়েছে যে ৭০ শতাংশ মানুষ অ-উপজাতি তখন ৩০ শতাংশ উপজাতিদের দাবীর প্রতি ছিল। যে সাপোর্টকে ভিত্তি করে এই বিধানসভায় সপ্তম তফশিলে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করে সমগ্র উপজাতিদের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার করেছিল। উপজাতিরা সেদিন থেকেই ভাল করে জানতেন রাজ্যের একটি মাত্র রাজনৈতিক দল উপজাতিদের কথা ভাবেন, তাদের জন্য লড়াই সংগ্রাম করেন এবং লড়াই করেই অটোনোমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল গঠন করেন—এটা কমিউনিস্টরা করেছে এবং তাদের অধিকার আগামী দিনেও রক্ষা করবে। এ, ডি, সি-কে আরোও শক্তিশালী করার জন্য এবং ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা পাঠিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার সেটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার জানেন রাজ্যের উপজাতি বেকারদের, যুবক যুবতিদের ক্ষোভটা কোথায়। এই সমস্যা মীমাংসা করার চেষ্টা হচ্ছে।

স্যার, উনারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উপদ্রুত ঘোষণার দাবী তোলেছেন। এখানে আলোচনা করেছেন। আপনারা চিরদিনই বিকৃত করেছেন। আপনারা যাতে আর বিকৃত করতে না পারেন সেজন্য আলোচনাটা করা দরকার। স্যার, তারা কি চান ধর্মনগর টাউনকেও উপদ্রুত ঘোষণা করা হোক্? চোরাইবাড়ী, দামছড়া, পানিসাগর, পেচারথলসহ এমন ২৫টি থানা রয়েছে যেগুলিতে গত চার বছরে কোথায় কোন জায়গায় কি এমন ঘটনা হয়েছে? একটি ঘটনা বলতে পারেন। আগরতলা শহরের কথা বলছেন ওরা। ওরাই শহরবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন। ওরাই ইচ্ছে করে বিভ্রান্ত করার কারখানা করেন। এই কারখানা থেকে কৃষ্ণনগরের মানুষদের আতংকিত করে তোলা হয়। এই কারখানা থেকেই সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। কয়েকটি পত্রিকা এই সমস্ত নেতাদের হয়ে গান গাইছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের বক্তব্য শেষ করুন। কারণ সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই এটা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— তাহলে ১০ মিনিট সময় বাড়ানো হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, সারা রাজ্যের অবস্থাটা কি ? তথ্য দিয়ে আমি বলছি। গত তিন মাস জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ১৯টি থানায় উপদ্রুত চালু করেছি। যেহেতু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং আমাদের রাজ্যের ভিতরে বিভেদকামী শক্তি তৎপর হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জাতি-উপজাতির ঐক্যকে ভাঙ্গতে চাইছে। খোয়াই-কল্যাণপুরের ঘটনায় সেটা প্রমাণ হয়েছে। এইগুলি যাতে আর বাড়তে না পারে সেই জন্য আমরা ডিস্টার্ব এরিয়া এ্যাকট্ .৯টি থানায় চালু করেছি। সারা রাজ্যের তথ্য কি ? ১৯৮৭ ইংরাজীতে মোট ক্রাইম চার্জ হয়েছে ৪,৬৩১টি। ১৯৮৮ইং জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। তখন এর সংখ্যা ৫,৫১০টি। ১৯৮৯ইং ৫৩৫৭টি। ১৯৯১ইং ৫,৬৩০টি বাড়ছিল কেবল।

স্যার, এই যে ডিস্টার্ব এরিয়া একট্ কি করতে যাচ্ছেন। তারা আগরতলার মানুষকে, আগরতলা শহরের মানুষকে তারা কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন ? সোনামুড়া, উদয়পুর, ধর্মনগর, কৈলাশহর এসমস্ত শহরের মানুষগুলিকে এবং আশপাশের যে সমস্ত গ্রাম, যে সমস্ত থানা সেখানে কোন ঘটনা নেই। গত চার মাসের মধ্যে একটি ঘটনাও ঘটে নি। সেখানে তারা ডিস্টার্ব এরিয়ার দাবী তোলছেন। স্যার, উনারা কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। ডিস্টার্ব এরিয়াতে স্পেশাল পাওয়ার টু হোম ফোর্সেস, কিসের কাভারেজ, চিরাচরিত সাধারণ আইনে নিয়মে তাদের অস্ত্রের ব্যবহার হবে না। অর্ডার কি, উইথ সাচ ডিকলারেশান এই যে ডিস্টার্ব এরিয়া ঘোষণা করা হলো — Any Commissioned Offiicer, Warrant Officer or Non-commissioned Officer or any other person of equivalent rank in the armed forces is empowered in the notified distrub area to fire upon or otherwise used force even to the causing of death after giving due warning against any person acting in contradiction of law or any order in force prohibiting the Assembly of five or more person or carring weapons or things capable of being used as weapons, fire arms ammunition exclusive substance. আগরতলা শহরের মানুষ চলবে রাস্তায় হাটতে পারবে। স্যার, এই যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দাবী করছেন আসলে ওরাও জানেন যে এটা হবে না। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কি ? একমাত্র হোমে তারাই বলেন যারা ষড়যন্ত্রকারী, যারা চান যে করে হউক আগরতলা শহরকে ১৯৮৮ সাল বানাব তারাই একমাত্র বলতে পারেন, হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটা হতে দেবে না। আমরা জানি তার জন্যই লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঠে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করছে। স্যার, আর কি—

To destro any arms drawn or fortyfied position or shelter from which arms attached could be made or any structure used as training camp for armed persons or a hide-out of arms guns or absconder to arrest with out

warrant any person who has commited or is suspected for Commissioner of any corpable offence and may used necessary court, to entire and search with out warrant any premisses to make such arrest or to recover any person or suspected stolen property of arms or arms ammunation or exclusive substance and may use necessary force. স্যার, এই ডিস্টার্ব এরিয়া এক্টের আইনের এলাকার ভেতরে একজন উগ্রপন্থী পুলিশের কাছে চিহ্নিত। কোন কারণে যদি সে দৌড়ে কারো ঘরে ঢুকে, সমীর বর্মণের ঘরে ঢুকে, সমীরবাবু আমি মাননীয় সদস্য-এর কথা বলছি না যেকোন সমীর বর্মণের ঘরে ঢুকলে আর্মি গিয়ে সমীরবাবুকে ধরে আনবে যে থাকবে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। স্যার, এটা স্বাভাবিক জীবন? এই আইন তাঁরা ইনভাইট করেন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য। স্যার, একবার রাজীব গান্ধী তাদের সাহায্য করেছিলেন এই রকম ধরণের সারা রাজ্যে উপদ্রুত করে বেআইনী প্রহসন সৃষ্টি করে নির্বাচনকে প্রহসানে পরিণত করে জোর করে—······

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসেন, এত রাগারাগি করবেন না। শুনুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এটা বর্তমানে সারা ভারতবর্ষের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক মানুষ এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তার সমর্থিত ব্যবস্থা এবং এটাই একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা। যারা বর্তমানে উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদী এবং এই বিভেদকামী শক্তি তারাই বিপদ সৃষ্টি করছেন। বিদেশী শক্তি এখানে হানা দিচ্ছেন একে প্রতিরোধ করা খুব কঠিন। কাজেই আমি খুব জোরের সঙ্গে বলব আমরা সরকার থেকে যে ব্যবস্থা নিয়েছি এটাই সঠিক এবং এই ব্যবস্থা আমরা চালু রাখব, এই ব্যবস্থাতেই আমরা চলব। আমরা অল্প কয়েকটা এলাকা ১৯টা থানা এলাকা তারমধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করব যদি কখনও প্রয়োজন হয় দেখব কোথায় কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে। গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য, জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হয় তা এই সরকার করবে করছে। আমরা চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রকে ছোট্ট করে দেখি না। কল্যাণপুরের ঘটনা, খোয়াইর ঘটনা মর্মান্তিক ঘটনা হলো। কল্যাণপুর, খোয়াইর ঘটনা শুধু নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আরও এই রকম ঘটনা হতে পারে সরকার সজাগ আছে। আমাদের ত্রিপুরার বাইরেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ডিস্টার্ব এরিয়া নেই সেখানেও ঘটনা ঘটছে। ডিস্টার্ব এরিয়ার মধ্যে আর্মির এক একটি কোম্পানী পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিচ্ছে। মণিপুর, বড়োল্যাণ্ড, আসামে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখানে সেনা প্রধান এসেছিলেন তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিষ্কার বলে

গিয়েছেন অনলি দি ওয়ে সলিয়েশান, সেই সলিয়েশান হচ্ছে রাজনৈতিক সলিয়েশান। কিসের পলিটিক্যাল সলিয়েশান, পলিটিকস্‌টা কি ? পলিটিকস্‌টা হচ্ছে যারা সংখ্যালঘু, যারা পশ্চাৎপদ যারা অনগ্রসর যারা দুর্বল তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া, তার অধিকারগুলিকে পুরাপুরি সহায়তা দেওয়া। রাজ্যে আজকে কেন এই অবস্থা হলো ? তারজন্য কংগ্রেস দায়ী। ৫০ বছর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে। ৫০ বছরের মাথায় কেন্দ্রেও তারা আগাগোড়া রাজ্যেও। মাঝখানে ১০ বছর বামফ্রন্ট সরকার এসেছিলেন আর এখন বছর চার যাচ্ছে। আর বাকি মোট সময় ওদের হাতে। শুধু কংগ্রেস একা নয় যুব সমিতিও তার সঙ্গে গাট বন্ধন করেছিলেন। রতিবাবু টি, ইউ, জে, এসের একজন নেতা। একজন এম, এল এ, কেন ? বাকিরা আসতে পারেন নি কেন ? বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ঐ উপজাতি জনগণের সঙ্গে। আজকে এখানে বসে তিনি এই প্রশ্ন তোলেছেন উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাও, উপজাতিদের বিরুদ্ধে সকলকে নামাও। একাজ আর করবেন না। আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি সেই ব্যবস্থা হলো এ, ডি, সিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ইনার লাইন পারমিট, হ্যাঁ, ইনার লাইন পারমিট তাদের যে দাবী সেই দাবী ন্যায়সঙ্গত। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, কি কায়দায় হবে কেমন করে হবে দেখতে হবে। আমাদের দায়িত্ব কেন আমরা আগে করি নি, কেন উপজাতির জমি সমস্ত এলিনেটেড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মহারাজার সময় যে রিজার্ভ ছিল এই বিধানসভাতেই সুখময়বাবু তখন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী চোখ বুজে একদিক থেকে সমস্ত রিজার্ভ ভেঙ্গে দিলেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে, মানেননি। এই রকম করে করে উপজাতিরা এক একটা এলাকা উচ্ছেদ হয়ে গেছে আজকে আইডেনটেটির প্রশ্ন এসে গেছে এটা আমাদের দেখতে হবে। ইনার লাইন পারমিট শুধু নয়, চাকুরী চাকুরীর কোটা…।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কণ্ট্রোল করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — হ্যাঁ স্যার, করছি। চাকুরী, চাকুরীর কোটা যেখানে প্রত্যেক দপ্তরে দপ্তরে কোন কোটা মানা হয়নি। উপজাতির কোটা এটাকে কোন আইন বলে গ্রাণ্ট করেন নি। ওরা যারা নাকি সংবিধান মানে না, যারা সংবিধানকে পদদলিত করেন তাদের কাছে আবার কিসের চাকুরী। উপজাতি বিক্ষোভ, উপজাতি জনগণের মধ্যে যে অবিশ্বাস এই অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন কংগ্রেস যুব সমিতি।

ওঁরা উপজাতিদের কোটা কোন আইন বলে জ্ঞান করে না। স্যার, ওঁরা সংবিধান মানে না। তাঁদের কাছে আবার চাকুরী। উপজাতি জনগণের মধ্যে, এই অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে, কংগ্রেস-উপজাতি যুব সমিতি। এঁরা বলছে জলের সংকট, জলের অসুবিধা ? স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পরও আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—স্যার, কখন আমরা এ, ডি, সি, এর কথা বলেছি, কখন আমরা জলের কথা বলেছি? এই হেড মাষ্টারী করতে দেবেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—এই যে আলোচনার প্রস্তাব এইখানে তোলা হয়েছে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, আমি বলতে চাই, এটা শুধু ভুল পথ নয়, ভুল শ্লোগান, ভুল প্রস্তাব। এই প্রস্তাব মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। উপজাতি-যুব সমিতি, টি, এন, ভি. কংগ্রেস মানুষকে বিভ্রান্ত না করে তাদেরকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন। সমগ্র উপজাতি-অ-উপজাতি অংশের মানুষকে এই রকমভাবে বিষিয়ে তোলাবেন না। এই প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করুন। স্যার, আমরা শান্তি মিটিং ডেকেছিলাম। সর্বশেষ কল্যাণপুরের ঘটনা, খোয়াই-এর ঘটনা এই সমস্ত ঘটনাকে সামনে রেখে দ্রুত শান্তি মিটিং ডেকেছিলাম। ঐ সমীরবাবু নেতৃত্ব দিয়ে তখন তিনি সভাপতি ছিলেন, এখন অবশ্য বাতিল হয়েছেন। তখন তিনি ৩/৪ জনকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে গেছেন। এই তাঁদের চেহারা? এই তাঁদের রূপ? শান্তি বৈঠকের মিটিং থেকে চলে গেলেন কারণ কি? না, আলোচ্যসূচী আগে থেকে দেওয়া হয় নি। স্যার, আলোচ্য বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এত বড় ঘটনা, সারা রাজ্যের মানুষ জানে, সবাই জানে, কিন্তু তাঁরা জানেন না। এত বড় মতলববাজ? ভয়ংকর মতলববাজ? এই মতলববাজ লোকরা তাঁরাই এই সমস্ত কথা বলে থাকেন। স্যার, আমরা এই উপদ্রুত আইন অমর্থন করতে পারি না। এটা প্রত্যাহার করার জন্য আসুন আমরা সকলে মিলে উপজাতি-অ-উপজাতি সকলে মিলে সমৃদ্ধ থাকি। যে এলাকা আমরা ডিষ্টার্বড ঘোষণা করেছি, কত তাড়াতাড়ি সেই ডিষ্টার্বড আইনকে প্রত্যাহার করে নেওয়া যায় এই চেষ্টা করি কারণ এখানে এই রকম জুলুমবাজী আইন আমাদের বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে। এই উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপকে যদি দমন করতে হয়, তাহলে এই জুলুমবাজী আইন দরকার। কাজেই সেই অবস্থা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারি, নরম্যাল লাইফ ফিরে আসতে পারি, গণতান্ত্রিক জীবনে চলে আসতে পারি সে জন্য চেষ্টা করি। আপনারাও এই পথে চলে আসুন, আমাদেরকে সাহায্য করুন, সরকারের ব্যবস্থাগুলিকে সমর্থন করুন। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—স্যার উভয় অংশের মানুষে শান্তি, মৈত্রী, ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য সারা রাজ্যে উপদ্রুত আইন চালু করার দরকার। উনি গাধা তাই জল ঘোলা করে খান। ২টা, ৪টা করে দিচ্ছেন। আমরা চাই, একসঙ্গে সারা রাজ্যে উপদ্রুত আইন চালু করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ২৫শে মার্চ, ১৯৯৭ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 237

Name of M. L. A. :— SHRI AMAL MALLIK.

Will the Hon'ble Minister-in-charg of the Transport Department be pleased to state .....

প্রশ্ন :

১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি যে আগরতলাস্থিত কম্প্যুটার চালিত রেলের বুকিং কাউন্টার থেকে শুধুমাত্র গন্তব্যস্থলে যাওয়ার টিকিট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু রিটার্ণ টিকিট দেওয়া হয় না ;

২। অবগত থাকিলে যোগাযোগের দিক থেকে অনুন্নত রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত আমাদের রাজ্যের যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে আসা যাওয়া উভয়ক্ষেত্রে এই কম্প্যুটার চালিত বুকিং কাউন্টার থেকে রিজার্ভেশন ব্যবস্থা চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন চিঠি বা দাবী জানানো হয়েছিল কি ;

৩। না জানানো হয়ে থাকলে এর কারণ কি ?

উত্তর :

১। হ্যাঁ, সরকার এ ব্যাপারে অবগত আছেন।

২। হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 307

Name of M. L. A :— SHRI MADHAB SAHA

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে উদয়পুর - আগরতলা রুটে কোন টি, আর, টি-সি বাস চালু নেই ?

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর :

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে বর্তমানে উদয়পুর - আগরতলা রুটে কোন টি-আর-টি-সি বাস চালু নেই।

২। উদয়পুর—আগরতলা সার্ভিসের বাসটি ইঞ্জিনের কাজের জন্য বর্তমানে T. R. T. C ওয়ার্কসপে আছে।

Admitted Starred/Unstared Question No. 354.

Name of M. L. A. :— SHRI PRASANTA DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Administrative Reforms Department be please to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্যি যে জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন রকমের দুর্নীতির জন্য স্টেট গভর্মেন্ট-এর বিভিন্ন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ এর কয়েকজন অফিসার এবং কর্মচারীর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার Vigilance Organisation তদন্ত করছে ?	হ্যাঁ।
২। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে কোন্ কোন্ পি, এস, ইউ-এর অফিসার এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে এবং মোট কতজন অফিসার ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে হচ্ছে ?	ক) ত্রিপুরা খাদি ভিলেজ এবং ইনডাষ্ট্রি বোর্ড— ৭ খ) টি, এস, আই, সি,— ২ গ) রেজিষ্ট্রার কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি— ২ ঘ) টি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন— ৬ ঙ) ত্রিপুরা ইনডাষ্টিয়াল ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন— ৫ চ) এপেক্স উইভারস্ সোসাইটি— ১ ছ) পূর্বাশা— ৮ জ) মেলাঘর প্রাইমারী মারকেটিং সোসাইটি— ১ মোট—৩২

প্রশ্ন	উত্তর
৩। তদন্ত প্রমাণে বা প্রমাণ সাপেক্ষে কতজন অফিসার ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?	৩। যেহেতু পি, এস, ইউ এর অফিসার ও কর্মচারীগণ রাজ্য সরকারের অধীনস্ত নন্ তাই Vigilance Organisa- কর্তৃক তদন্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পি, এস, ইউ, তাদের আইন মোতাবেক দোষী- দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

Admitted Starred Question No. 358.

Name M. L. A. :—SRI ASHOK BEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা ভায়া চড়িলাম-রামনগর রোডে, আগরতলা-ভায়া চড়িলাম লাটিয়াছড়া ও আগরতলা ভায়া বিশালগড়-নবশান্তিগঞ্জ রোডে কোন বাস গাড়ীর পারমিট দেওয়া আছে কিনা,

২। যদি না থাকে তবে ঐ রোডগুলিতে নতুন বাস গাড়ীর পারমিট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, এ সমস্ত রুটে বাসের পারমিট দেওয়া আছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question No. 361

Name of M. L. A. : -SRI RATIMOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি সারা রাজ্যে কত কিলো- মিটার নতুন রাস্তা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে কত কিলোমিটার পাকা রাস্তা করা হয়েছে ?

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২৯৬'৬৬৫ কিমি নতুন কাঁচা রাস্তা, ১৩৫'৯৯০ কিমিঃ নতুন সলিং ২৪৫'৮৮০ কিমিঃ নতুন মেটালিং এবং ৩৮৯'৬৬০ কিমিঃ নতুন পাকা রাস্তা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 368.

Name of M. L. A. :—SRI SUDHIR CH. DAS.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত আমবাসা হইতে মরাছড়া ভায়া উজান চানকাপ, দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের রাস্তাটি নির্মাণের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া সত্ত্বেও গত এক বৎসর যাবৎ কাজটি বন্ধ হয়ে আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। ইহা ও কি সত্য যে, মরাছড়া হইতে ধলাই নদী পর্য্যন্ত ভায়া নাগবংশী পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও এখনও উক্ত রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হয় নাই।

উত্তর

২। না. ইহা সত্য নহে ?

প্রশ্ন

৩। সত্য হইলে, উত্তর রাস্তাগুলির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না,

উত্তর

৩। ক) কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত আমবাসা হইতে মরাছড়া ভায়া উজান চানকাপ বিদ্যালয় পর্য্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট কাজ আগামী অর্থ বৎসরে শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে মাটির কাজ, স্পানপাইপ কার্লভার্ট ও ইট সলিং এর ওয়ার্ক অর্ডার সত্বেও প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ার দরুণ কাজটি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে উক্ত রাস্তায় প্রায় ৬০% মাটির কাজ শেষ হয়েছে। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে আগামী আর্থিক বর্ষ্যে কাজটি শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

খ) কমলপুর মরাছড়া-আমবাসা রাস্তা হইতে ধলাই নদী পর্য্যন্ত ভায়া নাগবংশী নামীয় রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ কিমিঃ। উক্ত রাস্তায় মাটির কাজ আনুমানিক ১০ বৎসর পূর্বে করা হয়েছিল।

রাস্তাটিতে সলিং এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য আগামী অর্থ বৎসরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রশ্ন

৪। ইহাও কি সত্য যে, কমলপুর বিভাগের মরাছড়া বাজার হইতে ভায়া পি, এইচ, সি, এবং এন, ই, সি, রাস্তা পর্য্যন্ত এবং উক্ত এন, ই, সি, রাস্তা হইতে ভায়া মহাবীর, দেবীছড়া, চানকাপ হয়ে জামথুম বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাগুলি প্রয়োজনীয় মেরামতের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে ?

উত্তর

৪। আংশিক সত্য।

প্রশ্ন

৫। সত্য হইলে উক্ত রাস্তাগুলি প্রয়োজনীয় মেরামত করে যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত করা হবে কিনা ?

উত্তর

৫। প্রয়োজনীয় আর্থিক মঞ্জুরী এবং অর্থের সংস্থান হলে আগামী আর্থিক বর্ষে রাস্তাগুলির সার্বিক উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starrded Question No. 383

Name of M.L.A :— SHRI HASMAI REANG.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W D. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় শিকারীবাড়ী এলাকায় সত্যরায় চৌধুরী পাড়া আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হোষ্টেলটির জন্য পাকাঘর এবং শিক্ষকদের থাকার ভগ্ন কোয়ার্টারগুলি সংস্কার বা মেরামত করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন

২। যদি না থাকে তাহলে ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বছরে উক্ত কাজের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি না ?

উত্তর

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 386

Name of M.L.A :— SHRI MADHAB CH. SAHA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য টি, আর, টি, সির বড়জলা গুদামে ১২১০ মডেল গাড়ীর আনুমানিক ১৪ (চৌদ্দ) লক্ষ টাকার পার্টস্ বর্তমানে মজুত রয়েছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত পার্টস্ বিক্রি অথবা কাজে লাগাবার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না ?

৩। করা হয়ে থাকলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হাঁা, ইহা সত্য যে টি, আর, টি, সির বড়জলা গুদামে টাটা ১২১০ মডেল গাড়ীর পার্টস্ মজুত আছে। মজুত পার্টসের আনুমানিক মূল্য ১২'৪০ লক্ষ টাকা।

২। যেহেতু টি, আর, টি, সিতে টাটা ১২১০ মডেল গাড়ী বর্তমানে বিদ্যমান নহে সেহেতু উক্ত পার্টস্গুলি বর্তমানে চালিত কোন গাড়ীতে ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। তাই বোর্ড-অব-ডিরেকটারস্ টি, আর, টি, সি, তাহাদের ৯৮তম মিটিং এ সমস্ত পার্টস্গুলো নিলামে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৩। বোর্ডের অনুমোদন ক্রমে উক্ত ১২১০ মডেলের পার্টস্গুলো নিলামে বিক্রি করার জন্য কর্পোরেশন সরকারের অনুমোদন চেয়েছে এবং অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 393

Name of M.L.A.— SHRI SUDHIR CH. DAS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources & PHE Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কমলপুর বিভাগে মুসলিম অধ্যুষিত মলয়া গ্রামকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা করেছেন এবং তাতে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। মলয়া গ্রামটিকে বন্যার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য মলয়া গ্রামে ধলাই নদীর বাম তীরে ১৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য মাটির বাঁধ নির্মাণের কাজ গত দুই বৎসর যাবৎ চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই কাজটি শেষ হইবে। ১৯৯৭ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত জমি অধী গ্রহণের ব্যয় সহ এই কাজের জন্য ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে।

Admitted Starred Questiod No. 400

Name of M.L.A :— SRI ANIL CHAKMA.

Will the Hon'bl· Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা বেনুবন বুদ্ধবিহারে বাউণ্ডারী ওয়াল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। বাউণ্ডারী ওয়াল পূর্ণনির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

প্রশ্ন

৩। থাকলে কবে নাগাদ ঐ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

৩। উক্ত কাজটি আগামী এপ্রিল ৯৭ ইং সনে শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 402.

Name of M. L. A. :— SHRI BINDU RAM REANG.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, আন-দবাজার হইতে সীমান্ত এলাকা ভাণ্ডারিয়া পর্য্যন্ত সড়ক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। যদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়া থাকে তবে ইহার কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। কাজ আংশিকভাবে হইয়াছে। বা কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করার চেষ্টা চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 405.

Name of M. L. A. :— SHRI ANIL CHAKMA.

Willl the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D, be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দামছড়া বাজার থেকে মিজোরাম পর্য্যন্ত জুড়ি নদীর উপরে ব্রিজ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। দামছড়া বাজার থেকে মিজোরাম পর্য্যন্ত রাস্তায় জুড়ি নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

প্রশ্ন

২। না-থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

২। উক্ত রাস্তায় জুড়ি নদী পড়েনা। তাই জুড়ি নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 415

Name of M. L. A. : — SHRI AMITAVA DUTTA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর থেকে রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের কোন্ কোন্ জায়গায় প্রতিদিন কয়টি টি, আর, টি, সি, বাস চলাচল করে ;

২। ইহা কি সত্য, ধর্মনগর থেকে পূর্বে যে সংখ্যায় টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু ছিল বর্তমানে তা নেই ;

৩। সত্য হলে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পূর্বের ন্যায় সমস্ত রুটে বাস চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর :—

১। ধর্মনগর থেকে রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের নিম্নলিখিত স্থানে বর্তমানে টি, আর, টি, সি, বাস যাতায়াত করে ;—

১। ধর্মনগর – দশদা— (প্রতিদিন) —১+১
২। ধর্মনগর—দামছড়া— ,, —১+১
৩। ধর্মনগর—কৈলাশহর— ,, —১+১
৪। ধর্মনগর—আগরতলা – ,, —১+১
৫। ধর্মনগর – গৌহাটি (সপ্তাহে ২ দিন) —১+১

২। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৩। হ্যাঁ, ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়াস নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 418.

Name of M.L.A. :— SRI BHUDEV BHATTACHARJEE

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন কাজের জন্য রাজ্যে পি, ডব্লিউ, ডি কর্তৃক টেণ্ডার ডাকা ও দেওয়ার যে প্রথা বা পদ্ধতি আছে সেগুলি কি কি ?

উত্তর

১। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ : –

১। পূর্ত দপ্তরে কাজের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত কাজের এষ্টিমেট মূল্যের উপর পি, ডব্লিউ, ডি ফরম নং ৬ এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

২। আগ্রহী তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণ টেণ্ডার ফরম সংগ্রহ করে উপযুক্ত প্রামাণ্য কাগজ-পত্র সহ দর উল্লেখ করে টেণ্ডার ফরম সংশ্লিষ্ট পূর্ত দপ্তরে জমা দেয়।

৩। ত্রিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজের জন্য ঠিকাদারকে পাঁচ টাকা নন জুডিশিয়েল ষ্ট্যাম্পের মাধ্যমে দরপত্র জমা দিতে হয়। ত্রিশ লক্ষ টাকার উপরের কাজের জন্য ঠিকাদারকে সংশ্লিষ্ট ডিভিশন অফিস থেকে নির্দ্দিষ্ট দামে টেণ্ডার ফরম ক্রয় করে জমা দিতে হয়।

ঘ) দরপত্র খোলার নির্দ্দিষ্ট দিনে ঠিকাদারদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার বকস্ খোলা হয়। সাধারণতঃ সর্বনিম্ন দরদাতাকেই কাজ দেয়া হয়।

প্রশ্ন

২। টেণ্ডার দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয় কি ?

উত্তর

২। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

৩। হয়ে থাকলে তার সর্বশেষ সময় সাধারণতঃ কতদিন থাকতে পারে এবং এই পদ্ধতি পরিবর্তন করা হবে কি না ?

উত্তর

৩। কাজের গুরুত্ব অনুসারে সময়সীমা নির্ধারিত হয়। এই পদ্ধতি পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

Admitted Starred Question No. 423

Name of M. L. A. :— SHRI SUDHAN DAS

Will the Hon'ble Minister-in-charg of the Water Resources & PHE Deptt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ ইং সনে রাজনগর ব্লকে জল সেচের কোন ডিপ টিউবওয়েল করার পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

প্রশ্ন

২। থাকিলে কোন কোন জায়গায় করা হবে ?

উত্তর

২। রাজনগর ব্লকের অধীন নিম্নে বর্ণিত স্থানে ডিপ টিউবওয়েল করার প্রস্তাব আছে।

ক) নাসিব নগর

খ) কাসারী

গ) জৈকৎপুর

ঘ) উত্তর কলা বাড়িয়া।

Admitted Starred Question No 430

Name of M. L. A :— SHRI BINDU RAM REANG.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দশদা—আনন্দবাজার রাস্তায় যাত্রী দুর্ভোগ নিরসনের জন্য একটি মিনিবাস সার্ভিস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ; এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ চালু হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আপাততঃ এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 449

Name of the M.L.A. ·— SHRI MAKHAN LAL CHAKRA OARTY

Will the Hon'ble Minister-In-Charrge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা কত ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যের প্রতিদিন বিদ্যুতের সান্ধ্যকালীন সর্বোচ্চ চাহিদা প্রায় ৯৫ মেগাওয়াট।

প্রশ্ন

২। এর কত অংশ রাজ্যে উৎপন্ন হয় এবং কত অংশ বাহির থেকে আনা হয় ?

উত্তর

২। রাজ্যের বর্তমানে দৈনিক নিজস্ব উৎপাদন গড় ৪০ মেগাওয়াট। বাহির থেকে আসে ২০-২২ মেগাওয়াট।

প্রশ্ন

৩। বর্তমানে রাজ্যের রুখিয়া ও বড়মুড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

৩। বর্তমানে রাজ্যের রুখিয়া ও বড়মুড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

ক) রুখিয়ায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের (এন, ই সি) এর অর্থানুকুল্যে দুইটি ৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ইউনিট বসানোর কাজ হাতে নিয়েছে। রুখিয়া ইউনিট নং-৫ মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় ইউনিটটি আগামী জুন ৯৭ ইং চালু করা সম্ভব হবে।

খ) নবম পরিকল্পনার ১ম বর্ষে বড়মুড়াতে ১×২১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বসানোর পরিকল্পনা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের কাছে আর্থিক অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বোর্ডের বিগত সভায় এই প্রকল্প প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এর আনুমানিক খরচ প্রায় ৯৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন

৪। রামচন্দ্রনগর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ কতটুকু হয়েছে?

উত্তর

৪ কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা নেপকো রামচন্দ্রনগরে ৪×২১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে।

এই প্রকল্পের চারটি মেশিন কাছাড়ের করিমগঞ্জে প্রায় বৎসর খানেক আগে জার্মানী থেকে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বদরপুর-আগরতলা রাস্তার পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। মনু নদীর উপর ডাইভারশন রোড তৈরী করা হয়েছে। আঠারমুড়া অতিক্রম করানোর লক্ষ্যে আর একটি প্রাইমোভার আনা হচ্ছে। এইসব নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মেশিনগুলি বর্তমানে আগরতলার প্রায় ৮৫ কিঃ মিঃ দূরে আনা হয়েছে। অন্যান্য কাজ নেপকো শেষ করার চেষ্টা করছে। প্রথম ইউনিটটির মেশিন এপ্রিলের শেষ নাগাদ রামচন্দ্রনগরের প্রস্তাবিত ভিতে (লানচিং পেড) বসাবার কর্মসূচী নেপকো হাতে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত গেইল ও ও, এন, জি, সি রামচন্দ্রনগর বিদ্যুৎ প্রকল্পে গ্যাস লাইন এবং গ্যাস সরবরাহ কেন্দ্র বসানোর কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নানাকারণে করতে পারেনি। তবে বর্তমানে কাজ পুরোদমে চলছে এবং আশা করা হচ্ছে আগামী জুন-জুলাইয়ের মধ্যে সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

প্রশ্ন

৫। এই কেন্দ্র থেকে কবে পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

৫। আশা করা হচ্ছে নিপকোর কথামত এই প্রকল্পের ১ম ইউনিটটি আগামী জুলাই মাসে গেইল থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস পেলে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে।

Admitted Starred Question No. 451

Name of M.L A. :— SHRI MAKHHAN LAL CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগের টি, কে রোডের কাঠের ব্রীজগুলি পরিবর্তন করে পাকা ব্রীজ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

প্রশ্ন

২। থাকিলে এই বৎসর কোন্ কোন্‌টি করা হবে?

উত্তর

২। এই বৎসরে উক্ত রাস্তায় কাঠের ব্রীজগুলি পরিবর্তন করে পাকা ব্রীজ করার পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

প্রশ্ন

৩। খোয়াই নদীর পূর্ব্ব পাড়ের সঙ্গে যেমন প্রমোদনগর, শান্তিনগর, দুর্গাপুর, মহালাপুর, ঘিলাতলী এলাকা সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কল্যাণপুর খোয়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিবেন কি?

উত্তর

৩। তথ্য অনুসন্ধানের পর পাকা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা বিবেচনা করা যেতে পারে।

Admitted Starred Question No. 456.

Name of M. L. A. :—SRI BHUDEB BHATTACHARJEE

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এন, ই, সি রোডকে আসাম আগরতলা ৪৪ নং জাতীয় সড়কের বিকল্প হিসাবে চিহ্নিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

প্রশ্ন

২। থাকিলে এন, ই, সি রোডের স্থায়ী পাকা ব্রীজগুলির কাজ কবে নাগাদ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

প্রশ্ন

৩। মনু-কৈলাশহর ভায়া ধুমাছড়া, ফটিকরায়, ডলুগাঁও রাস্তায় কবে পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস্ চালু করা হবে ?

উত্তর

৩। এখনও উক্ত রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন

৪। ঐ রাস্তাকে এন ই, সির অন্তর্ভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

৪। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

প্রশ্ন

৫। থাকিলে কবে নাগাদ বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

৫। ৪ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 468

Name of M L A :— SHRI UMESH CH. NATH.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ধানীবাড়ী রাস্তা হইতে যে রাস্তা সরসপুর হয়ে সরলা বাজার পর্য্যন্ত গিয়েছে, সেই রাস্তায় মেটেলিং কার্পেটিং না করার কারণ কি ?.

উত্তর

১। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন উক্ত রাস্তায় মেটিলিং ও কার্পেটিং এর কাজ করা সম্ভব হয়নি,

প্রশ্ন

২। যদি করার কোন পরিকল্পনা থাকে, তাহা হইলে কবে পর্য্যন্ত করা হবে ?

উত্তর

২। রাস্তাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং অর্থের সংকুলান হলে কাজটি হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 476.

Name of M. L. A :— SHRI PRASANTA DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা-সাব্রুম রাস্তাকে প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিয়েছেন কি, ?

উত্তর

১। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির জন্য প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্পে রাস্তাটিকে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন

২। যদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকে, তবে প্রশস্ত করার কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে এবং কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আগামী অর্থবছর থেকে এ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন

৩। উক্ত কাজের জন্য মোট কত টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে ?

উত্তর

৩। এ কাজের মঞ্জুরী কেন্দ্রীয় সরকার এখনও দেয়নি।

Admitted Starred Question No. 478

Name of M. L. A. : - SHRI ASHOK DEBBARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the 'Power' Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় ব্লকের অধীন গোপীনগর গাঁও পঞ্চায়েতের কলকলিয়া গ্রামে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ এল, টি, খুটি ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্বে বসানো হইলেও এখনও পর্যান্ত খুঁটির মাথায় তার টানা হয় নাই।

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

২। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তার টানা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 484.

Name of M. L. A. :— SHRI MATI LAL SAHA

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the 'Power' Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭) পর্য্যন্ত মোট কয়টি নতুন গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হয়েছে ?

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর (২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ ইং) পর্য্যন্ত ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ৪৬২টি গ্রাম (হ্যামলেট) এবং ১৯৮১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ২৩টি নুতন গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হয়েছে।

প্রশ্ন

২। আগামী ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বৎসরে আর কতটি নুতন গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হবে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। আগামী ১৯৯৭ ৯৮ ইং আর্থিক বৎসরে ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়া ৬০টি গ্রাম (হ্যামলেট) এবং ১৯৮১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ১৫ টি গ্রাম (ভারজীন গ্রাম) বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হবে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 486.

Name of M. L. A. :— SHRI AMAL MALLIK.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the water Resouces & PHE Deptt be please to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা পৌর এলাকার অধীনে রামনগর ৮ নং রোড (রামকৃষ্ণ পল্লী) ও রামনগর ৯ নং ও ধলেশ্বর এলাকায় বাসিন্দাদিগকে অতি নিম্নমানের পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। সত্য নহে।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তবে এই নিম্নমানের জলকে ' Refine) দূষণমুক্ত করার এবং প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না ?

উত্তর

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 487

Name of M. L. A. :— SHRI DIPAK NAG.

Willl the Hon'ble Minister-in Charge of the P. W. I', be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় গার্বর্দি বাজার থেকে তেলিয়াবন বাজার হয়ে কাঞ্চনমালা পর্য্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন আগে ইট সোলিং করা সত্বেও এখনো কার্পেটিং হয় নাই ?

উত্তর

১। হ্যাঁ. তবে মেটালিং ও কর্পোটি এর কাজ বর্তমানে শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন

২। ইহাও কি সত্য এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী উপেক্ষা করে এই রাস্তাটি কার্পেটিং না হওয়ার ফলে এলাকায় ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে ?

উত্তর

২। এ বিষয়ে সরকার অবগত নহে।

প্রশ্ন

৩। যদি সত্য হয় তাহলে অবিলম্বে রাস্তাটি কার্পেটিং করার জন্য ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরে অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে কি না ?

উত্তর

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না—

Admitted Starred Question No. 488.

Name of M. L. A, :— SHRI ASHOK DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, আগরতলা থেকে কাঞ্চনমালা হয়ে তেলেরবন বাজার পর্য্যন্ত বাস সহ যাত্রী পরিবহনযোগ্য জীপগাড়ী চলাচল দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ রয়েছে।

২। সত্য হলে এর কারণ কি এবং

৩। সংশ্লিষ্ট স্থানের বাসিন্দাদের কথা চিন্তা করে অবিলম্বে পুনরায় বাস সার্ভিস সহ জীপগাড়ী চলাচল নিয়মিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। বিগত ৮-৯ বৎসর পূর্বে আগরতলা হইতে কাঞ্চনমালা হইয়া তেলুরবন বাজার পর্য্যন্ত একটি বাস চলাচল করিত। পরবর্তী সময়ে ঐ বাসটি এ, ডি, সি, নগরীতে রাস্তা পরিবর্তন করিয়া নিয়া যায়। বর্তমানে ঐ বাসটি আগরতলা হইতে এ, ডি, সি নগরী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে।

৩। হ্যাঁ উদ্যোগ নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 495.

Name of M.L.A :— SRI ANIL CHAKMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত মাছমারা হইতে কৃষ্ণটিলা রাস্তাটি মেটালিং ও কার্পেটিং করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাস্তাটি পূর্তদপ্তরের আওতাধীন নয়। গত ১৯৮৯ সনের এপ্রিল মাসে উক্ত রাস্তাটি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রশ্ন

২। থাকিলে কবে নাগাদ রাস্তাটির কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 498.

Name of M.L.A. :— SHRI MAKHAN LAL CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources & PHE Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন (স্থানের নাম ও ঠিকানা)

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে

ক) বাঁধ নির্মাণ ও মজবুত করার কাজ :

১। হরিজলা উদয়পুর

২। গোবিন্দমাঠ, সাব্রুম

৩। সফরীকান্দি, কৈলাশহর

৪। সমরুর পাড়, ঐ

৫। মলয়াগ্রাম, কমলপুর

৬। জামিরালা. ধর্মনগর

৭। পদ্মডেপ, সোনামুড়া

খ) নদী এবং ছড়ার পাড় ভাঙ্গন রোধের কাজ :—

১। বিলোনীয়া শহর বাঁধ

২। আনন্দপাড়া, সাব্রুম

৩। হরিণাবাজার, ঐ

৪। অভয়াগঞ্জ, রাজনগর ব্লক
৫। মহুরীপুর, বগাফা ব্লক
৬। ছোটখিল সাব্রুম
৭। পুরান বনকুল সাতচাঁন্দ ব্লক
৮। হৃদ্রাশিল ঘাঁটি, উদয়পুর
৯। কাঞ্চনবাড়ী, কুমারঘাট ব্লক
১০। পেচারদহ, ঐ
১১। মাশৌলী, কুমারঘাট ব্লক
১২। সফরীকান্দি, কৈলাশহর
১৩। কৈলাশহর, বিমানবন্দরের নিকট
১৪। উজান জলায়া, কুমারঘাট ব্লক
১৫। কাডলিকুড়া, কৈলাশহর
১৬। দামছড়া বাজার, পানিসাগর ব্লক
১৭। উত্তর দশদা বাজার, দশদা ব্লক
১৮। জয়পুর, আগরতলা
১৯। খোয়াই শহর বাঁধ, খোয়াই
২০। গোবিন্দপুর, কৈলাশহর
২১। শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, খোয়াই
২২। চম্পকনগর বাজার, জিরানীয়া ব্লক
২৩। তেলিয়ামুড়া বাজার, তেলিয়ামুড়া
২৪। দুর্গাপুর, সোনামুড়া
২৫। চেবরী হাই স্কুল, খোয়াই ব্লক
২৬। করিলং গ্রাম, তেলিয়ামুড়া।

প্রশ্ন

২। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও গোপালনগর গ্রামটিকে সরবং ছড়ার ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তাবিত বাঁধের কাজ এই বৎসর সম্পন্ন করা হবে কি?

উত্তর

২। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলকে সরবং ছড়ার ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করার কাজ শুরু হইয়াছে। ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে এই কাজটি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গোপালনগর গ্রামটিকে রক্ষার কাজ শীঘ্রই শুরু করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রশ্ন

৩। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন থেকে তেলিয়ামুড়ার মহারাণীপুর, ইচারবিল, কমলনগর গ্রাম এবং শান্তিনগর বাজারটি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি?

উত্তর

৩। এই সব স্থানে নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধ করার জন্য তথ্য অনুসন্ধান ও এস্টিমেট তৈরীর কাজ চলিতেছে। পর্যায়ক্রমে সেই সমস্ত জায়গায় কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 506

Name of M.L.A.— SHRI SUDHIR CH. DAS.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the water Resources & PHE Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কমলপুর মহকুমার চানকাপ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ডিপ টিউবওয়েল করার জন্য পাইপগুলি দীর্ঘদিন যাবত রাস্তার সাইডে পড়ে আছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি?

উত্তর

২। ১৯৯০-৯১ সালে চানকাপে একটি গভীর নলকূপ খননের পরিকল্পনা ছিল। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাইপ সেখানে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে সেখানে রীগ মেশিন পাঠানো সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন

৩। কবে পর্য্যন্ত এই ডিপ টিউবওয়েল এর খনন কাজ শুরু করা হবে?

উত্তর

৩। আগামী আর্থিক বছরে এই কাজ পুনরায় হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 527

Name of M.L A. :— SHRI UMESH CH. NATH.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W D be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিকল্প রাস্তা আগরতলা থেকে পাথারকান্দি পর্য্যন্ত (ভায়া খোয়াই কমলপুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর' কদমতলা, কাঠালতলী) রাস্তার কাজ কতটুকু বর্তমানে অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তার আগরতলা-চেবরী (৫৪ কিমিঃ) অংশে মোট ১২ কিমিঃ উন্নীতকরণ কাজের মধ্যে ১০ কিলোমিটারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চেবরী ফাঁকিরায় (৯৪ কিমিঃ) অংশের চেবরী থেকে হালাহালি পর্য্যন্ত ২৭ ১৫ কিলোমিটারের মাটির কাজ, ১৭ কিঃ মিটারের সলিং এবং ১২.৫০ কিলোমিটারের মেটেলিং এবং কার্পেটিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই অংশে ৮টা এস, পি, টি ব্রীজও তৈরী করা হয়েছে।

প্রশ্ন

২। কবে নাগাদ উক্ত রাস্তার কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। পুরো রাস্তার অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এ কাজ কবে শেষ করা যাবে তা এখনই সঠিক ভাবে বলা সম্ভব হচ্ছেনা।

Admitted Starred Question No 531

Name of M. L. A :— SHRI UMESH CH. NATH

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার সাবাজপুর গ্রামের রাস্তার কাজ (পি, ডব্লিউ, ডি) বর্তমানে বন্ধ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

২। প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ার দরুণ রাস্তার কাজ বন্ধ রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 539.

Name of M. L. A. :—SRI PRASANTA DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মুহুরী নদী এবং ত্রিপুরার মিজোরাম সীমান্ত লঙ্গাই নদীর উপর দুইটি আর, সি, সি ব্রীজ নির্মাণ করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। বিলোনীয়ার মুহুরী নদীর উপর আর সি, সি ব্রীজ ও দামছড়ার লঙ্গাই নদীর উপর বেইলী ব্রীজ নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত নির্মাণ কাজে আজ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত কাজ কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

২। মুহুরী ও লঙ্গাই নদীর উপর ব্রীজ তৈরী করার জন্য যথাক্রমে ১,৩২,৪৫,০০০ এবং ৫৮,০০ ০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

মুহুরী নদীর উপর ব্রীজটির ৬টি স্পানের মধ্যে ৫টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকী একটি স্পানের সুপার স্ট্রাকচার এর কাজ পুরোদমে চলছে। লঙ্গাইনদীর উপর ব্রীজের স্তম্ভ নির্মাণ আংশিক ভাবে শেষ হয়েছে, বাকী কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হচ্ছে। বেইলী ব্রীজের বরাত দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। উক্ত ব্রীজ দুইটির নির্মাণ কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

৩। মুহুরী নদীর উপর ব্রীজটি আগামী বর্ষার আগে ও লঙ্গাই নদীর উপর ব্রীজটি আগামি অর্থ বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No, 548

Name of the M.L.A. :— SHRI MATI LAL SAHA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা—উদয়পুর রাস্তায় চড়িলাম ছেছুরীয়াই কাঠের সেতুটির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত সেতুটি পাকা সেতু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

২। উক্ত সেতুট পাকা করার কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

প্রশ্ন

৩। যদি থাকে তাহলে কতদিনের মধ্যে করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 552

Name of M. L. A. :— SRI MATILAL SAHA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charg of the Water Resources & PHE Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় মহকুমার এলাকায় মোট কয়টি ডিপ টিউবওয়েল আছে ?

উত্তর

১। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা এলাকায় পানীয় জলের জন্য ৬৫টি এবং জলসেচের জন্য ৩১টি ডিপ টিউবওয়েল চালু করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। তার মধ্যে কয়টি চালু অবস্থায় আছে এবং কয়টি খারাপ হয়ে আছে ?

উত্তর

২। তার মধ্যে পানীয় জল সরবাহের ৬৫টি প্রকল্পই চালু আছে এবং জল সেচের ৩১টির মধ্যে ২৯টি চালু আছে এবং ২টি খারাপ আছে।

প্রশ্ন

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে উক্ত মহকুমায় নতুন ডিপ টিউবওয়েল বসানো হবে কি?

উত্তর

৩। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

৪। হলে কোথায় কোথায় বসানো হবে তার স্থান ঠিক করা হয়েছে কি না?

উত্তর

৪। উক্ত মহকুমায় নিম্নে বর্ণিত স্থানে পানীয় জল ও সেচের জন্যে গভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা আপাতত: স্থির হইয়াছে।

ক) সেচের জন্য :—

১। পেকুয়ারজলা

২। বিবেকানন্দ নগর

৩। পদ্মনগর

৪। দেবীপুর

৫। বীরেন্দ্রনগর (মুড়াবাড়ী)

খ) পানীয় জলের জন্য :—

১। গোপীনগর

২। যোগলকিশোরনগর।

Admitted Starred Question No. 554.

Name of M. L. A. :— SMTI KARTIK KANYA DEBBARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Election Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন?

উত্তর

১। সংবিধান ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে বর্তমান বিধান অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কোন ব্যাবস্থা নেই। বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ আসন সংরক্ষিত করতে হলে সংবিধান ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধন প্রয়োজন। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন।

Admitted Starred Question No. 557

Name of M. L. A. :—SRI KHOGENDRA JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে টি, আর, টি, সি, নূতন বাস নামানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকলে আমবাসা, গণ্ডাছড়া, তেলিয়ামুড়া, মাতাবাড়ী রোডে বাস বাড়াবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বর্তমান আর্থিক বৎসরে টি, আর, টি, সির নূতন বাস নামানোর পরিকল্পনা আছে।

২। নূতন বাস আসিলে আমবাসা, গণ্ডাছড়া, তেলিয়ামুড়া, মাতাবাড়ী রোডে বাস চালানোর জন্য বিবেচনা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 575.

Name of M.L.A. :— SHRI DIPAK NAG.

Will the Hon'ble Minister-In-Charrge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চতুর্থ ত্রিপুরা পে-কমিশন-এর কাজ কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে,

২। চতুর্থ পে-কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট আগামী নভেম্বর মাসে সরকারের কাছে পেশ করা যাবে বলে আশা করা যায় কি, এবং

৩। এখন পর্য্যন্ত চতুর্থ পে-কমিশনে কতগুলি রিপ্রেজেন্টেশান কর্মচারীদের কাছ থেকে জমা পড়েছে ?

উত্তর

১। কমিশন তাহার প্রশ্নমালার উত্তর রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর এবং কর্পোরেশন ইত্যাদি হইতে পাইয়াছেন। কমিশন ১০২টি কর্মচারী সংগঠনের নিকট হইতে প্রশ্নমালার উত্তর পাইয়াছেন।

বিভিন্ন দপ্তর এবং কর্পোরেশন ইত্যাদির বক্তব্য কমিশন শুনিতেছেন— যাহা এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। কমিশন ইহাও আশা করিতেছেন যে কর্মচারী সংগঠন সমূহের বক্তব্য শোনার কাজ কমিশন এপ্রিল মাসের চতুর্থ সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিতে পারিবেন এই শুনানি মে, ১৯৯৭ পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে।

২। কমিশন পূর্ণ গতিতে কাজ করিতেছেন, যাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিশনের উপর প্রদত্ত কার্য্য সম্পন্ন করা যায় ও সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করা যায়।

৩। এখন পর্য্যন্ত কলিশন নিম্নে বর্ণিত সংখ্যক প্রশ্নমালার উত্তর এবং স্মারকলিপি পাইয়াছেন :—

ক) কর্মচারী সংগঠন সমূহ (প্রশ্নমালার উত্তর এবং স্মারকলিপি—১০২টি)।

খ) ব্যক্তিগতভাবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের যৌথভাবে দেওয়া স্মারকলিপি—৬২টি।

ANNEXURE—B

Admitted Un-Starred Question No. 85.

Name of M.L.A :— SHRI RATI MOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত মোট কয়টি পাকা সেতু তৈরী করা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মোট ১৯৫টি পাকা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২৪৩টি স্পান পাইপ কার্লভাট করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হলো।

মহকুমা	স্লেব কালভার্ট	বেইলী ব্রীজ	আর, সি, সি, কুট ব্রীজ	আর, সি, সি, ব্রীজ	মোট
সদর	৯ টি	—	৫ টি	—	১৪ টি
বিলোনীয়া	১০ টি	—	—	—	১০ টি

খোয়াই	১৭ টি	—	—	১ টি	১৮ টি
উদয়পুর	৭ টি	১ টি	—	—	৮ টি
সেসনা	—	—	—	—	—
সোনামুড়া	২ টি	৭ টি	—	—	৯ টি
অমরপুর	২ টি	১০ টি	—	—	১২ টি
বিলোনীয়া	—	২৬ টি	—	—	২৬ টি
সাব্রুম	১ টি	৬ টি	—	—	৭ টি
কাঞ্চনপুর	—	৩ টি	—	—	৩ টি
ধর্মনগর	৩৫ টি	৭ টি	—	২ টি	৪৪ টি
কৈলাসহর	২৯ টি	১ টি	—	—	৩০ টি
কমলপুর	১৩ টি	—	—	১ টি	১৪ টি
মোট—	১২৫ টি	৬১ টি	৫ টি	৪ টি	১৯৫ টি

জেলা ভিত্তিক স্পান পাইপ কার্লভাট এর হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

উত্তর জিলা—	৩ ৮ টি
দক্ষিণ জিলা—	১ ৭ ০ টি
পশ্চিম জিলা—	৩ ৫ টি
মোট—	২ ৪ ৩ টি

Admitted Un-Starred Question No. 91.

Name of M.L.A. :— SHRI BHUDEB BHATTACHARJEE

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ৪ টি জিলায় কয়টি বিভাগে ও গ্রাম-পঞ্চায়েতে মোট কত কিলোমিটার বিদ্যুৎলাইন সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের ছিল ?

উত্তর

১। গত ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে মোট ৬০০ কিলোমিটার নূতন বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের ছিল।

মহকুমা ভিত্তিক ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	এইচ, টি, লাইন (কিঃ মিঃ)	এলটি, লাইন (কিঃ মিঃ)	মোট (কিঃ মিঃ)
ক) খোয়াই	২১.০০	১৬.০০	৩৭.০০
খ) তেলিয়ামুড়া	৩০.০০	২৬.০০	৫৬.০০
গ) জিরানিয়া	৩৩.০০	২১.০০	৫৪.০০
ঘ) মোহনপুর	৩০.০০	১৯.০০	৪৯.০০
ঙ) বিশালগড়	৪২.০০	৪১.০০	৮৩.০০
চ) মেলাঘর	—	৯.০০	৯.০০
মোট—	১৫৬.০০	১৩২.০০	২৮৮.০০

দক্ষিণ ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	এইচ, টি, লাইন (কিঃ মিঃ)	এলটি, লাইন (কিঃ মিঃ)	মোট (কিঃ মিঃ)
ক) মাতাবাড়ী	৩.০০	১০.০০	১৩.০০
খ) বাগাফা	১৮.০০	১১.০০	২৯.০০
গ) রাজনগর	৩.০০	৬.০০	৯.০০
ঘ) অমরপুর	৪৮.০০	২৫.০০	৭৩.০০
ঙ) সাঁতচাঁদ	৬.০০	৮.০০	১৪.০০
চ) ডম্বুরনগর	৯.০০	৩.০০	১২.০০
মোট—	৮৭.০০	৬৩.০০	১৫০.০০

উত্তর ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	এইচ, টি, লাইন (কিঃ মিঃ)	এলটি, লাইন (কিঃ মিঃ)	মোট (কিঃ মিঃ)
ক) কুমারঘাট	১৮.০০	১৫.০০	৩৩.০০
খ) কাঞ্চনপুর	১২.০০	৯.০০	২১.০০
গ) পানিসাগর	৩.০০	৯.০০	১২.০০
মোট	৩৩.০০	৩৩.০০	৬৬.০০

	ধলাই			
ক)	সালেমা	৩০'০০	১৯'০০	৪৯'০০
খ)	ছামনু	২৪'০০	২৩'০০	৪৭'০০
	মোট	৫৪'০০	৪২'০০	৯৬'০০
	সর্বমোট	৩৩০'০০	২৭০'০০	৬০০'০০

২। উক্ত সময়ে মোট কত কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে ?

উত্তর

২। উক্ত সময়ে মোট ৪০৪ (চারশ চার) কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। যদি কোন কাজ বাকী থাকে, তবে তাহা কবে নাগাদ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

৩। ১৯৬ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন কাজ বাকী। বাকী কাজ এই অর্থ বছর অর্থাৎ ১৯৯৬-৯৭ ইং শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন

৪। সরকারের পরিকল্পনাগুলি বাস্তাবায়িত করার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মকর্তা বা কন্ট্রাক্টরদের কোন রকম গাফিলতি ছিল কি ?

উত্তর

৪। না, কোন রকম গাফিলতি ছিল না।

Admitted Un-Starred Question No. 117.

Name of M. L. A. :— SHRI KHAGENDRA JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে পি, ডব্লিউ. ডি এর কয়টি ডিভিশন বা শাখা অফিস আছে ?

উত্তর

১। ১৮টি ডিভিশন আছে।

প্রশ্ন

২। ইহা কি সত্য যে ঐ পি, ডব্লিউ, ডি, ডিভিশন অফিস থেকে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীকে ডিড্ ফার্ম, টি, বি, এস, ফর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন কনট্রাকটারের কাজ বিলি বণ্টন করা হয় ?

উত্তর

২। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

৩। যদি সত্য হয় তাহলে ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে ৩০-১-৯৭ ইং তারিখ পর্যান্ত কতজন বেকার যুবক যুবতীকে ডিড ফার্ম ও টি, বি, এস, ফর্ম এর মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

৩। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে (৩০-১-৯৭ ইং পর্য্যন্ত) মোট ৬১৭৪ জন যুবক যুবতীকে ডিড ফার্মের মাধ্যমে এবং ১৩৩৭ জন উপজাতি যুবক যুবতীকে টি, বি, এস এর মাধ্যমে কাজ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে সাধারণ, উপজাতি ও তপশিলী জাতি ডিড ফার্মের সংখ্যা ও টি, বি, এস এর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হল :—

ডিড ফার্মের সংখ্যা		মোট উপকৃত যুবক যুবতীর সংখ্যা
সাধারণ ডিড—	১০৬৮টি	৩.০৪ জন
উপজাতি ডিড—	৭০৬টি	২১১৮ জন
তপশিলী জাতির ডিড -	২৮৪টি	৮৫২ জন
টি, বি, এস, —	—	১৩৩৭ জন

মোট উপকৃত যুবক যুবতী—৭৫১১ জন

উপরিউক্ত কাজের জন্য ১৯৯৬ ৯৭ সনে মোট ৫৮৬·৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 125.

Name of M.L.A :— SHRI BHUDEB BHATTACHARJEE.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৫-৯৬ সালে উত্তর ত্রিপুরায় মোট কত কিলোমিটার রাস্তা কার্পেটিং ও সলিং করা হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৯৫-৯৬ সালে উত্তর ত্রিপুরায় মোট ৪৯'২৮ কিঃ মিঃ সলিং এবং ৮১'৩২৬ কিঃ মিঃ কার্পেটিং করা হয়েছে। পৃথক পৃথক হিসাব দেওয়া হলো।

ডিভিসন	সলিং	কার্পেটিং
১। কুমারঘাট ডিভিশন	১৭.৭০ কিঃ মিঃ	১০'৬০ কিঃ মিঃ
২। নর্দান ডিভিশন	১৪.০০ কিঃ মিঃ	২৫.০০ কিঃ মিঃ
৩। আমবাসা ডিভিশন	৬.৮৩৭ কিঃ মিঃ	৬'৪২৬ কিঃ মিঃ
৪। কৈলাশহর ডিভিশন	৯ ২৫ কিঃ মিঃ	২০'৮০ কিঃ মিঃ
৫। কাঞ্চনপুর ডিভিশন	১.৫০ কিঃ মিঃ	১৮.৫০ কিঃ মিঃ
মোট—	৪৯'২৮৭ কিঃ মিঃ	৮১.৩২৬ কিঃ মিঃ

প্রশ্ন

২। উক্ত সময়ে মোট কতটি এস, পি, টি ব্রীজকে স্থায়ী ব্রীজে পরিণত করা হয়েছে?

উত্তর

২। ৭৯টি এস পি, টি ব্রীজকে স্থায়ী পাকা ব্রীজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ডিভিসন ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব দেওয়া হলো।

ডিভিশন	স্লেব কালভার্ট	বেইলী ব্রীজ	আর, সি, সি, ব্রীজ	মোট
১। কুমারঘাট ডিভিশন	৯টি	—	—	৯টি
২। নর্দান ডিভিশন	৩৫টি	৭ টি	—	৪২টি
৩। আমবাসা ডিভিশন	১৪টি	—	১টি	১৫টি
৪। কৈলাশহর ডিভিশন	১০টি	—	—	১০টি
৫। কাঞ্চনপুর ডিভিশন	—	৩ টি	—	৩টি
মোট—	৬৮টি	১০ টি	১টি	৭৯টি

ইহা ছাড়া আরও ৩৮টি এস, পি, টি ব্রীজকে স্পান পাইপ কালভার্ট এ রূপান্তর করা হয়েছে।

প্রশ্ন

৩. আগামী ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বছরে বাকি এস, পি, টি, ব্রীজগুলিকে পাকা ব্রীজ ও কালভার্টে রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

৩। ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বছরে ১০০টি এস, পি, টি ব্রীজকে পাকা সেতু কালভার্ট এ রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে। পৃথক পৃথক হিসাবে দেওয়া হলো।

ডিভিশন	স্লেভ কালভার্ট	বেইলী ব্রীজ	আর, সি, সি	মোট
১। কুমারঘাট ডিভিশন	৯টি	১টি	২টি	১২টি
২। নদার্ন ডিভিশন	২৪টি	৪টি	১টি	২৯টি
৩। আমবাসা ডিভিশন	২৮টি	৫টি	৪টি	৩৭টি
৪। কৈলাশহর ডিভিশন	৩টি	৪টি	—	৭টি
৫। কাঞ্চনপুর ডিভিশন	১২টি	৩টি	—	১৫টি
	মোট ৭৬টি	১৭টি	৭টি	১০০টি

প্রশ্ন

৪। পরিকল্পনা থাকিলে কাঞ্চনবাড়ী মনু নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণ করা হবে কি না?

উত্তর

৪। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Un-Starred Question No. 132

Name of M. L. A. :— SHRI PRASANTA DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources & PHE Deptt be please to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার চাকমাঘাটের ব্যারেজের কাজ কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

উত্তর

১। চাকমাঘাটের ব্যারেজের কাজ ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন

২। যখন কাজ শুরু হয় তখন কত টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল ও কত দিনে কাজ শেষ করার চুক্তি ছিল?

উত্তর

২। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭১০ লক্ষ টাকা এবং নির্মাণ কাজের সময় ধরা হয়েছিল ৫ (পাঁচ) বৎসর।

প্রশ্ন

৩। ব্যারেজের কাজ শেষ হলে কি কি লাভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

৩। ব্যারেজ এর কাজ শেষ হলে মোট ৪৫১৫ হেকটর জমি সেচের আওতায় আসবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন

৪। ব্যারেজের জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে কি, যদি শেষ না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

৪। এখন পর্য্যন্ত অধিগৃহীত জমির ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়েছে এবং এই কাজের প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে কোন জমি অধিগ্রহণ করা হলে তাহারও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

প্রশ্ন

৫। কবে পর্য্যন্ত ব্যারেজের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

৫। ব্যারেজের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই প্রকল্পটি হইতে কিছু জমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সমগ্র প্রকল্পটি, আর্থিক সংকুলান হইলে আগামী ১৯৯৯—২০০০ সালে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

×—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House Building on Tuesday, the 25th March, 1997 at 11 A.M.

P R E S E N T

Shri Jitendra Sarker, Hon'ble Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 11 Ministers, and 37 Members.

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, একটা বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।
★ ★ ★

... ...
... ...
... ...

শ্রী পবিত্র কর (খয়েরপুর): — স্যার, এই গুলি প্রতিদিন চলছে । আমাদের ইম্পরট্যান্ট সময় নষ্ট হচ্ছে । উনাদের বিষয়টা ইম্পরট্যান্ট হলে কলিং এটেনশান বা রেফারেন্স পিরিয়ডে তুলতে পারেন ।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, হাউস চলুক আমরাও চাই । ★ ★ ★

(ইন্টারাপশান)

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— মি: স্পীকার স্যার, ★ ★ ★

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— এই ভাবে হয় না । আপনারা নিয়ম নীতি মেনে আসুন ।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, ★ ★ ★

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলছি এটা এই ভাবে হয় না ।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, হাউসের তো একটা নিয়ম নীতি আছে।

মিঃ স্পীকার : — এই ভাবে হয় না, আপনাদের (বিরোধী সদস্য মহোদয়দের) বক্তব্য টোট্যালটা এ্যাকসপাঞ্জ হয়ে যাবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলছি আপনারা নিয়ম নীতি মেনে আসুন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, উনাদেরকে নিয়ম নীতি মেনে নোটিশ দিতে বলুন, তাহলে হবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার : — এটা নিয়ম বহির্ভূত হয়েছে। আপনারা নোটিশ দিন।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার : — হাউসের নিয়ম আছে। নিয়মের বাইরে কিছু করা যায়না। রুলস আছে প্রসিডিউর আছে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন : — কিসের নিয়ম? ★ ★ ★

(ইন্টারাপশান)

(এই সময়ে মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা সভা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুইটা বিষয়ে আমি এখানে বিবৃতি চাইছি। উনারা এখানে যেসব বক্তব্য উপস্থিত করেছেন সেগুলি এ্যাকসপাঞ্জ করা হোক। অন্যটা হচ্ছে উনারা প্রতিদিন এখানে যে এইসব করছেন তার জন্য একটা নিন্দা-সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করুন। আমি এই ঘটনাকে নিন্দা করবার জন্য হাউসের কাছে আবেদন করছি।

মিঃ স্পীকার : — আমি বলেছি ওঁদের এই উৎপাত সংক্রান্ত বিষয়টি এ্যাকসপাঞ্জড হয়ে যাবে।

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার : — আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়গণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর পার্শ্বে যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার 'এ' সম্পর্কে আমি আপনার রুলিং চাইছি। বিধানসভা কি এই ভাবে চলতে পারে। প্রশ্ন আওয়ারে প্রতিদিন কোন রকম নীতি নেই, কোন রকম অফিসিয়্যাল সিষ্টেম

★ ★★ Expunged as ordered by the Chair.

QUESTIONS AND ANSWERS

নেই। যেমন-তেমন করে উঠে হৈ-চৈ আরম্ভ করছেন। তার জন্য আপনার কাছে রুলিং চাইছি।

মিঃ স্পীকারঃ — আমি এটা দেখব ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) —স্যার, একটাও পানিশমেন্ট নেই।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ এটার সীমা থাকা উচিত) ।

মিঃ স্পীকারঃ — এটা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব থাকা উচিত এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাদেরও দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন তার জন্য রুলস্ এ্যাণ্ড প্রসিডিউর আছে এবং যদি না মানেন তাহলে এটা অতীব দুঃখের ব্যাপার ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকারঃ — আপনারা বসুন। এটা আপনাদের শোভন নয়।

এর জন্য সরকার সভা পরিচালনার জন্য সবার সহযোগিতা চাই বিরোধী এবং সরকার পক্ষের। যে পরিস্থিতি হয়েছে দুই পক্ষই সম্ভব। বসে মত বিনিময় হবে এবং আমি দেখব কি করা যায়।

মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা ।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৬ ।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৬।

প্রশ্ন

১। এ.ডি.সি. এলাকা পুর্ণগঠন হওয়ার কারনে নন্ এ ডি সি অংশে যেসব পঞ্চায়েত ভাঙ্গা হয়েছে, পঞ্চায়েত আইনে সেসব পঞ্চায়েতের নির্বাচন কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায়,

২। যদি না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। যথা সময়ে হবে ।

২। প্রশ্ন আসে না ।

শ্রীপ্রশান্তদেববর্মাঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার এখানে অনেক জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ যেখানে নির্বাচিত পঞ্চায়েত আছে কিন্তু সেখানে ধরা হয়েছে এটা নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েত নয় কারন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে । এই সমস্ত পঞ্চায়েতের কাজ এখন কি ভাবে করা হবে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, সাম্প্রতিককালে এ ডি.সি. এলাকা পুনর্বিন্যাসের ফলে কোন কোন গ্রাম পুরাপুরি ভাবে বা কোন কোন গ্রামের অংশ এ.ডি.সি এলাকা থেকে বেরিয়ে

গেছে। আবার এ.ডি.সি. বহির্ভূত কোন কোন গ্রাম পুরাপুরি ভাবে বা কোন কোন গ্রামের অংশ এ.ডিসি. এলাকায় পড়েছে। এই সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে, যা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে এর প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারীর পর সরকার ঐ সকল গ্রামের অংশে বা গ্রামে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ।

এটা না হলে পর্যায়ে যে অসুবিধা হয়েছে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা পুরাপুরি যথাসময়ে রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা পুরোপুরি সত্য, এটা রাজ্য সরকার অবগত আছেন। তার জন্য উদ্যোগ অব্যাহত আছে এবং যথা সময়ে রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতা বাড়ী) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানালেন যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের রাজ্যে অনেক গাঁওসভা আছে, পুরোপুরি গাঁওসভা এ, ডি, সির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এখন এই এলাকার লোকেরা জানেনা ওরা কোথায় আছে। এটা কতদিন সময় লাগবে ? কিন্তু আমি এখানে যেটা বলতে চাই মাননীয় মন্ত্রীকে যে এ. ডি, সি এলাকার মধ্যে যেসমস্ত গাঁওসভা বা গাঁওসভার পার্ট এ. ডি. সিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে অথবা এ, ডি, সি থেকে বেরিয়ে এসেছে, এ. ডি. সির যে নির্বাচন হল সেই নির্বাচনে যারা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তাদের ইনক্লুড করে যারা বাইরে এসেছে তাদের অ্যাকস্‌ক্লুড করে নির্বাচন হয়েছে। এতদিন হল নির্বাচন হয়েছে গাঁওসভাগুলির না আছে কোন অধিকার, না আছে এ, ডি. সির অধিকার ! সে সম্পর্কে কবে নাগাদ, অনেকদিন হল এ, ডি, সির নির্বাচন হয়েছে, সেটা অন্তর্ভূক্ত এবং বাইরে আসার ব্যবস্থাটা গ্রহণ করবেন এটা পরিস্কার করা দরকার ! প্রচণ্ড রকম অসুবিধা হচ্ছে কাজকর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে !

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা রেখেছেন, তার উত্তর আগেই দিয়েছি। এই ব্যাপারটা গুরুত্বসহকারে রাজ্যসরকার বিবেচনা করছেন এবং এই প্রশ্নের সংগে এ. ডি, সি জড়িত রয়েছে এবং অন্যদিকে রাজ্য সরকারের যে আর, ডি এবং রেভেনিউ সহ বিভিন্ন দপ্তর জড়িত রয়েছে। আমি আগেই বলেছি যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্য সংগ্রহ করার কাজ চলছে! এটা শেষ হলেই এই কাজ সম্পূর্ন হতে পারে

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোর পুর) : — সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, এ, ডি, সি থেকে কিছু অংশ নন এ, ডি, সিতে এসেছে বা নন এ, ডি, সি থেকে এ, ডি, সিতে গেছে ! যেসব অঞ্চল নন এ, ডি, সিতে ছিল, এ, ডি, সিতে চলে গেছে বা এ; ডি. সিতে ছিল নন এ, ডি সিতে চলে গেছে সেইসব জায়গায় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম, রুরেল ডেভালাপমেন্টের কাজকর্ম কি পদ্ধতিতে চলছে ?

QUESTIONS AND ANSWERS

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : — স্যার, যদিও এই প্রশ্নটা এখানে নেই, তবুও এটা মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই এইসব এলাকায়ও রাজ্যসরকারের গ্রামোন্নয়ণ এবং পঞ্চায়েত দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের কাজ নির্বাচিত এলাকার মতই একইভাবে চলছে। এ, ডি, সি, এলাকায় যেসমস্ত গ্রাম পড়েছে সেগুলিতে বি; এ, সি, গঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তির ফলে বি, এ, সি, কাজ করে যাচ্ছিল। সম্প্রতি সেখামে গ্রামস্তরে মনোনীত কমিটি গঠনের মধ্য দিযে হয়েছে এবং এটা কয়েকদিনের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হবে। আর নন; এ; ডি; সি, এলাকায় সব জায়গাতেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হযেছিল। গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সেখানে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চলছে। কাজেই, কোন জায়গাতেই কি এ.ডি.সি. কি নন এ,ডি.সি. কোন জায়গাতেই নির্বাচন না হওয়ার কারণে কোন সমস্যা হচ্ছে এই ধরনের কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। তবে নির্বাচিত সংস্থা গঠন হলে পরে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের আরও গতি সঞ্চার হতে পারে।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার; মাননীয মন্ত্রী জানাবেন কি যে, পঞ্চায়েত-গুলি তার অংশ বিশেষ বা পুরো পঞ্চায়েত এ; ডি; সি থেকে থেকে বেড়িযে এসেছে অথবা এ, ডি, সি-তে নতুনভাবে যুক্ত হযেছে, তাদের নিয়ে পুরো পঞ্চায়েত নিযে কটা নতুন গাঁও পঞ্চাযেত ? ত্রিপুরা রাজ্যে আলাদাভাবে এ, ডি, সি, অথবা এ, ডি, সির বাইরে নতুন গাঁও পঞ্চায়েত আছে অথবা যে ছোট অংশ বেরিয়ে থাকে তা কোন পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রস্তাব সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ? এই ধরনের প্রস্তাব যেগুলি আছে সেগুলি জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো হযেছে কিনা ? অর্থাৎ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং ডিক্লেয়ারেশান দেওয়ার জন্য গেজেট নোটিফিকেশানের আগে জনমত সংগ্রহ করার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা কার্যকরী হযেছে কিনা ? দ্বিতীয়তঃ, যেটা যুক্ত করতে চাই, এ, ডি, সি এলাকায় নতুন যে যুক্ত হযেছে এরিয়াগুলি, সেই এরিয়াগুলিতে জনমত গ্রহণ যেমন দেওয়ার প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়া এই কাজে ব্যাহত হচ্ছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এ, ডি, সি, এলাকায যে সমস্ত পঞ্চায়েত রযেছে যতক্ষণ বিজ্ঞপ্তিজারী না করা হচ্ছে এটা পঞ্চাযেত এলাকায় এখনও রযেছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে পঞ্চায়েতের মাধ্যম এই সমস্ত কাজ কর্ম পরিচালিত হচ্ছে। যেমন এ, ডি, সি, এলাকার গ্রাম পঞ্চাযেতগুলি সেইসব এলাকার মধ্যে নির্বাচিত হয়নি এত দিন সেখান থেকে একজন করে মনোনীত সদস্য বিভিন্ন পঞ্চাযেত সমিতির মধ্যে আমন্ত্রিত হিসাবে ছিলেন। এই সব গ্রাম গুলিতে এখনও উদ্যোগ চলছে মনোনীত কমিটি গঠন করার এবং এই কমিটি গঠিত হলে তার একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। নয় জনকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে এবং তারা যতক্ষণ না নির্বাচিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সব সমস্যাগুলি এবং উন্নয়নমূলক কাজ কর্মগুলি চালাতে দেবেন।

আর একটা প্রশ্ন যেটা বলেছেন, কতটা গ্রাম পঞ্চায়েত পুরোপুরি এ.ডি.সিতে পড়েছে নন-এ. ডি. সি এলাকা থেকে এবং এ.ডি.সি. থেকে কতটা নন-এ.ডি.সি. এলাকাতে পড়েছে এই ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, সমস্ত বিষয় গুলি শেষ হলে পরে এইটা বলা যেতে পারে ।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (কটিকরায়) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যেসব পঞ্চায়েত এ,ডি,সি,র ভিতরে বা নন-এ,ডি,সি-র মধ্যে পড়েছে সেইসব জায়গাতে এই কমিটি হওয়ার সাপেক্ষে যেসব সার্টিফিকেট স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার ব্যাপারে বা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন যেসব সার্টিফিকেট সেগুলি দেওয়ার কাজ এবং রেশনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হবেকিনা এবং পাশাপাশি এই এলাকার পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা করা হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এমন কোন গ্রাম নেই এখন গ্রাম পঞ্চায়েত হওয়ার পরে এই সব এলাকায় এই সব কোন প্রশ্ন নেই। এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে সেখানে পঞ্চায়েত সচিব রয়েছেন এবং সেগুলি তাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং এলাকার এ, ডি, সির মেম্বার রয়েছেন, বি,এ, সি-র মেম্বার রয়েছেন তারা সেখানে সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা রাখবে না এবং তার জন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে আছে এই রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই ।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR.

I have received a letter on 25th March, 1997 from Chief Minister of Tripura that Shri Aghore Deb Barma, Minister for Tribal welfare etc. Departments will not attend in the Assembly on this day i.e. 25th March, 1997 due to illness. Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister, Tripura will give all the replies to the questions and any other business relating to the Departments allocated to Shri Aghore DebBarma, Minister for Tribal Welfare etc. Departments.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামল মল্লিক (নেই) মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা ।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেঁচারথল) : — মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮০

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮০

—প্রশ্ন—

QUESTIONS AND ANSWERS

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে আরও কয়েকটি ব্লক গঠনের জন্য জনগণ দাবী তুলেছেন ?
২) সত্য হলে কোন কোন এলাকায় এই দাবী উঠেছে ?
৩) দামছড়া এলাকাতে এই ধরণের দাবী উঠেছে কি ?

১) হ্যাঁ। (২) রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে সময় সময় বিভিন্ন পর্য্যায়ে যে সমস্ত ডেপুটেশন দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে দামছড়া, কৈলাসহর, বিলোনীয়া, কল্যাণপুর, সোনামুড়া প্রভৃতি স্থানে ব্লক প্রতিষ্ঠার দাবীও রয়েছে। (৩) হ্যাঁ।

শ্রীঅনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ব্লক গঠন করার দাবী যদি জনগণ করে থাকেন তাহলে এই দাবী কার্যকর করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এইটা সবাই জানে যে, রাজ্যে এক সময়ে ১৭টি ব্লক ছিল এবং তার সঙ্গে আরও একটা ব্লক জোড়া হয়।

বর্তমানে রাজ্যে ২৮ টি ব্লক এবং এরমধ্যে একটি সাব্-ব্লক আছে। আগামী মাসের মধ্যে আরেকটা, ব্লক আমবাসা ব্লকের কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রশাসনকে গরীব মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন ব্লকের পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছি। ব্লক পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম চলছে। বর্তমানে নতুন ব্লক গঠনের দাবী উঠেছে সেটা অনেক সময় যুক্তিযুক্ত। তবে সরকার এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তবে আমরা মনে করি যে আগামীতে আরো কিছু এলাকায় ব্লক পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হবে এবং কয়েকটি নতুন ব্লক গঠন করা সম্ভব হবে।

শ্রীদ্রৌপদী কলই (অম্পিনগর) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে, কয়েকটি নতুন ব্লক করার প্রস্তাব রয়েছে। আমাদের রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মোতাবেক নতুনভাবে ব্লক গঠিত হয়েছে। ফলে অমরপুর ব্লকের টু-থার্ড গাঁওসভা অর্থাৎ ব্লক পুনর্গঠন করার পর মাত্র নয়টি গাঁওসভা নিয়ে এই ব্লক গঠন করা হয়। তারমধ্যে আবার এ, ডি, সি, এলাকা পুনর্গঠন করার ফলে আরো তিনটি গাঁওসভা এই ব্লক থেকে এ. ডি. সি এলাকার মধ্যে চলে যায়। এই রকম বেশীরভাগ ব্লকই একেবারে ছোট ছোট হয়ে পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অম্পিনগর দুর্গম এলাকা এবং এখানে দীর্ঘদিনের দাবী ছিল। কাজেই, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কিনা এই অম্পি নগরে সাব্-ব্লক গঠন করার জন্য ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, শুধু অম্পিনগর নয়, গণ্ডাছড়া ব্লককেও ভেঙ্গে দু'ভাগ করার এবং বিলোনীয়ার রাজনগর ব্লককে ভেঙ্গে দু' ভাগ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া তেলিয়ামুড়া

যে ব্লক রয়েছে তার সীমানা আঠারমুড়া থেকে বাংলাদেশের বর্ডার পর্যন্ত রয়েছে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় যে ব্লক মেলাঘর ব্লক তাতে ৭২ টি গাঁও পঞ্চায়েত রয়েছে, কুমারঘাট ব্লকের মধ্যে ৬৪ টি গাঁও পঞ্চায়েত রয়েছে এইগুলিকে ভেঙ্গে পুনর্গঠন করা দরকার। তারপর দামছড়া এলাকা পেচারথল ব্লকের অন্তর্গত এটাকেও পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। তারপর শিলাছড়ি বর্তমানে করবুক ব্লকের অন্তর্গত-ভৌগোলিক দিক থেকে এখানে অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। কাজেই, এখন বিভিন্ন জায়গা থেকেই ব্লক পুনর্গঠন করার জন্য দাবী উঠেছে। রাজ্য সরকার এটাকে বিবেচনা করে দেখছেন যাতে এই প্রশাসনকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ব্লকগুলিকে পুনর্গঠন করার জন্য।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় অনেকগুলি ব্লকের নাম বলেছেন যেগুলিকে পুনরগঠন করা প্রয়োজন রয়েছে। এইভাবে আমাদের মোহনপুর ব্লককে দুইভাগ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? কারণ, এই ব্লকের মধ্যে বর্তমানে ৪৭ টি গাঁও পঞ্চায়েত রয়েছে এবং দুর্গম এলাকা হয়েছে। কাজেই, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য মোহনপুর ব্লককে দুইভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার ১৭ টি ব্লককে ভেঙ্গে প্রায় ৩০ টি ব্লক করা হয়েছে। আরো কিছু নতুন ব্লক করা হবে এবং মোহনপুর এলাকার জনগণ থেকেও এই দাবী এসেছে। কিন্তু এইটাও ঠিক নয় যে যত ইচ্ছা সম্ভব ব্লক আমরা করতে পারবো। কিন্তু আমরা দেখব প্রয়োজন ভিত্তিক এবং প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার জন্য এবং জনগণের স্বার্থে আমাদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে রূপায়নের জন্য এইটা দেখব।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীসহিদ চৌধুরী।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) : - মিঃ স্পীকার স্যর, অ্যাডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৭।

শ্রী কেশব মজুমদার : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৭।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের মুসলিম সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,

২) ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বৎসরে ওয়াকফ বোর্ডে বাজেট বরাদ্দ কত,

৩) ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বৎসরে ওয়াকফ বোর্ডের বাজেট বরাদ্দ কত ছিল?

উত্তর

রাজ্যের মুসলীম সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

QUESTIONS AND ANSWERS

(ক) গরীব রোগীদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করা এবং রাজ্যের বাইরে যে সমস্ত সংখ্যালঘু রোগী যায় তাদেরকেও জন প্রতি দুই হাজার টাকা করে দেওয়া।

(খ) স্বনির্ভর প্রকল্পে ফল ও খাদ্য সংরক্ষণ, টেইলারিং ও কম্পিউটার সহ প্রভৃতির উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।

(গ) স্বনির্ভর প্রকল্পে রিক্সা, ঠেলা গাড়ী, সেলাই মেশিন প্রভৃতি দেওয়া হয়।

(ঘ) গরীব দুঃস্থদেরকে ঘর তৈরীর জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

(ঙ) আগরতলার বাইরে থেকে কোন প্রয়োজনে যারা আগরতলায় আসে তাদেরকে অল্প খরচে আবুল কালাম আজাদ পান্থ নিবাসে থাবার ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) দুঃস্থ গরীব সংখ্যালঘুদেরকে পানীয় জলের ফিল্টার ও মশারী দেওয়া হয়।

(ছ) ধর্মীয় স্থানগুলিকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের একটি প্রকল্প আছে।

(জ) মেধা-ভিত্তিক সংখ্যালঘু ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

(ঝ) পুরাতন মুসলীম সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের জন্য মহকুমা-ভিত্তিক ও জেলা ভিত্তিক জারী-সারী নামে উৎসব করা হয়।

২) ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বৎসরে ওয়াকফ বোর্ডের বাজেট বরাদ্দ মোট ৩৭ ৯৪ লক্ষ টাকা।

৩) ১৯৯২—৯৩ইং আর্থিক বৎসরে ওয়াকফ বোর্ডের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৯ ৭১ লক্ষটাকা।

শ্রীশহিদ চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উন্নয়নে কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং কি কি কাজ চলছে বললেন। এটা নিশ্চয়ই অভি-নন্দনযোগ্য বিষয়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই রাজ্যের মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এগুচ্ছেন- এটা সত্য কথা। আমরা এটাও লক্ষ্য করলাম ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বছরে ওয়াকফ বোর্ডের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৭-৯৬ লক্ষ টাকা। আর পক্ষান্তরে ১৯৯২-৯৩ইং আর্থিক বৎসরে সেই বরাদ্দের পরিমান ছিল ৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। ঐ বছরটা ছিল জোট রাজত্বের শেষ বছর। অথচ ১৯৮৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন চলে যায় তখনও ওয়াকফ বোর্ডের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা। গত পাঁচ বছরের রাজত্বের কল্যাণে সেই বরাদ্দ অর্ধেক হয়ে গেল যা একটা রেকর্ড বলা চলে। আমি যেটা জানতে চাই সেটা হলো এই রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য ১৯৯৭-৯৮ইং সালের বাজেট বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা হবে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা মাননীয় সদস্যও নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের আর্থিক অসংগতি কিছুটা রয়েছে। অর্থের সংকুলান না হলে কি করে বৃদ্ধি করব? এবার হয়ত আমরা বাজেটে

বেশী টাকা ওয়াকফ বোর্ডের জন্য ধরতে পারিনি। তবে আমাদের ইচ্ছা আছে এবং আমরা আগামী দিনে নিশ্চয়ই সেটা দেখব। গতবারে প্রথমবারের ১৭ লক্ষ টাকার উপর ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আমাদের অবস্থাটা কিছুটা ভাল হয়েছে তখন সেই বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করেছি। সুতরাং এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীটি একদম পরিষ্কার। আমরা চাই রাজ্যে যারা সংখ্যালঘু আছেন, তারা ধর্মীয় বা অন্য কিছু হোন না কেন, তাদের কল্যাণে বেশী করে টাকা খরচা করবই। তবে এক্ষুনি অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর মত কোন সংগতি আমাদের নেই। অর্থ সংকুলান হলে নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর): — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় স্থানগুলি সংস্কার করা হচ্ছে। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কল্যাণপুরের পূর্ব কৃষ্ণবন গাঁওসভার একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে এটা ঐতিহাসিক একটা জায়গা। সেখানে সরকারের অনুমোদিত দুই কাণী নাল জমি আছে সেই প্রতিষ্ঠানের নামে। সেখানে যাত্রী নিবাস ও বাউণ্ডারী ওয়াল করার জন্য একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন কার্যকরী গ্রহণ করা হয়নি। এই ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): — মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা সরকারের তরফ থেকে কোন পদক্ষেপ নেই না। এটা মাননীয় সদস্য জানেন। রাজ্যে এই ধরণের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্থান দেখার জন্য একটি বোর্ড আছে। সেটি হচ্ছে ওয়াক অব বোর্ড। বাজেটে যত টাকা বরাদ্দ হয় সে টাকা ওয়াক অব বোর্ডকে দিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যে ওয়াক অব বোর্ড ঐ সব ধর্মীয় সংস্কার অবস্থা বিবেচনা করে অর্থ বরাদ্দ করেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন সাব-ডিভিশন কমিটি আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি প্রস্তাব পাঠান, তাহলে সেটি নিশ্চই হবে।

শ্রীপবিত্র কর: — মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে আমাদের রাজ্যে একটি ওয়াক অব বোর্ড আছে। এই বোর্ডকে কেন্দ্র করে, কেন্দ্র থেকে কোন আর্থিক বরাদ্দ আমরা পাই কি না ? আর যদি না পাই, আমাদের রাজ্যের যে মুসলিম সম্প্রদায় আছে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে সেটি করা হবে কি না ? আর একটা বিষয় যেটা মাননীয় সদস্য মাখনবাবু এখানে বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায় যে যেখানে বসবাস করছে সেই সব জায়গাতে তাদের কবরস্থান এর জন্য যে সুনির্দিষ্ট স্থান আছে সেইগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): — মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমরা চিন্তা ভাবনা ইত্যাদি করছি। সেই রকম সমস্যা আগরতলা, উদয়পুর ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আছে। রাজ্য সরকার এইসবগুলিকে ডিমার্কেসন করে অনেকটা ওয়াক অব বোর্ডের কাছে দিয়ে দিয়েছে, আর বাকী যেটা

QUESTIONS AND ANSWERS

আছে তার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সেটি ডিমার্কেশন করা হবে। সেই ব্যাপারে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনেল কমিটিগুলিকে বলা হয়েছে। এবং কেন্দ্র থেকে কোন টাকা পয়সা আমাদেরকে দেওয়া হয় না।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্রনাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪

প্রশ্ন : — সারা রাজ্যে মোট কতটা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে ?

উত্তর : — সারা রাজ্যে মোট ৫১৫ টা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে।

প্রশ্ন : — পঞ্চায়েত সচিব নেই এমন পঞ্চায়েত সংখ্যা কত ?

উত্তর : — সারা রাজ্যে তিনটি ব্লকের অধীনে মোট ১২টা গাঁও পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত সচিব নাই। তবে উক্ত পঞ্চায়েতগুলিতে বি ডি.ও র নির্দেশক্রমে পার্শ্ববর্তী পঞ্চায়েতের সচিব গণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : — একজন সচিব একাধিক পঞ্চায়েতের দায়িত্বে আছে এমন পঞ্চায়েত সচিবের সংখ্যা কত ?

উত্তর : ১২ জন।

প্রশ্ন : — প্রতিটি গাঁও পঞ্চায়েতে দু জন পঞ্চায়েত সচিব নিয়োগের পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর : — ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রতিটি গাঁওসভায় দু জন করে পঞ্চায়েত সচিব নিয়োগের ব্যাপারে পরিকল্পনা আছে। তবে এখনো প্রতিটা পঞ্চায়েতে দুই জন সচিব নিয়োগের জন্য পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ : — মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি পানিসাগরের দক্ষিণ গঙ্গা নগর গাঁওসভায় পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর অভাবে রেশন কার্ড বিলি এখন পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে সেই রকম কোন ঘটনা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না ?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, পানিসাগর ব্লকের দক্ষিণ গঙ্গানগর গাঁওসভাতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ছিল। কিন্তু একটি মামলার কারণে পঞ্চায়েত সচিব সেই পঞ্চায়েতে যাওয়া বন্ধ করেন। পরবর্তী সময় পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সেখানে পঞ্চায়েত সচিব নিয়োগ করা হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেখানে পঞ্চায়েত সচিবের জন্য সেখানে কোন কাজের সমস্যা হচ্ছে না। কোর্টে মামলা থাকাতে অফিসের সমস্ত কাগজ পত্র কোর্টে জমা আছে। ডিপার্টমেন্ট থেকে মাননীয় আদালতের কাছে আবেদন করা হচ্ছে সেই সমস্ত কাগজ পত্র দিয়ে দেওয়ার জন্য। এখন মাননীয় আদালত নির্দেশ দিলেই এই সমস্ত সমস্যা সুরাহা হতে পারে।

শ্রীসমীর চৌধুরী : — মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, এখনো ১২টি পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত সচিব নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। সেখানে একজন সচিব ডুয়েল চার্জে

আছে। এটা বুঝতে পারলাম না, স্যার, আমি এখানে জানতে চাই এটা কি সংকুলান হচ্ছে? দ্বিতীয়ত ঃ বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে হারে গ্রামে কাজ চলছে সেই ক্ষেত্রে ফিল্ডে গিয়ে কাজ দেখাশুনা করা, তারপরে অফিসিয়েল কাগজপত্র ঠিক করা এই দুটি কাজ সময় মত নাহলে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে পরিকল্পনা আছে কিন্তু কার্য্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। সেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে গুরুত্বসহকারে সরকার কবে নাগাদ এই সমস্ত পদ পূরণ করবেন।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই জানিয়েছি, ত্রিস্তরে ২ জন করে পঞ্চায়েত সচিব প্রতিটি পঞ্চায়েতে দেওয়া হবে। গত প্রায় এক বছর ধরে প্রায় শতাধিক পঞ্চায়েত সচিবের পদ শূণ্য হয়েছে। তাছাড়া, কিছু কিছু পঞ্চায়েত সচিবের অবসরের সময় এগিয়ে আসার জন্য তাদের বদলী করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন ব্লক এলাকায় পঞ্চায়েত সচিব দু'জন করে আছেন। আর যেখানে নেই, সে জায়গার কথা আমি বলছি। দক্ষিণ ত্রিপুরার রূপাইছড়িতে ৬ জন পঞ্চায়েত সচিব একাধিক দায়িত্বে রয়েছেন। দশদা ব্লকে একজন পঞ্চায়েত সচিব একাধিক পঞ্চায়েতে দায়িত্বে রয়েছেন। আর বগাফাতে পাঁচ জন পঞ্চায়েত সচিব একাধিক দায়িত্বে রয়েছে। সচিবরা অবসর গ্রহণ করেছেন তার জন্য ২ জন করে দেওয়া যাচ্ছে না। এই কারণে একজন পঞ্চায়েত সচিব একাধিক স্থানে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করছেন, কবে নাগাদ দেওয়া যাবে? যেহেতু রাজ্য সরকারের প্রক্রিয়া চলছে সেজন্য বলা যাচ্ছে না কবে নাগাদ দেওয়া যাবে। মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন, আমরা এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি কিনা? অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। যে ভাবে কাজ হচ্ছে, তাতে আরো পঞ্চায়েত সচিবের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩০৬

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩০৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি শহর এলাকার গরীব মানুষের মধ্যে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে কিছু মশারী বিলি করা হয়েছিল;

২। যদি সত্য হয়, তবে কতজনকে কি ভিত্তিতে বিলি করা হয়েছিল?

উত্তর

১। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে আগরতলা পৌর পরিষদ শহর এলাকার গরীব মানুষের মধ্যে জন্য মশারী বিলি করে নাই।

QUESTIONS AND ANSWERS

২। প্রশ্ন উঠে না। তবে আগরতলা পৌর পরিষদ ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসরে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পৌরবাসীদের মধ্যে বিলি করার জন্য ২ হাজার সাধারণ নাইলন মশারী দ্বিগুণ মাপের ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডি ক্রাফ্‌ট থেকে আরবান বেসিক সার্ভিস প্রোগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়েছিল। প্রত্যেক ওয়ার্ডের সদস্যগণ এবং মিউনিসিপ্যাল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলের সাথে আলাপ আলোচনা করে বেনিফিসারী নির্ধারণ করে এই দুই হাজার মশারী বর্তমান আর্থিক বৎসরে বিশেষ করে বস্তিবাসীর মধ্যে যতটা সম্ভব বণ্টন করবেন ।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা : — আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির মত নগর পঞ্চায়েতের মধ্যে বসবাসকারী গরীব লোকদের মধ্যে মশারী বণ্টন করা হবে কিনা ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) : — স্যার, নগর পঞ্চায়েতের সদস্যগণ বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে বর্তমান যে দারিদ্র সীমা নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যেই হবে। এর বেশী সম্ভব নয় ।

মিঃ স্পীকার : — শ্রীঅমিতাভ দত্ত ।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত : — মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত ।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪২৫ ।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪২৫ ।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এবং

২। জেলা পরিষদগুলির প্রশাসনিক শক্তি বৃদ্ধি করে প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ গণমুখী প্রশাসন করার লক্ষ্যে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে প্রথমত: । গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার গ্রামস্তরে কর্মরত সমস্ত দপ্তরের কর্মচারীগণ যাতে গ্রাম পঞ্চায়েত মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন, সেই জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রামস্তরে কর্মরত সমস্ত কর্মচারীগণকে আমন্ত্রন জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের পর্যালোচনা ও সুষ্ঠু রূপায়ন সুনিশ্চিত হয়। এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি স্ব স্ব কাজ কর্ম রূপায়নে গ্রাম পঞ্চায়েত মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে ।

পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ স্তরে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তরের স্মারক-

লিপির মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, কোন রাজ্য সরকারী অফিসারের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির কাজকর্মের গতি ব্যাহত করার কোন প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। উক্ত স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েত সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অফিসারের কর্তব্য হবে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির মিটিং এ উপস্থিত হওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩ এর ৮৭ ধারায় ১০ নং উপ ধারায় বর্ণিত আছে যে পঞ্চায়েত সমিতি যে কোন সময় ব্লকস্তরে কর্মরত কোন অফিসারকে পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। এর ফলে কাজকর্মের পর্যালোচনা এবং সমন্বয় সাধন সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব। অনুরূপভাবে জেলা পরিষদেও জেলা স্তরে কর্মরত কোন জেলা আধিকারীককে জেলা পরিষদ মিটিং এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। এর মাধ্যমে জেলা স্তরে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পর্যালোচনা এবং সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখযোগ্য প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির এবং জেলা পরিষদের সাতটি করে স্থায়ী বা স্ট্যান্ডিং কমিটি রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি গুলির ক্ষেত্রে ব্লক স্তরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট আধিকারীকগনকে অফিসিয়াল মেম্বার হিসাবে রাজ্য সরকার নিযুক্ত করেছেন। এর ফলে পঞ্চায়েতের কাজকর্মের অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধনের পথ সুগম করা হয়েছে।

ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩ এর ১২২ নং ধারায় প্রতিটি জেলার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঐ কমিটিতে লোকসভার সদস্য, বিধানসভার সদস্য, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সংশ্লিষ্ট জেলার অধীনে পঞ্চায়েত সমিতি সমূহের চেয়ারম্যানগণ, জেলা পরিষদের মুখ্যনির্বাহী কার্যকারক, সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যাংকগুলির প্রতিনিধিগণ সদস্য হিসাবে আছেন। এই কমিটির নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত কেবিনেট পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন মন্ত্রী কমিটির নেতৃত্বে আছেন।

২। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থির করেছেন যে আগামী ১-৪-১৯৯৭ ইং থেকে প্রতিমাসে জেলাস্তরে উন্নয়নমূলক দপ্তরগুলির আধিকারীকগণ তাঁদের কাজের অগ্রগতির রূপায়ন সম্পর্কে জেলা পরিষদের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। জেলা পরিষদ জেলা আধিকারীকগণকে প্রয়োজনমত নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। যা জেলা আধিকারীকগণকে পালন করতে হবে। যদি রাজ্য সরকারের বর্তমান কোন নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পরিষদের নির্দেশ পালন করা জেলা আধিকারিকের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি জেলা পরিষদের মুখ্যনির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে পাঠাবেন। এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশানুসারে জেলা অফিসার প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করবেন।

রাজ্য সরকার পর্য্যায়ক্রমে জেলা পরিষদগুলিতে প্রয়োজনমত সংখ্যক কর্মচারী পোষ্টিং দেবেন। প্রসঙ্গত,

QUESTIONS AND ANSWERS

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তরে ইতিমধ্যে জেলা পরিষদগুলিতে একজন করে হেড ক্লার্ক, ২জন করে ইউ, ডি. সি এবং একজন করে পিওন দেওয়া হয়েছে। যাতে জেলা পরিষদ অফিসের দৈনন্দিন কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তথ্য পেশ করলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত হওয়ার পর পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শুধু ক্ষমতা না অর্থ করী পর্যান্ত তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে- এস. আর. ই. পি সহ বিভিন্ন স্কীমের দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিজেরা প্রজেক্ট করে নিজেরা কাজ করতে পারেন। বলা যায় গ্রামের একটা সরকার। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন পঞ্চায়েত সচিব এখন পর্যান্ত প্রতিটি পঞ্চায়েত নেই। পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত দপ্তরগুলি আছে, সেখানে কাজকর্ম হচ্ছে না এবং বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই তাই পঞ্চায়েত সমিতিগুলি বিভিন্ন ভাবে ভুগছে। সেখানে একজন পঞ্চায়েত অফিসার আছেন ওয়ার্ক অর্ডারের পর যে সমস্ত দপ্তরের সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মচারী সঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিত হয় না এবং কাজকর্মও ঠিক ভাবে করে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেটা জানাবেন কি?

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বিস্তৃত ভাবে মাননীয় সদস্য যা জানতে চেয়েছেন তা বলেছি। এবং মাননীয় সদস্য এখানে আবার বলেছেন যে পঞ্চায়েতস্তরে অনেক কর্মচারী আছে যারা কাজকর্ম ঠিক ভাবে করেন না, কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এই কথা আমি আগেই বলেছি। রাজ্য সরকারের নিয়োগনীতি অনাহত রয়েছে কাজেই এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাস্তরের কর্মচারীদের সরকার নির্দেশ দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে যদি কোন ক্ষতি বা গাফিলতির সৃষ্টি হয় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীপবিত্র কর :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানতে চাই জেলা প্ল্যানিং কমিটি রয়েছে। ব্লক এবং পঞ্চায়েত লেভেল প্ল্যানিং কমিটি করা হবে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, এখনও সরকার এই সিদ্ধান্ত নেন নি। মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন সেটা সরকার চিন্তা করে দেখবেন

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক দেববর্মা।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)।

মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং (কাঞ্চনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১০।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কাঞ্চনপুর মহকুমাধীন উজান মাছমারা ও মাকুমছড়া এই দুটি গাঁওসভার কিছু অংশ নিয়া হেমসকলা পাড়া গাঁওসভা নামে একটি নূতন গাওসভা সৃষ্টি করা হচ্ছে,

২। যদি সত্য হয় তবে তার কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না, পঞ্চায়েত দপ্তরে এই রকম কোন প্রস্তাব এখনও আসেনি ।

২। প্রশ্ন আসে না ।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ঐ সমস্ত এলাকায় অর্থাৎ উজান মাছমারা এবং মাকুমছড়া এই দুটি এলাকায়, প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারন, জনগণের সাক্ষ্য সংগ্রহ করে পঞ্চায়েত দপ্তরে আলাদা একটা গাঁওসভা করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এটা হচ্ছে ১ নং ।

দুই নম্বর হচ্ছে গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে দশদা বি. এ. সি. মিটিং-এ এই সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, এখানে বলা হয়েছিল সরকারীভাবে সেটা তদন্ত করে একটা গাঁওসভা গঠন করা হবে। এই ব্যাপারে তদন্ত করা হবে কিনা এবং নতুন গাঁওসভা গঠিত হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন যে এলাকাটি নিয়ে হেমশুকলাপাড়ার গাঁওসভা গঠনের যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, এটা আমি নিজেও অবগত আছি ! এখানে আর. ডি এবং পঞ্চায়েত এর কিছু এলাকার সদস্যগন উপস্থিত নর-নারী । তারা একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন বেশ কিছু দিন আগে এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রীর নামেও একটা কপি আসে এবং ১৯৯৬ সনের ২৮শে ডিসেম্বর দশদা বি. এ, সি সভায় এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন মাননীয় সদস্যগন । মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং সভাপতি ছিলেন এই সভায় এবং তারা সেখানে প্রস্তাব পাশ করেন রাজ্যসরকারের কাছে পাঠানোর জন্য ।

সম্প্রতি যে প্রশ্নটি এসেছে, মাননীয় বিধায়কের কাছ থেকে, আমরা তথ্য নিয়ে দেখেছি বি, এ, সি সভা থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এইটা সম্পূর্ন সত্য মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন । কিন্তু দপ্তরে এখনও সেই প্রস্তাব আসেনি । এটা সত্যি কথা উজান মাছমারা, মাকুমছড়া এই দুইটা গ্রামে একই সাথে পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে । একত্রিত করে একটা পঞ্চায়েত গঠন হলে পরে তাদের আশা-আকাঙ্খার কথা, বিভিন্ন সমস্যার কথা তাদের তুলে ধরার পক্ষে অনেক সহজ হবে। তাদের

QUESTIONS AND ANSWERS

চাহিদামত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কথা তারা তুলে ধরতে পারবেন। সেইদিক থেকে একটা গাঁওসভা গঠিত হলে ভাল হবে এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। যেহেতু মাননীয় সদস্য এখানে প্রশ্ন রেখেছেন কেন এলনা, আমরা পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করব এবং এই ধরনের প্রস্তাব কেন পাঠানো হলনা তা খবর নেব এবং গাঁওসভা গঠন করা যায় কিনা এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার পরীক্ষা নীরিক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

মিঃ স্পীকার : — আজকের প্রশ্নোত্তর পর্বশেষ। যেসমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE 'A' & 'B'

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) : — স্যার, আজকের ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় অমরপুরে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার সহ তিন সরকারী কর্মী অপহৃত, তল্লাশী। অমরপুরে উপদ্রুত অঞ্চল চলছে। সেখানে আসাম রাইফেল্স, বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এফ মোতায়েন আছে। এর মধ্য থেকে একজন জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার এবং ১ জন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে অপহরণ করে টাইগার ফোর্স বৈরীরা নিয়ে যায়। মুক্তিপণ হিসাবে ১০ লক্ষ টাকার একটা চিঠি রেখে গেছেন। আমরা পার্টিই বলেছিলাম স্যার, এই হাউসে গৌহাটি এবং কাকড়াছড়াই বৈঠকে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর উপজাতীরা উদয়পুর এবং অমরপুর এলাকার দিকে চলে যাচ্ছে। সেখানে যেকোন সময় ঘটনা ঘটতে পারে। এইজন্য আমরা সারা রাজ্য উপদ্রুত আইন চেয়েছি। আমরা অপহৃতরা কি অবস্থায় আছে, তাদের উদ্ধারের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আমি অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন বিবৃতি চাচ্ছিনা, আমি হাউসের নেতা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি বিবৃতি চাইছি তাদের উদ্ধারের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কারণ এই প্রকারে অঞ্চলগুলিতে কাজকর্ম এমনিই বন্ধ হয়ে আছে।

শ্রীঅনিল চাকমা : — পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, উনি অপদার্থ যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন এটা বিধানসভাতে ব্যবহার করতে পারেন কিনা, মাননীয় সদস্য যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন এই শব্দটাকে বাদ দেওয়া যায় কিনা ?

শ্রীদীপক নাগ : — তারপর এলাকার কর্মচারী যারা রুরেল এলাকায় কাজ করেন, পঞ্চায়েত সচিব, তারপর পানীয় জলের ব্যবস্থা এইসব কিছুই হচ্ছেনা, তার জন্য সারা রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষনা করবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এটার কি স্টেটমেন্ট দেব· মাননীয় সদস্য যে স্টেট-

মেন্ট চাইছেন সারা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা করা হবে কিনা তার স্টেটমেন্ট অলরেডী সর্ট ডিউ-রেশান নোটিশ হয়েছে, এর আগে তারা প্রশ্ন তুলেছেন বাতিল হয়ে গেছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— স্যার, এখানে বিবৃত্তি চাওয়া হয়েছে, আপনাদের কাছে দাবী করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — সেটাতো চান নি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) : — বিবৃতি চাওয়া হয়েছে। আপনার কান আছে নাকি, ওর কানটা কি বাইরে রেখে আসে নাকি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, এর সঙ্গে সারা রাজ্য উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার কি প্রশ্ন থাকতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মি: স্পীকার স্যার, কলিং এটেনশান বা সর্ট ডিউরেশান যেভাবে জিরো আওয়ারে আসে সেভাবে এটা আসলে, আপনি চেয়ার থেকে আমাকে নির্দেশ দিন নিশ্চয় আমি উত্তর দেব।

শ্রীদীপক নাগ : — জিরো আওয়ারে আমার রাইট আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — অফিশিয়েলী আনতে হবে। স্যার, ওর হাতে একটা কাগজ, আমি এখান থেকে উত্তর দেব, এটা হয় ?

শ্রীদীপক নাগ : — কিসের কাগজ, এটা আপনাদের কাগজ "ডেইলী দেশের কথা"।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন না নাকি যে, জনিয়র ইঞ্জিনীয়ার সহ তইজন সরকারী কর্মচারীকে এ. টি. টি. এফ তুলে নিয়ে গেছে, এটা উনি জানেন না নাকি ? এখানে ডেইলী মিছা কথা থেকে এটা বলা হচ্ছে, এটাতো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের জানার কথা। স্যার, যে তিন জন সরকারী কর্মচারীকে তুলে নিয়ে গেছে যারা, ওদের আশ্রয়ে আশ্রিত এবং প্রশ্রয়দাতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বললেতো চলবে না। স্যার, আমরা হাউসে এটা জানতে চাইছি ওরা যাদের তুলে নিয়ে গেছে তারা কেমন আছে এবং তাদের মুক্তির জন্য কি করা হয়েছে। এই জন্যইতো বলি অপদার্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমরা উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে এটা জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — স্যার, যে পয়েন্টের উপর তারা জানতে চাইছেন, তারা আগে এটাকে এডমিট করাক। আপনি নির্দেশ দিন আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেব।

শ্রীদীপক নাগ : — এটা এডমিট করার মত বিষয়বস্তু না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, এখানে আমার একটা বিষয় জানার আছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে কথাটা বলেছেন, আমি যদি শুনতে ভুল না করে থাকি যে, ডেইলী মিছা কথা উনি উল্লেখ

MATTER RAISED BY MEMBER

করেছেন। স্যার, এই পত্রিকা যদি ওনার থাকে তো উনি বলতে পারেন। এর উপর কি বিবৃতি দেবে। এই রকম কোন পত্রিকা ত্রিপুরা রাজ্যে আছে আমাদের জানা নেই। সুতরাং এর উপর কি বিবৃতি হতে পারে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অফ্ অর্ডার, স্যার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : — আপনি বসুন। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) : — (নট অডিএবল) স্যার, ওরা একটা ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : — মিঃ স্পীকার স্যার, ধন্যবাদ জানাই মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীকে, উনি এখানে স্বীকার করেছেন যে দৈনিক দেশের কথা মিছা কথা বলেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই ধরনের কো কথাই বলিনি। আমি বলেছি যে উনারা খুব কম সংখ্যক লোকের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এখানে দৈনিক দেশের কথা পত্রিকায় যে সংবাদ বেরিয়েছে 'জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার সহ তিনজন সরকারী কর্মচারী অপহৃত'। এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি আগামী ২৭-৩-৯৭ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : — পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, সরকারী কর্মচারীদের জীবনের কি কোন দাম নেই। তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব এরা সকলেই উদ্বিগ্ন এরা আজকে কি অবস্থায় আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই খবর যখন আসে তখন সঙ্গে (মিনিস্টার) সঙ্গেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে প্রাথমিকভাবে যেটুকু ইনফরমেশান রয়েছে,

সেটা হচ্ছে আসাম রাইফেলস-এর জোয়ানরা ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকাসমূহে ঢুকেছে। তারা তল্লাসি চালাচ্ছে। রাতের দিকে তারা ঢুকেছে। এখনও ফিরে আসেনি। সি. আর. পি. এফ এবং টি. এস. আর. জোওয়ানরাও তল্লাসী চালাচ্ছে। কাজেই তারা যতক্ষন না ফিরে আসছে, ততক্ষন আমার পক্ষে কি করে বিস্তারিত খবর দেওয়া সম্ভব হবে? ওরা ফিরে আসলেই আমি সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারব বলেই আগামী পরশু অর্থাৎ ২৭ তারিখে উত্তর দিতে পারব বলে জানালাম। আমার কাছে যেটুক খবর রয়েছে সেটা জানালাম। তারপরও যা কিছু জানতে চাওয়া হয় সেটা নিয়ে আমি আগামী ২৭ তারিখে এই হাউসের বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— থামুন, বসুন। মাননীয় সদস্যদের নিয়মানুসারে বলার অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যেসমস্ত অসংসদীয় কথা বলা হচ্ছে সেসমস্ত কথাগুলি সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আপনার দৃস্টি আকর্ষন করছি।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, সমস্ত অসংসদীয় কথাগুলিই সভার কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হল। মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি সভার কাজ চলতে সাহায্য করুন। আপনারা বসুন সবাই। আমার অনুরোধ আপনারা সভার পরবর্তী কর্মসূচী শুরু করতে সাহায্য করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা ১০ মিনিটের জন্য মুলতবী রইল।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের বলছি বসুন। উনাকে বলতে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই খবর গতকাল রাত্রে এসে যখন পৌঁছায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আসাম রাইফেলস্ তখন যে অপারেশনে গিয়েছে এখন পর্য্যন্ত ফিরে আসে নাই। এছাড়াও সি. আর. পি. এফ. এবং টি, এস, আর বিভিন্ন দিক থেকে সেখানে অপারেশন চালাচ্ছে কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে পরবর্তী সময়ে আমার পক্ষে এই সম্পর্কে কথা বলা সম্ভব হবে। এই সম্পর্কে আমার কাছে যে খবর আছে তাতে দেখা যাচ্ছে অপারেশন চলছে এই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাতে হলে আমি ২৭ তারিখে জানাতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মিঃ স্পীকার :— না আর হবে না।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— অন্য একটি বিষয় স্যার, জিরো আওয়ারে বলছি আমি।

MATTER RAISED BY MEMBER

মিঃ স্পীকার :— না, আর দেওয়া যাবে না। জিরো আওয়ার কি সব সময় নাকি ? না, দেওয়া যাবে না কিছুতেই ।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় সদস্য বসুন, আপনারা সবাই বসুন, বসুন বলছি। মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথের বক্তব্য সভার কার্য্যবিবরণী থেকে বাদ হয়ে যাবে ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, সব এক্সপাঞ্জ হওয়া উচিৎ ।

মিঃ স্পীকার : — হঁ্যা, সব এক্সপাঞ্জ হয়ে যাবে ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : — স্যার, আগে আপনি ব্যাপারটা শুনুন না কি বলা হচ্ছে ?

মিঃ স্পীকার : — এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আপনারা বসুন ।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া : — স্যার, তাদেরকে বের করে দিন ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : — এই সভা ১০ মিনিটের জন্য মুলতবী রইল ।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার : — এখন রেফারেন্স পিরিয়ড ।

শ্রীরতনলাল নাথ : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ সকাল বেলা সিমনা এলাকা থেকে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল একদল লোক এখানে এসে— — ।

মিঃস্পীকার : — না, না, বসুন। মাননীয় সদস্যকে আমি বলছি বসুন। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড, অলরেডি আপনি বলেছেন ।

শ্রীরতনলাল নাথ : — স্যার, আমি বলছি যে, — — ।

মিঃ স্পীকার : — না, না বসুন। নিয়ম মেনে আনবেন, নোটিশ দিয়ে আনবেন এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। এটা নোটিশে আনুন ।

শ্রীঅমল মল্লিক : — স্যার, এখন জিরো আওয়ার ।

মিঃ স্পীকার : — জিরো আওয়ার এখন নেই, জিরো আওয়ার শেষ। জিরো আওয়ার এক ঘন্টা চলে নাকি ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : — না, না এটা দেওয়া যায় না ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ — নোটিশ দিন নোটিশ অনুযায়ী আসুন ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) ঃ — স্যার, এইভাবে চলতে পারে না। একটু পরে একটা তুলবেন প্রসিডিউর মেইনটেন করে যা কিছু আসুক তারা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ : — আপনি দেখে যদি মনে করেন তাহলে — —।

মিঃ স্পীকার ঃ — আমি পরে দেখব আমার রুমে যাবেন, এই মিটিংয়ের পরে যাবেন, দেখব আপত্তি নেই ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : — (উপমুখ্যমন্ত্রী) ঃ — স্যার, আপনি বিজনেস চালিয়ে দিন ।

মিঃ স্পীকার ঃ — আপনি রুমে যাবেন দেখব, কেন বলছেন, আপনারা নিয়ম জানেন, লেখাপড়া জানেন সবকিছু জানেন । বসুন, বসুন ।

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড আমি একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত আছেন । নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে। — ধৃত এ. টি, টি, এফ, নেতাকে ছাড়াতে শাসক দলীয় নেতাদের দৌড়ঝাপ' এই শিরোনামে গত ২৪. ৩. ৯৭ই তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসম্পর্কে ।

আমি এখন মাননীয ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে সময় চাইতে পারেন। আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — স্যার আমি ২৯ তারিখ এর উপর বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৯ তারিখ বিবৃতি দেবেন আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা এবং শ্রীসহিদ চৌধরী মহোদযগনের কাছ থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে" শরীর, শিক্ষাকে বিদ্যালয় শিক্ষায় পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে "।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য । যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে সময় চাইতে পারেন। আজ কখন অথবা কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান ।

REFERENCE PERIOD

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি আগামী ২৯ তারিখ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার : — আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট হইতে একটি উল্লিখিত বিষয়ের উপর একটি নোটিশ পেয়েছি । মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে 'হাসপাতালগুলির জন্য এক্স্‌রে মেশিন ক্রয় লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে দুষ্টচক্র, এই শিরোনামে গত ২১শে মার্চ, ১৯৯৭ইং তারিখে প্রকাশিত স্যন্দন পত্রিকায় সংবাদ সম্পর্কে' ।

আমি এখন মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে সময় চাইতে পারেন। আজ কখন অথবা পরে কবে উনি বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান ।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি আগামী ২৭ তারিখ এর উপর বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৭শে মার্চ, ১৯৯৭ ইং এর উপর বিবৃতি দেবেন। আজকের কার্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক গত ১৮-৩-৯৭ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য ।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ— "রাজ্যের কৃষকদের পাওয়ার টিলার ও পাম্পসেট সরবরাহে সাবসিডি বৃদ্ধি করা সম্পর্কে ।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী):- কৃষি দপ্তর ১৯৯৫-৯৬ আর্থ বছর পর্যন্ত ১৫ হাজার করে সাহায্য করা হত। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে পাওয়ার টিলা কেনার জন্য ভর্তুকীর হার বাড়িয়েছেন। তা ৩০ হাজার টাকা করা হয়েছে। বর্তমান আর্থীক বছরে ১২২টা পাওয়ার টিলা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ভর্তুকীতে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় ৮৮টা পাওয়ার টিলার বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৫ ভাগ এবং রাজ্য সরকারের ২৫ ভাগ সহায়তা থাকবে। এ ছাড়াও রাজ্য সরকারের সহায়তায় আরও ৪২ টি পাওয়ার টিলার বের করার পরিকল্পনা রয়েছে। উত্তর ত্রিপুরায় ১৫ টি দক্ষিণ ত্রিপুরায় ২৫ টি পশ্চিম ত্রিপুরায় ৩০টি এবং ধলাই জেলায় ১০ টি, এইভাবে বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রের সহায়তায় ৮৫ টি পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে। আর রাজ্য সরকারের সহায়তায় যে ৪২ টি পাওয়ার টিলার দেওয়া হবে, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১২ টা দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১১ টা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১২টা এবং ধলাই জেলায় ৭ মোট ৪২ টা পাওয়ার টিলা দেওয়া হবে। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৬৩ টা পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে। এবং বাকী পাওয়ার টিলারগুলো ৩১

মার্চের মধ্যে বিতরণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে পাওয়ার টিলারের মূল্য হচ্ছে ৮৮ হাজার ৩ শত ৮৫ টাকা, সেখান থেকে ৬৪ শতাংশ ভূর্তকী হিসাবে পায়। আর পাম্প সেট ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত ৬ হাজার টাকা করে বিতরণ করা হচ্ছে। রাজ্যের কৃষি দপ্তর ১৯৯৬-৯৭ সালেও ৫৫০ টাকা ভূর্তকীতে পাম্প সেট দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন। এবং পাম্প সেটের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কোনভূর্তকী নেই। এবং যেগুলি রাজ্যের মধ্যে বিতরণ করা হবে সেটি নিম্নরূপ :-দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৫০টি, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১০০ টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৫০টি, ধলাই জেলায় ১০০টি মোট ৫০০টি। এটা আগামী অর্থ বছরে বিতরণ করা হবে। বর্তমানে প্রতিটি পাম্প সেটের মূল্য ১৬ হাজার ২শত ৪৮ টাকা।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : — পয়েন্ট অব ক্লিরিফিকেশন স্যার, পাওয়ার টিলার বা পাম্প সেট কিনার ব্যাপারে যে ভূর্তকী দেওয়া হয়, সে ব্যাপারেএখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত করেছেন। কিন্তু স্যার, সেখানে লক্ষ্য করলাম, ব্লকের মাধ্যমে যে পাওয়ার টিলা বণ্টন করা হয় সেখানে একটি গাইড লাইন আছে। সেই গাইড লাইনে বলা আছে যে যাদের নাল জমির ৫ (পাঁচ) একরের বেশী থাকবে, তারাই সেই ভূর্তকী নিয়ে পাওয়ার টিলার ক্রয় করতে পারবে। আর যারা তার কম জমি থাকবে তারা পাওয়া টিলার পাবে না। এ অবস্থায় আমরা দেখছি স্যার, যারা প্রান্তিক চাষি, গরীব চাষী তারাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যায় বেশী। কিন্তু তারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেহেতু জায়গার পরিমান মত মর্গেজ দিতে হবে সেই কারণে তারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে করে ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকরাই উপকৃত হচ্ছে। সেই কারণেই আমার সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই প্রচলিত নিয়মটিকে পরিবর্তন করে যাতে গরীব চাষীরা সেই সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে পদ্ধতির কথা বললেন, সেটা আগে ছিল। বর্তমানে এধরনের পদ্ধতি চালু নেই। এখন ল্যাণ্ডের কোন সিলিং নেই। প্রকৃত কৃষকরাই যাতে পাওয়ার টিলার, পাম্প সেট পেতে পারেন সেজন্য একটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি করা হয়েছে। তারা পঞ্চায়েতের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করে বেনিফিসারী বাছাই করে থাকেন। এখন সেই বাছাইয়ের মধ্যে গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু পদ্ধতিতে কোন গোলমাল নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক : — স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি নির্ভর। কেন্দ্রীয় সরকারও কৃষিকে শিল্পে পরিণত করার জন্য বলছেন। কাজেই এখানে যে পাওয়ার টিলারের জন্য সাবসিডি দেওয়া হয়, কেন্দ্র এবং রাজ্য মিলে তাতে দেখা যাচ্ছে, ৪৩ শতাংশ হচ্ছে। একটা পাম্প সেটের দাম, ১৬ হাজার, তার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে ৬ হাজার টাকা।আর আমরা এও লক্ষ্য করেছি, পাওয়ার টিলার কৃষকদের ৫০।৬০ টাকা ঘণ্টার চুক্তিতে আনতে হচ্ছে। কাজেই এখানে যে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে, তাতে ছোট ছোট কৃষকরা

REFERENCE PERIOD

উপকৃত হচ্ছে না । কাজেই পাওয়ার টিলারের জন্য ৭৫ শতাংশ এবং পাম্প সেটের জন্য ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ — স্যার, বিষয়টা আমরা কেন্দ্রীয় সরকার-এর কাছে বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারি। রাজ্যের ক্ষেত্রে ৩০ হাজার টাকা সাবসিডি দিচ্ছে । প্রায় ৩৪ পার্সেন্ট হচ্ছে। এরজন্য বৎসরে ১২, ৬০০০ টাকা ভর্তুকিতে দেওয়া হচ্ছে। এর বেশী দেওয়া রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয় ।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ — স্যার, যেহেতু ছোট ছোট কৃষকরা এই ভর্তুকির সুযোগ নিতে পারছেনা সেজন্য ৪/৫ জন ছোট ছোট কৃষককে একত্রে করে দেওয়ার জন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ — স্যার এই স্কীমটি হচ্ছে, ইণ্ডিভিজুয়্যাল বেনিফিসারিস্ স্কীম মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন এটা করা সম্ভব নয় । কৃষি সমবায় করতে হলে করা যায় । কিন্তু আমাদের রাজ্যে সমবায়ের অবস্থা খুবই খারাপ । সোনামুড়া অ্যাগ্রিকালচার সোস্যাইটি হয়েছিল। তার কথা সবাই জানেন ।

শ্রী[illegible] কর ঃ — স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, পাওয়ার টিলারের যে আইন কানুন আছে, তাতে ছোট কৃষকরা কিনতে পারে না। সে ক্ষেত্রে এগুলি ক্রয় করার জন্য আন এমপ্লয়েড যুবকদের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমার মনে হয়। দু'টো সুযোগ পাওয়া যায়। তাদের কোন সাবসিডির সুযোগ দেওয়া যায় এবং বেকার সমস্যাও কিছুটা দূর হয়। ঠিক তেমনি. পাওয়ার টিলারের বাইরে ট্রাকটরগুলিকে সাবসিডি দেওয়ার প্রভিশান আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ — স্যার. কৃষি দপ্তর শুধু কৃষকদের স্বার্থই দেখবে। যুবদের এর ভেতরে ঢোকানোর সুযোগ নেই। আন-এ্যামপ্লয়েডদের জন্য রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তর করবে ।
একটা সোর্স অব ইনকাম আমরা দেখেছি। আমরা কৃষি দপ্তর থেকে সাহায্য করছি না. কিন্তু রাজ্যে এরকম বেকার যুবক আছেন যারা পাওয়ার টিলার কিনে কিছু পয়সা উপার্জন করছেন এবং স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রস্তাবটি খারাপ না. কিন্তু কৃষি দপ্তরের পক্ষে এই মুহুর্তে এই প্রস্তাবটি গ্রহন করা সম্ভব নয়। ট্রাকটর কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম রয়েছে। সেখানে ৬০ হাজার টাকা ভর্তুকী দেওয়া হচ্ছে এবং এটা চালু আছে ।

শ্রীঅমল মল্লিক : — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা এস সি কমিটির উড়িষ্যা সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে যাওয়ার পর তারা আমাদেরকে কয়েকটি স্কীম দেখাল। সেচের জন্য একটা কূপ খনন করে একটা করে পাম্পসেট ইণ্ডিভিজুয়েল বিনিফিসিয়ারীজকে দেওয়া হয় সেখানে তাদের ৬০

পার্সেন্ট পেমেন্ট করতে হয়। অথবা পাশাপাশি জমি আছে এমন তিন জনকে নিয়ে একটা ক্লাষ্টার করা হয় যেখানে কূপ খনন করে একটা পাম্পসেট ৩ জনকে দেওয়া হয় সাবসিডিটাকে ফ্রী করে দিয়ে। এই তিন জনেই এটার মালিক, তারাই এটা ব্যবহার করতে পারে। সরকার সাবসিডি দিচ্ছেন ৩৪ পার্সেন্ট। সরকারের নর্মের মধ্যেই যদি পাশাপাশি জমি আছে এমন ৩ জনকে নিয়ে একটা ক্লাষ্টার করে বিনি পয়সার পাওয়ার টিলার দেওয়া যায় সরকারের আর্থিক সংগতির মধ্যেই তা হলে সেখানে এস, সি, এস, টি, ওবিসি বা জেনারেলের প্রশ্ন নয় চাষের সঙ্গে যারা যুক্ত এমন ছোট চাষীরা উপকৃত হতে পারে। আরেকটা জিনিষ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আর্থিক সংগতি কম। কিন্তু একটা জিনিষে এগোতে গেলে অন্য দিকে ছাড়তে হয়। কাজেই কৃষকদের কথা চিন্তা করে, কৃষির উন্নতির কথা চিন্তা করে এই বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) : স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় যেটা বলেছেন যে ২/৩ জন নিয়ে ক্লাষ্টার করে পাম্পসেট দেওয়া এই ধরনের স্কীম ভারতবর্ষের কিছু কিছু জায়গায় চালু আছে। এটা খুব সুন্দর জিনিষ এবং সরকার থেকে আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। শুধু কৃষি দপ্তর নয়, এস. টি, এস, সি ও ও, বি, সি ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে যৌথ ভাবে এই ধরনের স্কীম নিতে পারি কিনা। দ্বিতীয়তঃ, সাবসিডি সম্পর্কে আমি আমার স্টেটমেন্টে বলেছি যে ৯৫-৯৬ সনে ১৫ হাজার টাকা সাবসিডি ছিল, সেটা এখন বেড়ে ৩০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এই চলতি আর্থিক বছরে ভুতুকীর পরিমান বাড়ানোর কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার : — আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের নিকট থেকে একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো —

"প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে"।

এখন আমি মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীজিতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২৭শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : — আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো-"গত ৪ ৭ ৯৫ইং বন্যার সময় বিশোনীয়া বনকরের বাসিন্দা গোবিন্দ দত্ত (শ্রমিক) বনকর পুলে এস, ডি, ও-পি ডাবলিউ

CALLING ATTENTION

ডি বিলোনীয়া দ্বারা নিযুক্ত হয়ে কাজ করার সময়ে মৃত্যু বরণ করার পর তার বিধবা পত্নী সাবিত্রী দত্ত সরকারী কোন সাহায্য না পেয়ে বর্তমানে পুত্র কন্যা নিয়ে আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করার ঘটনা সম্পর্কে ।

এখন আমি মাননীয় পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৯শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার : — আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীসহীদ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি । নোটিশটির গুরুত্ব অনুসারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নোটিশটি উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি সভার উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসহীদ চৌধুরী — মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :- "বিলোনীয়া হইতে আগরতলা ভায়া সোনামুড়া রাস্তার বাস চালু করা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি সে বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) : — স্যার, এটা আমি এখনই দিতে পারি। স্যার, এই সম্পর্কে আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই বিলোনীয়া থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত সেই রাস্তায় টি, আর, টি সি বাস আছে। সোনামুড়া থেকে বিলোনীয়া প্রাইভেট বাসগুলি চলাচল করছে। এখন বিলোনীয়া থেকে সোনামুড়া পুরো রাস্তার অবস্থা কেমন, দপ্তর থেকে খোঁজ নিয়ে যদি রাস্তাটা বাসচলাচলের উপযুক্ত হয় তাহলে এই রাস্তায় বাস চলাচলের জন্য পারমিট পাওয়ার জন্য আমরা সহসাই বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারব যাতে বাস চলাচল করা যায় ।

শ্রীসুখন দাস (রাজনগর) : — পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বিলোনীয়া থেকে সোনামুড়া বাস চলাচলের উপযুক্ত কিনা সেটা খোজ নিয়ে দেখবেন। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা বর্তমানে বিলোনীয়া থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত বাস চলাচল করে বা চলে ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী): —স্যার, এটা আমাদের সিডিউলড্ রোড নয়। সিডিউল্ড রোড নাহলে পর

আমরা পারমিট ইস্যু করতে পারি না, অথবা কেউ পারমিট না নিয়ে চালাতে পারে সেটা তো আমি বলেছি। প্রথম শর্ত হলো একটা নূতন রাস্তায় বাস চলাচল করার ক্ষেত্রে সেই রাস্তাটা বাস চলাচলের উপযুক্ত কিনা যারা প্রাইভেট বাস চালান তারা তো নিশ্চয়ই দেখবেন এই রাস্তাটা তাদের পক্ষে বাস চলাচলের উপযুক্ত কিনা। যদি বাস চলাচলের উপযুক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে সেই রাস্তায় তারা বাস নাও চালাতে পারেন। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমরা খুব সহসাই জেনে নিয়ে পারমিট বিজ্ঞপ্তি জারী করব।

শ্রীসহীদ চৌধুরী:—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিলোনীয়া থেকে সোনামুড়া বাস সার্ভিস আছে। সোনামুড়া থেকে আগরতলা আমি যে নোটিশটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে সাব্রুম বিলোনীয়া, সোনামুড়া, বিশালগড়, আগরতলা এই টোট্যাল বিলোনীয়া থেকে আগরতলা ডাইরেক্ট বাস সার্ভিস সোনামুড়া রোডে অলরেডি ও.কে.। এখন শুধু ডিপার্টমেন্টাল নোটিফিকেশ্যান করে পারমিট দিয়ে বাস থ্রো করে দেওয়া। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী): আমি তো বলেছি বিলোনীয়া থেকে ভায়া সোনামুড়া আগরতলা সোনামুড়া পর্যন্ত চলছে। এখন বিলোনীয়া টু আগরতলা ভায়া সোনামুড়া পর্যন্ত আছে। আমাদের কোন সিডি উল্যাড্ নেই। আমি অবিলম্বে সেটা খোঁজ নিয়ে দেখব। বিলোনীয়া থেকে ভায়া সোনামুড়া আগরতলা পর্যন্ত পারমিট দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

শ্রীসুবলরুদ্র (সোনামুড়া) : — পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী আসলে এটা ওরিজিন্যালি কিনা জানেন কি, যে অরিজিন্যালি বিলোনীয়া থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত বাসের পারমিট দেওয়া আছে সরকার থেকে এবং বিলোনীয়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত সরাসরি যে বাসগুলি চলে। রাস্তার কিলোমিটারের যা অবস্থা তাতে বিলোনীয়া থেকে ভায়া সোনামুড়া হয়ে আগরতলা আসলে পয়সাও কম পড়বে যাত্রাও শুভ হবে বলা চলে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা। ইতিমধ্যে এই রুটে যতগুলি বাসের পারমিট আছে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন সিণ্ডিকেটের যারা এপ্লাই করেছেন তার জন্য নূতন করে ডিপার্টমেন্ট থেকে সিণ্ডিকেটকে এই রাস্তায় গাড়ী চলাচল করার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে দরখাস্ত করেছেন কিনা এবং দরখাস্ত করা হয়ে থাকলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীরনজিৎ দাস (মন্ত্রী) : — আগরতলা থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত বাস পারমিট আছে এবং আমি যেটা বলেছি আগরতলা থেকে সোনামুড়া হয়ে বিলোনীয়া পর্যন্ত, এইটুকু রাস্তার পারমিট আমাদের সিড্যুলের মধ্যে নেই। সুতরাং সেখানে বাস চলাচলের জন্য আমি খোঁজ নেব, আমি বলেছি যদি কেউ অ্যাপ্লিকেশান করে থাকে এটাকে সিড্যুলের মধ্যে এনে বিলোনীয়া হইতে ভায়া সোনামুড়া আগরতলা পর্যন্ত,

CALLING ATTENTION

সোনামুড়া টু বিলোনীয়া চলতে পারে। আমি বলেছি এই পুরা রাস্তাটা তারা সোনামুড়া পর্যন্ত এইপুরা রাস্তাটা সম্পর্কে সমস্ত কিছু খোঁজ খবর মাননীয় সদস্য যেটা করেছে এইটা নিয়ে যাতে অতি সহজে সেখানে বাস এর পারমিট পায় তার জন্য ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার : — আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমরদেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসকারী স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের শূন্যপদ অবিলম্বে পূরন করা সম্পর্কে"।

শ্রীকেশব মজুমদার(মন্ত্রী): মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির বিষয়বস্তু ছিল, সরকারী অনুদান প্রাপ্ত রাজ্যের বেসরকারী স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরন করা সম্পর্কে স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা বিভাগের অধীনে বেসরকারীভাবে পরিচালিত সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মোট ৬৮টি বিভিন্ন ক্যাটাগরীর বিদ্যালয় আছে। স্কুলগুলো হল এইরকম :—

ক) হায়ার সেকেণ্ডারী - ২৪টি, খ) হাই স্কুল-৬টি গ) জুনিয়র হাই স্কুল - ৩টি

ঘ) প্রাইমারী স্কুল - ৩৫টি। সর্বমোট ৬৮টি স্কুল রয়েছে।

সরকারী অনুদান-প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ-প্রক্রিয়া সরকারী স্কুলের মতই। ছাত্র সংখ্যার উপর নির্ভর করে পদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। ঐ সমস্ত স্কুলে শিক্ষক নিযুক্তির সময় কতগুলো নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়, যেমন-

(১) প্রতিটি স্কুলকে পদ ভিত্তিক আপ-টু-ডেট রোস্টার তৈরী করতে হয় এবং তা এস, টি ও এস, সি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট দ্বারা সার্টিফাই করিয়ে নিতে হয়।

(২) ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রতিটি পদ পূরনের জন্য আগামী মঞ্জুরী নিতে হয়।

(৩) অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্সচেঞ্জ থেকে প্রার্থীদের নাম সংগ্রহ করতে হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ও প্রয়োজনে প্রার্থীদের নাম সংগ্রহ করতে হয়।

(৪) প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করতে হয়। ঐ ইন্টারভিউ বোর্ড শিক্ষা দপ্তরের নীতি নির্দেশিকা অনুসারে প্রার্থীদের মেধা তালিকা তৈরী করেন। তারপর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত মেধা তালিকা দপ্তর অধিকর্তার অনুমোদনের জন্য প্রেরন করেন।

(৫) শিক্ষা-বিভাগ ঐ তালিকা পরীক্ষা করে, প্রার্থী নিয়োগের অনুমতি প্রদান করেন।

(৬) তারপরেই স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত প্রার্থীকে চাকুরীর নিযুক্তিপত্র প্রদান করেন। উপরি-উক্ত ধাপগুলি পেরিয়ে আসতে বেশ কিছুটা সময় লাগে এবং স্বভাবতই শিক্ষক নিযুক্তির ব্যাপারে দেরী হয়ে যায়।

এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য কোন বিদ্যালয়ের কোন কর্মীর অবসর নেওয়ার ছয় মাস আগে থেকেই ঐ পদ পূরনের জন্য সরকারী ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়, তবে সেজন্য স্কুল থেকে প্রস্তাব শিক্ষা বিভাগে আসতে হয়।

বর্তমানে সরকারী অনুদান-প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলের শূন্যপদের সংখ্যা হল :— (ক) প্রধান শিক্ষক (বেতনক্রম - ২১০০—৫০০০) - ৩টি, (খ) সহ শিক্ষক (১৪৫০ — ৩০১০) – ৭২টি (গ) সহ শিক্ষক (১৩০০ — ৩২২০) - ৪১টি (ঘ) সহ শিক্ষক (৯৭০ — ২৪০০) - ১৩টি, (ঙ) শারীর শিক্ষক (১৩০০—৩১০০) - ৪টি।

উপরি উক্ত পদগুলি বেশীর ভাগই এস টি এস সি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। উপযুক্ত এস. টি. / এস. সি প্রার্থীর অভাবে ঐ পদগুলি পূরনের অসুবিধা হচ্ছিলো। এখন অবশ্য কিছু কিছু এস, টি / এস, সি প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে। ছাড়াও মহামান্য আদালতের সাম্প্রতিক রায়ের ফলে এস, টি। এস, সি পদ পূরণে বাধা দূরীভূত হয়েছে। আগে যেমনটা ছিল ফিফটি পারসেন্ট, তার জমা করা যায়নি। যেহেতু আনরিজার্ভড কোন পোষ্ট ছিলনা। এস, টি, এস, সি ক্যানডিডেট থাকলেও পূরণ করা যাচ্ছিলনা ফিফটিতে। এটা দূর হয়ে গেছে এখন অনেকটা সহজ হবে।

গত কয়েক বছর ধরে কয়েকটি বিষয়ে যেমন: ফিজিক্স, কেমিষ্টী, ম্যাথমেটিকস, বোটানী, জোলজি, বি. এস. সি (পিওর সায়েন্স), ইংলিশ হিন্দির জন্য এস. টি, । এস, সি প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছিলো না। সেইজন্য বেসরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছিলো। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বর্তমান সরকার ৫৩টি পদ সংরক্ষণ মুক্ত করেন। ঐ পদগুলিতে সাধারণ প্রার্থীদের নিয়োগের কাজ চলছে।

গত তিন বছরে বিভিন্ন সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত ৯০ জনকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলে শূন্য পদ পূরনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। খোয়াই শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনে ১২ টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির শূন্যপদে নিযুক্তির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারছেন না, কারণ ঐ স্কুলের ফিক্সড পে শিক্ষক মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে বসে আছেন। অনুরূপভাবে রমেশ হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, উদয়পুর এবং নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের এখানেও মামলা থাকার জন্য শূন্যপদ পূরন করা যাচ্ছে না।

উল্লিখিত শূন্য পদ ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই শিক্ষা দপ্তর স্কুল গুলোর দাবী অনুযায়ী আরও ২০৯ টি নতুন পদ সৃষ্টির জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন এবং ঐ প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রথমত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা জানালেন যে, শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনে একটা মামলা আছে ফিক্সড পে শিক্ষকদের। আমি যতটুকু জানি, সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এখন সম্ভবত সরকার থেকে নিয়োগের কোন বাধা থাকবে না, বা

CALLING ATTENTION

রইল না। স্যার, এখানে যেটা জানার বিষয়, সেটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখেছি সারা রাজ্যে শিক্ষক না থাকার জন্য ছাত্রদের নানান সমস্যা হচ্ছে । আমাদের এখানে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন, সেই স্কুলের সরকারী শিক্ষক যেমন বিভিন্ন স্কুলে আছে, এইভাবে স্যার, নৃপেন্দ্র নিয়োগিও একজন আছেন, চেরী দ্বাদশশ্রেনী স্কুলের শিক্ষককে জোট জমানায় বেসরকারী স্কুলে বে-আইনীভাবে ডেপুটেশানে আনা হয়েছে এবং এই রকম আরও কয়েক জনকে আনা হয়েছে এবং এরা এখনও আছে। আমাদের বিভিন্ন সংগঠন থেকে এবং সেই স্কুল থেকে দাবী করা হচ্ছে, তবু তাদেরকে ফেরত নেওয়া হচ্ছে না। আবার এই স্কুল গুলিতে শিক্ষক দেওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রদের শিক্ষকের অভাবে সমস্যা বাড়ছে। তারপর হচ্ছে, সেই সব প্রাইভেট স্কুল গুলিতে যেমন শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন এবং তেলিয়ামুড়া সারদামনি এই সব প্রাইভেট স্কুলগুলিতে যারা কর্মচারী ছিলেন, শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারী তাদের অনেকে মারা গেছেন আজকে তিন চার বৎসর হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্যান্ত তাদের পরিবারের একজনকেও চাকরী দেওয়া হয়নি। স্যার, ডাইইনহার্নেসের সরকারী নিয়ম থাকা সত্ত্বেও সেই সব পরিবারের ছেলে মেয়েরা কেউ এখনও চাকরী পাচ্ছেন না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই জিনিস গুলি দেখবেন কিনা, এবং তার সঙ্গে আরও একটা ক্লারিফিকেশান চাইছি, আমাদের এখানে ইন্টারভিউ কল করা হয়েছিল, তাতে অনেক বেকার যুবক এপ্লাই করেছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদেরকে আর ডাকা হয়নি, এর মধ্যে কয়েক বছর চলে গেছে। ১৯৯৮ সালে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, এখন পর্য্যন্ত তিন বৎসর চলে গেছে। এখানে আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, আমরা শুনেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিয়োগ নিয়ে মামলা আছে আমাদের শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের, অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের নিয়োগ হয়েছিল, কিন্তু পরানো দিনের হেড মাষ্টার এখন উনি আগরতলার উমাকান্ত স্কুলে বসে আছেন, উনি ছিলেন সেখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটার। কিন্তু দীর্ঘ দিন বৎসর যাবদ তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের চার্জ দিচ্ছেন না। ইদানিংকালে হয়তো শিক্ষা দপ্তর আর একজনকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিয়োগ করেছেন, গোমতী কলেজের শিক্ষক তিনি কিন্তু তাকেও এখনও চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই সমস্ত বাঁধা ডিঙ্গিয়ে শুধু মাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের কারণে যদি নিয়োগ বন্ধ থাকে তো এটা কেমন হয়, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু দেখবেন কিনা জানাবেন কি এবং অবিলম্বে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনে এবং সমস্ত বেসরকারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করে ছাত্রদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, আমাদের দপ্তরে যে খবর আছে, তাতে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের মামলা এখনও শেষ হয়নি। কাজেই যদি মামলা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, ওনারা তো বিদ্যানিকেতনের কর্তৃপক্ষের মামলার সঙ্গে জড়িত তারা দপ্তরে জানিয়ে দিলে আমরা সেগুলি সেইভাবে দেখব। ২য় হচ্ছে, ডাইইন হার্নেস, প্রাইভেট স্কুলগুলির মধ্যে এই সুযোগ আগে ছিল না, ইদানিং আমরা রাজ্যের মন্ত্রীসভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছি যে, ডাইইন হার্নে-

সের ফিসিলিটিস যাতে প্রাইভেট স্কুল গুলিতেও দেওয়া হয় । সুতরাং এই সিদ্ধান্তের পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগুলি নিতে পারে, তাতে সরকারী স্তরে কোন অসুবিধা নেই। আমাদের দপ্তরের কিছু ডিফেক্টের জন্য তো সব কিছু দেরী হয়, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাই হয়, এটা ঠিক। যাই হোক এই কাজ গুলি যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে সেটা আমরা নিশ্চয় দেখব।

মিঃ স্পীকার : — এটা পরে আবার বলবেন। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল ।

AFTER RECESS AT. 2.00 AM.

শ্রীমিঃ স্পীকার : — মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, আরেকটা প্রশ্নের উত্তর যে সময় বাকি ছিল। এইটা হচ্ছে বেসরকারী স্কুলগুলিতে ডেপুটেশনে সরকারী স্কুল থেকে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে। স্যার, এইটা হয়েছে কিছু। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, বেসরকারী স্কুলগুলি সাবজেক্ট টীচারের পোস্ট খালি ছিল যারজন্য ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। সেজন্য ছাত্রদের পড়াশুনার কথা চিন্তা করে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে যে সাময়িক কালের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয় শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী বিদ্যালয়গুলি থেকে ডেপুটেশনে কিছু টীচার পাঠানো হবে এবং সে অনুযায়ী পাঠানো হয়েছে। এরমধ্যে কিছু কিছু স্কুলে তারা যেহেতু বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করেছেন সেহেতু সেখান থেকে শিক্ষকদের উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে। যেমন বিশালগড় স্কুল থেকে এবং এ রকম আরো দুই একটি স্কুল থেকে টীচার অন ডেপুটেশনে যারা আছেন তাদের উইদ্‌থ করা হয়েছে। আর এগনা রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, তিন্দি হাবারাসাকুণ্ডারী স্কুল, শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন, খোয়াই, সেখানে চার জন শিক্ষক ছিলেন তারমধ্যে দুইজনকে উইড্র করে নেওয়া হয়েছে, আদার চলে গেছে, আরো শিক্ষক নতুন নিয়োগ হলে বাকি যারা আছেন তারাও চলে আসবেন। আর কোন কোন স্কুলে মামলা মোকদ্দমা রয়েছে-সেগুলিতে কিছু দিন বসে গেছেন, তাদেরও নিয়ে আসার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে তাদেরও নিয়ে আসা হবে। শ্রী পবিত্র কর পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, দীর্ঘদিন যাবদ ৬১ টি পোস্ট ছিল এস, টি, এবং এস, সি,—দের জন্য সেগুলিকে ডি-রিজার্ভ করে নিয়োগ করা হচ্ছে। এবং আরো ২০৯ টি পোষ্ট ক্রিয়েশন করাহবে। এখন আমি জানতে চাই যে, এই ২০৯ টি পোষ্ট ক্রিয়েটন করা হয়েছে কি না এবং করা হলে কবে নাগাদ সেই পোষ্টগুলিতে নিয়োগ করা হবে ?

(২) নং প্রশ্ন হচ্ছে-এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম করার জন্য অশিক্ষক কর্মচারীও অনেক অনেক স্কুলে নেই। কাজেই সেগুলিও পোষ্ট ক্রিয়েট করে তা পূরণ করা হবে কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, পোষ্ট ক্রিয়েশনের প্রসেসিং এর কাজ য আছে তা সম্পূর্ণ করে তবে সেই পোষ্টগুলিতে নিয়োগ করা হবে। এই যে ২০৯ টি পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে তাতে নিয়োগ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি । তবে একটু সময় বেশী

CALLING ATTENTION

লাগছে। আর অশিক্ষক কর্মচারী যারা রয়েছে তাদের সংখ্যাও অপ্রতুল রয়েছে বিভিন্ন স্কুলে, এটা ঠিকই। সেজন্য কিছু পোষ্ট বিভিন্ন স্কুলে খালি আছে রিজার্ভেশনের প্রশ্নে এইগুলি খালি আছে। এইগুলিতেও তারা নিয়োগ করতে পারেন যেহেতু যে বাঁধা ছিল সেটা উঠে গেছে। আর কতগুলি পোষ্ট এবং প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলি থেকে রিপোর্ট এলে এটা বিবেচনা করা যাবে। আমার কাছে এরপরে আর কোন তথ্য নেই স্যার, ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষঃ-পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে কোন কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি থাকার জন্য । উদয়পুর রমেশ হাই স্কুলের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন মামলা চলছে কি না ?

এখানে রমেশ স্কুলের যে ভেরিফিকেশান হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে রমেশ স্কুলের সেংশান পোস্ট হচ্ছে ৩৯টি. তবে এখন আছেন মাত্র ২৬ জন শিক্ষক । ভেকেন্ট রয়েছে ১৩টি । ব্যাক লগে এস. সির জন্য ৬টি এবং এস, টির জন্য রয়েছে ১৪টি পোস্ট । ঐ স্কুলে সংস্কৃতে ৬০ জন ছাত্রের জন্য মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন । একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মোট ১০৮ জন ছাত্রের জন্য মাত্র এক জন ক্যামেস্ট্রি টীচার। ইংরেজীর জন্য আছেন মাত্র দুজন শিক্ষক । যারা একাদশ শ্রেণীর তিনটি সেক্শান মিলে ১৬৫ জন ছাত্র এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ১৪০ জন ছাত্রকে পড়াচ্ছেন। এই হচ্ছে অবস্থাটা। এখন যদি ২০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তাহলে ৭ জন আন-রিজার্ভড ক্যাটাগরিতে পাওয়া যাবে। রাজ্যের ভাল স্কুলগুলির মধ্যে রমেশ স্কুল একটি। এই স্কুলে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম । ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে অর্থাৎ পড়াশুনা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই প্রয়োজনে কিছু পোস্ট ডি-রিজার্ভ করা হলেও রমেশ স্কুল বা এই ধরনের অন্যান্য স্কুলে টিচার নিয়োগের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):—স্যার, আমি সঠিক জানি রমেশ স্কুলে একটি মামলা চলছে। অনেক দে, রাজারবাগ বাড়ী' ঐ ব্যক্তি নাকি দীর্ঘদিন স্কুলে অবৈতনিক কাজ করছিলেন এই নিয়ে ঝামেলা চলছে । শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুলগুলির সিলেকশন বোর্ডের কিছু অনিয়ম বা গাফিলতির কারনেই দেরী হয় । সিলেকশান বোর্ডে এস. সি এবং এস. টি মেম্বার থাকতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেটা মানা হয় না । এমন কি রাজ্যে এস. টি-এস, সি ওয়েলফেয়ার থেকে হান্ড্রেট পয়েন্ট রোস্টার ঠিকভাবে মেনটেইন হচ্ছে কিনা সেটা লিখিয়ে আনতে হয় । এই ধরনের আরো কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার রয়েছে যেগুলি সিলেকসান বোর্ড ফুলফিল করে না । ফলে চিঠি চলাচলি করতে করতেই অনেকটা সময় চলে যায়। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই যে রমেশ স্কুলটির সুনাম রয়েছে। সেখানে শিক্ষকের অভাবে ছাত্ররা পড়শুনা ঠিকভাবে করতে পারছে না এটা আমাদেরও কাম্য নয়। এতদিন পোষ্ট না থাকার ফলে তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা সমূহ ছিল সেটা দূর হয়েছে এবং এস, সি-এস, টি পোষ্টেও শিক্ষক নিয়োগ চলবে। কোন অসুবিধা নেই এতে ।

অসুবিধা সব দূর হয়ে গিয়েছে। ইন্টারভ্যু নিয়ে নিয়োগ করতে পারবেন স্কুল কর্তৃপক্ষ । আন-রিজার্ভড পোষ্টে যেমন নিয়োগ করতে পারবেন ঠিক তেমনি রিজার্ভ পোষ্টেও নিয়োগ করতে পারবেন। ৫০ শতাংশে কোন বাঁধা টাধা সেখানে নেই। ক্যান্ডিডেট যদি না পাওয়া যায় সেটা আলাদা কথা, স্বতন্ত্র বিষয় । কিন্তু তার মধ্যেও পদ্ধতি আছে । সেই পদ্ধতিতো মানতেই হবে। আমি জানি যে রমেশ স্কুল থেকে যে প্রপোজাল এসেছে সেটা আমরা দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ ডি-রিজার্ভড করে দিয়েছি । অন্যান্য স্কুলেও যদি নিয়ম মেনে এইভাবে করেন তাহলে লেখা-পড়ার স্বার্থে আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টি গুরুত্ব দেব ।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটি জানা আছে কিনা যে বে-সরকারী স্কুলগুলিতে একটি করে পরিচালন কমিটি থাকে ? কিন্তু দেখা যায় যে রাজ্যের বেশীর ভাগ স্কুলেই এখন কোন পরিচালন কমিটি নেই । সব জায়গাতেই এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করে কাজ চালানো হচ্ছে । স্কুল পরিচালন কমিটিগুলি নূতন করে তৈরী করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

দ্বিতীয়ত: বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ একটি ভাল স্কুল । দেখা গেছে এই সমস্ত স্কুলগুলি ছেড়ে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা স্টেটের ঘরে চলে গিয়েছেন তাদের পোস্টগুলিতে এখন জেনারেল ক্যান্ডিডেট নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না এই কারনে যে পোষ্টগুলি নাকি অটোমেটিক্যালি রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে। অন্য দিকে রিজার্ভ পোষ্টের লোকও পাওয়া যাচ্ছে না শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য । ফলে স্কুলগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার পথে । কাজেই বিদ্যাপীঠ স্কুলের বিষয়টিও রমেশ স্কুলের দৃষ্টিভংগীতে দেখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আর একটি হলো উদয়পুরের দেওয়ান বাড়ীতে 'ফাইভ জুয়েলস' নামে যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটি আছে সেখানেও শিক্ষক স্বল্পতা একই কারণে রয়েছে । কাজেই সবগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ।

শ্রী কেশোর মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি বলছি ইনডিভিজুয়েলস স্কুলের সমস্যাটা এখনই আমি বলতে পারব না । কারণ সেই ধরনের ইনফরমেশান আমার কাছে নেই। এবং এটা স্কুলের স্বার্থে লেখাপড়ার স্বার্থে নিশ্চয় বিদ্যালয় থেকে যখন এগুলি আসে দেখা হবে ।

স্যার, ফাইভ জুয়েলসর কথা আমি জানি এবং কিছু আমার ব্যক্তিগতভাবেও জানা আছে। ওখানে ছাত্র শিক্ষকের রেসিও একটা প্রশ্ন আছে। সুতরাং সেইজন্য এইসব বিষয়গুলি ওখানে থেকে যায় এই ফাইভ জুয়েলসের। আর হেড মাস্টাররা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেছেন। তাদের সমস্যাগুলি আছে আমি শুনেছি। এখন বিদ্যালয় থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এলে নিশ্চয় আমরা সেগুলি দেখব। তেমনি বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ স্কুল আছে ওখানে আগের যে বাধাগুলি ছিল এখন আর নেই। ঐ মামলার পরে সেগুলি দূর হয়ে গেছে। এখন দেখতে হবে নিয়ম মেনে সেগুলি এডভারটাইজ করতে হবে, অ্যাডভার-টাইজ করে যদি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না যায় তাহলে সেইসব প্রশ্ন আসে। মাননীয় সদস্যকে

CALLING ATTENTION

অনুরোধ করব সিলেকশান বোর্ড একটা প্যানেল করে পাঠিয়ে দেয়। এটা শেষ কথা না অন্তত নিয়মগুলি মেনে যাতে করেন যেন স্কুটিনিতে আবার পাঠাতে না হয়, অহেতুক দেরী না হয়। তিনিও যাতে তাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেন। যেসব স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি থাকার কথা, ম্যানেজিং কমিটি অনেকগুলি স্কুলে আছে যেসব জায়গায় ম্যানেজিং কমিটি সময় মত করতে পারছেন না, যেসবের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে তখন বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে অ্যাডমেনিস্টেটর নিয়োগ করতে হয়। আমি নিশ্চয় খোজ নিয়ে দেখব ম্যানেজিং কমিটি যেসব জায়গায় নেই সেইসব জায়গায় অবিলম্বে ম্যানেজিং কমিটি করা যায় কিনা।

মি: স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীআবল চাকমা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :-- "কৃষি দপ্তরের ফার্ম শ্রমিক সহ অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে"।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টা হচ্ছে "কৃষি দপ্তরের ফার্ম শ্রমিকসহ অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে"।

স্যার, ত্রিপুরা সরকার নিম্নলিখিত নয়টি তালিকাভুক্ত পেশায় বিভিন্ন সময়ে ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ করেছে এবং নিয়মটা হচ্ছে প্রতি দুই বছর অন্তর ভোক্তামূল্য সূচক ৫০ পয়েন্ট বাড়লে বা দুই বছর গেলে যেটা আগে হয় সেটা অনুযায়ী এখানে মজুরীর হারটা নির্দ্ধারণ ইত্যাদি হয়ে থাকে। এবং অন্যান্য দিক বিবেচনা করে সময় সময় উক্ত ন্যূনতম মজুরী পরিবর্দ্ধন করে থাকেন সরকার। নয়টি ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি, রাবার বাগিচা, চা বাগিচা, পাবলিক মোটর ট্রেন্সপোর্ট, ইট তৈরী, দোকান, এবং সংস্থা, বিড়ি শ্রমিক, রাস্তা ও নির্মান এইসব শ্রমিক এবং পাথর ভাঙ্গা শ্রমিক।

কৃষি শ্রমিকদের জন্য পরিবর্তিত মজুরী ৩০. ৫. ৯০ইং তারিখ থেকে কার্য্যকরী হয়। ইতিমধ্যে ভোক্তামূল্য সূচক ১৬৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্য সরকারের কৃষি শ্রমিকদের পরিবর্দ্ধনের জন্য ২৮. ৫. ৯৬ইং তারিখ মাননীয় বিধায়ক শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে দেয়।

এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কৃষি শ্রমিকদের নিম্নোক্ত হারে মজুরী বৃদ্ধি করা হয়, যা ৪. ১২. ৯৬ইং তারিখ থেকে কার্য্যকরী করা হয়েছে। এই মজুরীর হার কৃষি দপ্তরে নিয়োজিত ফার্ম শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দৈনিক হাজিরা ৩২ টাকা যান্মাসিক হাজির ২, ৪১৭ টাকা ৯৪ পয়সা এবং তার উপর খাবার এবং অন্যান্য উপরি পাওনা এগুলি আছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বার্ষিক ৪ হাজার ৩১ টাকা ৪০ পয়সা তার সঙ্গে খাবার এবং অন্যান্য বিষয়গুলি এর মধ্যে রয়েছে।

প্রত্যেক মজদুর প্রতি তিন মাসে একটি করে গামছা, প্রতি ছয় মাসে একটি করে ধুতী বা লুঙ্গি, আর প্রতি ছয় মাসে একটি করে গেঞ্জি, প্রতি এক বছরে একটি করে শার্ট, শীতের সময় একটি করে চাঁদর, কম্বল অথবা গরম জামা পাবেন। এবং বিনা পয়সার থাকার ব্যবস্থা করা এর মধ্যে রয়েছে। রাবার বাগিচা শ্রমিকদের জন্য পরিবর্তিত মজুরীর হার ১৮, ১২, ৯৩ইং তারিখে কার্য্যকরী হয়। তাতে ভুক্তা মূল্যসুচকের ১৫১ পয়েন্ট তারপর ভুক্তা মূল সূচকের মজুরী পরিবর্তনের জন্য মাননীয় শ্রীসুবল রুদ্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এবং উভয় কমিটির ৩১, ১, ৯৬ ইং তারিখে সেই কমিটির সুপারিশক্রমে এবং ভুক্তা মূল্য সূচকের ১৩৩৩ পয়েন্ট বর্ধিত মূল্য সূচক হারে ১৯৯৬ ইং ধরে মজুরী পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত মজুরীর হার এখানে ২৬ শতাংশ বদ্ধি পায়। স্যার, এখানে অনেকগুলি সুপারিশ আছে লম্বা লিস্ট আছে। সুতরাং আমি এইগুলি পড়লে অনেক বেশী সময় লাগবে আমি হারগুলি সব এখানে লে করে দিতে পারি। চা বাগিচার শ্রমিকদের জন্য ২৩ ৪, ৯৫ইং তারিখের মধ্যে মজুরী বৃদ্ধি কার্যকরী হয়। ভুক্তা মূল্যসূচক ১১৪ পয়েন্টে এটা করা হয়েছিল। অতপর ভুক্তা মূল্য সূচকের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয়া শ্রীমতি তপতী চক্রবর্ত্তী ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক্স এম, বি, বি, কলেজ। উনার সভাপতিত্বে ২য় বার্ষিক কমিটি ১৩, ৯, ৯৬ ইং তারিখে গঠন করা হয়। ঐ কমিটির সুপারিশ ক্রমে রাজ্য সরকার চা বাগিচা শ্রমিকদের জন্য নিম্নোক্ত হারে পরিবর্তন করা হয়। এবং এটা কার্যকরী হয় ২১, ৩ ৯৬ইং তারিখ থেকে। এই রেটগুলি এখানে যেটা আছে এটা আমি লে করে দিচ্ছি। তারমধ্যে যেটা প্রাপ্ত বয়স্ক এবং মহিলা শ্রমিকের ১৭.৭০ পয়সা এই হারে সেখানে পৌঁছে। আর অন্যান্য যেগুলি আছে সেগুলি ঐ লিস্টে আছে। সেগুলি আমি উল্লেখ করছি না। পাব্লিক সেক্টরে পরিবর্তিত মজুরী ২৫. ৪. ৯৬ইং তারিখে কার্যকরী হয়। ভুক্তামূল্য সূচক ১১৩০ পয়েন্ট ১৬ই জানুয়ারী, ৯০ ইং। অথচ ভুক্তমূল্য সুচক ১১৬ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্য সরকার মজুরী পরিবর্তনের বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য মাননীয় রমেন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে একটি কমিটি ১৭. ৫, ৯৫ইং তারিখে গঠন করা হয়। ঐ কমিটি ২০ শতাংশ মজুরী বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেন। তদ অনুসারে রাজ্য সরকার মোটর শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করে। এবং তা ৮, ১, ৯৭ইং তারিখ থেকে কার্যকরী করা হয়। এটাও স্যার সমস্ত ভাগটাই এখানে আছে।

বিড়ি শ্রমিকদের জন্য মজুরী বৃদ্ধি করা হয় ৬, ৬, ১৯৯২ ইং তারিখে। পরবর্ত্তী সময়ে সেই মজুরীর হার পুনরায় বৃদ্ধি করা হয় এবং তা কার্যকরী হয় ৪, ৮, ৯৫ ইং তারিখে। বিড়ি শ্রমিকেরা নিম্নোক্ত হারে মজুরী পায়। প্রতি এক হাজার বিড়ি তৈরীর জন্য ২৯ টাকা এবং ভি. ডি, এ, রুপিস ০.১০ প্রত্যেক ৫ পয়েন্ট বৃদ্ধির জন্য। (সি.পি, আই), নাম্বার)। স্যার, নীচের টেলিলে বিষয়টি পরিস্কা হবের।

ANNEXURE—

CALLING ATTENTION

TABLE

Y

Index Series.	Area.	Fixation point of Consumer price Index number.	Rate of variable Dearness Allowance per five point rise or fall.
1	2	3	4
Tripura (Base 1961-100)	Tripura	1192	0. 10 paise per 1000 bidis.

(রাস্তা এবং ইমারত নির্মান পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরির হার বৃদ্ধি হয় ১৮,১২,৯৩ ইং তারিখে ভোক্তা মূল্য সূচক ১০৭১ পর্যন্ত) (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩) ধরে। ভোক্তা মূল্য সূচকের-বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার মাননীয় শ্রীবিধুভূষণ মালাকার এম, এল, এ-র সভাপতিত্বে একটি কমিটি ০১, ১১, ১৯৯৫ ইং তারিখে গঠিত হয়। ঐ কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর এবং তা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার রাস্তা এবং ইমারত নির্মাণ ও অন্যান্য শ্রমিকদের থেকে
শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করে এবং কার্যকর হয় ১.৬ ১৯৯৬ ইং তারিখ। বর্ধিত মজুরির হার নিম্নে দেওয়া হইল।

SCHEDULE

Classification of workers,	Minimum rates of wages per day (all inclusive)
1	2
Un-Skilled	
1.' Helper or Jugali (ordinary labour in any other name)	Rs. 36/-
2. Earth Excavator.	
★	2
3 . Chowkidar.	
4 . Night Guard.	
5 . Cleaner.	

6. Quarryman.
7. Waterman.
8. Mali/khalashi.

পাথর ভাঙ্গা শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য লেবার কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি ২,২,১৯৯৫ ইং তারিখে গঠন করা হয়। ঐ কমিটি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রাজ্য সরকারের কাছে উক্ত শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করেন। ঐ সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার পাথর ভাঙ্গা শ্রমিকদের এবং অন্যান্য শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করেন। নির্ধারিত মজুরির হার নিম্নরূপ :

SCHEDULE

Classification of workers.	Minimum rates of wages per day (all inclusive).
1	2
1. Rock Breaker.	Rs. 46/-
2. Hole Driver.	
3. Rock Excavaer.	
4. Gharami (Thatcher)	
5. Boatman,	
6. Srrayman.	
7. Bandhani.	
8. Helper or Jogali to manson.	
9. Tarman mixingman.	
10. White washer etc.	
11. Mistri.	
12. Mate.	
13. Doulder lifter and other quarry labour for collection of stone and of stone and laterites.	
Skilled	
1. Skilled Blacksmith.	Rs 55/-

CALLING ATTETION

2. Skilled Carpenter.

1	2
Skilled	
3. Caneman.	
4. Fiter.	
5. Plumber/Lineman.	
6. Glazier/painter.	
7. painteri including spray painter.	
8. Vibrater Operator.	
9. Pump Operator.	
10. Skilled Manson.	
11. Electrician.	
Nighly---Skilled	
1. Head Manson.	
2. Mosaic Mistry.	Rs.65/—
3. Carpenter for quality.	
4. Crusher Driver.	
5. Roller Driver.	
6. Structural fabrieator.	
7. Decorator.	

কৃষি শ্রমিকদের কল্যান ও কাজের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্য সরকার ১৯৮৬ সনে ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ওয়াকার্স আইন প্রণয়ন করেন। শ্রম দপ্তরে অফিসার ও কর্মী স্বল্পতার জন্য এই আইন কার্যকর করা যায়নি। কিছুদিন পূর্বে রাজ্যের জেলা সদরের সাব ডিভিশন-গুলিতে এই আইন কার্যকরী করার কথা বিবেচনা করা হয়। সারা ভারতবর্ষে ত্রিপুরা ব্যতীত একমাত্র কেরলে-ই এই আইন চালু রয়েছে। যেহেতু আমাদের এর কার্যকরী সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই আইন চালু করার পূর্বে কেরলের অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তদানুসারে শ্রম দপ্তর কেরল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

১৯৯৫-৯৬ ইং সালে নূন্যতম মজুরি আইন অনুসারে উপরে বর্ণিত তালিকাভুক্ত পেশায় মোট ১৩১৪টি তদন্ত হয় এবং ৬২টি ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যায়। নোটিশ জারী করার পর মালিক পক্ষ সেগুলি সংশোধন

করেছেন। এছাড়া ও যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ আসে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শ্রম দপ্তর সুরাহা করার ব্যবস্থা করেন ।

ANNEXURE—"B"

শ্রীঅনিল চাকমা : — স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল, "কৃষি ফার্ম শ্রমিক সহ অন্যান্য শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধি করা সম্পর্কে" । এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন, তাতে অন্যান্য শ্রমিকদের সম্পর্কে জানলেও কৃষি ফার্ম এবং হর্টিকালচারের শ্রমিক সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছুই জানান নি ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, গভর্ণমেন্টের কিছু ফার্ম আছে । ঐ ফার্মের কাজের দৈনন্দিন যা শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, সে অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তাদের দৈনন্দিন মজুরি ৩২ টাকা।

মিঃ স্পীকার : — আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : —

"ডুম্বুর জলাশয়ের বিরাট এলাকা জুড়ে যে অর্ধকাটা অবস্থায় গাছগুলি আছে সেগুলিকে সরিয়ে ফিসিংয়ের সুব্যবস্থা করা সম্পর্কে ।"

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী আনন্দমোহন রোয়াজা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি :—

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে মলতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন সেচকার্য ইত্যাদি বহু উদ্দেশ্য সাধক জলাধার নির্মাণের কাজ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকাল থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুরু হয় । সত্তরের দশকের প্রথম ভাগে মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পূর্ত দপ্তর ডুম্বুর জলাধারটি তৈরী করে । ১৯৭৭ ইং সনে জলাধারটি ব্যবহার করে মাছ উৎপাদনের জন্য মৎস্য দপ্তরকে অনুমতি দেওয়া হয় ।

কেন্দ্রীয় সরকার ছয় এর দশকে এ সমস্ত জলাধারে মৎস্য উৎপাদনও মাছধরার ব্যাপারে নীতি নির্ধারনের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। ঐ অনুসন্ধান কমিটি হীরাকুঁদ, গোবিন্দ সাগর ইত্যাদি নব নির্মিত জলাধারে ব্যাপক অনুসন্ধান করে মৎস্য উৎপাদনের নানা প্রকৌশল এর সুপারিশ করেন । জলাধার থেকে মাছধরার ব্যাপারে জলাধারগুলির অসমতল তলদেশ, গভীরতার অসাম্য ও তলভাগে বড় বড় কাটা গাছ ও জঙ্গলের অবস্থান এবং এই গুলি পরিষ্কার করা ইত্যাদির বিষয়েও ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয় । দেখা যায় অসমান তলদেশ গভীরতার তারতম্য ও কাটা গাছের জন্য নদী নালায় ব্যবহৃত টানাজাল ব্যবহার বা ট্রলিং করা সম্ভব নয় । এছাড়া জলাধারে ডুবে থাকা গাছ কাটা ও তোলা এতটাই ব্যয় সাধ্য যে তা কিছুতেই খরচ এবং লাভের গ্রহণযোগ্য অনুপাতের মধ্যে আসে না এবং এর ব্যয় বহন করার

CALLING ATTENTION

ক্ষমতাপ্রায় কোন সংস্থারই নেই। ঐ অনুসন্ধান কমিটি সুপারিশে ফুড এগ্রি, এণ্ড অর্গানাইজেশন এর জাল বিশেষজ্ঞরা হীরাকুঁদ নাগার্জুন সাগর, গোবিন্দ সাগর ইত্যাদি জলাধারে মাছ ধরার ব্যাপারে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং ভারতবর্ষের জলাধারগুলি থেকে মাছ ধরার জন্য ভাসা পাতা জাল, জলের মধ্য গভীরতায় পাতা জাল, জলের নিম্নভাগে পাতা জাল এই তিন প্রকার জাল ব্যবহার করার সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী ডুম্বুর জলাশয়েও গিল নেট এর ব্যবহার শুরু হয়েছে।

উপরিউক্ত অবস্থায় এটা বলা যায় ডুম্বুর জলাধার থেকে মাছধরার সুবিধার জন্য গাছকাটা আর্থিক দিক থেকে সমীচিন নয়।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা : — পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, গভীর জল থেকে উঠানো সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলিতো এস. আর, ই, পি বা এন, আর, সি, পির মাধ্যমে কেটে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই গুলিতো ত্রিপুরা রাজ্যের অস্থাবর সম্পত্তি। সেগুলি কোন ব্যবসায়ী বা বেকারদের হাতে অল্প রেভিনিউ দিয়ে দিলে কিছু লাভ হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার গাছগুলি পড়ে রয়েছে কিন্তু কোন কাজে লাগল না, তুললে আবার ফরেষ্ট ধরে। সে গাছ গুলিকে কাজে লাগিয়ে সরকারের ট্যাক্স পাওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় যে বিষয়টি তুলেছেন যে ডম্বুর জলাশয়ে অর্দ্ধ কাটা গাছ আছে, এটা ঠিক। সেগুলি কাটতে গেলে এখন সাধ্য ব্যাপার। যে সময়ে এই জলাধারটি তৈরী হয় সে সময়ে এই গাছগুলি কাটার প্রয়োজনীয়তা ছিল, কিন্তু কাটা হয়নি। আমি যতটুক জানি ১৯৭৪ ইং সালে গাছ কাটার জন্য একটা বিশাল অংকের টাকা খরচ দেখানো হয়েছে কিন্তু গাছ সেখানে কাটা হয়নি। তবে ইদানিং কালে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্দেশীয় অধিকৃত মিঠাজল অনুসন্ধান সংস্থা সব জলাধার উন্নয়নের বিষয়ে প্রাকৌশলী সহায়তা দিয়ে থাকে এই বিষয়টির উপর তাদের মতামতের জন্য আমরা পাঠাতে পারি। তারা এই জাতীয় কিছু জলাশয় পরিস্কার করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। মাননীয় সদস্য যে বিষয়টি এখানে উত্থাপন করেছেন সে বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ। জেলেরা সেখানে জাল দিয়ে মাছ ধরতে পারছেন না। এমনকি বইস্যা বাড়ী থেকে গণ্ডাছড়া এবং গণ্ডাছড়া থেকে মন্দিরঘাট নৌকাচলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা তাদের কাছে পাঠিয়ে চেষ্টা করব কোন পরিকল্পনা তৈরী করা যায় কিনা?

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা : — পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, প্রশ্ন আমার ক্লিয়ার হয় নি। ডম্বুর জলাশয়ের বিরাট এলাকা জুড়ে যে অর্ধকাটা অবস্থায় গাছগুলি আছে সেগুলির মূল্য অনেক বেশী, তাছাড়া এর ফলে ডম্বুর জলাশয়ের অনেক জায়গাও নষ্ট হচ্ছে, তাই এই গাছগুলিকে সরিয়ে ফেলা হবে কিনা। এই গাছগুলি বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে তাই কনট্রাকটারের মাধ্যম এই কাজ করা হবে কিনা? যদি এই কাজগুলি কনট্রাকটার দিয়ে করা হয় তাহলে অনেক বেকার উপকৃত হবে। তারজন্য অনেকে এস, ডি, ওর কাছে দরখাস্ত করেছেন তাই এটা সরকার বিবেচনা

ক'র দেখবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : — স্যার, যে-হেতু এটা বন দপ্তরের ব্যাপার এবং যে জায়গায় জল কমে গেছে সেই জায়গায় গাছ কাটা যায় কিনা তারজন্য বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে কি করা যায় যাতে এই গাছগুলি নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) : — পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কাঠের মালিক বন দপ্তর, কিন্তু যখন যে ডিপার্টমেন্টকে জায়গা লিজ দেওয়া হয় তখন সেই ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারেই সমস্ত দায় দায়িত্ব থাকে। তাই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা পুরোপুরি ফিসারি ডিপার্টমেন্টের। এরপর আমার সম্পত্তি আমি কেন অন্যকে দেব। তাই ফিসারী ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে এটার দায়িত্ব এবং ফেনারী ডিপার্টমেন্টই এটা করতে পারবে। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : — স্যার, নিশ্চয়ই প্রশ্নটা যে ভাবে এসেছে তার আইনের টোট্যাল কি আছে এবং সেটা কি ভাবে পরিস্কার করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করে দেখব।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : — স্যার, আমাকে একটা বিবৃতি দিতে বলেছিলেন।

মিঃ স্পীকার : — বলুন।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, স্যন্দন পত্রিকায় গত ২২শে মার্চ ১৯৯৭ ইং তারিখের সংখ্যায় "চিনি কেলেংকারী ধামাচাপা দিতে খাদ্য দপ্তর জোর প্রয়াস"-শীর্ষক সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে মাননীয় বিরোধী দল নেতা আনীত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সভার মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা গেল।

কেন্দ্রীয় সরকার বিগত ১২.২.৯৭ ইং তারিখ হতে লেভি চিনির মূল্য প্রতি কেজি ৯.০৫ পয়সা থেকে ১০.৫০ পয়সা বর্দ্ধিত করার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারও একই তারিখ থেকে বর্দ্ধিত মূল্য প্রয়োগ করার জন্য নির্দ্দেশ জারী করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিগ্রাফিক নির্দ্দেশনামা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীর অফিসে ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে পৌঁছায়। ১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী অফিস বন্ধ ছিল এবং ১১ই ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে উপরোক্ত টেলিগ্রাফিক নির্দ্দেশ ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখ খাদ্য অধিকর্ত্তার নিকট বর্দ্ধিত চিনির মূল্য কার্যকরী করার জন্য প্রেরিত হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী কার গাফিলতিতে টেলিগ্রাফিক নির্দ্দেশনামা খাদ্য অধিকর্তার নিকট আসে নি, তা তদন্ত করার জন্য ইতিমধ্যেই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং দোষী প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১০ই ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে বর্দ্ধিত মূল্য ত্রিপুরাতে কার্যকরী করার জন্য ফ্যাক্স বার্ত্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কোন রকম উত্তর পাওয়া যায়নি। বিগত ৩রা মার্চ তারিখে উক্ত বিষয়ে পুনর্বার ফ্যাক্স বার্তার পরিপ্রেক্ষিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর পাওয়া যায়নি।

CALLING ATTENTION

পত্রিকায় প্রকাশিত চিনির দাম বাস্তবায়িত করতে এক সপ্তাহ সময় নেওয়া এবং প্রতিটি রেশন শপ ও গো ডাউন থেকে চিনি উদাও হয়ে যাওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ ভাবে বিভ্রান্তিমূলক ও সত্যের অপলাপ মাত্র । প্রতিটি রেশন শপ থেকে প্রথম সপ্তাহের জন্য বরাদ্দকৃত চিনি ভোক্তা সাধারণকে যথারীতি পূর্বতন মূল্যে অর্থাৎ প্রতি কেজি ৯.০৫ পঃ করে সরবরাহ করেছে । অনুসন্ধানক্রমে জানা যায় যে দ্বিতীয় সপ্তাহের চিনি বর্দ্ধিত মূল্যে ভোক্তা সাধারণকে সরবরাহ করা হয় । এখন পর্যন্ত কোন ভোক্তাই এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ দায়ের করেননি । চিনি না পাওয়ার ব্যাপারেও ভোক্তাগণ কোন অভিযোগ করেননি । রেশনশপ থেকে চিনি উধাও হওয়ার কোন অভিযোগ আসেনি । যেহেতু প্রত্যেক গুদামেই চিনি প্রাপ্তি, বিতরণ এবং অবশিষ্ট গুদামজাত চিনির পরিমানের সম্পূর্ণ হিসাব রক্ষিত হয় সেজন্য চিনি উধাও হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন কোন মতেই উঠতে পারে না । পত্রিকায় সংবাদদাতা চিনির মাসিক বরাদ্দ দশ হাজার টন লিখেছেন । বাস্তবে উক্ত বরাদ্দের পরিমান হবে ১১৭৬ টন থেকে ১১০৭ টন ।

চিনির দাম বৃদ্ধি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্যাক্স বার্তা বন্ধের পক্ষে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীর অফিসে মোটেই আসেনি । কেন্দ্রীয় সরকার টেলিগ্রাম করে মূল্যবৃদ্ধির খবর রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন । সুতরাং চিনির মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টিকে রাজ্য সরকার স্পর্শকাতর বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেন । তাই এটাকে গোপন রাখার প্রশ্নই উঠেনা । রেশন শপ ও গুদাম থেকে চিনি উধাও হওয়া নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ফলে মাননীয় সদস্যদের মনে যেহেতু প্রশ্ন জেগেছে সেহেতু বিষয়টিকে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আমাদের চিনির প্রকৃত চাহিদা ১৬৯৮ মেট্রিক টন । রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে ১১৭৬ মেট্রিক টন থেকে ১১০৭ মেট্রিক টন ।

শ্রীসত্যরঞ্জন বর্মন : স্যার, একটা প্রশ্ন স্যার চিনি কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে যেখানে খাদ্য দপ্তরের সচিবের নাম জড়িত সেখানে এটাকে সি. আই. ডি বা ভিজিল্যান্সকে দিয়ে তদন্ত করাতে মাননীয় খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রীর আপত্তিটা কোথায় । যেখানে ওনার সচিবের সঙ্গে জড়িত এবং নিউজটা যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি পড়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে তাতে ওনার প্রতি একটা ইঙ্গিত আছে সেই নিউজে । আমি ওনার কথা কিছুই বলছি না এখানে একটা ইলিগেশান এবং প্রকৃত পক্ষে ১০.২ তারিখের জায়গায় ১৬.২ পাঠানো হচ্ছে টেলিগ্রাম পাঠানো । স্যার, সেক্রেটারীয়েটের রিসেপশান সেকশন আমাদের সময় ২৪ ঘন্টা রাউণ্ড দা ক্লক চিঠিও টেলিগ্রাম রিসিভ করার ব্যবস্থা ছিল যদি এখন এটা তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তো আলাদা কথা । আমি জানি না এখনের নিয়ম কি, কেশব বাবুরা বলতে পারবেন । যেখানে ১০.২ এর জায়গায় ১৬.২-এ গিয়ে এটার এফেক্ট তার পরের দিন হয়েছে এবং যেখানে মহাজনের নাম কেটাগরীক্যাল পত্রিকায় বলা হয়েছে, সেখানে দপ্তরের কোন লোককে দিয়ে তদন্ত করানোটা হল সীল করার জন্য । দপ্তরের লোককে দিয়ে তদন্ত করানো মানে এই সরকারের ভাণ্ডারে সি আই ডি ডিপার্টমেন্ট আছে বা ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট আছে, মাননীয়

মন্ত্রী ভিজিল্যান্সকে দিয়ে তদন্ত করাতে এই আপত্তি কেন, এই অনিচ্ছা কেন, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি এটা জানতে চাই ?

ডঃব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :- স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা তিনি কেন এই ধরনের প্রশ্ন করেছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা পরিস্কার, খুব স্পষ্টভাবে বলেছি পত্রিকার মধ্যে যেটা বলা হয়েছে প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারীর অফিস থেকে ফেক্সবার্তা উধাও হয়ে গেছে, আমার স্টেটমেন্টে পরিস্কার বলা আছে কেন ফেক্স পায়নি, কেন্দ্র থেকে তারা টেলিগ্রাফিক্যালী খবর পাঠিয়েছিল, এটার উল্লেখ খুব পরিস্কারভাবেই করা হয়েছে। কাজেই এগুলি নিয়ে এই প্রশ্ন আসতে পারে না। তার কেন দেরীতে আসল সেটা ওনাদেরকে এই হাউসে উথ্থাপিত হওয়ার আগেই আমরা অ্যানকোয়ারীতে দিয়েছি কারণ এটার সঙ্গে সরকারের লাভ ক্ষতি ইত্যাদির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, এই প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এটাকে আমরা অবহেলা করেছি না বা এটাতে অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি নিজেই বলেছেন যে যেহেতু এটার সঙ্গে সরকারের টাকা জড়িত আছে এবং এটা দেরীতে এসেছে বলে আমাদের সন্দেহ হওয়াতে এটা আমরা তদন্তের আদেশ দিয়েছি। এখানে আমার প্রশ্ন হল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমরা পরিস্কার বলছি যে, এটা ভিজিল্যান্সকে দিয়ে তদন্ত করাতে, যেখানে উনি নিজেই এটাকে তদন্ত করতে দিয়েছেন। স্যার, খাদ্য দপ্তরের ডিপার্টমেন্টালী ইনভেসটিগেশান কোন আইনে করবে। ইনভেসটিগেশান যদি করতে হয় তো তা ভিজিল্যান্সকে দিয়ে করান, না হলে মাননীয় মন্ত্রীর যেখানে সন্দেহ দেখা দিয়েছে সেখানে সটাকে সি, আই, ডিকে দিয়ে করানোর মধ্যে ওনার আপত্তিটা কোথায় আমি বুঝতে পারছি না। উনি ওনার স্টেটমেন্টে বলেছেন যে যেখানে সরকারের অর্থ জড়িত আমরা সেটা খাদ্য দপ্তরের কতৃপক্ষকে বিষয়টিকে অনুসন্ধান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। স্যার, খাদ্য দপ্তরের সচিবের বিরুদ্ধে সেখানে পত্রিকায় উঠেছে যেখানে আমরা চাইছি ভিজিল্যান্স বা সি, আই, ডিকে দিয়ে এটার তদন্ত করানো হোক। না হলে পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা উনি নিন। স্যার, সারা রাজ্যের রেশনগুলি থেকে তোলা হচ্ছে এবং সেগুলি পত্র পত্রিকায় উঠছে, তাতে মন্ত্রীর দিকেও অঙ্গুলী নির্দেশ আছে। স্যার, যেহেতু মাননীয় মন্ত্রীর দিকে পত্র পত্রিকায় আঙ্গুল তুলে বলছে আমরা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত চাইছি না। কিন্তু দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা করে প্রতি মাসে রেশন গুলি থেকে তোলা হচ্ছে, আমরা সেগুলিও বলছি (ট্রেজারী ব্যাঞ্চের দিকে তাকিয়ে) হাসবেন না, ওনার গুন আপনারা জানেন না, আমি জানি, আমার বাড়ীর কাছে ওনার বাড়ী। এখানে কথা হচ্ছে, দপ্তরের যেখানে কোটি কোটি টাকার প্রশ্ন এখানে কাজেই এটাকে ভিজিল্যান্সে দিতে ওনার এত অনীহা কেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এটা। স্যার, জন স্বার্থে আমরা এখানে প্রশ্ন করছি, আপনি বলবেন না, এটা বাদ দিন, এভাবে ওদের কেন প্রটেক্শান দেবেন।

CALLING ATTETION

ডঃব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : — স্যার, এই সব ঝোপেঝাড়ে বাড়ি মারবার এই প্রবণতাকে ঠিক না বলে আমি মনে করছি।

তার কারণ আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি যে, একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এই ব্যাপারে, তারা সমস্ত খোঁজখবর নেবে। তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর যদি সেটা সেটিস্‌ফেক্টরী না হয়, তাহলে তখন কি করা হবে সে ব্যাপারে আমরা পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত নেব। কাজেই এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যা বলেছেন তা অবান্তর। ডিপার্টমেন্ট প্রাথমিক তদন্ত করবে। সেই প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর যদি সেটিস্‌ফেক্টরী না নয় তখন আমরা দেখব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই কথাটা আগে বললেই তো আর কোন অসুবিধা হতো না যে প্রাথমিক তদন্ত করানোর পর যদি সেটা সেটিস্‌ফেক্টরী না হয় তাহলে ভিজিলেন্সে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেবেন।

মিঃ স্পীকার : — কলিং অ্যাটেনশন পিরিয়ড শেষ।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997—98

মিঃ স্পীকার : — সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ১৬টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়েদের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট্‌ মোশানস্‌) পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশানস্‌) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস্‌) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্‌) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চিফহুইপ্‌দের কাছে অনুরোধ রাখব, আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

এখন বিরোধী দলের সদস্য যারা কাট মোশনস্‌ এনেছেন, তাদের আলোচনা করার জন্য অনুরোধ রাখছি। আপনাদের মোট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। আপনারা প্রত্যেকে ১৪-১৪

মিনিট সময় পাবেন। তবে আমি আপনাদের আরেকটু সময় বাড়িয়ে ২০ মিনিট সময় দিচ্ছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধীদল নেতা): — খাতির যখন করেছেন তখন আধ-ঘন্টা করে সময় দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার: — না, বেশী খাতির আবার ভাল নয়। ২০ মিনিট করেই সময় দেওয়া হলো।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া: — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই আপনার কাছে আবেদন রাখছি যে, এখানে আমার কাট মোশানস্ আছে ১৩টি এবং মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক এনেছেন ৯টি মোট ২২টি কাট মোশানস্ আছে। এখন প্রত্যেকটির উপর যদি এক মিনিট করেও আলোচনা করি তাহলে সময় লাগে ২২ মিনিট। কাজেই সময়টা অত্যন্ত কম হয়েছে যদিও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিছুটা সময় বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এটার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে হলে একটু সময় লাগবে। আর সরকার পক্ষের যারা আছেন উনারা যাতে মনে না করেন যে শুধু বিরোধিতার জন্যই কাট মোশানস্ আনা হয়েছে-সেটা নয়। কারণ যেখানে দেখা গেছে, কোন কোনটির উপর ডিস্-অ্যাপ্রুভল কোন কোনটির উপর টোকেন কাট ইকনোমিক্ কাট এবং এই তিনভাবে কাট মোশানস্ আনা হয়। এবং এই ব্যাপারে উনারা যেন বিভ্রান্ত না হয়, সে জন্যই এই কাট মোশানস' কে সমর্থন করে আমার আলোচনা শুরু করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশান হলো- অন্- ডিমাণ্ড নাম্বার-৩ মেজর হেড-২০১৩।

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Tour expenses of chief Minister & other Ministers ;

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় স্যার, এই খাতটিতে চীফ্ মিনিস্টার এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের টুরের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। আমরা বরাবর দেখে এসেছি যে, আগে যারা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, এখন চলে গেছেন এবং আপনাদের আমলের দীর্ঘ দশ বছর যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আপনাদের গুরুদেব শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী, উনার আমলে আমরা দেখিনি স্যার, যে মুখ্যমন্ত্রীকে পরিচালনা করার জন্য একজন সচিব দরকার- এটা আমরা দেখিনি আগে।

এই বাজেটই সরকার প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই অথর্বজবুথব, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য খগেন দাসের মত একজনকে উনার সচিব হিসাবে নিয়োগ করতে হয়। এই অথর্ব মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই এখানে টুর প্রোগ্রাম বাবদ বাজেটে দুই লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই রকম গত বাজেটেও প্রথমে দুই লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল যা পরবর্তী সময়ে সংশোধনী বাজেট করে সেট করা হয়েছিল প্রায় তিন লক্ষ টাকা। স্যার, আমরা সবাই জানি যে গত ৯৫ এবং ৯৬ সালে অসুস্থতার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আসতে পারেন নি এবং এবারও পারেন নি। এই হাউসেই মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, আমাদের

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997—98

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিঁড়ি বেয়ে হাউসে আসতে পারছেন না। যে লোকটা দুই বছর ধরে বিধানসভায় অসুস্থতার কারণে আসতে পারছে না তার জন্য দুই লক্ষ টাকা ভ্রমণ ভাতা হিসাবে ধরতে হবে এই বাজেটে? এর থেকে আর কি লজ্জাকর ব্যাপার থাকতে পারে? রাজ্যের যে মুখ্যমন্ত্রী গণহত্যায় নিহতদের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন না তার জন্য ২ লক্ষ টাকা ভ্রমণ ভাতা জনগণের তহবিল থেকে চলে যাবে এমনিতেই? এমনতো দেখা যায় নি যে, তিনি বার বার দিল্লী বা বিদেশে যাচ্ছেন। তাহলে কিসের জন্য এই টাকা? এই টাকার হিসাব কি? এটা দিয়ে কি মুখ্যমন্ত্রীর সচিব খগেন দাসকে পোষণ করা হচ্ছে? প্রশ্নটাতো স্বাভাবিক কারণেই এখানে আসে। কাজেই আমরা মনে করি এই টাকা বরাদ্দের কোন প্রয়োজন নেই। এটা একটা ওয়েস্টফুল এক্সপেণ্ডিচার ছাড়া আর কিছু নয়। জনগণের টাকার ক্ষতি হচ্ছে স্যার। এটা কারোও ব্যক্তিগত টাকা নয়। কাজেই এই টাকা মিস ইউজ হতে দেওয়া যায় না স্যার।

অপর দিকে রাজ্যের মন্ত্রীদের জন্য এই বাজেটে সাত লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। আমি পুরো ডিমাণ্ডের উপর বলছি না। এই ডিমাণ্ডের উপর ১০৮০০ আইটেম নিয়ে বলছি। এই স্বনামধন্য মন্ত্রীদের জন্য এই সাত লক্ষ টাকা? এদের ভ্রমণ ভাতার জন্য এই টাকা জনগণকে দিতে হবে? গত বছরও আমরা দেখেছি বাজেটে কাদের তারা পেয়েছে নিয়েছিল ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পরবর্তী সময়ে আবার যখন সংশোধনী বাজেট হলো তখন সেটাকে আরোও বাড়িয়ে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার উপর নিয়ে যাওয়া হলো। কাদের ট্যুর? কিসের ট্যুর? সরকারী গাড়ি নিয়ে মাঠে-ময়দান কংগ্রেস যুব সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্য এই টাকা?

এটা এইভাবে মেনে নেওয়া যায় না স্যার। যদি আমরা দেখতাম যে, মন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীরা সরকারী কাজে ট্যুর করছেন তাহলে এই বরাদ্দটা আমরা মেনে নিতে পারতাম। এটা মানা যায় না স্যার। এটা আপনিও মানতে পারবেন না। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে রাজ্যের জনগণের কাছে অ্যাপীল করতে চাই যে ভদ্রলোকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু বিধানসভায় আসতে পারেন না তার জন্য ২ লক্ষ টাকা ভ্রমণ ভাতা রাখার কোন প্রয়োজন এই বাজেটে রয়েছে কিনা? আমি মনে করি এটার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীর জন্য ট্যুর প্রোগ্রামের জন্য যে টাকাটা এখানে ধরা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে। এই দিয়ে নিজেদের ক্যাডার বাহিনী পোষণ করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে স্যার। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই এই পরিকল্পনাকে আমরা বিরোধিতাই করব।

ডিমাণ্ড নাম্বার-৬, মেজর হেড-২০২৯ এখানে বলা হয়েছে "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Survey and Settlement operations. অপূর্ব স্যার। সেটেলমেন্ট ও সার্ভে এরা যেভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বিশেষ করে জিলাতে গেলে আপনি বুঝবেন। ব্রজনগর অঞ্চলে যেসমস্ত তহশীল আছে সেখানে গেলে আপনি বুঝবেন আপনার

মারফত আমি আবেদন রাখতে চাই, যেসমস্ত আপীল করা হয়েছে কিন্তু, তাদের নামে দেওয়া হয় নি। ঐ রামের জায়গায় শ্যাম, শ্যামের জায়গায় যদু এইভাবে চলছে। টাকা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই সেটেলমেন্ট অফিসে যারা চাকরী করছেন তাদেরকে সরকার থেকে কম দেওয়া হয় না, যথেষ্ট দেওয়া হচ্ছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে এই দপ্তরের জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঐ আইটেমে রাখা হয়েছে। ১০২ আইটেমে। এইভাবে শুধু, এখানে নয় তার জলন্ত প্রমাণ আমি আপনার কাছে দিতে চাই। এই রেভিনিউ অফিস, এখানে আমার কাছে খবর আছে স্যার, No. F-5-9/RV/96 মাননীয় স্কুলের ডাইরেকটরকে চিঠি লিখেছেন হেড মাস্টার অব্‌-রাণীর বাজার বিদ্যা মন্দির। তিনি জানতে চেয়েছেন কি অবস্থা চলছে। সেখানের জায়গাটা জবর দখল করা হচ্ছে। কারণ এটা স্কুলের জায়গা, এখন পড়ে দেখলে নিশ্চই আপনি বুঝাতে পারবেন,

In reply to the quary of the Education Directorate we have informed vide our letter No.F.5-B/96/41. Dt. 17. 2. 97 that the deed (Sale or Gift) is not available to us.

After careful examination it has come to our notice there is an attested copy of parcha which was issued to us after final publication of the record from which it appears that Ranirbazar Vidyamandir has been possessing the land for a long period under the main raiyat Sri Jogendra Chandra Chakraborty and accordingly Ranirbazar Vidyamandir has been possessing the land which was recorded as sub-tenant korfa. The land under touji No. 4071 Khatian No. 284 Mouja, Majlishpur T. K. Majlishpur was recorded in the name of Ranirbazar Vidyamandir as sub-tenant korfa. Subsequently as per 120 of TLR & LR Act that right was given to Ranirbazar Vidyamandir & recorded finally. The copy of the parcha is also enclosed herewith for ready reference.

In view of the above there is no question of transfer of land either by sale deed or gift deed. Now Ranirbazar Vidyamandir is the hole owner of the land as per final attestation Khatian No. 284.

Now a small portion of land which has got no use for the interest of School may be spared for the Nagar panchayat for construction of Town Hall & P.S. which is the crying demand of the comon people of this locality.

This is for information.

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997-98

এই হল অবস্থা স্যার, সেখানে স্কুলের জায়গা ছিল সেটাকে দখল করা হয়েছে। এইগুলিকে যদি বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে অনেক সময় নেবে। কিন্তু এগুলি না বললে ওরা বুঝতে পারবে না, আর এখানে কিছু বলতে গেলে বলছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পড়ছে। শেষ পর্যন্ত অন্য কোন কিছু না দেখে এখন চাকমা শরণার্থীদের জন্য চোখের জল ফেলছে। আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে, এই রাজ্য কমিটির সম্পাদক মানিকবাবু চাকমাদের জন্য উদয়পুর জনসভাতে তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, তারা চলে গেছে রাজ্যে লোক সংখ্যা কমে যাবে। তাদের জন্য আজকে দুঃখ প্রকাশ করছে। কারণ, চাকমা শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা পয়সা দেয় সেই টাকা আর রাজ্যে আসবে না। আর সেই লুটে পুটে খাওয়া সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। আসল কারণটা হচ্ছে এটা। তাই তারা আজকে দুঃখ করছে। সেখানে প্রতি বছর ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়। আমরা এবং আপনারা সবাই জানেন যে, আগামী ২৮ তারিখ ওরা চলে যাবেন এখান থেকে। ১৯৯৭ ইং এর মধ্যে ওরা সকলেই চলে যাবে। আর এখানে বাজেট দেখিয়েছেন তাদের জন্য ১৬ কোটি টাকা রেখে দেবেন। কাজেই, এই সমস্ত টাকা চাওয়া অর্থহীন। এটা মানা যায় না। সেই জন্যেই এই হাউসে আমি আপিল করছি যে এটাকে বিবেচনা করা হোক। এবং নতুন করে চিন্তা করা দরকার। যেহেতু আর এক বছর থাকছে না ওরা। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চলে যাবে। তখন এই টাকাগুলি কোন খাতে নেওয়া হবে। যদি এইভাবে এই টাকাগুলি থাকে তাহলে লিডার লিডার এক সিকি, দুই সিকি ১ আনা ২ আনা ৪ আনা এক টাকা দুই টাকা যে লিডার আছে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই সেগুলিকে ব্যবহার করা হবে।

এটাকে মানা যায় না। স্যার, এটা খুবই চিন্তার বিষয়। কাজে কাজেই, এখানে বিরোধী দল থেকে আমার আগে, মাননীয় সদস্য আমজাদ, যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সবগুলিকে সমর্থন করছি। আর একটি বিষয়, স্যার, স্টেট প্ল্যানিং সম্পর্কে এখানে কোন বক্তব্য নেই। কাজেই, এখানে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, সেই টাকার ৯/৬ ভাগ বলে আমার বিশ্বাস। স্টেট প্ল্যানিং-এর টাকা যাতে ঠিক মত ব্যয় হয় সে দিকে যেন নজর থাকে। তার সাথে সাথে আমি এ আবেদন জানাব, বিরোধী দল থেকে এখানে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তার যেন সঠিক মূল্যায়ণ করে বাজেট পাশ করা হয় এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য আপনি ১৮ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯৭-৯৮ সালের যে বরাদ্দ তার উপর বিরোধী সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া, জহর মল্লিক মহোদয় যে ২২টা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিকে খারিজ

করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটা পয়েন্টের উপর বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় আমাদের চীফ্ মিনিষ্টারের ডিসক্রিশনারী ফাণ্ডের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। স্যার, এই ফাণ্ড অসহায় রোগীদের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী এই ফাণ্ড থেকে সহায় সম্বলহীন রোগীদের সাহায্য করেন। এই ফাণ্ড আরো শক্তিশালী হোক, এটা আমরা চাই। এর উপর কেন ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হল আমি বুঝতে পারছি না। গত জোট আমলে আমরা দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার এই ফাণ্ড থেকে তখনকার রেভেনিউ মিনিষ্টার বিভুকুমারী দেবীকে ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তাছাড়া এই ফাণ্ড থেকে কিছু গুণ্ডা বদমাসদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল। এখন সে রকম হচ্ছে না বলেই এখানে এই ছাঁটাই প্রস্তাব। আগামী দিনে যাতে আরো বেশী দুঃস্থ লোককে সাহায্য দেওয়া যায় তারজন্য এই ফাণ্ডকে আরো শক্তিশালী করার দিকে নজর দেওয়া হোক। তাছাড়া রতিদা বলেছেন, চীফ মিনিস্টার এবং মিনিষ্টারদের জন্য ভ্রমণ বাবত ২ লক্ষ এবং ৭ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। আমি শুধু তাঁকে এইটুকুই বলব, এই ৪ (চার) বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি- চীফ মিনিস্টার থেকে শুরু করে মিনিষ্টাররা প্রয়োজন ছাড়া দিল্লী-কলকাতা কখনও যাননি। শুধুমাত্র দপ্তরের প্রয়োজন হলেই গেছেন। আমরা জানি, এখানে এমন কিছু মন্ত্রী বাহাদুর আছেন যারা চার বছরে দিল্লীর মুখ দেখেননি। জোট আমলে ত্রিপুরা ভবন বলে কোন কিছু ছিল না। সব কংগ্রেস ভবন ছিল।

সভাপতির পদ যায়, কার কি থাকবে না থাকবে তারজন্য তারা মাসের পর মাস দিল্লী গিয়ে বসে থাকতেন। সেখানে গিয়ে তারা দলবাজী করতেন। তাছাড়া এমন ঘটনাও আমি জানি স্যার, তারা রাতের বেলায় দিল্লীর রাস্তা খুঁজে পেত না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি ব্যায় বরাদ্দের উপর আপনারা বক্তব্য রাখুন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন এটা স্যার আপনি ভাল করেই জানেন। এই ভাবে তিনি দপ্তরের টাকা অপচয় করেছিলেন। চোরের মন ক্ষীরাই ক্ষেতে থাকে, স্যার। জোট সরকারের আমলে যথেষ্টভাবে টাকা অপচয় হয়েছে, স্যার। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রয়োজনের বাইরে কোন টাকা খরচ করছেন না। স্যার, মাননীয় সদস্য রতিবাবু ডিমাণ্ড নং ২২, মেজর হেড ২২৩৫ এ চাকমা রিফিউজীদের সম্পর্কে এখানে কাটমোশান এনেছেন। এটার উপরে কাট মোশান আনার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করিনা। এটা কি শুধু আমাদের সরকারের সমস্যা? আমরা চেষ্টা করলেও তো কিছু করতে পারব না এ ব্যাপারে। যদি সমস্যার সমাধান হয় তাহলে চাকমারা নিশ্চয়ই দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু আমরা তো তাদেরকে জোর করে ঠেলে পাঠাতে পারি না। চাকমারাতো এখানে শরণার্থী। ডিপা-

ক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে যত শীঘ্র সম্ভব তাদের সমস্যার সমাধান হোক এটা আমরা চাই। কিন্তু মাননীয় সদস্য রবিবাবু যে ভাবে এখানে কাট মোশান আনলেন আসলে এটা উনাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে সমস্যার সমাধান হলে নিশ্চয়ই তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের কর্তব্য তাদের ত্রানের ব্যবস্থা করা। শরণার্থী যারা এখানে এসেছেন, তারা সুখে শান্তিতে থাকার জন্য আসেননি। অনেক অত্যাচার নিপিড়ন সহ্য করে তবেই তারা এদেশে শরণার্থী হয়ে এসেছেন। আন্তর্জাতিক কারণে তাদেরকে রাখতে হচ্ছে। তাদের জন্য যে টাকা এখানে ধরা হয়েছে তারা যাতে এক সপ্তাহের মধ্যে চলে যায় তাহলে আমাদের টাকা থেকে যাবে। কিন্তু তারজন্য কি এখানে ছাঁটাই প্রস্তাব আনতে হবে? এটা কোন যুক্তিতেই মানা যায় না। তারপর স্যার, রবিবাবু ডিমাণ্ড নং ৪৩, মেজর হেড ২০১১ এর উপর কাট মোশান এনেছেন, এম, এল, এদের বেতন ও ভাতা নিয়ে তিনি এখানে প্রশ্ন তুলেছেন।

জোট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি যারা এম, এল, এ ছিলেন তাদের বেতন ছিল ১৮০০ টাকা, আর যারা প্রাক্তন এম, এল, এ তাদের পেনসন ছিল আড়াই হাজার টাকা। এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা তারা করেছিলেন। এম, এল, এ, দের বেতন ও ভাতার এবং পেনসনের প্রয়োজন আছে। সুতরাং, এটার উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আনার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। উনারা এখানে ২২ টা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলির কোন যুক্তিই নেই। আসলে ছাঁটাই প্রস্তাব আনতে হবে, তাই এনেছেন। কিন্তু কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেই। কাজেই, উনারা এখানে যে ২২টা কাট মোশান এনেছেন সেগুলির সবগুলিকে বিরোধীতা করে এবং ব্যয় বরাদ্দগুলি যা আজকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: — শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী: — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীগন বিভিন্ন দপ্তরের যে সমস্ত ডিমাণ্ড প্লেইস করেছেন সেই সমস্ত ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যারা যে ২২টি কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশানগুলির সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া অনেক কিছু বলেছেন তাই আমি আর সে দিকে যাচ্ছি না। স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যারা এমন কতগুলি কাট মোশান এনেছেন যেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য বাধার সৃষ্টি হবে এবং সরকার বিভিন্ন যে সমস্ত কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন তাতেও বাধার সৃষ্টি হবে। আমাদের সরকার দীর্ঘ দিন ধরে তিনটি কাজের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন সেই তিনটি কাজ হলো (১) যোগাযোগ ব্যবস্থা (২) বাসস্থান (৩) পানীয় জল কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এখানেও মাননীয় বিরোধী সদস্যারা কাট মোশান এনেছেন, এটা চিন্তা করা যায় না।

কারণ উনাদের পতনের সময় হয়েছে তাই জলাতংক রোগের মত উনারা এই সমস্ত করে যাচ্ছেন। হৈ-চৈ ছাড়া তাদের কোন কথা নেই এবং এই জনাই হৈ-চৈ করে তারা বাধা দানের চেষ্টা করছেন, তারই ফলশ্রুতি উনাদের এই সমস্ত কাট মোশান আনা। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩-এ মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন। মেজর হেড ৩০৫৪ এবং ৫০৫৪ সেখানে ৭কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ৪৭কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা বিভিন্ন রোড ইত্যাদির জন্য ধরা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি কাজ করে চলেছেন। স্যার, তাই উনারা বিরোধীতা করে যাচ্ছেন কারণ উনারা দেখছেন ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হয়ে যাচ্ছে, কারণ, উনাদের আমলে তো উন্নয়মূলক কাজকর্ম কিছুই হয়নি তাই উনারা ভয় পাচ্ছেন। বর্ত্তমান সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নকল্পে অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা বিধানসভায় তথ্য দিয়েছি দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য অনেক পাকা ব্রীজ করা হয়েছে। আগে যে সমস্ত ভাঙ্গা ব্রীজ ছিল সেগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে সারাই করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাকা ব্রীজ করা হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালের হিসাব, ১৯৯৫-৯৬ সালের হিসাব এবং ১৯৯৬ ৯৭ সালের হিসাব দেখলেই আপনার বুঝতে পারবেন আমরা কতগুলি পাকা ব্রীজ করেছি। মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক, উনি তো বিলোনীয়া থেকে আসেন, উনি ইচ্ছা করলে এখন ঘুমিয়েও আসতে পারবেন এবং বলতেও পারবেন কতগুলি কাঠের ব্রীজকে পাকা ব্রীজে পরিনত করা হয়েছে। আমাদের আগরতলা শহরেও কাটাখালের মধ্যে দুর্গাচৌমুহনী এবং অভয়নগরেও ব্রীজ করা হয়েছে। যোগেন্দ্রনগরেও একটা ব্রীজ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীকে খোয়াইয়ের কল্যাণপুরের একটা ব্রীজের কথা বলা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে তিনি বলেছেন এটা সরকার চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন। তাই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বুঝতে পেরেছেন আমাদের যে কাজের অগ্রগতি সেটাকে আটকে রাখা যাবে না।

স্যার, ওরা যে কাটমোশান এনেছে তারজন্য বলতে হয় যে ডানা ভাঙ্গা হাঁস বনটোলা ছাড়া আর কিছুই দেখে না। কাজেই, তারা উন্নয়নমূলক কাজকর্ম কিছু দেখনা। স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৪ এটাতে উনারা কাটমোশান এনেছেন। শিল্প, সেখানে ইণ্ডাস্টীর কথা বলা হয়েছে। জুটমিলের কথা বলা হয়েছে। স্যার, জুট মিল সম্পর্কে আমি কি বলব, মাননীয় মন্ত্রী আছেন উনি বলবেন। আমি শুধু এখানে একটি কথা বলতে চাই স্যার, এক মহাজন গিয়েছিলেন তার জনের বাড়ীতে, দেনা সুদ করার জন্য। গিয়ে তাকে ডাকে" বংক বাড়ীতে আছ নাকি, তখন ওর মেয়ে ১০-১২ বৎসরের মেয়ে বাইরে এসে বলে না, বাবা বাড়ীতে নাই। তোমার বাবা কই গেছে? আমার বাবা গেছেন ৭ দিনের মরা পুত বাঁচাবার জন্য। যখন তখন মহাজন চিন্তা করতে লাগল, এটা কি উত্তর দিল? তখন আবার মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ঠিক করে বল তোমার বাবা কই গেছে, এই যে তুমি বললে

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997—98

৭ দিনের মরা ছেলে বাঁচাবার জন্য গেছে । মেয়ে বলে, জাননা ধান রোপনের জালা, ৫ দিন আগে জালা তুলে রেখেছিল, এই জালা লাগাবার জন্য গেছে জমিতে । মরা জালা বাঁচাবার জন্য । স্যার, কি বলব, এই জুট মিলের সব কিছু খেয়ে ফেলেছিল, বামফ্রন্ট সরকার এসে তাকে জিইয়ে দিয়েছে। আজকে কয়েক হাজার শ্রমিক সেখানে কাজ করছে । আরও উন্নয়ন হচ্ছে। টি, এস, আই, সি, টি, আই, ডি, সি ওদের আমলে কি হয়েছে ? লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়েছে । ভিজিলেন্স আছে, ধরব আমরা, ছাড়বনা । কাজেই স্যার, পাপে বাপকেও ছাড়েনা । এই ছাটাইগুলি উনারা যে এনেছেন তাতে কোন প্রশ্ন আসেনা । তারপর স্যার ডিমান্ড নং-২৭ মেজর হেড ২৪১০ কৃষি, সেখানেও ছাটাই, তারপর মেজর হেড ২৪০৮ সেখানে কোল্ড স্টোরেজ, তৈয়ার করার জন্য উন্নতমানের বীজ সংরক্ষণ করার জন্য এইগুলির মাধ্যও ছাঁটাই এনেছেন । তারা কি চাইছেন ? কৃষিতে উন্নয়ন কি হয়েছে দেখে আসুন খোয়াইতে গিয়ে । সবস্ব শুকিয়ে গেছিল । এখন উন্নতমানের বীজ, ধান রোপন করে ফসল ফলানো হচ্ছে । তরমুজ খাবেন ? চলুন খোয়াইতে তরমুজে ভরে গেছে, স্বর্ণমশুরী, মূলা, বেগুন কি না আছে । কিরকম উৎপন্ন হচ্ছে সেই উন্নত ধরনের বীজ দিয়ে সেখানেও উনারা ছাটাই এনেছেন । স্যার, এইগুলি কিন্তু মানা যায়না তার একটা জিনিস সেটাতে সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছে সেটা হল রুরাল ডেভেলাপমেন্ট । ৩১ নং ডিমাণ্ডের মেজর হেড ২৫০৫ । গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্প সেখানেও রতিমোহন বাবু কাটমোশান এনেছেন । ওরা কি চাইছে ? রতিমোহন বাবুর অবস্থা বরাহ পণ্ডিতের মত । বরাহ পণ্ডিত আপনারা সবাই জানেন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল গড়তে চেয়েছিলেন । তারপর বরাহের স্বর্গ গড়া শেষ হল, মর্ত্যেরও শেষ হল, তারপর পাতাল গড়া আর শেষ হয়না এর জন্য কেবল মাটি খুড়তে লাগল, কিন্তু পাতাল আর হলনা । সেখানে ৬০ লক্ষ শ্রমদিবস হয় । ওদের আমলে অনাহারে মৃত্যুর মিছিল দেখা গিয়েছিল বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকায় । সেই গোবিন্দবাড়ী, নাতিনগর, কাকড়াছড়া আরও কতগুলি অঞ্চলে ভোট রাজত্বে সেখানে কাজ নেই, খাদ্য নেই, মানুষের মৃত্যুর মিছিল চলছিল ।

স্যার, তাদের আমলে গ্রামে গঞ্জে অনাহার মৃত্যুর মিছিল চলছিল, তাদের সময়ে না খেতে পেয়ে অনেক মানুষ মারা গেছে। তারা তাদের সেই দিনের কথা চিন্তা করে একটাও বলতে চেষ্টা করে যে, অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটাও অনাহার মৃত্যুর নাম তারা দিতে পারবে না, কারণ এই সরকারের আমলে একটিও অনাহার মৃত্যু হয়নি। এখন গ্রামে গঞ্জে যেভাবে কাজ দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এটা দেখে ওদের আতংক হয়েছে। এবারের বাজেট ভাষণ তাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করেছে এবং সেই ভয় থেকে হয়েছে আতংক আর সেই আতংকের থেকেই তারা এই বাজেট ভাষণের বিরোধিতা করছে। তারা এখানে শুধু এই সরকারের দোষটাই খুঁজে পাচ্ছে।

শ্রীরবিমোহন জমাদিয়া :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য কোন আইটেমের উপর আলোচনা করছেন। ওনার বক্তব্যটা উনি কোন আইটেমের উপর রাখছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, তাদের আমলে খাদ্যের অভাবে মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আর আজকে সেখানে খাদ্যের কোন অভাব নেই এবং তা পাশাপাশি গ্রামের জনগণ কাজও পাচ্ছে। তাদেরকে এই সরকার থেকে কাজ দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি কনক্লুড করুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এখানে আমি লক্ষ্য করলাম মাননীয় সদস্য রতনবাবু, স্যার, মাননীয় সদস্য রতনবাবু সম্পর্কে আজকে পত্র পত্রিকায় দেখলাম যে, সুপ্রীম কোর্টকে তার দশ হাজার টাকা দিতে হবে ক্ষতিপূরণ বাবদ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা সেদিন বক্তব্য দেওয়ার সময় বলে ছিলেন, ধান খেয়ে মুরগী যাবে কোথায়, আমিও বলছি, হ্যাঁ যাওয়ার পথ নেই, খাইয়ে ছাড়ব। আজকে বিরোধী দলনেতার অবস্থাটা কি, ওনার অবস্থা আজকে ত্রিশংকুল।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997—98

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি শেষ করুন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— কাজেই স্যার, তাদের যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এখানে আছে, সেগুলির বিরোধিতা করে এবং রাজ্যের ৭০ লক্ষ লোকের স্বার্থে এই ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। স্যার, আমি আশা করব এইভাবে হতাশায় যারা ভুগছেন তারা আর একটু অপেক্ষা করুন, দিন এসে যাচ্ছে, আর বেশী দেরী নেই। পতন ঘটবে। সাগর পারের মাঝি ভেসে যাবে কেউ রেহাই পাবে না। আমি তাদেরকে বলব যদি রেহাই পেতে চান তো আপনাদের এই কাট-মোশানগুলিকে বাতিল করে দিয়ে আমাদের এই বাজেট, ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করুন এই অনুরোধ রেখে এবং আমাদের এই ডিমাণ্ডগুলিকে জনস্বার্থে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক। আপনার সময় দশ মিনিট।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার এবং মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া কর্ত্তৃক আনীত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে আমার কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় খগেন্দ্র জমাতিয়া ও মাখন চক্রবর্ত্তী মহোদয়গন বলেছেন, স্যার, আমার মাখন দা বলেছেন যে, কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে, কংগ্রেস আর নেই। স্যার, হাতি জীবিত থাকলেও লাখ টাকা, মরলেও লাখ টাকা। স্যার এখন যদি কেন্দ্রে নূতন কোন সরকার হতে চায় তো ওনারাই আবার সাপোর্ট করবেন কংগ্রেসকে। ওখানে বি জে পিকে ঠেকানোর জন্য ওনারাই কংগ্রেসের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছেন, কাজেই ওনারাই আবার সাপোর্ট করবেন কংগ্রেসকে। উনাদের সর্বভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারী হরকিষেণ সিং সুরজিৎ সপ্তাহে সাত দিনের জায়গায় দরকার হলে পনেরদিনই গিয়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট কেশরীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু এটা আমার বক্তব্য নয় স্যার। আমার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় মাখনদা বলেছেন যে, জঙ্গলের রাজত্ব—দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার। মাননীয় বিধায়ক মাখনদাকে আমরা যখন খোঁজে বের করে জিজ্ঞেস করলাম কি মাখনদা, আপনি কোথায় ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন যে কালকে রাত্রে জঙ্গলে

ছিলাম। তো জঙ্গলের রাজত্ব বলতে বলতে দুর্ভাগ্যক্রমে উনাকেই জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। উনি আমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন খোয়াই যাওয়ার জন্য। গেলাম সেখানে কলোনীবাজারে। গিয়ে দেখলাম একসঙ্গে পঁচিশটা চিতা, এরপরে আরো আছে। কাজেই সে ব্যাপারে আর বলতে যাচ্ছি না। আর উনাদের বক্তব্যতো তিনটা শ্লোকের মধ্য দিয়েই শেষ করলেন-তাতে কিছুই নেই। শ্লোকই বলে সময়টা কাটিয়ে দিলেন।

যাইহোক স্যার এখানে আমাদের ডিস্‌ক্রিশনারী ফাণ্ড সম্পর্কে বলেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র বাবু যে এটা বাড়ানো দরকার। আমরা এটাকে একমত এ এটা বাড়ানো দরকার। কিন্তু এর টাকা কোথায় যাচ্ছে, কারা নিচ্ছে সেগুলি দেখা দরকার। এইটা প্রপার্লি দেওয়া হচ্ছে না স্যার। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে উনার সমালোচনা নয় স্যার, উনাকে আমরা সম্মানই করি। কিন্তু আজকে রাজ্যে উনাদের ৪৯ জন বিধায়ক আছেন কিন্তু একজন সক্ষম মুখ্যমন্ত্রী উনারা দিতে পারেন নি। আজকে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আসনটা খালি পড়ে রয়েছে, কেন ? আমরা এই হাউসে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখব এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা উপলব্ধি করবেন এবং সেভাবে উনার মন্ত্রীসভা এবং সরকার চালাবেন। এটাই-তো নিয়ম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এটা উপলব্ধি করাতে পারলাম না। আজকে সারা রাজ্যের কি অবস্থা, কিভাবে চললে জনগণের ভাল হবে এবং সরকারটা চলবে। কিন্তু সেটা আর হলো না স্যার। এইটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা দেখি যে আমাদের সংসারে বাবা বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তার প্রতি তো আমাদের শ্রদ্ধা যথেষ্টই আছে। কিন্তু তবু তাকে বলা হয় যে, আপনি বসে যান-আমরাই চালাব। এবং সংসারের দায়িত্ব তখন অন্যকে দেওয়া হয়। তো রাজ্যের মানুষ তো আপনাদের কম দেন নি- ৪৯ জনকে নির্বাচন করার পরও আজকে একজন সক্ষম মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারলেন না, এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার।

স্যার আজকে কি চলছে রাজ্যে, কি চলছে চীফ্‌ মিনিষ্টারের সেক্রেটারী নাম দিয়ে খগেন দাস, কে সেই খগেন দাস? উনাকে কি জনগণ নির্বাচন করেছেন? একটা নির্বাচিত সরকারকে চালাচ্ছেন এমন একজন লোক যিনি নির্বাচনে জিতে আসতে পারেন নি বা নির্বাচনে যিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হননি। সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা তিনি ভোগ করছেন। সে সমস্ত জায়গায় আজকে ডিস্‌ক্রিশনারী ফাণ্ডের টাকা প্রপারলি ডিষ্ট্রিবিউট হচ্ছে না, আমার বক্তব্য সেই জায়গায় স্যার। আমার বক্তব্য হচ্ছে টাকা খরচ হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। আজকে একজন নির্বাচিত সদস্যকে যদি সচিব করা হতো তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু যিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন'ন এমন একজনকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব বানিয়ে দেওয়া হলো। ৬০ জন বিধায়ককে নির্বাচন করে পাঠালো রাজ্যের মানুষ, সেখানে আমাদেরকে শাসন করছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি নির্বাচনে জিতে আসতে পারেননি।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব্‌ অর্ডার, নির্বাচিত সরকারকে খগেন দাস চালাচ্ছেন না। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীরও পার্সন্যাল সেক্রেটারী আছে। তার অর্থ যদি হয় ভারতবর্ষের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে চালাচ্ছেন সেই পার্সন্যাল সেক্রেটারী। সেটা নয়, ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই পার্সোন্যাল সেক্রেটারীর ব্যবস্থা রয়েছে। এটা মাননীয় সদস্য বুঝতে পারেন না বলেই এখানে বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর পার্সোন্যাল সেক্রেটারী রাজ্য পরিচালনা করছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল সেক্রেটারী, আমি অবশ্য সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সচিব করা হয়েছে যাকে, তার কাছে ডিস্‌ক্রিশনারী ফাণ্ডের জন্য কোন বিধায়কের সই করা কাগজ বা দরখাস্ত করলেও সেই জায়গায় এস, ডি, ও বা ডি, এম, কে বলে দেওয়া হয় যে দরখাস্ত দিলেই কি টাকা সেংকশান হয়? কে সেই খগেন দাস —যিনি এটা বলতে পারেন। কাজেই এখানে আপনাদের পলিসির কিছুই নেই। সমস্ত রাশ আজকে একজনের হাতে রয়েছে সেই খগেন দাসের হাতে। আপনারা সেটা মেনে নিচ্ছেন, কিন্তু আমরা সেটা মানতে পারি না।

স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৫ এর উপরে একটি কাট-মোশান রয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে—এপ্রিল মাসে যে পি. পি, এবং এ, পি, পি. —যেখানে লিগ্যাল অ্যাড্‌ভাইসার এবং কাউন্‌সেল নিয়োগ করছেন এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ এর ৩১শে জুলাই পর্যন্ত, কিন্তু এরপরেও ২৪৭ টি কেস উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কেন নেওয়া হয়েছে? কেন নিয়োগ করা হয়েছে— এ, পি, পি, ? আজকে যারা নির্যাতিত, অত্যাচারিত, তাদের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য, তাদের আইনের সুযোগ দেওয়ার জন্য এদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি তাদের সাংঘাতিক ভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছেন। সেখানে রাজনৈতিক মামলাগুলি উঠিয়ে নিচ্ছেন। একজন দরখাস্ত করে দিচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মামলাগুলি উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে এখন পর্যন্ত খুন, ধর্ষণ এই ধরনের গুরুতর অপরাধীদের কেস— ২৪৭ টি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে স্যার। কাজেই এই এ, পি, পি এবং

পি. পি. দের কে দলীয় স্বার্থে তারা ব্যবহার করছেন এবং হাজার হাজার কেস উঠিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই মানুষের যে বিশ্বাস বিচার বিভাগের প্রতি, সেটা উঠিয়ে যাওয়ার কারন ঘটাচ্ছেন। উনাদের এজেন্টদের মাধ্যমে। কাজেই সেই জায়গায়, এই টাকা আমরা মানতে পারি না স্যার।

আজকে স্যার, এই রাজ্যে আমাদের মন্ত্রী যারা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে বলেছেন উনারা। আজকে মন্ত্রীদের অসুস্থতা নিয়ে কথা বলা ঠিক নয়। কংগ্রেসকে আপনারা চোর-বাটপার বলে গিয়েছেন। তাহলে কেন আপনারা একটি ঘটনারও প্রমান করে বা তদন্ত করে রাজ্যবাসীকে জানাতে পারেন নি তারা চোর-বাটপার ছিল? সাড়ে চার বছরের মধ্যেও একটি প্রমান করতে পারলেন না। তবে এখন কিন্তু আপনাদেরই তদন্ত কমিশনের সামনে দাঁড়ানোর সময় এসে পড়েছে। কতজন মন্ত্রী আপনাদের চিকিৎসার নাম করে বিভিন্ন জায়গাতে আছেন? টাকাগুলি কি আপনাদের দল থেকে যাচ্ছে? নাকি সরকারী কোষাগার থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে? একা মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার জন্য এখন পর্যন্ত কত টাকা বের হয়ে গেছে সরকারী কোষাগার থেকে? এই চার সাড়ে চার বছরে আপনাদের কতজন মন্ত্রী-বিধায়ক চিকিৎসার নাম করে সরকারের কোষাগার থেকে টাকা নিয়েছেন তার হিসেব কি এই হাউস দিতে পারবেন? এই ধরনের অনেক ঘটনা আছে। তবে আমি এই নিয়ে আর যেতে চাই না।

স্যার, ১৯৯৩ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৯৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ১০৭ ধারায় বিভিন্ন থানাতে কেস হয়েছে মোট ১৩,৪৯৫ টি। এটা বলার উদ্দেশ্য কি? থানাতে অভিযোগ জানাতে গেলে এ. পি, পিদের উপদেশে থানার ও, সি এবং ইনকোয়ারি অফিসার সেই গুরুত্বপূর্ণ কেসগুলি লিখে লাইট করে ১০৭ ধারায় ফেলে দিচ্ছে। মারাত্মক-মারাত্মক কেসগুলি, খুনের কেসগুলি, বিরোধীদের আক্রান্তের কেসগুলি ১০৭ ধারায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে, কায়দা করে। স্যার রাজ্যে ৯৭৩ জন নাকি উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হয়েছেন এবং এর মধ্যে আবার ৮৩০ জন প্রচুর পরিমাণ টাকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন। বাকীদের হত্যা করা হয়েছে। সরকারী তথ্যে জানা গিয়েছে ১৯৯৩ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৯৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ৪২১ জন লোক রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা খুন হয়েছেন। ৪২৫ জন আহত হয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার খুনী উগ্রপন্থীদের জন্য অঢেল টাকা খরচা করছেন। এখন পর্যন্ত তাদের পিছনে মোট ৮,৮০,৪২,০০০ টাকা খরচা হয়েছে। কিন্তু উগ্রপন্থীদের দ্বারা যারা নিহত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গকে কিছুই সাহায্য করা হচ্ছে না। কত টাকা সাহায্য করেছেন বলতে পারবেন? লজ্জা হওয়া উচিৎ। রাজ্য শাসন করছেন আপনারা? বলবেন জে, আর, ওয়াইতে ২১ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে? কি দরদ! কাজেই স্যার, দেখা যাচ্ছে যারা খুন করছে তারাই সব দিক থেকে উপকৃত হচ্ছে। খুন যারা হচ্ছে তাদের পরিবারবর্গ সর্বসান্ত হলেও কোন সাহায্য পাবে না, এই সকারের কাছ থেকে। এটাই বামফ্রন্ট সরকারের পলিসি স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমলবাবু কনক্লুড করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— করছি, স্যার। আর একটা কাট-মোশান আমি এনেছিলাম।

জমাতিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়িয়া পূজার যে খেরফাং যারা আছেন তাদেরকেও অন্যান্য ধর্মের পূজারীদের মত সরকারী ভাতা দেওয়া হোক।

আর একটি জিনিষ আমার রয়েছে, সেটা হলো মুহুরী নদীর উপর লাউগাঙের কাছে একটি সেতু নির্মানের জন্য দৃষ্টি আকর্ষন করছি। নিরাপত্তার কারনে এটা অত্যন্ত জরুরী। যেহেতু জোলাইবাড়ী, বাইখোরা, লক্ষীছড়া, শান্তির বাজার, বেতাগাঁও এই সমস্ত এলাকার মানুষ বিলোনীয়া যেতে গেলে এখন যে সময়ে যান তার থেকে অনেক কম সময়ে বিলোনীয়া আসা-যাওয়া করা যাবে, ব্রীজটি নির্মান করা হলে। কাজেই এটা যেন করা হয়।

আর একটি জিনিষ এখানে বলেছেন মাননীয় সদস্য-সারের ব্যবহার নিয়ে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ। আপনি বসুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— পাঁচ মিনিট নয়। ইতিমধ্যেই আপনার ১০ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমি শেষ করে দিচ্ছি স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার দশ মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— কাজেই সারের ব্যবহারের জন্য যেখানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষিতে পার হেকটর ৭০ কেজির মত বিভিন্ন ধরনের সার সেখানে আমাদের রাজ্যে গত বছর ৩২/৩৩ কেজি, ছিল। এবার নেমে এসে সেখানে ২৭/২৮ কেজি দাঁড়িয়েছে। কাজেই এইসমস্ত জায়গায় কৃষিকে উন্নতি করতে গেলে সর্বভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে উন্নয়নের জন্য যদি ত্রিপুরা রাজ্যকে ম্যাচ করাতে হয় তাহলে সেখানে সারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য ভর্তুকী বেশী পরিমাণে দিতে হবে। এইজন্য আমি চাইছি। আর একটা জিনিস মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমার বিচক্ষনে বলেছেন-হ্যাঁ, আমি হয়ত আগামী নির্বাচনে বিধায়ক হিসাবে নাও আসতে পারি, উনি সন্দেহ করেছেন আমি নাও আসতে পারি। হয়ত হতেও পারে। স্যার, আমার বক্তব্য সেখানেও এই রাজ্যে শতে শতে হয়ে গেছেন এম, এল, এ, প্রাক্তন বিধায়ক। আমরা এখানে যারা আছি তারা যে সারা বছর থাকবে না, উনি মরা এম, এল, এ বলেছেন, মরা এম, এল, এ, নয় স্যার, আমি অসম্মান করে বলতে চাই না। উনি কেন বলেছেন আমি জানি না। মরা এম, এল, এ, লিষ্টে উনিও যাবেন একদিন তখন এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে উনার থেকে আর একজন হয়ত আরও বেশী কটু ইঙ্গিত করবে। মরা নয় আরও বাজে কিছু বলবেন স্যার। আমার বক্তব্য সেই জায়গায় না, আমার বক্তব্য হলো বিধায়কদের যে পেনসন দেওয়া হয় বর্তমান দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলিতে টাকা বাড়ানোর জন্য। স্যার, আমার কাছে তামিলনাড়ু বিধানসভার এম, এল, এ, ফেসিলিটি এবং পেনসন: কর্ণাটক, তারপরে

ওড়িষ্যা এবং পশ্চিমবাংলা এবং আরও আছে গোয়া সমস্ত জায়গায় আছে। আমি টাকা বাড়ানোর কথা বলছি না স্যার। আমি বলছি এই সমস্ত জায়গায় যেমন মেডিকেল ফেসিলিটি প্রাক্তন বিধায়কদের নিজস্ব পরিবার না দিয়ে নিজস্ব মেডিকেল ফেসিলিটি দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করার জন্য। সেই জায়গায় ফ্রি বাস পাশ সরকার পরিচালনাধীন বাস পাস দেওয়ার জন্য ফ্রি বাস যাতে দেওয়া যায়। ফ্যামিলি পেনসন অন্যান্য জায়গায় আছে। হঠাৎ করে কোন এম. এল. এ, মারা গেলেন সিটিং অবস্থায় উনার টার্মের মধ্যে উনি মারা গেলেন, মারা যাওয়ার পর দেখা যায় সেই জায়গায় অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে সেই জায়গায় যতদিন তিনি থাকতেন এম, এল, এ, ঐ টার্ম পর্যন্ত উনার ফ্যামিলিকে পাঁচশত টাকা বা এক হাজার টাকা করে উনার স্ত্রী বা যে থাকে উনাকে দেওয়া হয়। এই রকম জিনিষ করা এবং ব্যাংক ফেসিলিটিস। টাকা বাড়াতে হবে আমার বক্তব্য নয় স্যার। আমার বক্তব্য হল আমি এই জন্য এনেছি যে প্রাক্তন অনেক বিধায়ক আছেন উনি জানেন না অনেক বিধায়ক আছেন এখনও আড়াই হাজার টাকা ড্র করেছেন ব্যাংক থেকে যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন তাহলে জানতে পারবেন অনেক বিধায়ক এখনও ড্র করছে। কাজেই এখানে অনেক বিধায়কদের চলে না এই যে পেনসন এগারশ, বারশ সর্বোচ্চ সাড়ে তেরশ টাকা। সেই জায়গায় টাকা যা আছে তা থাকুক অন্যান্য ফেসিলিটিগুলি বাড়িয়ে দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করার জন্য আমি এনেছি স্যার।

আর একটা জিনিষ কোল্ড স্টোর এবং মার্কেট সেড।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার ৫ মিনিট শেষ।

শ্রীঅমল মল্লিক :— বনকস্ন বাজারে একটি সেড এবং একটি কোল্ড স্টোর করার জন্য সরকার এখানে যে বাজেট চেয়েছেন সেই বাজেটের সঙ্গে সেগুলি নেই তারজন্য আমি কাট মোশান এনেছি। এগুলির সঙ্গে যেন যুক্ত করা হয় এবং এই কাট-মোশানগুলিকে বিবেচনা করে, আমরা বিরোধিতার জন্য দেইনি। কাজেই এই সমস্ত জায়গাগুলি সংশোধন করে উনারা এটাকে গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কতগুলি জয়াগাতে কাট-মোশান এনে টাকা কমানোর প্রস্তাব করেছেন এবং কিছু জায়গাতে নতুন কিছু কাজের প্রস্তাব করেছেন। নতুন কাজের যে প্রস্তাবগুলি আনা হয়েছে সেগুলি আমি সরাসরি বিরোধিতা করছি না। কিন্তু সেগুলি বিবেচনা করার জন্য সরকারের যে আর্থিক সংঙ্গতি থাকা দরকার সেটা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ এখানে সারের ভুতর্কী বাড়ানোর জন্য তিনি যে কথা বলেছেন আমরা মনে করি এটা ঠিক গোটা ভারতবর্ষের যে গড় তাতে হেকটরে এখন ৭০ কেজি সার ব্যবহার করছে ক্যামিকেল ফার্টি-

লাইকার। সেই জায়গাতে আমাদের রাজ্যে প্রতি হেকটরে এখন ২১ কেজি বা সারে একুশ কেজির মত গড়ে আমরা ব্যবহার করছি। কাজেই সেই জায়গার ভর্তুকী বাড়ানোর যে প্রস্তাব উনি করেছেন, আমরা দেখব আমাদের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে মিল রেখে চেষ্টা করছি। স্যার, সারের দাম বাড়ছে। আমাদের রাজ্যে সার লিফটিংয়ের একটা বিরাট সমস্যা। সেই জায়গার মধ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গতির মধ্যে রেখেই আমরা এই ভর্তুকীর পরিমাণ কতটা বাড়ানো যায় সেই বিষয় চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতেও আমাদের একটা অলমোস্ট এফোর্ট থাকবে যাতে কৃষকদের যতটা সম্ভব তাদের বোঝা হালকা করা যায় সেই দিকে আমাদের এফোর্ট থাকবে। স্যার, এখানে টি, পি, এসের ক্ষেত্রে আর একটা কাট মোশান আনা হয়েছে।

ট্র্যো পটেটো সীড আমাদের রাজ্যে যে উন্নত সেটা বলা যায় ভারতবর্ষের মধ্যে একটি স্থান দখল করে নিয়েছে। গত চার বছর ধরে আমাদের রাজ্যে এই টি, পি, এস কাল্টিভেশন হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করলে এই টি, পি, এস বিদেশ রপ্তানি করে বিদেশের মুদ্রা আনা যেত। কিন্তু সেটি আমাদের লক্ষ্য নয়। যদিও এই টি, পি, এস বিক্রি করে ১৫ হাজার ১৬ হাজার ডলার বিদেশ থেকে টাকা আমরা আনতে পারি। ভারতের বাইরেও এই টি, পি, এস বিক্রি হচ্ছে। তাতে আমাদের ফরেইন একসচেঞ্জের সুযোগ হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের উদ্যোগ এটা ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতি বছর বাইরে থেকে ১৭ শত মেট্রিক টন আলুর বীজ আনতে হয়। এখানে সাড়ে চার থেকে পাঁচ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করার জন্য। আমরা চাইছি যে এই টি, পি, এস টা এখানে ব্যবহৃত হোক। এখানে এই চিন্তা করে কৃষকদেরকে ১০ হাজার টাকা ভূর্তকী দিয়ে টি, পি, এস টা ব্যবহারের জন্য সুযোগ দিয়েছি। স্যার, আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমাদের রাজ্যে এই বছর বিভিন্ন কৃষি খামার ও কৃষকরা এই টি, পি, এস সরাসরি ৫০ কেজি মত তারা ব্যবহার করছে। সেই থেকে আমরা মনে করি যে বাইরে থেকে আলু বীজ আনার যে বাড়তি বোঝা বা চাপ সেটি কমে যাবে। কাজেই আমি বুঝতে পারছি না টি, পি, এস এ ওরা কি বলতে চেয়েছে। সেখানে যদি ভূর্তকীর পরিমাণ বাড়াতে হয় সেটি আমরা দেখতে পারি। আসলে আমি বুঝতে পারছি না টি, পি, এস-এর উপর যে কাট-মোশান এনেছেন তার আসল উদ্দেশ্যটা কি? তারপর এখানে জুট মিলের উপর এখানে কাট-মোশান এনেছেন। কিন্তু বক্তব্য রাখার সময় কিছু বলেন নি। জুট মিল আসলে মাঝারী শিল্প হিসাবে আমাদের রাজ্যের গর্ব ছিল। শুধু শিল্প নয় সেই জুট মিলকে সামনে রেখে আমাদের রাজ্যের কৃষকরা তাদের পাট উৎপাদন করত। এটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের জুট মিলকে ১৯৯২ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় ১৭ শত শ্রমিক কর্মচারী সেখানে কর্মরত ছিলেন। রাজ্যের মধ্যে যে হাজার হাজার কৃষক পাট উৎপাদন করত তাদের মাথায় হাত পড়ে তাদের পাট উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। জে, সি, আই, সেখান থেকে হাত গুটিয়ে নিল। সারা রাজ্যে শুধু ক্লোজার

আর ক্লোজার। সেদিক থেকে জুট মিলও বাদ গেল না। আমরা ক্ষমতায় এসে যা করার চেষ্টা করেছি জুট মিল চালু করেছি। জুট মিল-এর উৎপাদন শুধু বন্ধ হয় নি। শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে গেল। আড়াই কোটি টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা পড়ে নি। গত তিন বছরে জুট মিল চালু হয়েছে, রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল আমরা অ্যাপেক্সের মাধ্যমে ক্রয় করেছি। গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত উৎপাদন হয়েছে, দেড় হাজার মেট্রিক টন। বাইরে পাট বিক্রি হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান ওয়েল কোম্পানী আমাদের জিনিস কিনছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে আড়াই কোটির মধ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছি। এখন যদি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনার হাতকড়া পড়ায় তাহলে পরাবে কর্মচারীদের। লজ্জা করে না? এটা লজ্জাজনক ঘটনা। কোট আমলের সর্বশেষ বাজেটে জুট মিলের জন্য সংস্থান ছিল ২ কোটি টাকা। সেই জায়গায় বিরোধী দলনেতা বাজেটের সাধারণ আলোচনার সময় বলেছিলেন, বাজেটে জুট মিলের জন্য সংস্থান রাখা হয়নি। উপমুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ইতিহাস রচনা নয়। সামান্য ইঙ্গিত আছে। এটাই ভাল বিচারের বিষয়। সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল দিচ্ছে। কাজেই স্যার, কাট মোশনের অর্থ পরিস্কার নয়। জুট মিলে কি হচ্ছে। অপচয় হচ্ছে? দুর্নীতি হচ্ছে? কি বলতে চাইছেন? এখানে যে কাট মোশন এনেছেন ঐ কাট মোশনের মধ্যে যদি গঠন মূলক দৃষ্টি ভঙ্গী থাকত তবে অবশ্যই আমরা এটা আনন্দের সাথে গ্রহণ করতাম। শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা বলে এখানে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি, এবং সমস্ত ডিমাণ্ড-গুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে কাট মোশনগুলিকে প্রত্যাহার করে নেবার আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আছে, সেগুলির উপর বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশনগুলি এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং ডিমাণ্ড গুলিকে সমর্থন করছি। এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে আমার দপ্তরের ১১টি ডিমাণ্ড আছে। স্যার ১১টি ডিমাণ্ড মোট ২৬৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার ডিমাণ্ড চেয়েছে। এমনিতে সবগুলি ডিমাণ্ডেই আমি সমর্থন করছি। স্যার, এখানে আলোচনার সময় মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় দু'জনে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারেনি। ডিমাণ্ড নাম্বার থ্রিতে টাকা ধরা হয়েছে মন্ত্রীদের ভ্রমণ ভাতা সব মিসক্রিয়েশন ফাণ্ড। তাঁরা এই ভাবে কেন বলেছেন আমি তা বুঝতে পারেনি। বিশেষ করে, খগেন দাস পলিটিক্যাল সেক্রেটারী, চীফ মিনিষ্টার সম্পর্কে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেই আছে। কোথায় কোন জায়গায় তাঁরা খবর পেলেন যে, খগেন দাস মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করছেন? অদ্ভুত ঘটনা। আমরা এটা আশা করি না। এটা অহেতুক মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য, মুখ্যমন্ত্রী ইমেজ নষ্ট করবার জন্য এই সব কথা বলা হচ্ছে। এটা নূতন কিছু নয়। পলিটিক্যাল সেক্রেটারী বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই সমস্ত

অপবাদ দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক এবং কুৎসা প্রচার ছাড়া আর কিছুই না। স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩ এর উপর তাঁরা কাটমোশান এনেছেন। আমি উনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই জোট সরকারের আমলের মন্ত্রীরা কি হেঁটে হেঁটে যেতেন বিভিন্ন এলাকায় কাজকর্ম দেখার জন্য? দপ্তরের যে সমস্ত মন্ত্রীদেরকে দিল্লীতে মিটিং এ যোগ দিতে হত তারা কি হেঁটে যেতেন? যেটা স্বাভাবিক, সেটা চলে আসছে, সারা ভারতবর্ষে যেটা চলছে সেটার বাইরে তো আমরা কিছু করছি না। রাজ্যের মন্ত্রীদেরকে বাইরে যেতে হলে ট্রেনে যেতে হয়, বিমানে যেতে হয় তার জন্য ভ্রমন ভাতা লাগে টাকা খরচ হয়। কিন্তু এটার উপরে কাট মোশান আনা দুর্ভাগ্যজনক। বিরোধিতা করল এমন একটা বিষয়ের উপরে করুন যেটা যুক্তিগ্রাহ্য হয়। উনারা কি গরুর গাড়ীর যুগে যেতে চান যখন কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশান আনা হয়েছে সেটা ধোপে টেকে না। আমরা সব সময়েই মিতব্যয়ী, বাড়তি পয়সা আমরা খরচ করি না। জোট সরকারের আমলে যে পরিমান গাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল তার জন্য কোটি কোটি টাকা তারা বকেয়া রেখে গেছেন। যারা গাড়ী এনটাইটেল না তাদেরকেও সরকারী টাকায় প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করে গাড়ী দেওয়া হয়েছিল। এর জন্য আমাদেরকে কোটি কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। স্যার, এখানে ডিস্ক্রিশনারী ফাণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এখানে ডিস্ক্রিশনারী ফাণ্ডের তিনটা ভাগ আছে। এর জন্য বাজেটে ২০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। সারা গরীব রোগী, এখানে চিকিৎসার সুবিধা নেই, তাদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসে, কম করেও তিন জন ডাক্তার বসে রেফার করেন, তাদের মধ্যে সুপারইনটেনডেণ্ট জি. বি ও থাকেন। তারা এস, এস, কে, এম বা অন্য জায়গায় চিকিৎসার জন্য রেফার করেন এবং সেই ভিত্তিতে যখন রোগীরা মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন তখন তাদেরকে সাহায্য করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য করতে পারেন। এখানে যদি ৫০০১ টাকাও সাহায্য করতে হয় তাহলে সেটা মুখ্যমন্ত্রী পারেন না তার জন্য ক্যাবিনেট ডিসিশান লাগে। এটাকেও উনারা করাপশান দেখছেন। আমি শুনেছি জোট সরকারের আমলে রিলিফের ক্ষেত্রে অনেক টাকা নয় ছয় হয়েছে। কিন্তু আমাদের আমলে একটা পয়সাও করাপশান হচ্ছে না। কাজেই ডিমাণ্ড নং ৩ সম্পর্কে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলি ধোপে টেকে না। আমি সেগুলির বিরোধিতা করছি। ডিমাণ্ড নং ৫ এর উপর উনারা কাট মোশান এনেছেন। এখানে সরকারী যে সমস্ত মামলা আছে সেগুলি পরিচালনার জন্য কিছু টাকার প্রভিশান রাখা হয়েছে—৫৩.৬০ লক্ষ টাকা। তার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটার, এসিস্টাণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, গভার্নমেণ্ট এডভোকেট তাদেরকে মজুরী দিতে হয়। সেটার উপরও উনারা বিরোধিতা করছেন, আমি তাদের এই কাটমোশানকে বিরোধিতা করছি। ডিমাণ্ড নং ৬, স্যার আমরা জমি জরীপ করাচ্ছি। রিভিশান অব সার্ভে চলছে— ৮৭৩টি রেভিনিউ মৌজা তার মধ্যে ৬৮৭টির কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ১৮৬টি রয়েছে। তার মধ্যে এই যে ৭ টাকে ধরে নিয়ে আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করছি তার জন্য আমরা এই টাকা রেখেছি। এই যে আমরা রিভিশ্যান করছি এটা ১৯৬০ ইংরাজী ত্রিপুরা রাজস্ব ভূমি সংস্কার

আইন অনুযায়ী আমরা করছি। এই কাজটা যাতে সুষ্ঠভাবে হয় তারজন্য যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকার ব্যবস্থা আমরা এর মধ্যে রেখেছি। এর বিরুদ্ধেও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন. ত্রিপুরা রাজ্যের সকল মানুষের স্বার্থে এটাকে সমর্থন করা যায় না, ত্রিপুরার মানুষ এটার বিরোধী, আমরাও এটার বিরোধী। স্যার, ওয়াকফ বোর্ডেরও উনারা কাট মোশান এনেছেন। ওয়াকফ্ বোর্ডে আমরা ৪০ লক্ষ টাকা এবার রেখেছি কারণ ওদের ধর্মীয় স্থানের মেরামতের জন্য, ঘর মেরামতের জন্য, রোগীদের সাহায্যের জন্য এবং ছাত্রদের সাহায্যের জন্য এই সমস্ত টাকা দেওয়া হয়। কাজেই এই টাকাটা আমরা মনে করি খুব সঠিক ভাবেই খরচ করেছেন এবং আরও বেশী টাকা যদি মাইনরিটি কমিউনিটির জন্য ধরা হত তাহলে আমরা খুশী হতাম। কিন্তু তার বিরোধিতা কেন উনারা করেছেন তা আমরা বুঝতে পারছি না. উনারা কি জিনিষটা বুঝতে পারছেন না. না কি সব বিষয়ে উনারা মাইনরিটির বিরুদ্ধে উনারা এটাই প্রশ্ন আমাদের কাছে এসে যায় স্যার, এর পরে গরিয়া পূজার প্রশ্ন এসেছে, যখন ত্রিপুরা রাজ্য ভারতভূক্ত হয় তখন যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির মধ্যে ছিল তদানীন্তন মহারাজা যে সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পূজারীদের সাহায্য দিতেন সেই সমস্ত ধর্মীয় জায়গা আছে সেখানে পুরোহিতদের সাহায্য দেবার কাজ চালিয়ে যাবে। এটা অন্তর্ভূক্ত ছিল চুক্তির মধ্যে। গরিয়া পূজার সময় তাদের সাহায্য করতে হবে চুক্তির মধ্যে এটা ছিল না, কাজেই এই গ্রান্টে এই কাট মোশান আসতে পারে না। অকাশনালি যদি আসে গরিয়া পূজার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে যদি সাহায্য করেন তাহলে আলাদা ব্যাপার। তার জন্য কিন্তু এটা ছিল কনডিশানের মধ্যে, এগ্রিমেন্টের মধ্যে কাজেই তার জন্য আমরা টাকা রেখেছি। তাই তার বিরুদ্ধে এই কাট মোশান টিকতে পারে না, সকল মানুষ তার বিরোধিতা করে, আমিও তার বিরোধিতা করছি। স্যার, এই যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা যে সমস্ত মানুষ মারা যাচ্ছে তার জন্য আমরা ৫০ লক্ষ টাকা রেখেছি কারণ একটা ফেমিলিতে যদি একজন মারা যায় তাহলে আমরা পাঁচ হাজার টাকা করে দিই এবং একটা চাকুরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমাদের আছে। আর একাধিক যদি মারা যায় কোন ফেমিলিতে তাহলে আমরা ১০ হাজার টাকা করে দিই, চাকুরী এবং চাকুরী যোগ্য লোক যদি না থাকে তাহলে তার সঙ্গে আরও ৫০ হাজার টাকা। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গভর্ণমেন্টের আছে যার জন্য আমরা এই টাকার ব্যবস্থা করেছি। তারও তাঁরা বিরোধিতা করছেন, কাট মোশান আনছেন এটা কোন লোক সমর্থন করতে পারে না, আমরাও পারি না। আমার মনে হয় বিরোধী সদস্যরা অত্যান্ত কিছু প্রক্রিতস্থ হবেন। স্যার, বি, এ, ডি, পি, অর্থাৎ বর্ডার এরিয়া ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্ট এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার তার জন্য ভারত সরকার একটা নূতন স্কীম করেছেন। এটা হচ্ছে ইন্টারনাশনাল বর্ডারের কাছাকাছি যে সমস্ত ষ্টেইট আছে তার জন্য ভারত সরকার একটা নতুন স্কীম ১৯৯৩-৯৪ থেকে টাকা পয়সা দিচ্ছেন। আমরা এই পর্যন্ত এই বি, আই, ডি, পি প্রজেক্টে আমরা প্রায় ৩৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৯৭ টাকা পেয়েছি। ইতিমধ্যে টাকা ব্যবহার করে আমরা রাস্তা উন্নয়ন ১৩০ কিলোমিটার করেছি। সেতু কালভার্ট ১২৭টা করেছি।

তার মধ্যে লোহার ব্রিজ করেছে ৪৩টা। বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক যে সাব-ডিভিশান থেকে এসেছেন সেখানে সর্বাধিক হয়েছে। ৪৩টা ভেইলী ব্রিজ আমরা করেছি, আর আর. সি, সি ব্রিজ করেছি ৮৮টার মত। বাঁধ নির্মাণ করেছি ৬ কিলোমিটার তারপর এগুলি ড্রেজিংদেন করা হয়েছে। সেচ প্রকল্প করা হয়েছে। এইভাবে টাকাগুলি আমরা ইউস করেছি। এই বৎসরে আমাদের বাজেট ধরা আছে, সামনের বৎসরের জন্য ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এইসব টাকা আমরা কড়ায় গণ্ডায় জনগণের কল্যাণের জন্য খরচ করেছি এবং পারমানেন্ট অ্যাসেট তৈরী করার চেষ্টা করছি। ওরা এটার বিরোধিতা করছে। আমরা বলেছি ভারত সরকারকে বি. আই. ডি, পিতে আমাদের আরও বেশী টাকা চাই। আমরা স্যার, ওদের সম্পর্কে কি বলব? বিরোধী দল হলে কিছু দায়িত্ব থাকে শুধু সরকার পক্ষের দলের বিরোধিতা করা নয়। স্যার, এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এর ৪ বৎসর হল. এই ৪ বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরার রাজ্যের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধেই হোক, আর উন্নয়নের জন্যই হোক একটি কথা, একটি স্টেইটমেন্ট বা উগ্রপন্থীর এইসব কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জনগণের স্বার্থের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থের জন্য রেল সম্প্রসারণ থেকে আরম্ভ করে শিল্পায়নের ব্যাপারে, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য একটি কথা কোন লোক বলেছেন এমন কোন প্রমান নেই। একটি পত্রিকা খুললে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই হচ্ছে ওদের ভূমিকা। কাজেই, এখানে এসেও একই কাজ করছে। স্যার, চাকমা রিফিউজীদের কথা বলছি, এটাত তারা আমাদের অতিথি, বাংলাদেশ থেকে উনারা এসেছেন, ভারত সরকার দেখাশুনা করছেন। আমরা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সেবা করবার চেষ্টা করছি। আমাদের বাজেটের মধ্যে তাদের খাওয়াবার জন্য এভারেজ ১৪ কোটি থেকে ১৬ কোটি টাকা বৎসরে খরচ হয়। আমরা টাকাটা খরচ করি প্রথম, তারপর গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া তার রি-অ্যামবার্সমেন্ট করেন। তারজন্য কাগজপত্র সব কিছু ভারত সরকারের কাছে উপস্থিত করা হয়। এটা সবাই জানে যে তারা তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যান তার জন্য আমরা আপ্রান চেষ্টা করছি। বাংলাদেশ সরকারও এখন উদ্যোগ নিয়েছে। তারা এইখানেও কি দেখেছেন জানি না। স্যার, ভারত সরকার যখন রি এমবার্সমেন্ট করেন তখন কি চোখ বুজে করেন? সমস্ত হিসাবপত্র যে স্কেলে আছে এই রিফিউজী যারা আছে, তাদের পার হেড কে কি পাবে না পাবে রেশন থেকে আরম্ভ করে তার কাপড়-চোপড় পর্যন্ত সমস্ত স্কেলে আছে। স্যার, আগামী ১৮ তারিখে ১১০ পরিবারের মত চলে যাবে আমি ডি. এমের সঙ্গে কথা বলেছি যে ওদের যদি কোন এরিয়ার পাওনা থাকে সমস্ত ক্লিয়ার করে দিন। এটা রি-এমবার্সমেন্ট করবেন গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া। কাজেই, এই কাট মোশান খাটে না, এটা অযৌক্তিক। এটা রিফিউজীদের স্বার্থের বিরোধী। স্যার, ডিমাণ্ড নং ৫৪ আছে প্ল্যানিং বোর্ড সম্পর্কে। এমিনেন্ট পারসনেলিটি দ্বারা বোর্ড করেছি। প্ল্যানিং এর কাজকর্ম ভালই চলছে। আমি জেনারেল ডিসকাশানের সময় বলেছি যে গত ৩ বৎসর এর স্টেইট প্ল্যানের টাকা ভালভাবেই খরচ করেছি। আমরা পুরো খরচ করতে পেরেছি, এটা আমি বলেছি। এছাড়া রাজ্যে কর্মচারীদের সম্পর্কে

আমরা বাজেট প্রভিশানে রেখেছি। তাদের ডি, এ, এবং ডি, আর, যারা পেন্সনার তাদের জন্য ডি, আর, এর প্রভিশান রেখেছি। ইতিমধ্যে আমরা যখনই ডি, এ রিলিজ করি তখন আমরা ডি, আর কিছু রিলিজ করে দেই পেনশনারদের জন্য। সমস্ত ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। সুতরাং, কোন কাটমোশন পেনেবল না, স্বীকার করা যায় না। ওরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওরা চায় না ত্রিপুরা রাজ্যের কোন উন্নতি হোক এবং কনষ্ট্রাকটিভ কোন ভিউস ওদের নেই। কোন ক্ষেত্রেই নেই, কি অ্যাসেম্বলীর ভিতরে, কি অ্যাসেম্বলীর বাইরে। কাজেই, সর্বৈভাবে ওদের সমস্ত কাটমোশন বিরোধিতা করে সভার যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথম সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশান) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Mr, Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 1 to vote, The question before the House is the Demand No. 1 moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister, that a sum not exceeeing of Rs. 2,05,53000/- excluding charges which will come in course of payment during the yaar ending on tha 31st March, 1998 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads,

2011-Parliament. State/Union Teritory Rs. 2,05,53,000. Legislatures.

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question bafore the House is the Cut Motions on the Demand No. 3 movad by Shri Amal Maliik, Major Head 2013, that the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Damand viz.

"Disapproval of the Govt. policy on Discretionary grants by the Chief Minisier".

Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 3 moved by Shri Rati Mohan Jamatia. Major Head No. 2013, that the amount of the Demand be redeced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vise.

"Failure to control & eliminate Wasteful expenditure of Tour expenses of Chief Minister & other Ministers."

(The Cut Motions were put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No.- 3 to vote. The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Hon'ble Dy. Cnief Minister, that a sum not exceeding of Rs, 9,04,28,000/- be granted during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads :—

2013—Council of Ministers	Rs. 40,51,000/-
2052—Secretariat General Services.	Rs. 7,46,87,000/-
2070—Other Administrative Services.	Rs. 1,13,90,000/-
3451—Secretariat Economic Services.	Rs. 3,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No.- 4 to vote. The question before the House is the Demand No. 4 moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister, that a sum not exceeding of Rs. 4,28,68,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 4 under following Major Hand,

2015—Electronics.	Rs. 4,28,68,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion(s) on the Demand No.-5 moved by Shri Amal Mallik, Major Head 2014, that the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz.

"Disapproval of Govt. policy on the Consitution of Legal advisors & counsels."

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No.-5 to vote. The question before the House is the Demand No.-5 moved by the Hon'ble Dy.

Chief Minister, that a sum not exceeding of Rs. 5,44,13,000/- (excluding charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads,

2014—Administration of Justice.	Rs. 4,93,10,000/-
2070—Other Adminstrative Services.	Rs 1,03 000/-
4070—Capital Outlay on other Administrative Services.	Rs. 50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 7 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 7 moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Finance and Public Works (NR & B) Departments that a sum not exceeding of Rs. 37,34,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head :-

2070- Other Administrative Services. Rs. 37,34,000/-

(The Demand was put to voice and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 18 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 18 moved by Hon'ble Minister-in-charge of P.W.D(R & B) and Finance Departments that a sum not exceeding of Rs. 39,57,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 18 under the following Major Heads,

2070—Other Administrative Services.	Rs. 5,000/-
2235—Social Security & Welfare.	Rs. 12,82,000/-
2252—Other Social Security.	Rs. 16,70,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Cut Motions on Demand No. 22 to vote.

The question before the House is the-Cut Motions raised by

Honourable Member Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 22, Major Head-2235-That the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy regarding the Chakma Refugees of Bangladesh."'

The Cut Motion was put to voice vote and LOST.

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 22 to Vote. The question before the House is the Demand No. 22 moved by Honourable Minister in-charge of the P.W.D. (R.B) and Finance Departments that a sum not exceeding Rs. 16,16,36,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :-

2235—Social Security & Welfare. Rs. 16.15 56,000/"

6235—Loans for Social Security and Welfare. Rs 1,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Cut Motion on Demand No. 34 to Vote.

The question before the House is the Cut Motion raised by Honourable member Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 34, Major Head-3451 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to reconstitute the State Planning Mechinery with more efficient personalities."

(The Cut Motion was put to Voice Vote and LOST.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 34 to vote. The question before the House is the Demand No. 34 moved by the Honourable Minister-in-charge of the P.W.D. (R & B) and Finance Departments that a sum not exceeding Rs. 93,92,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 34 under the following Major Head :

3151—Secretariat Economic Services. Rs. 93,92,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Cut Motions on Demand No. 6 to Vote.
There are 5 (five) Cut Motions on this Demand.

Now the question before the House is the Cut Motions raised by

(1) Honourable Member Shri Amal Mallik on Demand No. 6, Major Head-2235. That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on exgratia payment to the Public member affected by extremist Violence."

(2) The Cut Motion raised by Honourable Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 6, Major Head-2029-That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :— "Failure to control & eliminate Wasteful expenditure on Survey and Settlement operations."

(3) The Cut Motion raised by Honourable Member Shri Amal Mallik on Demand No. 6 Major Head 2252-That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to contribute to the pujaries of Gharia who is known as Kerfang and Ochais."

(4) The Cut Motion raised by Honourable Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 6, Major Head-2245- That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on distributing cash doles to affected people of Natural calamities."

(5) The Cut Motion raised by the Honourable Member Shri Rati Mohon Jamatia, on Demand No 6, Major Head 2235.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to contro & eliminate Wasteful expenditure on grants to Wakf Board."

(All the Five Cut Motions was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 6 to vote. The question before the House is the Demand No 6 moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister.

That a sum not exceeding Rs. 37,19,72,000/- be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :-

2020 Collection of Taxes on Income and Expenditure.	Rs.	13,40,000/-
2029 Land Revenue.	Rs.	7,84,05,000/-
2030 Stamps and Registration.	Rs.	71,24,000/-
2039 State Excise.	Rs.	44,89,000/-
2040 Sale Taxes.	Rs.	1,19,88,000/-
2053 District Administration.	Rs.	7,81,29,000/-
2054 Treasury and Accounts Administration	Rs.	1,70,63,000/-
2235 Social Security and welfare.	Rs.	90,00,000/-
2245 Relif on Account of Natural Calamities	Rs.	11,00,00,000/-
2252 Other Social and Community Service.	Rs.	50,00,000/-
2506 Land Reforms.	Rs.	03,93,80,000/-
2552 North Eastern Areas.	Rs.	15,00,000/-
3475 Other General Economic Services.	Rs.	75,54,000/-
4070 Capital Outlay on other Administrative Service	Rs.	10,00,000/-

(The demand was passed)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut motion on the Demand No. 13 moved by.

1. Shri Amal Mallik—13-3054

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :- "Need to set up Bridge at Lowgang over river Muhari."

2. Shri Rati Mohan Jamatia 13-5054

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :- "Need to enhance the works of BADP Projects."

(Both the Cut Motions were put to voice vote and Lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 13 to vote.

The question before the house is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 130,53,79,000/- (excluding the charged amount of Rs. 7,60,13,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads F—

2045—Other Taxes & Duties on Commodities	Rs.	9,26,000/-
2055—Police.	Rs.	43,00,000/-
2059—Public Works.	Rs.	48,76,53,000/-
2216—Housing.	Rs.	2,00,00,000/-
2230—Labour Employment,	Rs.	11,00,000/-
3054—Roads and Bridges.	Rs.	7,35,00,000/-
4059—Capital Outlay on Public Works.	Rs.	2,53,00,000/-
4216—Capital Outlay on Housing.	Rs.	12,09,00,000/-
4403—Capital Outlay on Animal Husbandry.	Rs.	5,00,000/-
4552—Capital Outlay on Narth Eastern Areas.	Rs.	9,38,00,000/-
4801—Capital Outlay on Power Project.	Rs.	40,00,000/-
5054—Capital Outlay on Road and Bridges.	Rs.	47,34,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia "that the amount of the Demand be reduced to Rs 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz :- "Disapprobal of Govt. policy on the superannution & retirement allowances".

(The Motion was put and Lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 43 to vote.

The question before the house is the motion moved by Hon'ble Deputy Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 58,95,48,000/- (excluding the charged amount of Rs. 114.91,31,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 43 under the following Major Hands,

2047—Other Fiscal Services.	Rs.	52,83,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	6,00,00,000/-
2071—Pension and Other Retirement Benefit,	Rs.	45,98,00,000/-
2075—Miscellaneous General Services.	Rs.	3,00,000/-
2245—Relief on Account of Natural Calamities.	Rs.	10,00,000/-

5465—Investment in General Financial and
Trading Institutions. Rs. 3,75,000/-

7610—Loans to Government Servants. Rs. 5,67.90,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control wasteful expenditure on Integrated waste land Development projects".

(The motion was put and Lost by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister of Forest that a sum not exceeding of Rs. 12,96,03,000/- be granted to defray to the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads,

2402—Soil & Water Conservation. Rs. 98,38,000/-

2406—Forestry and Wildlife. Rs. 11,96,000/-

5465—Investment in General Financial
and Trading Institution. Rs. 1,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 24, Major Head-4860 moved by the Hon'ble Member Sri Rati Mohan Jamatia—"That the amount of the Demand be reduced to Rs 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz" :-

"Disapproval of Govt. policy on Tripura Jute Mills".

(The Cut Motion was put and Lost by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 24 to vote. The question before the House is the Demand No. 24 moved by the Hon'ble

Minister-in-charge of the Industry Department that a sum not exceeding of Rs, 25,33,21,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :—

2230—Labour and Employment.	Rs.	1,24,42,000/-
2407—Plantation	Rs.	5,00,000/-
2851—Village and Small Industries.	Rs.	6,77,49,000/-
2875—Other Industries.	Rs.	11,03,30,000/-
4860—Capital Outlay on Donsumer Industries	Rs.	5,05,00,000/-
4885—Other Capital Outlay on Industries ond Minerals	Rs.	33,00,000/-
5465—Investment in General and Financial Trading Institutions.	Rs.	80,00,000/-

(The Demand was put to voice and Passed.)

Mr Speaker :— Now, I am putting the main motion to Vote.

The question before the House is motion moved by the Hon'ble Industry & Commerce, Rural Development Agriculture & Horticulture Minister that a sum not exceeding of Rs. 38,38,35,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March,1998 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads,

2401—Crop Husbandrey,	Rs.	21,04,35,000/-
2408—Food Storage and Warehousing,	Rs.	1,24,00,000/-
2415—Aqri. Research and Education.	Rs,	25,00,000/-
2435—Other Agricultural Programme.	Rs,	80,00,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs.	5,00,000/-
4401—Capital Outlay or Crop Husbandry.	Rs.	15,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Next, Demand for grant No. 28. There is one Cut Motion.

Now, I am putting the Cut Motion on Demand No. 28 to Vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 28, Major Head-

2401 "That the amount of the Demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :- "Disapproval of Govt. policy on production of Seed Potato including T.P.S".

(The Motion was put to Voice Vote and Lost.)

Now, I am putting the Demand No. 28 to vote. The question before the House is the Demand No. 28 moved by the Hon'able Industry & Commerce, Rural Development, Agriculture & Horticulture Minister that a sum not exceeding of Rs. 10,50,29,000/- (excluding the charged amount of Rs. 3,38,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads,

2401—Crop Husbandry.	Rs. 5,05,81,000/-
2405—Soil and Water Conservation.	Rs. 5,44,48,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Now, I am putting the Cut Motion on Demand No. 31 to vote. There is one Cut Motion on the Demand.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 31, Major Head-2505 "That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz :-

"Disapprobal of Govt. policy on Rural Employment."

(The Motion was put to voice vote and Lost).

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১ ভোটে দেবার আগে আমি পরিষ্কার হতে চাই। এখানে আমি কোন্টা ধরব, গ্রস ইনকাম না নেট ইনকাম। ভোটে কোন্টা দেবেন। আমরা ত জানি নেই ইনকামই মেইন।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাকক্লুডিং ত বাদ যাবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— হ্যাঁ আমিও সেটা জানি। কিন্তু বাজেট বইতে গ্রস ইনকাম এক রকম দেখান হয়েছে। নেট ইনকাম অন্যরকম দেখান হয়েছে। গ্রস ইনকাম যোগ করলে হয় ৭৮ কোটি ৮৪ লক্ষ, ৮০ হাজার টাকা। কিন্তু নেটে আছে, ৪৮৮৪৪০ কোটি টাকা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— হেড ওয়াইজ, ডিমাণ্ড ওয়াইজ এখানে পাশ করিয়ে

নেওয়া হচ্ছে। অ্যাকসক্লুড করে বলাই আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— যদি আমরা ২৩ লক্ষ ৫৫ হাজার বাদ দিই, তাহলে আমাদের হচ্ছে, ৭৮, ৮৪, ৮০ হাজার টাকা। কিন্তু বইতে দু' রকম আছে। এখন যদি আপনি বলেন, গ্রস বাদ দিয়ে হবে আমার তাতে আপত্তি নেই। আমি এখানে জিনিসটি বুঝতে চাইছি। আপনি পরিস্কার করে বলুন।

স্যার, রোমান হরফে পেইজ নং ১৫ ডিমাণ্ড নং ৩১ রুরাল ডেভেলাপমেন্ট-এ দুই রকম লেখা আছে আমরা সেটা বুঝতে চাইছি। এটা কি গ্রস না কি নেট। গ্রস যদি হয় তাহলে আমার কোন অবজেকশান নেই, আর নেট হলেতো মিলছে না।

শ্রীবদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে গ্রসই হচ্ছে ডিডাকটিং চার্জড এমাউন্ট।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— চার্জ এমাউন্ট বাদ দিয়ে এখানে দেখা যাচ্ছে ১৭.৫৫ লক্ষ টাকা এবং আরেকটা জায়গায় আছে ৬ লক্ষ টাকা। এই সমস্ত বাদ দিয়ে এটাই থেকে যায়।

শ্রীবদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা ডিডাকটিং চার্জ এমাউন্ট।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এটা যোগ করলে হয় ৭৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ইনক্লুডিং ২৩.৫৫ লক্ষ টাকা। এটা আমি বুঝতে চাইছি।

শ্রীবদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— চার্জ এমাউন্ট বাদ দিয়ে গ্রস পাস হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— গ্রস হলে আমরা মানতে রাজি আছি। কিন্তু নেট হলে তো মিলবে না, ৭৮ কোটি হয় মাত্র। আপনি যদি বলেন যে গ্রসটাই এখানেই দেওয়া হয়েছে তাহলে এটা মিলে যায়। কিন্তু এখন যদি নেট বলেন তাহলে তো এটা মিলবে না। গ্রস নাকি নেট কোনটা পাস করবেন সেটাই জানতে চাইছি। এখানে নেট কেন দেখানো হলো সেটাই আমাকে বুঝান যাতে আমি অন্যদেরকে বঝাতে পারি।

শ্রীবদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে আমরা গ্রসটাই ধরব এবং এসেম্বলীতে পাশ হবে গ্রসটাই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— তাহলে এটা কি ভাবে বুঝান যাবে যেটা নেট লেখা আছে বাজেটে। আমরা তো শুনতে পাচ্ছি নেটটাই ধরে গ্রস থেকে নেট যেটা আসল যেটা খরচের মধ্যে পড়বে।

শ্রীবদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— চার্জ এমাউন্ট তো এ ভাবেই লেখে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— চার্জ তো এখানে আলাদা দেখান আছে। আপনারা পাশ করে নেবেন এটাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু বিষয়টা তো আমাকে বুঝতে হবে।

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 31 to vote. Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister T. Chakraborty that a sum not exceeding of Rs. 73,61,25,000/- (excluding the

charged amount of Rs. 23,55,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :-

2070—Other Administrative Services	Rs.	31,67,000/-
2215—Water Supply and Sanitation.	Rs.	32,68,45,000/-
2501—Special Programme for Rural Development.	Rs.	5,74,40,000/-
2505—Rural Employment.	Rs.	8,18,73,000/-
2515—Other Rural Development Programme.	Rs.	1,20,00,000/-
4215—Capital Outlay on water Supply and Sanitation.	Rs.	7,04,00,000/-
4216—Capital Outlay on Housing.	Rs.	21,75,00,000/-
4515—Capital Outlay on other Rual Development Programme.	Rs.	1,69,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

এই সভা আগামী ২৬শে মার্চ, বুধবার, ১৯৯৭ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 122.

Name of M.L.A. :— Shri Prasanta Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ডুম্বুর জলাশয়ের জন্য উপজাতিদের নিকট আছে অধিগৃহীত ভূমির পরিমাণ কত ;

২) অধিগৃহীত ভূমি এখনও জলমগ্ন হয় নাই এমন কৃষি জমির পরিমাণ কত এবং

৩) এই জমি বর্তমানে কার দখলে আছে ?

ANSWER

১) ডুম্বুর জলাশয়ের জন্য উপজাতিদের অধিগৃহীত ভূমির পরিমাণ মোট ১৫,৯০৮,৯৩ একর।

২) জলমগ্ন হয় নাই এমন কৃষি জমির পরিমাণ ৮,৪৫৪.০৫ একর।

৩) ঐ জমি এখন ৪২১টি উপজাতি পরিবারের দখলে আছে।

Admitted Starred Question No. 140

Name of Member :—Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— রাজ্যে বর্তমানে সমবায় পরিচালিত কয়টি চা-বাগান আছে৷

১নং উত্তর :— রাজ্যে বর্তমানে সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের আওতাধীনে মোট ১১টি সমবায় পরিচালিত চা-বাগান আছে।

২নং প্রশ্ন :— সমবায়ের মাধ্যমে আরও নতুন চা-বাগান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

২নং উত্তর :— সমবায় দপ্তরের এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

৩নং প্রশ্ন :— থাকলে কয়টি ?

৩নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।।

Admitted Starred Question No. : 238

Name of M. L. A. :— Shri Amal Mallik.

প্রশ্ন

১। আগরতলাস্থিত টাউন হলের নাম পরিবর্তন করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের জন্ম শতবার্ষিকীতে নেতাজীর নামানুসারে নামাঙ্কিত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার আগ্রহী কিনা ?

২। যদি সরকার এই ব্যাপারে আগ্রহী থাকেন তাহলে অতিসত্বর এই ব্যাপারে সরকারী ঘোষনা দেওয়া হবে কি ? এবং

৩। আগ্রহী না হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। টাউন হল আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল বা পুর পরিষদের সম্পত্তি। এই ধরণের প্রস্তাব আগরতলা পুর পরিষদের মাধ্যমেই আসতে হবে ত্রিপুরা সরকারের কাছে। এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে আসেনি।

২ ও ৩ এক নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন দুটির উত্তর নিহিত।

Admitted Starred Question No. 273

Name of M.L.A :— Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

১) আগরতলা বেনুবন বিহারে অধ্যক্ষ ও পূজারীদের প্রতিমাসে ভাতা ও ভিক্ষুদের জন্য আর্থিক সাহায্য

ও চাউল এবং অতিথি সেবার জন্য প্রতিমাসে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় কি ;

২) দেওয়া না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১) আগরতলা বেনুবন বুদ্ধ বিহারে অধ্যক্ষকে প্রতিমাসে ৯০০ (নয়শত) টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে, পূজারীদের প্রতি মাসে ভাতা এবং ভিক্ষুদের আর্থিক সাহায্য ও চাউল এবং অতিথি সেবার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

২) আইনগত কোন ব্যবস্থা না থাকায় আর্থিক সাহায্য ও চাউল ইত্যাদি দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

Admitted Starred Question No. 283

Name of M. L. A. :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে রায়তি সত্ত্বে ও মালিকানাধীন এবং এলটমেন্ট প্রাপ্ত মালিকানায় মোট কৃষি জমির পরিমান কত ?

২। ১৯৯৬ ডিসেম্বর মাসে রায়তি ও এলটির সংখ্যা কত ছিল এবং জমির পরিমান কত ?

ANSWER

১। রাজ্যে রায়তিসত্ত্বে মালিকানাধীন এবং এলটমেন্ট প্রাপ্ত মালিকানায় মোট কৃষি জমির পরিমান এবং রায়তি ও এলটির সংখ্যা নিম্নরূপ :

রায়তির সংখ্যা	কৃষি জমির পরিমান	এলটির সংখ্যা	এলটমেন্ট প্রাপ্ত জমির পরিমান
২,৩১,১৮১ জন	৫,৪৮,৬৮৯.০০ একর	৮৭,১৯১ জন	৮৫,৯৮৭.০০ একর

২। ১৯৯৬ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই সংখ্যা মোট ৩,১৮,৩৭২ জন এবং জমির পরিমান মোট ৬,৩৪,৬৭৬.০০ একর।।

Admitted Starred Question No. : 316

Name of M. L. A. :— Shri Amitabha Datta.

প্রশ্ন

১। আগরতলা সহ রাজ্যের নগর পঞ্চায়েত এলাকার বস্তীবাসীর সংখ্যা কত এবং চিহ্নিত বস্তী এলাকার সংখ্যা কত,

২। বস্তীবাসী এবং বস্তী এলাকার জীবন মান উন্নয়নে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর

১। আগরতলা সহ রাজ্যের নগর পঞ্চায়েত এলাকার বস্তীবাসীর সংখ্যা ৭৭,৩৪৬ জন এবং চিহ্নিত বস্তী এলাকার সংখ্যা ১০৬টি।

২। বস্তীবাসী এবং বস্তী এলাকার জীবন মান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে :

ক) রাস্তাঘাট ও নর্দ্দমা তৈরী এবং উন্নয়ন করা,

খ) রাস্তাঘাট বৈদ্যুতি করন,

গ) কমুনিটি লেট্রিন ও স্নানাগার নির্মান,

ঘ) কম্যুনিটি সেন্টার স্থাপন করা,

ঙ) পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা,

চ) স্বাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপন,

ছ) স্বল্প ব্যয়ে সেনিটারী লেট্রিন (শৌচালয়) নির্মান করা,

জ) গলি রাস্তা ও নর্দ্দমা পরিস্কার ও নির্মান করা,

ঝ) দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য বাড়ী নির্মান ইত্যাদি,

ঞ) জঞ্জাল পরিস্কার করা।

Admitted Starred Question No. 335

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কতগুলি পঞ্চায়েত অফিসে টেলিফোন লাইন চালু করা হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে ২৫২টি পঞ্চায়েত অফিসে টেলিফোন লাইন চালু করা হয়েছে।

প্রশ্ন

১। যে সব পঞ্চায়েত অফিসে টেলিফোন লাইন নাই সে সব অফিসে চালু করার সম্ভবনা আছে কি ?

উত্তর

২। হ্যাঁ আছে।

Admitted Starred Question No. 350

Name of Member :— Shri Arun Bhowmik,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— রাজ্যে কতগুলি সমবায় সমিতিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্বে ও নির্বাচন করা হয় নাই, এবং

১নং উত্তর :— রাজ্যে ৩৭২ সমবায় সমিতিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্বে ও নির্বাচন করা হয় নাই।

২নং প্রশ্ন :— কতগুলি সমবায় সমিতির নির্বাচনের ব্যাপারে আদালতে মামলা চলছে ?

২নং উত্তর :— ৮টি সমবায় সমিতিতে নির্বাচনের ব্যাপারে আদালতে মামলা চলছে।

Admitted Starred Question No. 371

Name of M. L. A. :— Shri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীত্ব ভারতীয় নাগরিক কার্ড প্রাপ্ত (জাতি-উপজাতি) লোকের সংখ্যা কত ;

২) নাগরিক কার্ড ছাড়া বসবাস করিতেছে এমন লোকের সংখ্যা কত ;

৩) ভারতীয় নাগরিক নয় কিন্তু রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে তাদের ব্যাপারে সরকার কি কোন কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছেন ; এবং

৪) কর্মসূচী গ্রহণ করা না হলে তাহার কারণ ?

ANSWER

১ ও ২) ভারতীয় নাগরিকদের ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে থাকতে গেলে নাগরিকত্ব কার্ডের প্রয়োজন হয় না। নাগরিকত্ব কার্ড কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকার শুধু মাত্র জন্ম সূত্রে নাগরিকদের সার্টিফিকেট দিতে পারেন। কিন্তু উহা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক নহে। তবে যদি কেহ চায় তাহলে রাজ্য সরকার দিয়ে থাকেন।

৩ ও ৪) যদি কোন বিদেশী নাগরিকের নিকট উপযুক্ত প্রমানপত্র পাওয়া না যায় তা'হলে আইনতঃ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 381

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এন, আর, ই, সি, আর, এল, ই, জি, পি ও এম, আর, ই, পি (১৯৯৬-৯৭) ইং বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং

২। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা জনসাধারণের স্বার্থে ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা, এবং

৩। যদি কাজে লাগানো হয়ে থাকে তবে কি কি ধরনের প্রকল্পে ব্যয়িত হচ্ছে

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— এম, আর, ই, সি, ও আর, এল, ই, জি সি স্কীমগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে চালু

নেই। এস, আর, ই, পি, স্কীমে ১৯৯৬-৯৭ ইং সনে বাজেটে সর্বমোট ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর :— হ্যাঁ।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :— এস, আর, ই, পির অর্থে গ্রামাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ভূমি সংস্কার, নুতন রাস্তা নির্মান ও পুরাতন রাস্তা সংস্কার, নালা খনন, বিদ্যালয় গৃহ নির্মান, কাঁচা কূপ খনন, বাঁশের সাঁকো নির্মান, খেলার মাঠের সংস্কার, জমি থেকে বালি সরানো ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যয়িত হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 429.

Name of M.L.A. :— Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। কৃষ্ণবন মৌজার তালুকিয়া লুঙ্গা ও চানমারীতে খাস জমিতে বসবাসকারীদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কিনা ?

ANSWER

১। রাজ্য সরকার কৃষ্ণবন মৌজার অধীন তালুকিয়া লুঙ্গা ও চানমারীতে খাস জমিতে বসবাস করছেন এমন পরিবার সমূহের তদন্ত করে আইনতঃ বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য মোট ১২৮টি পরিবারকে বন্দোবস্ত দিয়ে বাস্তুভিটি বিতরন করেছেন।

ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের নীতি হল, সরকার এবং সার্ব্বজনীন ব্যবহৃত ভূমি চিহ্নিত করার পর, উপযুক্ত ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের মধ্যে আইনানুযায়ী ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া।

Admitted Starred Question No. 439

Name of Member :—Shri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জম্পুই হিলে পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে ;

২। যদি সত্য হয়, এই সংকট নিরসনে রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ;

৩। নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিলের আর্থিক সহযোগীতায়, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং, রোরাল ডেভেলপমেণ্ট এবং ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল যৌথভাবে জম্পুই হিলে পানীয় জলের সঙ্কট নিরসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— আংশিক সত্য।

২নং প্রশ্নের উত্তর :— সঙ্কটে সময় ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয় জম্পুই হিলে। সাধারণ ভাবে, বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে তা পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার, ঝরনার জল সংরক্ষন ইত্যাদি উদ্যোগ চালু রয়েছে সেখানে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :— প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

Admitted Starred Question No. 445

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের নিজস্ব অফিস বাড়ী নির্মানের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্বেও নির্মান কার্য্য বিলম্ব হইতেছে ?

উত্তর

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের অফিস গৃহ নির্মানের জন্য এখনও স্থান চূড়ান্তভাবে নিরূপন করা হয় নাই বিধায়ক নির্মান কার্য্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইতেছে।

প্রশ্ন

২। সত্য হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. : 460

Name of M. L. A. :— Shri Arun Bhowmik

Will the Han'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসগুলি নিয়মিত খোলা থাকে না ?

উত্তর

১। না। সাধারণত: পঞ্চায়েত অফিস ঘরগুলি খোলা থাকে। তবে কোন পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকার তথ্য পঞ্চায়েত দপ্তরে যদি কোন সময়ে পাওয়া যায়, সেইক্ষেত্রে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত ঘর খোলা রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সক্রিয় উদ্যোগ বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 466

Name of Member :— Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ব্লকগুলিতে পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের ব্যতিরেকে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ করানোর অধিকার আছে কিনা ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— নাই।

Admitted Starred Question No. : 489

Name of Member :— Shri Prasanta Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ব্লকে চা বাগানের মাধ্যমে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগনকেস্ব-নির্ভর করার লক্ষ্যে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল কি,

২। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে, আজ পর্যন্ত কোন কোন্ ব্লকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেছে এবং এর জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— শুধমাত্র চা বাগানের মাধ্যমে রাজ্যের দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকদের স্বনির্ভর করার কোন সরকারী সিদ্ধান্ত নেই। এ রকম কোন বিশেষ পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়নি।

২নং প্রশ্নের উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

তবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত বেকার ও জুমিয়া যাদের নিজস্ব কিছু জমি আছে তাদের চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার পরিকল্পনা আছে এবং কয়েকটি ব্লকে তা কার্যকরী হচ্ছে।

এ পর্যন্ত কুমারঘাট, সালেমা, জিরানীয়া, মোহনপুর, বিশালগড়, করবুক ব্লকে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। যেহেতু এই প্রকল্পে আর, ডি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, শিল্প বানিজ্য দপ্তর এবং চা উন্নয়ন নিগম জড়িত, কাজেই কত টাকা খরচ হয়েছে একটি মাত্র দপ্তর থেকে তা জানানো সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 512.

Name of M.L.A. :— Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, বিশালগড় ব্লক অফিসটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে ব্লক অফিসের জন্য কোথায় স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে ? এবং কেন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, সত্যি।

২। ব্লক অফিসের জন্য বিশালগড় মৌজায় গ্যাস-বোটলিং প্ল্যান্ট-এর সন্নিকটে স্থান নির্দিষ্ট করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান বি, ডি, ও, অফিসে নূতন মহকুমা অফিস খোলা হয়েছে। তাই বি, ডি, ও, অফিস অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

Admitted Starred Question No. 546

Name of Member :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খেদাছড়া এলাকাতে : (Langai Valley Intensive Project (LVIP) এর আওতায় এখন পর্যন্ত কত পরিবার আনা হয়েছে ?

২। মোট এখন পর্যন্ত কত অর্থ খরচ করা হয়েছে ?

৩। উক্ত প্রজেক্ট এর আওতায় কত পরিমাণ জমি আবাদ করা হয়েছে ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :—খেদাছড়া এলাকাতে (Longai Valley Intensive নহে Innovative Project) (LVIP) এর আওতায় এখন পর্যন্ত ৮৮১টি পরিবারকে আনা হয়েছে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :—মোট এখন পর্যন্ত ১ কোটি ১১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর :— উক্ত প্রজেক্টের আওতায় জমি আবাদ করা হয়েছে মোট ১২১০ হেক্টর।

Admitted Starred Question No—550

Name of M.L.A. : Shri Dipak Nag.

—: প্রশ্ন :—

১। আগরতলা পৌর এলাকায় মশার উপদ্রব নিরসনে নিয়মিত ঔষধ স্প্রে করা হচ্ছে কিনা ?

১। আগরতলা শহরের নর্দমাগুলি নিয়মিত পরিস্কার করার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ রয়েছে কিনা ?

৩। এই সমস্যা থেকে নগরবাসীদের পরিত্রানের জন্য আর কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌর এলাকায় মশার উপদ্রব নিরসনের জন্য নিয়মিত মশার ঔষধ স্প্রে করা হচ্ছে।

২। আগরতলা পৌর পরিষদ শহরের নর্দমাগুলি নিয়মিত পরিস্কার করার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহন করেছে এবং কাজ করে যাচ্ছে।

৩। আগরতলা পৌর এলাকার নর্দ্দমাগুলিতে স্বাস্থ্য দপ্তর ও আগরতলা পৌর পরিষদ যৌথ উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহে একবার করে ঔষধ স্প্রে করা হচ্ছে।

Admitted starred Question No. 551

Name of Member — Shri Dipak Nag

Name of Minister — Mimister-in-charge of U. D. Department.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, আগরতলাস্থিত ধলেশ্বর ১৬ নং রাস্তার উত্তর পার্শে কোন ড্রেইন নেই।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে নূতন ড্রেইন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? না থাকলে তার কারণ কি ?

৩। ধলেশ্বর ১৬ নং রাস্তার দক্ষিন পার্শ্বে যে ড্রেইনটি আছে তা পাকা ড্রেইন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি এবং যদি না থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। সত্য।

২। আগরতলা পৌর পরিষদ কর্তৃক ধলেশ্বর ১৬ নং রাস্তার উত্তর পার্শ্বে পাকা ড্রেইন নির্মান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

৩। ধলেশ্বর ১৬ নং রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত ড্রেইনটিও পাকা করার কাজটিও শীঘ্রই শুরু করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 553

Name of Member :– Shri Bhudeb Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :–

১নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য গত ১৯৮৮ইং সনের ২৪শে এপ্রিল ফটিকরায় উপনির্বাচনের পূর্বে

বিভিন্ন প্যাক্‌স/ল্যামপ্‌স্‌ থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

১নং উত্তর না।

২ নং প্রশ্ন :— ইহা ও কি সত্য যে সেই সময় রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের লোকদের নামে ঋণ দেওয়া হয়েছিল কিনা এবং

২নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

৩নং প্রশ্ন :— দিয়ে থাকলে এই ঋণ ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

৩নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 560

Name of Member :— Shri Umesh ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Co-operation" Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে কদমতলা প্যাকস্‌এর গোডাউন নির্মান কার্য বন্ধ হয়ে আছে ;

১নং উত্তর :— কদমতলা প্যাকস্‌ নামে কোন প্যাকস্‌ নেই। তবে কদমতলায় যে প্যাকস্‌টি আছে তার নাম ন্যাশনাল প্যাক্স এবং সেখানে একটি গোডাউনের নির্মান কার্য বন্ধ আছে।

২নং প্রশ্ন :— সত্য হইলে কবে পর্যন্ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

২নং উত্তর :— ১৯৮৩ সালে NCDC একটি 50MT গোডাউন নির্মানের মঞ্জুরী দিলে সেটির কাজ শুরু না করায় ১৯৮৮ সালে ঐ মঞ্জুরী বাতিল হয়ে যায়। এবং নতুন করে NCDC থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সমিতি পূর্বের ঋণ ফেরৎ না দেওয়ায় NCDC অনুমোদন দেয়নি।

Admitted Starred Question No. 570

Name of M.L.A. :— Shri Ashok DebBarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। টাকারজলা সার্কেলের অধীন পেকুয়ারজলা তহশীলের মারফত ১৯৯৭ইং সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খাস ভূমি বন্দোবস্তের জন্য কত সংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়েছে ?

২। তারমধ্যে কতটা আবেদনপত্র বিবেচনা করা হইয়াছে ?

ANSWER

১। টাকারজলা সার্কেলের অধীন পেকুয়ারজলা তহশীলের মারফত ১৯৯৭ইং সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খাস ভূমি বন্দোবস্তের জন্য মোট ১৮২টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

২। তারমধ্যে মোট ১২৬টি আবেদনপত্র সরকারের আইনানুগ নিয়ম কানুনের আওতায় পড়ে। স্বশাসিত জেলা পরিষদের অনুমোদন নিয়ে দরখাস্তগুলি সম্পর্কে বিবেচনা চূড়ান্ত করা হবে।

Admitted Starred Question No. 578

Name of M. L. A. :— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, স্থানীয় রাবার ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অযৌক্তিকভাবে বিক্রয় দপ্তর কেন্দ্রীয় কর দাবী করছেন (যাহা ব্যবসায়ীরা কালেকশান করে নাই এবং দপ্তরও কালেকশান করার জন্য অবগত করে নাই)।

২। ইহা কি সত্য যে ১লা ফেব্রুয়ারী রাবার ব্যবসায়ীদের সাথে সরকার এক আলোচনায় বসেছিলেন।

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আলোচনার ফলাফল কি ?

ANSWER

১। বিক্রয়কর দপ্তর রাজ্যের রাবার ব্যবসায়ীদের নিকট অযৌক্তিকভাবে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর দাবী করছে। এই অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। রাজ্যের উৎপাদিত রাবার রাজ্যের অভ্যন্তরে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ক্রয়কর আইন ১৯৯০ইং অনুসারে পাঁচ শতাংশ হারে ক্রয়কর দিতে হয়। কিন্তু এই রাবার বহিঃরাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন ১৯৫৬ইং এর ৮ (২ক) ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় বিক্রয় করের আওতায় স্বাভাবিকভাবেই এসে যাবে। রাবারকে ত্রিপুরা ক্রয়কর আইনের আওতায় আনার পর উক্ত রাবার আন্তঃ রাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিক্রয় করের আওতায় আসার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু সংশয় থাকায় যথাসময়ে তা ব্যবসায়ীদের অবগতি করানো যায়নি। ২০শে এপ্রিল, ১৯৯৬ইং তারিখে এ ব্যাপারে দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইনের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে আদেশ জারী করা হয়। ফলে ১লা মে ১৯৯৬ইং তারিখ থেকে বহিঃরাজ্যে রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আদায় করা হচ্ছে।

২। ১লা ফেব্রুয়ারী রাজ্য সরকার নিখিল ত্রিপুরা রাবার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবর্গের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন।

৩। উক্ত আলোচনাকালে আন্তঃরাজ্য রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন ১৯৫৬ইং এর প্রযোজ্য ধারা সমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে সমিতির সদস্যদের অবগত করানো হয় এবং ১লা মে ১৯৯৬ইং তারিখ থেকে আন্তঃরাজ্য রাবার বিক্রয়ের উপর কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আদায়ের সিদ্ধান্ত রাবার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 584

Name of Member :— Shri Bhudeb Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

১। রাজ্যে নূতন করে তহশীল অফিস করার কোন উদ্যোগ সরকারের আছে কি ?

২। না থাকলে কোন তহশীল এলাকাকে পুর্ণগঠন করার কোন ব্যবস্থা করা হবে কি ?

৩। করা হলে কাঞ্চনবাড়ী তহশীল থেকে সায়দারপার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ও সায়দাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে ফটিকরায় তহশীল-এর অন্তভূক্ত করা হবে কি ?

ANSWER

১। রাজ্যে নূতন করে তহশীল অফিস গঠন করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

২ ও ৩। প্রস্তাবটি তদন্ত করে দেখতে হবে। এই সম্পর্কে পূর্বে কোন প্রস্তাব তদন্তাধীন হয়নি।

Admitted Starred Question No. 585

Name of Member :— Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— রাজ্যে প্যাকস, ল্যাম্পস্ এর সংখ্যা কত এবং প্রত্যেক প্যাকস্, ল্যাম্পস্ এ নির্বাচিত কমিটি আছে কি ;

১নং উত্তর :— রাজ্যে প্যাক্স ও ল্যাম্পসের সংখ্যা যথাক্রমে ২১০টি ও ৫৬টি। মোট ১৮৮টি প্যাক্সে এবং ৫১টি ল্যাম্পসে নির্বাচিত কমিটি আছে।

২নং প্রশ্ন :— প্যাকস্ ও ল্যাম্পস কে শেয়ার কেপিটেল ম্যানাজারিয়াল সাবসিডি দেওয়া হয় কি ?

২নং উত্তর :— দেওয়া হয়।

৩নং প্রশ্ন :— দেওয়া হলে বৎসরে কত করে দেওয়া হয় ?

৩নং উত্তর :— দপ্তরের অর্থ বরাদ্দের উপর নির্ভর করে সাহায্য করা হয়।

Admitted Starred Question No. 590

Name of Member :—Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the T.R.P.C. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :— (১) টি, আর, পি, সির, অধীনে কতগুলি রাবার বাগান আছে এবং মোট কত হেক্টার জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে ?

উত্তর :— টি, আর, পি, সির অধীনে মোট ৩৬টি কেন্দ্রে ১১৬০ হেঃ জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে।

প্রশ্ন :— (২) টি, আর, পি, সির অধীনে ডাকমাছড়াদেশে রাবার প্রসেসিং সেকটার থেকে প্রতিবছর কত পরিমান রাবার প্রসেসিং হচ্ছে ?

উত্তর :— টি, আর, পি, সির অধীনে ডাকমাছড়াতে কোন রাবার প্রসেসিং সেকটার নেই।

প্রশ্ন :— (৩) ডাকমাছড়াতে টি, আর, পি, সির রেঞ্জার সহ অন্যান্য কর্মচারীদের স্টাফ কোয়াটার নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর :— তাকমাছড়াতে টি. আর পি, সির কোন কেন্দ্র নেই কাজেই স্টাফ কোয়ার্টার নির্মানের প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 625.

Name of Member :— Shri Pannalal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Urban Development Department :—

প্রশ্ন :—

১। সারা রাজ্যে কয়টি নগর পঞ্চায়েত আছে ? এর মধ্যে কয়টির নিজস্ব অফিসগৃহ আছে এবং

২। সবকয়টি নগর পঞ্চায়েতে Executive officer দেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর :—

১। সারা রাজ্যে মোট ১২টি নগর পঞ্চায়েত আছে। এর মধ্যে ধর্মনগর ও সাব্রুম ব্যতীত সব কয়টি নগর পঞ্চায়েতেই নিজস্ব অফিসগৃহ আছে। যদিও অমরপুর এবং অন্যত্র অফিসগুলির অবস্থা খুবই করুণ, যেগুলির সংস্কার আবশ্যক।

২। হ্যাঁ, সব কয়টি নগর পঞ্চায়েতেই Executive officer দেওয়া হয়েছে। যদিও এরা S.D.O, অফিসেও বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখার কাজকর্ম দেখেন।

Admitted Starred Question No. 626

Name of Member :— Shri Panna Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৬-৯৭ ইং বছরে সারা রাজ্যে কতটি মার্ক III এবং Shallow Tube Well বসাবার লক্ষ মাত্রা ছিল এবং এর মধ্যে কতটি বসানো হয়েছে ?

২। অমরপুর, করবুক, কিল্লা, সাতচাঁদ, ছাম্পাইছড়ি ব্লকে এই লক্ষমাত্রার কত অংশ সম্পন্ন হয়েছে ?

ঐ সব এলাকায় পানীয় জলের জন্য কি কি ব্যবস্থা বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— ১৯৯৬-৯৭ ইং বৎসরে সারা রাজ্যে মার্কটু এবং মার্ক থ্রী টিউবওয়েল মিলিয়ে লক্ষ মাত্রা হল ১৩৭৮টি তন্মধ্যে শুধু মার্ক থ্রীর লক্ষমাত্রা ৫২৫টি। সেলোটিউব-ওয়েল এর লক্ষমাত্রা ছিল ২৬৯১টি। এর মধ্যে ১১৭৬টি মার্কটু টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ পর্য্যন্ত।

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

ব্লকের নাম	লক্ষ মাত্রা	সম্পন্ন	শতকরা কত অংশ	সেলোটিউব ওয়েল		
				লক্ষ্যমাত্রা	সম্পন্ন	শতকরা কত অংশ
১। অমরপুর	৪০	২৫	৬২%	১০০	১০০	১০০%
২। করবুক	৪৬	১১	২২%	৩০	২০	৬৬%
৩। কিল্লা	২৫	১০	৪০%	৩০	১৮	৬০%
৪। সাতচান্দ	৪৮	৩১	৬৭%	৭৫	৭৫	১০০%
৫। সোনাইছড়ি	৪৫	৫	১১%	৩৫	৯	২৬%

প্রশ্নের উত্তর :— ঐ সব এলাকায় পানীয় জলের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি চালু অবস্থা :

ব্লকের নাম	মার্কটু	সেলোটিউব ওয়েল	আর, সি, সি ওয়েল	স্যানিটারী ওয়েল
১। অমরপুর	৩৯২	৭০৫	১৫০	১৩৭
২। করবুক	১৬১	১২০	১৫	১০৬
৩। কিল্লা	১৫৬	১৩১	৪০	৬৭
৪। সাতচাঁন্দ	৫৫৫	৫৪৩	১৮৯	২০২
৫। তুপাইছড়ি	১৬৬	১৯২	৯২	৬৪
মোট :—	১২১০	১৭১১	৪৮৬	৫৭৬

Admitted Started Question No. : 630

Name of Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Han'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, 'মোহনপুর ব্লক' এলাকাকে ড্রাই এলাকা বলা হয়ে থাকে এবং এই এলাকায় পাণীয় জলের প্রচণ্ড সংকট সবসময়ই দেখা দেয়,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে পাণীয় জলের সংকট নিরসনে কোন "মাষ্টার প্ল্যান" গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— সাধারনভাবে জলস্তরের নিরীক্ষে মোহনপুর এলাকা সমস্যামুক্ত নয়। সরকারী ভাবে মোহনপুর এলাকাকে "শুকনো এলাকা" হিসেবে কোন ঘোষনা দেয়া হয় নি।

২নং প্রশ্নের উত্তর :— রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী মোহনপুর ব্লকে ও পাণীয় জলের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা হয়ে থাকে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য পানীয় জলের ক্ষেত্রে "এ্যাকশন প্ল্যান" তৈরী করা হয়েছে। আলাদা ভাবে মোহনপুর ব্লকের জন্য কোন মাষ্টার প্ল্যান গ্রহণ করা হয় নি। হবে কিনা এ মূহূর্তে বলা যাচ্ছে না।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Stared Question No. 64

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia and
Shri Madhab Ch. Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা কত এবং তন্মধ্যে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি কত জন ;

২। ১৯৯৫-৯৬ সালে সারা রাজ্যে কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

৩। যাদের ভূমি দেওয়া হয়েছে তাদের বসতঘর তৈরী করার জন্য কত জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং

৪। দেওয়া হয়ে থাকলে কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৭৮ ইং সনের সমীক্ষা অনুসারে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল।

ভূমিহীন :	৩০ ২২৫ জন
গৃহহীন :	১৬ ৩১৩ ,,
ভূমিহীন ও গৃহহীন :	৫৭,৯২৬ ,,
মোট :	১,০৪,৪৬৪ জন

উল্লিখিত তথ্য ল্যাণ্ড রেভিনিউ দপ্তরে রক্ষিত হিসাব অনুসারে। গৃহহীনের সংজ্ঞা রুরাল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের অন্যরকম।

বাস্তুভিটি থেকেও যাদের গৃহ নেই তাদেরও গৃহহীনের সংজ্ঞায় তারা ধরেন এবং তারা পৃথকভাবে এই হিসাব রাখেন।

কোন তহশীলে উক্ত পরিসংখ্যানের নথি না থাকিলে সেখানে নূতন করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পরিসংখ্যান করার জন্য সরকার আদেশ দিয়েছেন। কোথাও নথি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে তাহারও আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে।

২। ১৯৯৫-৯৬ সালে সারা রাজ্যে মোট ১,৯৭৫ জন ভূমিহীনকে মোট ২,২৯৮'৫৯ একর ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না। জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

জেলা	ভূমিহীন ও	গৃহহীন	ভূমিহীন			
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
পশ্চিম জেলা —	২১৯ জন	২৩২.০৪ এ:	৯৭ জন	২৫২.৬১ এ:	৪৯	১১.৩৮ একর
উত্তর জেলা —	৭৯ ,,	২০২.৬৪	২৬ ,,	৯.২৮	১৮	৬.৫২ ,,
দক্ষিণ জেলা —	৩৬২ ,,	৫৪৫.০৫	৪৮০	৫৪৭.৮২	২৫৩	৭১.৮২ ,,
ধলাই জেলা =	১৫০ ,,	৩৩৪.১৭	৮৬	১২৯.৭৮	১৪৬	৫৫.৫৮ ,,
	৮১০ ,,	১৯১৩.৯০	৬৮৯	৮৩৯.৪৯	৪৭৬	১৪৫.২০ ,,

৩। কেন্দ্রীয় সরকার R M N P স্কীম বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা এখন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে I, A, v, স্কীমে গ্রামীন গরীব মানুষদের মধ্যে ঘর তৈরী করার এক প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এ বৎসর প্রায় ৭০০০. ঘর তৈরী করা হবে।

৪। এই IAy স্কীমে প্রতিটি পরিবারকে মঃ ২১.০০ থেকে ২২,০০০, টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Unstarred Question No. : 70

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে আই, আর, ডি, পি স্কীমে রাজ্যের কত সংখ্যক লোককে ঋণ দেওয়ার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল।

উত্তর :— ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে আই, আর ডি. পি. স্কীমে ১৪,৫৫০টি পরিবারকে ঋণ দেওয়ার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে.

এবং

প্রশ্ন : — ২। -এর মধ্যে কত সংখ্যক লোক ঋণ পেয়েছেন (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর :— ২। ঋণ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা ব্লক ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল :—

	ব্লকের নাম.	পরিবারের সংখ্যা.
১)	বিশালগড়	১৪৮
২)	মোহনপুর	১০৫
৩)	জিরানীয়া	২১৮
৪)	খোয়াই	৪
৫)	তুলাশিখর	NIL
৬)	মান্দাই	১১০
৭)	তেলিয়ামুড়া	১৪

৮)	মেলাঘর	২৭৭
৯)	ডুকলী	৯৫
১০)	জম্পুইজলা	NIL
১১)	সালেমা	১০০২
১২)	ডম্বুরনগর	১৫৪
১৩)	ছামনু	১৬৩
১৪)	মনু	৭০০
১৫)	কুমারঘাট	৯৮০
১৬)	পানিসাগর	৪৩৫
১৭)	কদমতলা	২৫২
১৮)	দশদা	৩৯
১৯)	পেচারথল	৩৭৪
২০)	মাতাবাড়ী	৬০৮
২১)	অমরপুর	৪৬৫
২২)	রাজনগর	[illegible]
২৩)	বগাফা	৫৮৭
২৪)	সাতচাঁদ	৩১৮
২৫)	রূপাইছড়ি	১৮৬
২৬)	কিল্লা	১২০
২৭)	করবুক	২১৫
	মোট :—	৮২১১

প্রশ্ন :— ৩) আগামী ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বৎসরে লক্ষ্যমাত্রা কত ধার্য্য করা হয়েছে ?

উত্তর :— ৩) ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বৎসরে ১৫,০০০ পরিবারের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন :— ৪) ইহা কি সত্য যে, বাজার অধিকাংশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার দরুন গরীব মানুষ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হইতেছেন,

উত্তর :— ৪) ইহা সত্য নহে।

এবং

প্রশ্ন :— ৫) সত্য হইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি ?

উত্তর :— ৫) প্রযোজ্য নয়।

Admitted Unstarred Question No. 71

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে (গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প) এস, আর, ই, টি জহর রোজগার যোজনা, বিশ্বকর্ম সংস্থান প্রকল্পে রাজ্যে কত শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

বর্তমান ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বৎসরে ঐ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে লক্ষ্য মাত্রা কত করা হবে।

এই লক্ষমাত্রায় প্রতিটি শ্রমিককে বৎসরে ১০০ দিনের কাজ দিবার লক্ষ্যে কতটুকু সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর |
২নং প্রশ্নের উত্তর | তথ্য সংগ্রহাধীন
৩নং প্রশ্নের উত্তর |

Admitted Unstarred Question No. 72.

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দরিদ্র মৎস জীবিদের জীবন মান উন্নয়নে সরকার রাজ্যে কতটি গুচ্ছ গ্রাম (ক্লাষ্টার ভিলেজ) গঠন করেছেন (নাম ও ঠিকানা) এবং

২। এই গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে কত পরিবার কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন,

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে নুতন করে ক্লাষ্টার ভিলেজ গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে আছে কি এবং

৪। থাকিলে কোথায় কোথায় হবে,

৫। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব কল্যাণপুর গাঁও সভার ঘনিয়ামারা ও ঘিলাতলি গাঁও সভার দক্ষিণে ঘিলাতলি সংলগ্নক পাড়ায় ক্লাষ্টার ভিলেজ গঠন করা হবে কি ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর |
২নং প্রশ্নের উত্তর |
৩নং প্রশ্নের উত্তর | তথ্য সংগ্রহাধীন
৪নং প্রশ্নের উত্তর |
৫নং প্রশ্নের উত্তর |

Admitted Unstarred Question No. 74

Name of Member :—Shri Bhudeb Bhattacherjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় গত ৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বৎসরে বিভাগ ভিত্তিক উপজাতি অধ্যুষিত (এ. ডি. সি) এলাকায় মোট কত সংখ্যা রিং-ওয়েল, মার্কেট নির্মান করা হয়েছে।

২। কুমারঘাট ব্লকের গোলকপুর তালানপাড়ী, সারমাছড়া স্কুল, জলাই বাজারের পূর্বে এবং ধনবিলাস (ফটিকরায়, ধুমাছড়া, কৈলাসহর রাস্তার পাশে) নওয়াপাড়া সন্নিকটে যে সমস্ত রিং ওয়েল নির্মান কার্য্য সুষ্ঠুভাবে হয় নাই বা অসম্পূর্ণতা তার কোন তথ্য সরকারের নিকট আছে কি না ; এবং

৩। থাকিলে বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হবে কি না ?

৪। নির্মিত মার্কেটগুলির মধ্যে কতটি চলছে ও কতগুলি অকেজো অবস্থায় আছে।

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর |
২নং প্রশ্নের উত্তর | তথ্য সংগ্রহাধীন
৩নং প্রশ্নের উত্তর |
৪নং প্রশ্নের উত্তর |

Admitted Unstarred Question No. 77

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত সচিব এর মোট সংখ্যা কত এবং তন্মধ্যে কতজন অনিয়মিত সচিব রয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। বর্তমান সারা রাজ্যে নিয়মিত পঞ্চায়েত সচিবের মোট সংখ্যা ১০৮৯ জন। এবং অনিয়মিত কোন পঞ্চায়েত সচিব পঞ্চায়েতে দপ্তরে নেই। নিয়মিত পঞ্চায়েত সচিবের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

উত্তর ত্রিপুরা

১। দশদা ব্লক	—	৪৮
২। কদমতলা ব্লক	—	২৫
৩। কুমারঘাট ব্লক	—	৯০
৪। পানিসাগর ব্লক	—	৩৫
৫। পেচারথল ব্লক	—	১৩

ধলাই জেলা

৬। সালেমা ব্লক	—	১০১
৭। মনু ব্লক	—	৩৩
৮। ছামনু ব্লক	—	১৫
৯। চন্দ্রপুরনগর ব্লক	—	২৬

পশ্চিম ত্রিপুরা

১০। ডুকলী ব্লক	—	৬৬
১১। খোয়াই ব্লক	—	৭৪
১২। তেলিয়ামুড়া ব্লক	—	৭২
১৩। মোহনপুর ব্লক	—	৯৪
১৪। জিরানীয়া ব্লক	—	৭৪
১৫। তুলাশিখর ব্লক	—	৩৫
১৬। মান্দাই ব্লক	—	৩৩
১৭। বিশালগড় ব্লক	—	৭৫
১৮। জম্পুইজলা ব্লক	—	৩০
১৯। মেলাঘর ব্লক	—	৮১
২০। ডাইরেক্টরেট ডি, পি, ও অফিস (পশ্চিম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ।	—	৪

দক্ষিণ ত্রিপুরা

২১। কিল্লা ব্লক	—	১৮
২২। মাতাবাড়ী ব্লক	—	৭৪
২৩। অমরপুর ব্লক	—	৬৩
২৪। করবুক ব্লক	—	১৯
২৫। বগাফা ব্লক	—	৫৩

২৬। রাজনগর ব্লক — ৫২
২৭। সাতচাঁন্দ ব্লক — ৫৬
২৮। রূপাইছড়ি ব্লক — ২৭

মোট — ১,৩৮৪ জন

প্রশ্ন

২। যদি অনিয়মিত সচিব থাকে তাহলে উক্ত সচিবদের নিয়মিত করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তর

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Unstarred Question No 106
Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯২ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে পঞ্চায়েত ফেমিলি রেজিষ্টারে পরিবার সংখ্যা এবং লোক সংখ্যা কত ছিল এবং কোন ব্লকে কত সংখ্যক পঞ্চায়েত ছিল, (এ, ডি, সি, হিসাব) ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন

২। ১৯৯৬ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন ব্লকে পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত এবং পঞ্চায়েত ফেমিলি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ মোট পরিবার এবং লোক সংখ্যা কত ? (এ, ডি, সি, হিসাব)

উত্তর

২। ১৯৯৬ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ, ডি, সি সহ মোট পঞ্চায়েতের সংখ্যা হল ৯৬২টি। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	এ.ডি.সি সহ পঞ্চায়েতের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লোক সংখ্যা
১	২	৩	৪
১। কদমতলা	২৭	২৩,৪৪৫	১,১৩,৫৩৭
২। পানিসাগর	৩০	১৭,১০৪	১,০০,২২৫
৩। কুমারঘাট	৬৬	৩২,৭৩২	১,৬০,২১৮

১	২	৩	৪
৪। পেচারথল	২২	৮,৭৭৯	৪৭,৮৯৫
৫। দশদা	৩৫	১৪,৮০৩	৭৫,৩৯৭
৬। মনু	২৬	১৩,৩৯৬	৭০,১৩০
৭। ছাওমনু	১৪	৫,৩৮০	৩০,০১২
৮। সালেমা	২২	৩২,৯২২	১,৬১,০২৪
৯। খোয়াই	২৬	১৫,৬৭৬	৭০,৯৮৮
১০। তেলিয়ামুড়া	৫১	৩০,৪৯৩	১,৫০,৯০০
১১। মোহনপুর	৪৭	৪০,১৭৯	২,১০,৫০৮
১২। জিরানীয়া	৩৭	২২,৫১৬	১,৪৭,০৫৬
১৩। মান্দাই	২২	১০,৯৯৬	৬২,১৯০
১৪। জুলাশিখর	২০	৯,০২৭	৪৩,৫৬৩
১৫। ডুকলী	৫২	৪১,১১৭	২,০২,১৪১
১৬ বিশালগড়	৫৬	৩৮,৬১৩	১,৭১,২৩৪
১৭। জাম্পুইজলা	১৭	১০,১৪৯	৫৫,১৪৮
১৮। মেলাঘর	৭৫	৩৮,৭৯৮	১,৯৫,১৬০
১৯। কিল্লা	১৫	৬,৮৬৪	৩৭,৫৫৯
২০। মাতাবাড়ী	৬০	৩৮,৫০৯	১,৮১,৮৬০
২১। অমরপুর	৭৭	১৮,৯৬৭	৯০,২০৮
২২। করবুক	১৭	৬,০১১	৩৩,৬৭৭
২৩। বগাফা	৪১	২৭,৬৭১	১,২৪,৪০২
২৪। ডম্বুরনগর	২৬	১০,১৪৯	৫৫,১৪৮
২৫। রাজনগর	৪২	২৪,৫৩৩	১,১১,১১৪
২৬। সাতচান্দ	৪৬	১৬,২৬০	৭৫,৩৩৩৫
২৭। কপাইছড়ি	২৫	৭,৪'৭	৩৫,২৭৬

Admitted Starred Question No. 1.4

Name of Membe :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Ho.'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে রেভিনিউ সার্কেলের সংখ্যা কত ?

২। কতটি সার্কেলে জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ফাইনাল পর্চা বা ল্যাণ্ড পাস -বুক কত জমির মালিক পেয়েছেন, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য যে বিগত জোট সরকারের সময়ে রিভিশান সার্ভের নামে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মালিকের নামের রেকর্ড পরিবর্তন করে অন্যের নামে করা হয়েছে।

৪। সত্য হইলে ঐ রেকর্ড সংশোধনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রেভিনিউ সার্কেলের সংখ্যা মোট ৪০টি।

২। মোট ১৫টি রেভিনিউ সার্কেলের রিভিশানের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকী অনেক রেভিনিউ সার্কেলের অধিকাংশ মৌজায় রিভিশানের কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ সার্কেলের সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়া রেভিনিউ সার্কেলের ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

বিভাগ		রেভিনিউ সার্কেল
১। সদর	:	ক) মোহনপুর
		খ) টাকারজলা
২। খোয়াই	:	ক) তেলিয়ামুড়া
৩। বিশালগড়	:	—
৪। সোনামুড়া	:	ক) মেলাঘর
৫। কৈলাশহর	:	ক) কৈলাশহর
		খ) কুমারঘাট
৬। কাঞ্চনপুর	:	—
৭। ধর্মনগর	:	ক) ধর্মনগর
৮। কমলপুর	:	ক) কমলপুর
৯। লংথরাই ভেলী	:	—
১০। আমবাসা	:	ক) আমবাসা
১১। গণ্ডাছড়া	:	—
১২। উদয়পুর	:	ক) উদয়পুর
		খ) কিল্লা
১৩। অমরপুর	:	—
১৪। বিলোনীয়া	:	ক) বিলোনীয়া
		খ) শান্তির বাজার
		গ) রাজনগর
১৫। সাব্রুম	:	ক) শিলাছড়ী

মৌজা ফাইনাল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সকল পরচা ফাইনাল হিসাবে গণ্য হয়। ড্রাফ্ট পাবলিকেশান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরচা dispute এর ভিত্তিতে পরিবর্তনযোগ্য। জমির মালিকদের হাতে পরচা তার নিজস্ব রেকর্ড এবং তা স্থায়ীভাবে চালু আছে।

ল্যাণ্ড পাস বুক একটি পৃথক বিষয়। ১৯৮২ সালে কৃষকদের ব্যাঙ্ক ঋণ সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই আইনটি প্রণীত হয়েছিল।

১৯৮৭ সালে কমলপুর মহকুমায় আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৃষকদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। এমন কি ১৯৯০ সালে ল্যাণ্ড পাস বুক বাধ্যতামূলক সংশোধিত আইনেও তা কার্যকরী করা যায় নাই।

সারা দেশের বর্তমানে নূতন উন্নত ধরনের Recording ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ল্যাণ্ড পাস বুক আইনটিকে আরও সংশোধনের বিষয় বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে।

[illegible] প্রকৃত মালিকানার দাবী করে রেকর্ড সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট আইন ও নিয়মাবলীর মাধ্যমে যে সকল দরখাস্ত এসেছে সে সব পুন: সংশোধন করা হয়েছে ও হচ্ছে। আইনে তার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Unstarred Question No. 115

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৫-৯৬-৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যের কতজন বাস্তুহীন পরিবারকে বাস্তুভিটি প্রদান (আর, এম, এন, পি, স্কীমে ঋণ দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। এই স্কীমে ঋণ দান ২০০০ (দুই হাজার) টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করা হবে কি না ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— উক্ত স্কীমটি ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত চালু ছিল। এই স্কীমে মোট ১৮১৮টি বাস্তুহীন পরিবারকে ঋণ দেয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন)

২নং প্রশ্নের উত্তর :— যেহেতু স্কীমটি বন্ধ হয়ে গেছে সেহেতু টাকার অংক বাড়ানোর প্রশ্ন উঠে না

Admitted Unstarred Question No. 119.

Name of Member :— Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে শ্রমিকদের মধ্যে কতজনকে শ্রমিকের কার্ড দেওয়া হয়েছে,

এবং

২। বিগত ১৯৯৩-৯৪ হইতে ১৯৯৬-৯৭ ইং পর্যন্ত কার্ড প্রাপ্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রত্যেক শ্রমিককে গড় কত শ্রম দিবসের কাজ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭ শত জনকে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :— ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রমিককে গড়ে ২১ দিনের কাজ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 137

Name of Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, সারা রাজ্যে বহু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আসন, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য আসন এবং জিলা পরিষদ আসন খালি আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ রাজ্যে কিছু সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের আসন, কতিপয় পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আসন খালি আছে।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোন ব্লক, কি কি পদে কয়টি আসন খালি, এবং

উত্তর

২। ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের শূন্য আসন সংখ্যা।	পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যের শূন্য আসন সংখ্যা।
১। সালেমা	৩টি	—
২। কদমতলা	৪টি	—

২। ব্লকের	গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের শূন্য আসন সংখ্যা।	পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের শূন্য আসন সংখ্যা।
৩। পানিসাগর	১টি	—
৪। কুমারঘাট	৯টি	—
৫। মোহনপুর	৩টি	—
৬। খোয়াই	—	১টি
৭। তেলিয়ামুড়া	৩টি	—
৮। জিরানীয়া	৬টি	—
৯। ডুকলী	৩টি	২টি
১০। বিশালগড়	৫টি	—
১১। মেলাঘর	৮টি	—
১২। মাতাবাড়ী	৪টি	১টি
১৩। অমরপুর	১টি	—
১৪। রাজনগর	৭টি	১টি
১৫। বগাফা	৫টি	—
১৬। সাতচাঁদ	৪টি	—
	৬৬টি	৬টি

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্য পদের ১টি আসন খালি আছে।

প্রশ্ন

৩। শূন্য আসনগুলিতে নির্বাচন করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

৩। রাজ্য সরকার যথাসময়ে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন

৪। জিলা পরিষদ এলাকা থেকে যে সকল এলাকা বেরিয়ে এসেছে, সেগুলিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হবে কিনা, করা হলে কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

৪। রাজ্য সরকার যথাসময়ে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

Admitted Unstarred Question No. 139

Name of the Member : Khagendra Jamatia.

Will the Minister-in-charge of Planning & Coordination Departmenn be pleased to state :—

প্রশ্ন ১নং—ইহা কি সত্য MP Local Area Development Scheme এ রাজ্যে দুজন লোকসভা সদস্য ও একজন রাজ্যসভা সদস্যের নামে প্রতি বছর কিছু টাকার বরাদ্দ আসে ?	
প্রশ্ন ২নং—সত্য হয়ে থাকলে ১৯৯৫-৯৬ইং ও ১৯৯৬-৯৭ সালে কোন এম পি র নামে কত টাকা বরাদ্দ এসেছিল. এবং তা কিভাবে খরচ হয়েছে প্রজেক্ট ভিত্তিক হিসাব) ?	তথ্য সংগ্রহাধীন
প্রশ্ন ৩নং—যদি কোন কারণে অব্যয়িত থাকে তার পরিমাণ কত ?	

Printed by :

Secretary,
Tripura Press Owner's Association
AGARTALA, TRIPURA